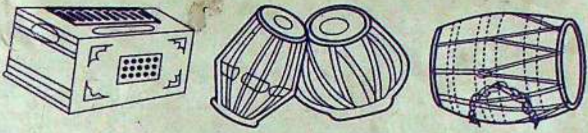
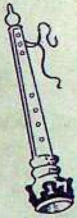

রাগ সঙ্গীত সাধনা

অখণ্ড

(ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল)

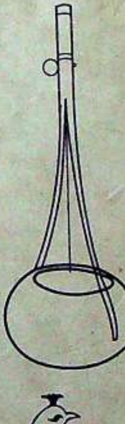

রাগ সঙ্গীত সাধনা (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড) নামে গ্রন্থগুলোর প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর সঙ্গীত অনুরাগীদের চাহিদার কথা চিন্তা করে পুনরায় 'রাগ সঙ্গীত সাধনা (অখন্ড)' নামে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। সঙ্গীতের ব্যবহারিক জ্ঞান ও তত্ত্বীয় জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে দুটিই অপরিহার্য। তাই, এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বীয়সহ, বিভিন্ন রাগের পরিচয়, আলাপ, স্বরবিস্তার, তান, বোলতান, সার্গামগীত, লক্ষণগীত, তারানা, ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, তাল জ্ঞান, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সম্যক জ্ঞান, পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণা এবং সঙ্গীত সাধকদের জীবনী ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে একজন সঙ্গীত শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সকল বিষয় জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয় সংস্করণটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিতাকারে প্রকাশিত হলো। আশা করি গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অব্যহত থাকবে। এ ব্যাপারে আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

রাগ সঙ্গীত সাধনা

অখন্ড

(ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল)

সম্পাদনায়
পংকজ কান্তি সরকার

নওরোজ কিতাবিস্তান

প্রকাশক
মনজুর খান চৌধুরী
নওরোজ কিতাবিস্তান
৫, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

নওরোজ কিতাবিস্তান প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি-২০০৯

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
আফরোজা আনজুম

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

মুদ্রণে
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারিদাস রোড
ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

RAGII SANGEET SADHANA : by Pankaj Kanti Sarker. Published by Monzur Khan Chowdhury. Nawroze Kitabistan 5, Banglabazar, Dhaka-1100. Price Tk. 350.00 Only.

ISBN 984-70229-0016-8

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা-মাতা এবং
দেশের সকল সঙ্গীত অনুরাগী ও
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহঃ

১। স্বরলিপিসহ ছোটদের গান
২। রাগ সঙ্গীত সাধনা (জনক রাগ সমগ্র) - প্রথম খন্ড
৩। রাগ সঙ্গীত সাধনা (বিভিন্ন রাগের ছোট খেয়াল) -দ্বিতীয় খন্ড
৪। রাগ সঙ্গীত সাধনা (বিভিন্ন রাগের বড় খেয়াল) -তৃতীয় খন্ড
৫। নির্বাচিত গানের সংগ্রহ (স্বরলিপিসহ ১০৮টি গান)
৬। স্বরলিপিসহ ছোটদের গান ও সংগীত শিক্ষার প্রথম ধাপ

ভূমিকা

সঙ্গীতকে ভালবাসি না একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। সঙ্গীত মানুষের সুখে, দুঃখে, বিরহে, বেদনায়, নিঃসঙ্গে, আনন্দের একমাত্র সঙ্গী বলে আমি মনে করি। তাই শাস্ত্রে বলেছেন—"ন বিদ্যা সঙ্গীতাদপরা" অর্থাৎ সঙ্গীত অপেক্ষা অন্য কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ নহে। রাগ সঙ্গীত সাধনা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) গ্রন্থ তিনটি প্রকাশ করার পর গ্রন্থগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর পুনরায় রাগ সঙ্গীত সাধনা (অখণ্ড) নামের গ্রন্থটির সম্পাদনার কাজ শুরু করি। এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমরা জানি রাগ সঙ্গীত সঙ্গীতের মূল ভিত্তি। এটার সমঝদার শ্রোতার সংখ্যাও যেমন কম এবং শেখার ধৈর্য্যও অনেকের কম। তাই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

এই গ্রন্থটির সম্পাদনার করার জন্য যে সকল বইয়ের সাহায্য আমি নিয়েছি (সহায়ক পত্রিকা পৃষ্ঠা নং-৩৪৬) তাঁর লেখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, নওরোজ কিতাবিস্তান গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আফরোজা আনজুম। ছবির স্ক্যান করে সাহায্য করেছেন শিবেন চক্রবর্তী ও সরকার ইমরুল বারী (সমুদ্র)। এই বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন—মোঃ আবুল হোসেন, মোঃ ওয়াসিউজ্জামান খোকন, সুকুমার চন্দ্র সিংহ, সাধন চন্দ্র বর্মণ, খায়রুল আনাম, ইমদাদুল হক, মোঃ হানিফ, মোঃ জোয়াদ, সীমা ঘোষসহ আরও অনেকে। যদি এই বইটি কোন সঙ্গীত পিপাসুদের কাজে লেগে থাকে তবে আমার কষ্ট সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

পংকজ কান্তি সরকার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : --১-১১

সঙ্গীতের উদ্ভব....১; জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা....২; গান শিখানোর জন্য যা জানা বিশেষ প্রয়োজন....৩; ১। সঙ্গীত শিক্ষার কি কোন বয়স আছে?....৩; ২। সঙ্গীত শিক্ষার্থীর বয়স....৩; ৩। শিক্ষার্থী নির্বাচন....৪; ৪। কণ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও স্বর সাধনা....৪; ৫। শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ....৪; ৬। গান নির্বাচন....৫; ৭। গান শোনানোর ব্যবস্থা....৫; ৮। কিভাবে গান শেখাতে হবে....৫।

কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য....৬; ১। যে কারণে শিক্ষার্থীর শিক্ষা নষ্ট হয়....৭; ২। শিল্পীর অনুভূতি শক্তি....৭; ৩। শ্বাস-প্রশ্বাস....৭; ৪। গলার যন্ত্র....৭; ৫। দেহ ও মন....৭; ৬। ঋতু পরিবর্তন....৮; ৭। কণ্ঠস্বর, গায়ক ও গান....৮; ৮। কণ্ঠস্বর ও স্কেল....৮; ৯। ধুমপান....৮; ১০। Liver Function ও খাদ্য....৮; ১১। চিন্তা ও দুশ্চিন্তা....৯; ১২। সাধারণ নিয়ম....৯। গানের সৌন্দর্যবোধ ও প্রকাশ ভঙ্গিমা....১০।

দ্বিতীয় অধ্যায় : --১২-২৬

সঙ্গীতের বিষয়ক সংজ্ঞাঃ ১। পরিভাষা; ২। সঙ্গীত; ৩। সপ্তক; ৪। আরোহী; ৫। অবরোহী; ৬। সরগম; ৭। স্বর; ৮। শুদ্ধস্বর; ৯। বিকৃতস্বর; ১০। সচলস্বর; ১১। অচলস্বর; ১২। তীব্রস্বর; ১৩। কোমলস্বর; ১৪। গ্রহস্বর; ১৫। বাদীস্বর ; ১৬। সমবাদীস্বর; ১৭। অনুবাদীস্বর; ১৮। বিবাদীস্বর; ১৯। বর্জিতস্বর; ২০। বক্রস্বর; ২১। ন্যাসস্বর; ২২। সন্ন্যাসস্বর; ২৩। স্পর্শস্বর বা কণ্স্বর; ২৪। পূর্বলগন কণ; ২৫। অনুলগন কণ; ২৬। আগন্তুকস্বর; ২৭। অবন্যাসস্বর; ২৮। অংশস্বর; ২৯। আলঙ্কারিক স্বর; ৩০। ইষ্টস্বর; ৩১। গুপ্তস্বর; ৩২। বৈদিকস্বর; ৩৩। স্থানস্বর; ৩৪। লৌকিকস্বর; ৩৫। তার; ৩৬। মন্দ্র; ৩৭। সার্গামগীত বা স্বরমালিকা; ৩৮। লক্ষণগীত; ৩৯। রাগ; ৪০। শুদ্ধ রাগ; ৪১। ছায়ালগ রাগ; ৪২। সংকীর্ণ রাগ; ৪৩। জনকরাগ বা আশ্রয়রাগ; ৪৪। জন্যরাগ; ৪৫। পকড়; ৪৬। সঙ্গীত পদ্ধতি; ৪৭। বিন্যাস; ৪৮। অলংকার; ৪৯। মীড়; ৫০। পুকার; ৫১। অঙ্গ; ৫২। মূর্চ্ছনা; ৫৩। গিটকারী তান; ৫৪। তান; ৫৫। শুদ্ধ, সরল বা সপাট তান; ৫৬। কূটতান; ৫৭। মিশ্রতান; ৫৮। ছুটতান; ৫৯। গমকতান; ৬০। আলঙ্কারিক তান; ৬১। বক্রতান; ৬২। ফিরত তান; ৬৩। বোলতান; ৬৪। পালট বা পাল্টা তান; ৬৫। হলক তান; ৬৬। খট্কা তান; ৬৭। সরোক তান; ৬৮। অচরোক তান; ৬৯। লড়ন্ত তান; ৭০। ঝটকা তান; ৭১। গমক; ৭২। স্ফুরিত গমক; ৭৩। কম্পিত গমক; ৭৪। চ্যাবিত গমক; ৭৫। আহত গমক; ৭৬। আন্দোলিত গমক; ৭৭। মুদ্রিত গমক; ৭৮। প্লাবিত গমক; ৭৯। নামিত গমক; ৮০। গুম্ফিত গমক; ৮১।

লীন গমক; ৮২। বলি গমক; ৮৩। কুরুল গমক; ৮৪। ত্রিভিন্ন গমক; ৮৫। তিরিপ গমক; ৮৬। উল্লাসিত গমক; ৮৭। স্থায়; ৮৮। নাদ; ৮৯। আহত নাদ; ৯০। অনাহত নাদ; ৯১। তুক্ : ৯২। বর্ণ; ৯৩। আশ; ৯৪। অল্পত্ব; ৯৫। বহুত্ব; ৯৬। রাগমালা; ৯৭। প্রবন্ধ; ৯৮। বাগ্যেয়কার; ৯৯। প্রকীর্ণ ; ১০০। আলাপ; ১০১। বোল আলাপ; ১০২। বিস্তার; ১০৩। বহলাবা; ১০৪। বোল বিস্তার; ১০৫। বাঁট; ১০৬। কম্পন; ১০৭। আন্দোলন; ১০৮। ছুট্ ; ১০৯। থম; ১১০। দম; ১১১। অনিবন্ধ গান; ১১২। নিবন্ধ গান; ১১৩। মার্গ সঙ্গীত; ১১৪। দেশী সঙ্গীত; ১১৫। গায়কী; ১১৬। নায়কী; ১১৭। পণ্ডিত; ১১৮। গায়ক; ১১৯। নায়ক; ১২০। বিদারী; ১২১। ধাতু; ১২২। আক্ষিপ্তিকা; ১২৩। ধ্বনি; ১২৪। স্থান; ১২৫। স্বরাবর্ত; ১২৬। রাগালাপ; ১২৭। রূপকালাপ; ১২৮। আলপ্তি গান; ১২৯। উচ্চাস সঙ্গীত; ১৩০। কলাবন্ত; ১৩১। কোরাস; ১৩২। চলন; ১৩৩। বৃন্দ; ১৩৪। বৈতালিক; ১৩৫। মাতু; ১৩৬। বঢ়ত; ১৩৭। মুখ চালন; ১৩৮। মূর্কী; ১৩৯। বাজ; ১৪০। যুগলবন্দ; ১৪১। রস; ১৪২। রাগ সঙ্গীত; ১৪৩। বক্ররাগ; ১৪৪। অধম রাগ; ১৪৫। স্বরবিস্তার; ১৪৬। স্বরসম্বাদ; ১৪৭। স্বরান্তর; ১৪৮। আখর; ১৪৯। কর্তব; ১৫০। উপজ; ১৫১। জমজমা; ১৫২। জোড়; ১৫৩। অপেরা; ১৫৪। কবিয়াল; ১৫৫। বন্দিশ; ১৫৬। গতি; ১৫৭। বিশ্রান্তি; ১৫৮। উঠান্ত ; ১৫৯। তারপরণ; ১৬০। কস্বী; ১৬১। অতাঈ।

তৃতীয় অধ্যায় : --২৭-৪০

রাগরূপ নির্ণয়....২৭; ঠাট....২৮; ঠাট রচনার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে....২৯; দক্ষিণ বা কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতিতে উত্তর বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির দশটি ঠাটের নাম হলো....২৯; রাগ....৩০; রাগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ্য....৩০; দশটি ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগসমূহ....৩০; ঠাট ও রাগের তুলনা....৩২; রাগের সময় চক্র....৩৩; বাদীস্বর অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময়....৩৪; শ্রুতি....৩৫; শ্রুতিগুলোর নাম অনুসারে অবস্থানক্রম....৩৫; উদাত্ত....৩৫; অনুদাত্ত....৩৫; স্বরিত....৩৫; গ্রাম....৩৫; নাদ ও শ্রুতি....৩৬; শ্রুতি ও স্বরের সমতা ও বিভিন্নতা....৩৬; সঙ্গীতের স্বর....৩৭; স্বর....৩৭; জাতি....৩৮; ঔড়ব....৩৮; ষাড়ব....৩৮; সম্পূর্ণ....৩৮; গান ও গায়ক....৩৯; গায়কের দোষ-২৫টি....৩৯; উত্তম গায়কের গুণ-২৩টি...৪০।

চতুর্থ অধ্যায় : --৪১-৪৪

স্বরলিপি পরিচিতি....৪১; আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি....৪১; সঙ্গীতে স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা....৪৩; সুরকার গীতিকার ও কণ্ঠ শিল্পী....৪৩; গান রচনা কিভাবে হয়....৪৪।

পঞ্চম অধ্যায় : --৪৫-৫৪

হারমোনিয়ম ব্যবহার প্রনালী....৪৫; কণ্ঠ সাধনা....৪৬; কণ্ঠসাধনার জন্য কাহারবা তালে শুদ্ধ স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার....৪৮; কণ্ঠসাধনার জন্য দাদ্‌রা তালে শুদ্ধ স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার....৫১; কণ্ঠসাধনার জন্য তেওড়া তালে শুদ্ধ

স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার....৫২; কণ্ঠসাধনার জন্য ঝাঁপতালে শুদ্ধ স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার....৫৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় : --৫৫-৯৯
(জনক রাগের পরিচয়সহ সার্গামগীত, লক্ষণগীত, তারানা, ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল)ঃ বিলাবল....৫৫; ইমন....৫৮; ভৈরব....৬৪; ভৈরবী....৭০; কাফী....৭৪; আসাবরী....৭৭; খাম্বাজ....৮২; পূরবী....৮৬; মারবা....৯০; টোড়ী....৯৫।

সপ্তম অধ্যায় : ---১০০-২০৪
(বিভিন্ন রাগের পরিচয়সহ ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল)ঃ শিবরঞ্জনী....১০০; দেশ....১০১; দরবারী কানাড়া....১০৪; বৃন্দাবনী সারং....১০৫; দূর্গা....১০৮; আলাহিয়া বিলাবল....১০৯; তিলক কামোদ....১১১; ঝিঁঝিট....১১২; কালিংড়া....১১৪; আড়ানা....১১৫; হিন্দোল....১১৮; পরজ....১১৯; পটদীপ....১২১; মধুবন্তী....১২২; তিলং....১২৪; মুলতানী....১২৫; কামোদ....১২৮; সিন্ধুড়া....১৩০; চন্দ্রকোষ....১৩২; হমীর....১৩৩; দেশকার....১৩৫; গুণকেলী....১৩৬; বাহার....১৩৭; মালশ্রী....১৩৯; পাহাড়ী....১৪০; মালকোষ....১৪২; ভূপালী....১৪৬; কেদারা....১৫০; বিহাগ....১৫৩; ভীমপলশ্রী....১৫৭; বিভাস....১৬১; বাগেশ্রী....১৬৪; জৌনপুরী....১৬৮; ছায়ানট....১৭১; মিয়া কি মল্লার....১৭৪; গৌড় মল্লার....১৭৭; জয়জয়ন্তী....১৮০; গৌড় সারং....১৮৩; পুরিয়া....১৮৬; পুরিয়াধনাশ্রী....১৮৯; শ্রী....১৯৩; রাগেশ্রী....১৯৬; মালগুঞ্জী....১৯৯; শঙ্করা....২০২।

অষ্টম অধ্যায় : ---২০৫-২৩৮
তাল বিভাগঃ তালের উৎপত্তি....২০৫; তাল বিষয়ক সংজ্ঞা.... ২০৫; ১। তাল; ২। সম; ৩। ফাঁক; ৪। তালি; ৫। লয়; ৬। মাত্রা; ৭। বোল; ৮। ঠায়; ৯। ঠেকা; ১০। আবর্তন বা আর্বত; ১১। ছন্দ; ১২। প্রকারন্ত ঠেকা; ১৩। রেলা; ১৪। তালের প্রস্তার; ১৫। মহড়া; ১৬। তিহাই; ১৭। আড়; ১৮। বিভাগ; ১৯। যতি; ২০। জবাবী বোল; ২১। মুখড়া; ২২। তাললিপি; ২৩। আলঙ্কারিক লয়; ২৪। তালফেরতা; ২৫। বরাবর লয়; ২৬। বাদ্যস্থয়; ২৭। লগ্গী; ২৮। লহরা; ২৯। কায়দা।
তাল বিষয়ক কিছু প্রশ্ন....২০৯; ১। তালের প্রয়োজন কি?....২০৯; ২। সঙ্গত কাকে বলে?....২০৯; ৩। সম বা ফাঁক ছাড়া কি কোন তাল উৎপাদন হয়?....২০৯; ৪। তাল ছাড়া কি গান গাওয়া সম্ভব?....২০৯; ৫। তালের কয়েক প্রকার অলংকার নাম বলো?....২০৯; ৬। মাত্রার বা তালের ওজন কি?....২০৯; ৭। তবলার বাণী ও ঠেকা কি?....২১০; ৮। সব তালের প্রথমেই কে সম থাকে?....২১০; ৯। তাল ঠিক রেখে গান গাইতে হলে শুধু গানের মাত্রা ও তালের বিভাগ ঠিক হলেই গানের তাল ঠিক হবে কি?....২১০। হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী তাল-পদ্ধতির তুলনা....২১১; আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে তাল লিখন....২১১।

তালের ঠেকাঃ....২১২; ১। ত্রিতাল; ২। একতাল; ৩। চৌতাল; ৪। সুরফাঁক্তা বা সুলতান; ৫। রূপক; ৬। ঝুমরা; ৭। আদ্ধা; ৮। তিলওয়াড়া; ৯। খেমটা; ১০। দীপচন্দী; ১১। ধামার; ১২। আড়া চৌতাল; ১৩। পশতু; ১৪। লোফা; ১৫। যৎ; ১৬। ঠুংরী; ১৭। টপ্পা; ১৮। পঞ্চম সওয়ারী বা ছোট সওয়ারী; ১৯। গজঝম্পা; ২০। পাঞ্জাবী; ২১। মত্ততাল; ২২। রুদ্রতাল; ২৩। পঞ্চবাহার; ২৪। লক্ষীতাল; ২৫। সেতারখানি বা আদ্ধা কাওয়ালী; ২৬। ব্রহ্মতাল; ২৭। ফরোদস্ত; ২৮। ছন্দ বাহার; ২৯। লাউনী; ৩০। উল্টো যষ্ঠী।

রাবীন্দ্রিক তালঃ....২১৮; ৩১। যষ্ঠী; ৩২। রূপকড়া; ৩৩। নবতাল; ৩৪। একাদশী; ৩৫। নব পঞ্চমী; ৩৬। ঝম্পক।

নজরুলের সৃষ্ট তালঃ....২১৯; ৩৭। প্রিয়াছন্দ; ৩৮। নবনন্দন; ৩৯। স্বগতা; ৪০। মন্দাকিনী; ৪১। মঞ্জুভাষিনী; ৪২। মণিমালা। ৪৩। অর্ধঝাঁপ; ৪৪। বিলম্বিত ত্রিতাল; ৪৫। সবারী; ৪৬। ইন্দ্রতাল; ৪৭। সরস্বতী তাল; ৪৮। অর্জুন তাল; ৪৯। শক্তি তাল; ৫০। কর্ন্দপ তাল; ৫১। কুল তাল; ৫২। জয়মঙ্গল তাল; ৫৩। ছোট লোফা; ৫৪। চক্রতাল; ৫৫। করালমঞ্চ তাল; ৫৬। নিঃসারক তাল; ৫৭। কাশ্মীরী খেমটা; ৫৮। হেপ্‌কা; ৫৯। পট তাল; ৬০। আড় খেম্‌টা; ৬১। শিখর; ৬২। সুদর্শন; ৬৩। মহেশ; ৬৪। ছোট ঠুংরী বা গজল অঙ্গের তাল; ৬৫। আড় ঠেকা; ৬৬। একতাল (বিলম্বিতলয়); ৬৭। শূল; ৬৮। উপরাল; ৬৯। ভরতসা; ৭০। ধুমালী; ৭১। বীরপঞ্চ; ৭২। বসন্ত; ৭৩। ঝম্পা; ৭৪। মণি; ৭৫। কুম্ভ; ৭৬। বিক্রম; ৭৭। যতি শেখর; ৭৮। চিত্রা; ৭৯। বিষ্ণুতাল; ৮০। সওয়ারী; ৮১। মোহন; ৮২। রাশ; ৮৩। লীলা বিলাস; ৮৪। খামশা; ৮৫। সাত্তি; ৮৬। ত্রিপুট; ৮৭। কৈদ ফোরদস্ত; ৮৮। নন্দন তাল; ৮৯। গনেশ; ৯০। দোবাহার; ৯১। ব্রহ্মযোগ; ৯২। ঝাতি তাল; ৯৩। লঘু শেখর; ৯৪। ঝুলুম; ৯৫। খয়েরা তাল; ৯৬। হপ্তাতাল; ৯৭। জগপাল; ৯৮। শঙ্কর তাল; ৯৯। কুন্ডল তাল; ১০০। শঙ্খতাল।

বিভিন্ন তালের মধ্যে তুলনাঃ....২৩২; ১। দাদ্‌রা-কাহারবা....২৩২; ২। একতাল-চৌতাল....২৩২; ৩। কাহারবা-খেমটা....২৩৩; ৪। ত্রিতাল-তিলোয়ারা....২৩৩; ৫। সুরফাঁক তাল-ঝাঁপতাল....২৩৩; ৬। দাদ্‌রা-লোফা....২৩৪; ৭। ঝাঁপতাল-একতাল....২৩৪; ৮। তেওড়া-রূপক....২৩৪; ৯। ধামার-তেওড়া....২৩৫; ১০। কাহারবা-রূপকড়া....২৩৫; ১১। নবপঞ্চ-নবতাল....২৩৫; ১২। ধামার-একাদশী....২৩৬; ১৩। অর্ধঝাঁপ-ঝাঁপতাল....২৩৬; ১৪। একতাল-খেমটা....২৩৬; ১৫। ঝাঁপতাল-একাদশী....২৩৭; ১৬। দাদ্‌রা-ষষ্ঠী....২৩৭; ১৭। ঝম্পক-অর্ধঝাঁপ....২৩৭; ১৮। নবতাল-একাদশী....২৩৭; ১৯। আড়াচৌতাল-ধামার....২৩৮; ২০। ধামার-সুরফাঁকতাল....২৩৮; ২১। দীপচন্ডী-ধামার....২৩৮।

নবম অধ্যায় :—————————————————————— ২৩৯–২৪২

ঘরানা পরিচিতি....২৩৯; ১। আমীর খসরু ঘারানা....২৪০; ২। আগ্রা ঘরানা....২৪০; ৩। গোয়ালিয়র ঘরানা....২৪০; ৪। জয়পুর ঘরানা....২৪০; ৫। দিল্লী ঘরানা....২৪১;

৬। পাতিয়ালা ঘরানা....২৪১; ৭। বিষ্ণুপুর ঘরানা....২৪১; ৮। কিরাণা ঘরানা....২৪২; ৯। আলাউদ্দিন খাঁ ঘরানা....২৪২।

দশম অধ্যায় : --২৪৩-২৫৪

বিভিন্ন রাগের পরিচয়ঃ আহীর ভৈরব....২৪৩; নট ভৈরব....২৪৩; বিলাসখানী টোড়ী....২৪৩; আভোগী কানাড়া....২৪৩; সাহানা....২৪৪; ললিতাগৌরী....২৪৪; সোহানী....২৪৪; নট বিলাবল....২৪৪; পিলু....২৪৪; শুদ্ধি কানেড়া....২৪৫; রবিকোষ....২৪৫; গারা....২৪৫; নায়েকী কানেড়া....২৪৫; নন্দ....২৪৫; কলাবতী....২৪৬; শুদ্ধ সারং....২৪৬; শ্যাম কল্যাণ....২৪৬; বসন্ত....২৪৬; গান্ধারী....২৪৬; বঙ্গাল ভৈরব....২৪৭; কোমল আসাবরী....২৪৭; ধানেশ্রী....২৪৭; চন্দ্রকান্ত....২৪৭; যোগিয়া....২৪৭; বারোয়া....২৪৮; চম্পক....২৪৮; ললিত....২৪৮; রামকেলী....২৪৮।

বিভিন্ন রাগের মধ্যে তুলনা :.....২৪৯ ১। ভৈরবী-মালকোষ....২৪৯; ২। কামোদ-বিহাগ ....২৪৯; ৩। কাফী-ভীমপলশ্রী....২৫০; ৪। টোড়ী-মুলতানী....২৫০; ৫। দেশ-খাম্বাজ....২৫১; ৬। আসাবরী-জৌনপুরী....২৫১; ৭। ছায়ানট-গৌড়সারং....২৫২; ৮। বাগেশ্রী-মালগুঞ্জী....২৫২; ৯। বাগেশ্রী-ভীমপলশ্রী....২৫৩; ১০। ভৈরব-রুদ্র ভৈরব....২৫৩; ১১। দেশকার-শঙ্করা....২৫৩; ১২। মালকোষ-জৌনপুরী....২৫৪; ১৩। দেশকার-ভূপালী....২৫৪।

একাদশ অধ্যায় :--২৫৫-২৬৮

গীতের প্রকার ঃ.....২৫৫; ১। হোরী বা হোলী; ২। কাওয়ালী; ৩। চৈতী; ৪। যুগল বন্ধ; ৫। জাত বা জাঠ; ৬। দেশাত্মবোধক গান; ৭। গুলনক্স; ৮। রাগ প্রধান বাংলা গান; ৯। হামদ; ১০। নাত; ১১। মারফতি; ১২। মুর্শিদী; ১৩। লোক সঙ্গীত; ১৪। পল্লীগীতি; ১৫। ভাওয়াইয়া; ১৬। ভাটিয়ালী; ১৭। জারী গান; ১৮। সারী গান; ১৯। চাষাড়ে গান; ২০। রাখালী গান; ২১। দোহা বা উক্ত-গীত; ২২। জন্মকালীন গান; ২৩। টুসু; ২৪। ভাদু; ২৫। বৃষ্টির গান বা নৈলাগান; ২৬। বিয়ের গান; ২৭। গাজন গান; ২৮। বেদের গান; ২৯। প্রভাতী গান; ৩০। ধামাইল গান; ৩১। পালাগান/গাঁথাগান; ৩২। আলকাফ; ৩৩। ভাসান গান; ৩৪। শিবের গান; ৩৫। হিজড়ের গান; ৩৬। হুদুমা গান; ৩৭। শীতলা পূজার গান; ৩৮। ছড়া গান; ৩৯। স্বদেশী গান; ৪০। মাতুয়ার গান; ৪১। দধি মঙ্গলের গান; ৪২। খেয়াল; ৪৩। গজল; ৪৪। সামা; ৪৫। কাজরী; ৪৬। কীর্তন; ৪৭। কবি গান; ৪৮। বাউল; ৪৯। গম্ভীরা; ৫০। জাগ গান; ৫১। আচার সঙ্গীত; ৫২। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত; ৫৩। গণসঙ্গীত; ৫৪। ওলা বিবির গান; ৫৫। কালী কীর্তন; ৫৬। গুনাই বিবির গান; ৫৭। গুয়াপানের গান; ৫৮। যাত্রামঙ্গল গান; ৫৯। গুরুবাদী গান; ৬০। ছাদ পেটানো গান; ৬১। ঢেঁকির গান; ৬২। ধুয়া গান; ৬৩। নাম গান; ৬৪। নৌকা বাইচের গান; ৬৫। লেটো গান; ৬৬। যাত্রা গান; ৬৭। পাঁচালী; ৬৮। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গান; ৬৯। সাখী গান; ৭০। সহেলা গান; ৭১। লগ্নপত্রের গান; ৭২। ব্রহ্মগীতি; ৭৩। যোগের গান; ৭৪। মন শিক্ষার গান; ৭৫। ধ্রুপদ; ৭৬। সাদ্‌রা; ৭৭। ধামার; ৭৮।

ঠুমরী; ৭৯ । টপ্পা; ৮০ । তারানা; ৮১ । ত্রিবট; ৮২ । দাদ্‌রা; ৮৩ । চতুরঙ্গ; ৮৪ । কউল; ৮৫ । ভজন; ৮৬ । ঝুমুর; ৮৭ । বিচ্ছেদী গান; ৮৮ । চট্‌কা গান; ৮৯ । মাইজ ভান্ডারী গান; ৯০ । পুঁথিপাঠ; ৯১ । হাবু গান; ৯২ । হালদা ফাটার গান; ৯৩ । মলয়া সঙ্গীত; ৯৪ । সাম্পান মাঝির গান; ৯৫ । ধান কাটার গান; ৯৬ । ধান ভানার গান; ৯৭ । চিঁড়ে কোটার গান; ৯৮ । ঝাপান গান; ৯৯ । বারোমাসী গান; ১০০ । পুতুল নাচের গান; ১০১ । পুরাণের গান; ১০২ । ফকিরী গান; ১০৩ । বচন গান; ১০৪ । মনসার গান; ১০৫ । রয়ানী গান; ১০৬ । দেহতত্ত্ব গান; ১০৭ । ব্রহ্ম সঙ্গীত; ১০৮ । বৈঠকী গান; ১০৯ । ঘরানা ।

দ্বাদশ অধ্যায় :--২৬৯-২৮৪

বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি ঃ....২৬৯; ১ । হারমোনিয়াম....২৭০; ২ । তবলা....২৭১; ৩ । তানপুরা....২৭১; ৪ । দোতারা....২৭২; ৫ । তাউস....২৭২; ৬ । ডুগডুগি....২৭৩; ৭ । বিউগল....২৭৩; ৮ । স্বরমন্ডল....২৭৩; ৯ । ম্যান্ডোলিন....২৭৩; ১০ । সুর শৃঙ্গার....২৭৪; ১১ । ঢাক....২৭৪, ১২ । নাকারি....২৭৪; ১৩ । চিমটা....২৭৪; ১৪ । আনন্দলহরী....২৭৫; ১৫ । একতারা....২৭৫; ১৬ । এসরাজ....২৭৫; ১৭ । খঞ্জরী....২৭৬; ১৮ । খোল বা মৃদঙ্গ....২৭৬; ১৯ । গীটার....২৭৭; ২০ । সারিন্দা....২৭৭; ২১ । পাখোয়াজ....২৭৭; ২২ । মাদল....২৭৮; ২৩ । তুরী....২৭৮; ২৪ । জলতরঙ্গ....২৭৮; ২৫ । গোপীযন্ত্র....২৭৮; ২৬ । কাড়া....২৭৯; ২৭ । জাইলোফোন....২৭৯; ২৮ । বীণা....২৮০; ২৯ । সেতার....২৮০; ৩০ । সুরবাহার....২৮১; ৩১ । সরোদ....২৮১; ৩২ । বেহালা....২৮২; ৩৩ । সানাই....২৮২; ৩৪ । বাঁশী....২৮৩; ৩৫ । মন্দিরা....২৮৩; ৩৬ । ঢোল....২৮৩; ৩৭ । ঢোলক....২৮৩; ৩৮ । সারেংগী....২৮৪; ৩৯ । কোলু বা ডান্ডা....২৮৪; ৪০ । শঙ্খ....২৮৪ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : --২৮৫-৩০৫

পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণাঃ....২৮৫; স্বরঃ পাশ্চাত্য ধারণা ....২৮৫; অক্টেভ....২৮৬; কর্ড....২৮৭; স্কেল....২৮৭; ইন্টারভ্যাল....২৮৯; তাল এবং টাইম....২৯০; পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাল....২৯০; সিম্পল টাইম....২৯০; কম্পাউন্ড টাইম....২৯১; টাইম সিগনেচার....২৯১; বার....২৯২; লয়....২৯২; স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন....২৯৩; স্টাফ বা স্টেভ....২৯৩; ক্লেভ....২৯৪; ট্রেবল ক্লেফ....২৯৪; বেইজ ক্লেফ....২৯৫; ক্লেফ সিগনেচর....২৯৫; ট্রেবল ক্লেফ অনুযায়ী স্টাফে স্বরবিন্যাস এবং স্টোফের প্রকৃতি....২৯৬; লেজার লাইন....২৯৭; Stem প্রয়োগ করার নিয়ম....২৯৭; স্থিতিকাল নিরূপক চিহ্ন....২৯৮; স্লার....২৯৯; স্লাইড....৩০০; টাই....৩০০; কী সিগনেচার....৩০০; অ্যাকসিডেন্টাল....৩০১; পুনরাবৃত্তি চিহ্ন....৩০১; বিরাম....৩০১; Rest বা বিরাম চিহ্নসমূহ....৩০২; মাত্রা....৩০৩; ডটেড নোট....৩০৪; Pause....৩০৩; Staccato....৩০৪; Bis....৩০৫; Fine....৩০৫; Volta ....৩০৫ ।

চতুর্দশ অধ্যায় : -- ৩০৬-৩১০

সঙ্গীত বিষয়ক নিবন্ধঃ.....৩০৬; রাগে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ....৩০৬; সুরই সঙ্গীতের প্রাণ....৩০৬; রাগ সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত....৩০৭; সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতের রস....৩০৯; সঙ্গীতের রস নয় প্রকার....৩০৯; সঙ্গীত ও ললিতকলা....৩১০।

পঞ্চদশ অধ্যায় : -- ৩১১-৩৪৫

সঙ্গীত সাধকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী :....৩১১; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর....৩১১; কাজী নজরুল ইসলাম....৩১২; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়....৩১৫; অতুল প্রসাদ সেন....৩১৬; রজনীকান্ত সেন....৩১৭; অদারঙ্গ....৩১৮; পল্লী কবি জসিম উদ্দিন....৩১৯; শার্ঙ্গদেব....৩১৯; মহারঙ্গ....৩২০; লালন শাহ....৩২১; হাসন রাজা....৩২২; মুকুন্দ দাস....৩২৪; আব্বাস উদ্দিন....৩২৬; সুরদাস....৩২৭; স্বামী হরিদাস....৩২৮; ফৈয়াজ খাঁ....৩২৯; যদুভট্ট.....৩৩০; তারাপদ চক্রবর্তী....৩৩১; মীরাবাঈ....৩৩২; সদারঙ্গ....৩৩২; মনরঙ্গ....৩৩৪; তুলসী দাস....৩৩৪; ব্যঙ্কটমখী....৩৩৪; আমীর খসরু....৩৩৫; সঙ্গীত সম্রাট তানসেন....৩৩৭; পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে....৩৩৯; ওস্তাদ আলাউদ্দিন....৩৪০; বড়ে গোলাম আলি খাঁ....৩৪২; পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর....৩৪৩; কমলদাশ গুপ্ত....৩৪৪; আবদুল করিম খাঁ....৩৪৫।

সহায়ক পঞ্জিকা :-- ৩৪৬

প্রথম অধ্যায়

সঙ্গীতের উদ্ভব

মানব-জাতির ইতিহাসে বিবর্তনবাদ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে সঙ্গীত ও নৃত্যের অভিব্যক্তি মানব-বিকাশের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। সঙ্গীতের জন্ম সম্বন্ধে পৌরণিক ব্যাখ্যা এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যা যাই থাক না কেন বিভিন্ন দেশে এর বিভিন্ন রকমের তত্ত্ব আছে। এমন কি নানান আদিম জাতিরাও সঙ্গীতের জন্ম সম্বন্ধে নানা মতামত পোষণ করে। ভারতীয় শাস্ত্রে সঙ্গীতের সৃষ্টি, নাদের উৎপত্তি, স্বরের উৎপত্তি ও তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য নানাভাবেই আলোচিত, কিন্তু মানবজীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বগুলো পাশ্চাত্য দেশে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সঙ্গীতের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? এর উত্তরেঃ

১। ডারউইনের ভাবনাঃ সঙ্গীতের উৎপত্তি যৌন-জীবনের সংস্পর্শেই হয়েছে, যথা- বিশেষ ঋতুতে পাখী ডেকে ওঠে মিলনের উদ্দেশ্যে।

২। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি ভাবনা-মানুষের সঙ্গীত অনুকরণের ফসল- পাখী বা পশুর ডাকাডাকির অনুকরণ।

৩। ছন্দ বা Rhythm-theory বা তালে অভিব্যক্তি থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তি। কর্মসঙ্গীত এর উদাহরণ।

৪। আর একটি মতানুসারে সঙ্গীত আসে অনুভূতির চাপে। সহজাত ভাব ও অনুভূতি এর কারণ। স্পেন্সারের থিওরি অনুসারে ভাবানুভূতি ও আবেগই এর মুল কারণ। রুশো, হাবার্ট স্পেন্সার এই মন্ত্রের প্রবক্তা। উচ্চ কন্ঠে কথায় প্রথম সুর প্রয়োগ- impassioned speech.

৫। অন্য একটি মতানুসারে প্রাথমিক সঙ্গীতের উৎপত্তি শিশু পরিচর্যার ফলশ্রুতি-ছড়া বা ঘুম পাড়ানীর আদিম সুর থেকে উৎপত্তি।

৬। আর একটি মতানুসারে কথার সুরকে নিয়েই সঙ্গীতের উৎপত্তি।

৭। দূর থেকে ডাকাডাকির প্রথম প্রকাশের মধ্য দিয়ে সুরের উৎপত্তি ও সেই সঙ্গে সঙ্গীতের উদ্ভব।

৮। একটি মতে কথা ও ভাবসৃষ্টির আগেই সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবীতে সাংগীতিক ভাষাও ছিল যাতে সুর দিয়েই ভাবপ্রকাশ করা হতো।

এই বহু মতামতের আলোচনা কালে আদিম সংস্কৃতি বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়ে দূর থেকে ডাকাডাকি ও কথার সঙ্গে সুরের সম্পর্ক ও বিকাশ এই দুটোকেই অনেকে বিশেষ স্থান দেন। কিন্তু এই সমস্তগুলো কারণই নানাভাবে সঙ্গীতের উদ্ভবের নানা স্তর সৃষ্টি করেছে। সঙ্গীতের উদ্ভব যেভাবেই হোক না কেন, আদিম সঙ্গীতে নিয়ম গঠিত হয়েছিল। কিন্তু স্বররীতিকে বুঝতে দরকার যন্ত্র-সঙ্গীতের উদ্ভব, তা হয়েছিল অনেক পরবর্তীকালে।

জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজনীতা

গ্রীক মনীষী প্লেতো বলেছেন- "Music for Soul" খাদ্য যেমন দেহের ক্ষুধা নিবারণ করে শরীরের পুষ্টি সাধন করে। সঙ্গীত তেমনি আত্মার ক্ষুধা নিবারণ করে চিত্তকে সমুন্নত করে। মানুষের জীবন দর্শন, মানবাত্মার উদার প্রার্থনা মানবিকতার জয়গান সকলই সঙ্গীতের মাঝে একীভূত হয়েছে। প্রাণের সাথে সঙ্গীতের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-"সঙ্গীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে আছে"।

মানব জীবনে বিশেষত মানব মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব অপরিসীম। অস্থির অশান্ত মনকে সঙ্গীত সহজেই শান্ত করে দিতে পারে। মানব চিত্তের উপর সঙ্গীতের প্রভাব মাদকের ন্যায়। এই জন্য দেখা যায় যে, মাতা তাঁর শিশুকে ঘুম পাড়াতে গান গেয়ে থাকেন। রোগ যন্ত্রণায় কাতর অসুস্থ্য ব্যক্তিও গান শুনতে শুনতে সাময়িকভাবে তার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও বিস্মৃত হয়। সঙ্গীতের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থার উল্লেখ বাইবেলে আছে। সঙ্গীত ভীরু দুর্বল চিত্তকেও সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ ও সবল করে তোলে। ভেরী নির্ঘোষ ব্যতীত সেনানী চালনার ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। আবার সন্তোষ প্রকাশ করতে, আনন্দদান করতে এবং উপভোগ করতে সঙ্গীতেই শ্রেষ্ট মাধ্যম। বস্তুতপক্ষে শোকে, দুঃখে, আনন্দে সুখে জীবনে সব অবস্থায়, সঙ্গীতের ব্যবহার সভ্য, অসভ্য সকল মানব সমাজেই হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তির চিত্তে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, ভক্তি ইত্যাদি মানবিক গুণগুলো নেই, সে ব্যক্তিকে সঙ্গীত সামাজিক করে তুলতে পারে না। আর এজন্য ইংরেজ মহাকবি সেক্সপীয়র বলেছেন- "The man that hath no Music in himself, Let no such man be trusted". সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লুতার্ক উল্লেখ করেছেন যে, খৃঃ পূঃ ৪১৫ অব্দে এক দল এথেনীয় গ্রীক বন্দীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে যখন দাস শ্রমিক রূপে সিসিলির খনিগর্ভে এক প্রকার জীবন্ত মৃত্যুর সম্মুখীন করা হয়, তখন তাদের মধ্যে যারা সুমিষ্ট গীত গাইতে পারতো তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, কারণ ঐ গীত নিষ্ঠুর শাসকের পাষাণ হৃদয়কে দ্রব করেছিল। এই ঘটনা হতে প্রমান হয়, সঙ্গীত চিত্তকে হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, নীচতা প্রভৃতি মালিন্য হতে মুক্ত করে। এই জন্যই দেখা যায়, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকগণ তাদের চিত্তকে অহমিকাবোধ হতে মুক্ত করে ঈশ্বরমুখী করবার জন্য সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বস্তুত কেবলমাত্র আমোদ লাভের জন্য নহে, জীবনকে সুস্থ ও সমুন্নত করে তোলবার জন্যই সঙ্গীতের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গান শিখানোর জন্য যা জানা বিশেষ প্রয়োজন

(অভিভাবক ও সঙ্গীত শিক্ষকদের জন্য)

যাদের ছেলেমেয়েরা গান শিখেন কিংবা শিখাবেন, তাঁদের এ সম্বন্ধে কিছু জানা কর্তব্য। অনেক অভিভাবক মনে করেন লেখা পড়ার সঙ্গে গান বাজনার শিক্ষা খুব ক্ষতিকর। তারা কি জানেন, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্যে সব কিছুই সমাবেশ ঘটেছে সঙ্গীতে। তাই শিশুকে একজন পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতিবান নাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে তার জীবনে সঙ্গীতেরও প্রয়োজন অনেকখানি। সঙ্গীত জীবনকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করে তোলে। তাই বিশ্বের যে কোন সভ্য দেশেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই নাচ-গান বাজনা শিক্ষা দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। এর পরেও কি অভিভাবকরা বলবেন গান বাজনা শিখলে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়?

ছোটদের গান ভালো বা মন্দ যেমনই হোক না কেন, সমঝদার শ্রোতার কখনোই তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন না। বরং প্রশংসাই করেন, তাদের উৎসাহ দেবার জন্য; কিন্তু সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ অভিভাবকেরা ঐ প্রশংসায় নিজেদের বিচার বুদ্ধির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মনে করেন, তাদের সন্তানেরা বুঝি শিল্পীস্তরে পৌঁছে গেছে। বোঝেন না যে, শিল্পী হওয়াটাকে তারা যত সহজ সাধ্য মনে করেন, বিষয়টা ঠিক ততখানি সহজ নয়। ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠ বা অনুসরণ পটুত্ব থাকলেই শিল্পী হওয়া যায় না। তার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা শিক্ষার কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। তানসেন থেকে শুরু করে যদুভট্ট পর্যন্ত সকল প্রতিভাবানকেই গুরুমুখী বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়েছে। অভিভাবক ও শিক্ষক/শিক্ষিকা- উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, ভালো গান গাইতে পারা এবং ভালো শিক্ষক হওয়া এক জিনিস নয়। বড়দের গান শেখানো অপেক্ষা ছোটদের গান শেখানো অনেক বেশী কঠিন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমই। সঙ্গীত যে একটি বিশিষ্ট কলা বিদ্যা। সে বিদ্যাও যে রীতিমত শিক্ষা সাপেক্ষ, এ কথা উভয়েরই মনে রাখতে হবে।

১। সঙ্গীত শিক্ষার কি কোন বয়স আছে?

সঙ্গীতের শিক্ষার কোন বয়স নেই। মনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ থাকলে, নিষ্ঠা ও সাধনা থাকলে যে কোন বয়স থেকে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করা যায়।

২। সঙ্গীত শিক্ষার্থীর বয়স

শিশু অবস্থা ৫ বছর থেকে ১০ বছর এবং ১০ বছর থেকে ১৫ বছর। ১৫ বছর থেকে ছেলে ও মেয়েদের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন হয় সুতরাং সেই সময় স্কেল পরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে। স্বাস্থ্য ও কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক অবস্থা অনুসারে আবার ১৮ বছর থেকে ৩৬ বা ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত কণ্ঠস্বরের Growth বা বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়।

৩। শিক্ষার্থী নির্বাচন

যখন একসঙ্গে অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে গান শেখাতে হবে, তখন সর্বাগ্রে শিক্ষার্থী বাছাই করা দরকার। কারণ, দেখা গেছে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সব শিশুরাই গান গাইতে পারে না। কারো গলায় হয়তো সুর নেই, আবার কারো গলা হয়তো গানের উপযোগী নয়। তাই এদের বাছাই করে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করা দরকার। প্রথমে দলে থাকবে, যাদের গলা আদৌ গাইবার মত নয়। দ্বিতীয় দলে থাকবে, যাদের গলা (কণ্ঠপেশীগুলো) এখনো গাইবার উপযুক্ত হয়নি। তৃতীয় দলে থাকবে, যাদের সুর বোধ আছে এবং সুর শুনে ঠিক মত অনুসরণ করতে পারে। যাদের কথায় জড়তা কিংবা জিভের আড়ষ্টতা আছে, অথবা অন্য কোন রকমের অসুখ বিসুখ আছে, তাদের পক্ষে যথাযোগ্য চিকিৎসা না করে ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া জোর করে গাওয়ানোর চেষ্টা ক্ষতিকর হবে।

৪। কণ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও স্বর সাধনা

দল বাছাইয়ের পর নজর দিতে হবে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্যের দিকে- শিশুদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই খুব কোমল ও মৃদু এবং উঁচু ও সুরু হয়। অর্থাৎ নিচু ও গম্ভীর হয়না। এ অবস্থায় যাতে তাদের গলায় কোন রকম চাপ মানে জোর না পড়ে। খুব চিৎকার করে কিংবা চাপা-গলায় গাইলে গলায়, জোর পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই কণ্ঠস্বরের ক্ষতি হয়। তাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মোলায়েম গলায় তাদের গান গাওয়ানো উচিত। পরিণত বয়স্ক ছেলে ও মেয়েদের কণ্ঠ পরিধি বা পরিসরে (কম্পাস্) যেমন-তারতম্য থাকে, শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। অনেক জায়গায় যে কোন একটি স্কেলেই সবাইকে সমস্বরে গাওয়ানো হয়। আমার মনে হয় সেটা ঠিক নয়। সেই জন্যই শিক্ষার্থী বাছাইয়ের কথা বলেছি।

গলা সাধানোর নানা পদ্ধতি আছে। সব শিক্ষার্থীর জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত নয়। কণ্ঠগুণের তারতম্য অনুসারে অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকারা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটান। সমবেত শিক্ষার সময় অবশ্য সেরুপ সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভে নির্দিষ্ট কয়েকটি পাঠ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই বইয়ের গলা সাধার যে অলংকারগুলো দেওয়া হয়েছে। ঐভাবে স্বরাভ্যাস করালে, একই সঙ্গে গলায় ও কানে সুর বসবে এবং লয়েরও বোধ হবে।

৫। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ

শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ শুধু ছোটদের নয়, সকল বয়সের গায়কদের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে একদমে যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত একটানা গাইতে-গাইতে যখন দম ফুরিয়ে যায় তখন এক বেয়াড়া জায়গায় এসে দম নেয়। এভাবে গাইলে,

প্রথমত, গানের কথা ও সুরের বিকৃতি ঘটে- যার জন্য ছন্দ-নির্ণয় (স্ক্যানশন্) ঠিক হয় না, দ্বিতীয়ত রস-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে, তৃতীয়ত তাড়াতাড়ি দম ফুরিয়ে যায়। এইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের অনিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্যের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনেকে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে গানের কথাকে কেটে কেটে গান গায়। এতেও গান শুনতে ভালো লাগে না। এই সব ত্রুটির দিকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অন্যান্য মুদ্রাদোষের প্রতিও। অনেক মস্তবড় হাঁ মুখ করে স্বরোচ্চারণ করে। আর মুখের চেহারাও যেন বিকৃত না হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। গান নির্বাচন

এমন এক সময় ছিল যখন ছোটদের উপযোগী গান পাওয়া যেত না। কারণ ছোটদের গান শেখানো তখন নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও কোন সঙ্গীতানুরাগী অভিভাবক যদি তাঁর শিশু বা কিশোর সন্তানকে গান শেখানোর ব্যবস্থা করতেন, তখন বড়দের গানই তাদের শেখানো হতো। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে আরম্ভ করে একালের অনেকেই শিশুদের সে অভাব দূর করেছেন। রকমারি গান তাঁরা লিখেছেন ছোটদের জন্য।

যে গান শিশুদের পছন্দ নয়, সে গান তাদের জোর করে শেখানো উচিত নয়। তাদের পছন্দ মত গান নির্বাচনের সময়, রচনা যাতে শিশুদের উপযোগী এবং রুচিসম্মত হয়। সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একই গান বেশীদিন শেখানো শিশুদের মনে বিরক্তি আসে। যে গান তারা খুশী মনে, অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে গাইতে পারে, সেই রকম নতুন গানই তাদের জন্য বাছাই করে শেখাতে হবে।

৭। গান শোনানোর ব্যবস্থা

যারা গান শেখেন, তা যে বয়সেরই হোক না কেন, আরেকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো গান শোনা। এটিও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। গান বাজনা হলো শোনার জিনিস। ভালো গান শুনলে যেমন কান তৈরী হয়, তেমনি তাদের মনেও তার প্রভাব পড়ে। তাতে ভালো গান গাইবার আগ্রহ ও চেষ্টা বৃদ্ধি পাবে। তাই অভিভাবকদের উচিত তাদের মাঝে মাঝে সঙ্গীতানুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া। তাছাড়া রেডিও আর টেলিভিশন তো আছেই।

৮। কিভাবে গান শেখাতে হবে

যে গানটি শিখাতে হবে, সেটি শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রথমে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে গেয়ে শোনাতে হবে, যাতে সেটি শেখবার আগ্রহ তাদের হয়। গানের মাধ্যমে গানের বাণীগুলো বুঝতে অনেক সময় অসুবিধে হয়। সে জন্য গান শেখাবার আগে কথাগুলো

যদি কবিতার মত আবৃত্তি করে শোনানো যায়, তাহলে তা বুঝতে শিক্ষার্থীদের সুবিধে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা যখন গেয়ে দেখাবেন, শিক্ষার্থীরা তখন শুনবে, গাইবে না। শিক্ষকের গান থামার পর সেই অংশটুকু শিক্ষার্থীরা গাইবে। এইভাবে কয়েকবার পুনরাবৃত্তির পর যখন মুখস্থ হয়ে যাবে, তখন তারা স্বচ্ছন্দে হারমোনিয়াম ও তবলার সঙ্গে গাইতে পারবে। সম্পূর্ণ আয়ত্তের পর, কোন যন্ত্রের অনুষঙ্গ ছাড়াও তারা গাইতে পারবে নির্ভুলভাবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অভিভাবক সকলেই স্বীকার করবেন যে, যিনি তাড়াতাড়ি সব জিনিস ব্যস্ততার সঙ্গে সেরে ফেলতে চান, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা তত বেশী প্রকট হবে, ধৈর্য ও সাধনা একান্ত প্রয়োজন। "ফুলকে যেমন মানুষ জোর করে তাড়াতাড়ি ফোটাতে পারে না- পারে গাছের যত্ন করে গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে, ফুলের যখন ফোটার সময় হবে ফুল নিজের জন্যই ফুটবে- সেই রকম গান শেখার জন্য ধৈর্য ও সাধনা প্রয়োজন। অধৈর্য হলে সঙ্গীত জীবনে সফলতা আসে না। মনে রাখতে হবে, "গান শুধু কণ্ঠকে সুন্দর করে না মনকেও সুন্দর করে"।

কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য

কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীদের প্রধান সম্পদ তাঁদের কণ্ঠস্বর। তাই তাঁদের গলার যত্ন ও সাধারণ নিয়মগুলো পালন করা প্রয়োজন। শিল্পী জীবনে সফলতা আসে অনেক ব্যর্থতার পরে, সেই জন্য অনেক কবি, সাহিত্যিক শিল্পী জীবনকে অভিশপ্ত জীবন বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোন শিল্পী জীবনে সঙ্গীতের সফলতা সহজে আসেনি, অনেক ব্যর্থতা অনেক কষ্ট, অনেক অপমান অনেক অবহেলার পর হয়তো জনগন দেশবাসী শিল্পীর সৃষ্টিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিক্ষাকালে যদি কোন শিক্ষার্থী নিরাশ হয়ে পড়েন তবে তাঁর পক্ষে গানে অগ্রসর হওয়া কঠিন। সহজে যে জিনিষ পাওয়া যায় তাহা সহজে হারিয়ে যায়। সঙ্গীতের গভীরতা এবং বিষয়বস্তু এত বিশাল যে অল্প কথায় তা ব্যাখ্যা করা খুবই মুস্কিল।

মানুষের মনে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, মিলন, বিরহ, করুণ ইত্যাদি যে সব অনুভূতি আছে, যাহা সব সময় ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সঙ্গীতের সুর ঐ সব অনুভূতি গানের বাণীর সঙ্গে মিশে গানকে সুন্দর সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কথার যেখানে শেষ, গানের সেখানে শুরু- কথা ও বাণীর নিজস্ব একটা প্রকাশ শক্তি থাকে এবং গানের সুর মানুষের অব্যক্ত ভাষাকে অনুভূতিশীল করে তোলে, এই জন্য গানের আকর্ষণ মানুষের নিকট এত বেশী। অনুভূতি ছাড়া গানকে গভীরভাবে অনুভব করা যায় না। সঙ্গীত হচ্ছে মানুষের মনের ভাষা।

১। যে কারণে শিক্ষার্থীর শিক্ষা নষ্ট হয়ঃ (১) অধৈর্য (২) সঙ্গীতের প্রতি গভীর প্রেমের অভাব, সহজে গান শেখা ও নাম করার জন্য অধৈর্য হওয়া (৩) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব (৪) বাড়ী ও স্থানীয় পরিবেশ অর্থাৎ যেমন একটি মেয়ে বা ছেলে প্রথম সঙ্গীতে চর্চা শুরু করলো আর তখনই বাড়ীর লোক বা স্থানীয় বাসিন্দারা তার গানের সমালোচনা শুরু করেন এবং নিন্দা শুনেই শিক্ষার্থী ভয়ে, লজ্জায় অপমান মনে করে গান শেখা বন্ধ করেন। (৫) ভুল রেওয়াজ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত রেওয়াজ, অনিদ্রা, কণ্ঠরোগ ও দেহের অন্য রোগ, অস্থিরতা ও অধৈর্য্য, মনোভাব অনেক সময় গান শেখার প্রধান প্রতিকূল হয়।

২। শিল্পীর অনুভূতি শক্তিঃ আমরা স্বাদের ও রুচির প্রকাশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি এবং প্রকাশ করি। কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠস্বর ও হৃদয় বেশী অনুভূতির কাজ করে। কর্ণ ও শ্রবণ, স্মৃতি ও কল্পনা শক্তি, প্রেমগীতি, ভালবাসা, ভক্তি, উদারতা, সংযম প্রভৃতি সুস্ম অনুভূতিগুলো বেশী কাজ করে। সঙ্গীত শিল্পী হতে গেলে সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে আনুসাঙ্গিক সব বিষয় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩। শ্বাস-প্রশ্বাসঃ গান গাইবার সময় শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ছেড়ে থাকি। একজন সুস্থ মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক ১৮ থেকে ২০ বার শ্বাস ক্রিয়া করে থাকে। উপযুক্ত রেওয়াজ প্রনালী দ্বারা এই শ্বাস ক্রিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ সঙ্গীত শিল্পীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যখন আমরা গান করি তখন জিহ্বা, শ্বাসনালী, কণ্ঠস্বর যন্ত্র, মুখের ভিতরের অংশগুলো গানের বাণী উচ্চারণ ও স্বর উৎপাদন কার্যে ব্যস্ত থাকে তাই তখন নাসিকা দিয়ে শ্বাস গ্রহণ বেশী করতে হয় এবং গানের সঙ্গে প্রয়োজন মত বায়ু ছাড়তে হয়। মুখ দিয়ে যখন গান করি তখন যদি বাইরে থেকে মুখের দ্বারা বায়ু গ্রহণ করা হয় তবে গান গাইতে এবং উচ্চারণ করতে অসুবিধা হবে।

৪। গলার যত্নঃ স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। গায়কের সুস্থ কণ্ঠস্বরই হচ্ছে তার এক মাত্র সম্বল। যাঁর গানের কণ্ঠস্বর নেই তার গান হয় না। আবার, যাঁর কণ্ঠস্বর আছে। যত্নের অভাবে যাতে তা নষ্ট না হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। শরীরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের নিবিড় সম্পর্ক আছে।

৫। দেহ ও মনঃ দেহের জন্য ও মনের জন্য সংযম একান্ত প্রয়োজন। শিল্পীকে অনেক প্রলোভন পরিত্যাগ করতে হয়। মানুষের কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর আসে অনেক সাধনার পরে। দেহ ও মনের ভারসাম্য একান্ত প্রয়োজন।

৬। **ঋতু পরিবর্তনঃ** গরম ও শীত এই দুই প্রধান ঋতু। গরমকালে বেশী রেওয়াজ করা উচিত নয়, তাতে ঘাম বসে সর্দিগর্মি হয়। রেওয়াজের পরমুহূর্তে ঠান্ডা জল পান উচিত নয়। বরফজল, বরফ, আইসক্রীম, Refrigerator'এর জল কোন সময় পান করা উচিত নয়।

৭। **কণ্ঠস্বর, গায়ক ও গানঃ** যে গান গাইবে তাকে নিজের কণ্ঠস্বর চিনে নিতে হবে, তাকে বুঝে নিতে হবে তার কণ্ঠস্বরে কোন্ Type এর গান ভালো হবে। অনেকের Type Voice অর্থাৎ একজনের গলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালো হয়, আরেকজনের গলায় হয়তো রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালো হয়। এই ভালো-মন্দ বিচারের ভার কিন্তু গায়েকের নিজের উপর, এবং Trainer অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষকের উপর। আবার অনেক শিল্পী সব রকম গান গাইতে পারদর্শী হন। গানের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পারদর্শিতা, রুচি ও কণ্ঠস্বরের প্রকাশ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

৮। কণ্ঠস্বর ও স্কেল (Scale)ঃ

১। কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক প্রকারভেদ অনুসারে স্কেল (Scale) নির্বাচন করা।
২। কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক গতি-মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তকে কণ্ঠস্বরের আরোহণ, অবরোহণ স্থিতি অনুসারে স্কেল নির্বাচন করা উচিত।
৩। নারী ও পুরুষের স্কেল- Male Voice ও Female Voice এর গঠন, স্বাভাবিক অবস্থা অনুসারে গায়ক/গায়িকার নিজস্ব কণ্ঠস্বরের Range, Pitch, Volume, Weight অনুসারে স্কেল নির্বাচন ও প্রয়োজন অনুসারে স্কেল পরিবর্তন।
৪। গানের বিভিন্ন ধারা, গায়কী ও গানের বিষয়বস্তুর অনুসারে স্কেল নির্বাচন ও প্রয়োজনে স্কেল পরিবর্তন।

৯। **ধুমপানঃ** যারা কণ্ঠশিল্পী তাদের পক্ষে সিগারেট বা ধুম পান না করাই ভালো। নিকোটিন গলার স্বরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। আর যাদের এলার্জি আছে তাদের পক্ষে সিগারেট বা ধুমপান নিষিদ্ধ। নস্যি নেওয়া (Snuff) এবং জর্দা পান খাওয়া বা কেমিক্যাল মিশ্রিত পান মশলা যেমন পান বাহার, পান পরাগ কণ্ঠ স্বরের ক্ষতি করে।

১০। **Liver Function ও খাদ্যঃ** উগ্র ও গুরুপাক খাবার কণ্ঠশিল্পীর পরিত্যাগ করা উচিত। বায়ু থেকে গলার অনেক রোগ দেখা দেয়, যেমন ফেরেনজাইটিস, অম্বল, গ্যাস্টিক গলার ভিতরে একপ্রকার ছোট ছোট ঘামাচির মত হয় তাতে গলার স্বর নষ্ট করে দেয়। খুব ভরা পেটে রেওয়াজ করা উচিত নয়, আবার একেবারে খালি পেটেও রেওয়াজ করা উচিত নয়।

গানের ক্ষেত্রে 'খানা আউর গানা' বলে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। তবে তার মানে এই নয়, মাংস, মুরগীর মাংস, ডিম, বিরিয়ানী, পোলাও খেলেই গান ভালো হবে। পেটের অবস্থা বুঝে এবং শরীরের পরিমাণ বুঝে সব খাওয়া উচিত।

১১। চিন্তা ও দুশ্চিন্তাঃ সুচিন্তা শিল্পী ও সঙ্গীত শিক্ষার্থীকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়, সঙ্গীতে সফলতা আনে। আর দুশ্চিন্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করে, সঙ্গীত শিক্ষা, শিল্প সৃষ্টির পথে বাধা দেয়।

১২। সাধারণ নিয়মঃ

১। রোজ সকালে নুন জলে গারগেল্ করা এবং রাত্রিতে শোবার আগে একবার গারগেল্ করা একান্ত প্রয়োজন। নুন জল হচ্ছে গলার এন্‌টিসেপটিক্ এবং নিয়মিত গারগেল্ করলে গলার কফ দূর হয় এবং গলার স্বর ভালো থাকে। তেজপাতা, নিমপাতা বা লবঙ্গ গরম জলে ফুটিয়ে সেই জল দিয়ে গারগেল্ করলে কণ্ঠস্বর পরিস্কার হয়।

২। ঠাণ্ডা ও গরম থেকে সাবধান থাকা। অতিরিক্ত কথা না বলা এবং চিৎকার করে কথা না বলা। সুরে গান গাইলে গলার স্বর বিকৃত হয় না। এক সঙ্গে দীর্ঘ সময় রেওয়াজ করা উচিত নয়।

৩। আবদ্ধ ঘরে রেওয়াজ করা উচিত নয়।

৪। গান গাইবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনরূপে গলার শিরা বা উপশিরা না ফুলে যায় অথবা কণ্ঠ নালী জোরে আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

৫। গায়ক বা গায়িকাদের অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। রোদ, বৃষ্টি বা ঠান্ডা থেকে সাবধান থাকা উচিত। বরফ, টক, টক দই, তেঁতুল, অতিরিক্ত ঝাল ইত্যাদি গলার স্বর খারাপ করে।

৬। গায়ক বা গায়িকাদের খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ সর্তকতা প্রয়োজন। এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয় যাতে দেহে বা গলায় এলার্জি হতে পারে। যেমন- বেগুন, পেঁয়াজ, ডিম, ইলিশ মাছ ইত্যাদি। পেট গরম হয় এমন কোন গুরুপাক খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। পেটে বায়ু কণ্ঠস্বরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর।

৭। স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণত নিয়ম প্রতিটি গায়ক বা গায়িকাকে পালন করা উচিত। যোগাসন বা খালি হাতে কিছু ব্যায়াম এবং প্রাতঃভ্রমন শিল্পীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বাত রোগ আক্রান্ত হতে পারে এবং পেটের আয়তন বৃদ্ধি পেতে পারে।

৮। গান গাইবার সময় খুব জোরে হারমোনিয়ম বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো উচিত নয়। তাতে গলার স্বর চাপা পড়ে যায়, স্বরলিপি অনুসারে হারমোনিয়মের পর্দা বাজানো Cord effect দিয়ে গান অভ্যাস করা উচিত।

৯। পুরুষ কণ্ঠ ভরাট, গম্ভীর, গোল আওয়াজ ও দরদভরা হলে আর্কষণ বেশী হয় এবং তার গান "গায়ক প্রধান" হওয়া উচিত অর্থাৎ তা গানের সুর ও বাণী পুরুষ কণ্ঠের উপযোগী হওয়া উচিত।

১০। নারী কণ্ঠস্বর একটু পাতলা এবং সুমধুর হলে শ্রুতি মধুর হয়। এই জন্য নারী কণ্ঠকে কোকিল কণ্ঠী বলা হয়। গায়িকাদের গান "নায়িকা প্রধান" হওয়া উচিত অর্থাৎ গানের সুর ও বাণী নারী কণ্ঠের উপযোগী হওয়া উচিত। গায়িকাদের গান বেশী খাদ ও মন্দ্র সপ্তকে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গানের সৌন্দর্যবোধ ও প্রকাশ ভঙ্গিমা

১। **Uses of the Perfect Notes and Tones** - প্রতিটি স্বরের স্বরূপ অনুসারে কণ্ঠস্বর নিক্ষেপ করা, স্বরের সুরেলা ভাব এবং ওজন, পরিধি, পরিমাণ, সময়, দূরত্ব ঠিক রেখে গানের সময় অনুসারে এবং গানের ভাব অনুসারে স্বর প্রয়োগ করা।

২। **Expression** - বাক্য বিন্যাসের ভাব-ভঙ্গিমা। গানের ভাব ও বাণী অনুসারে এবং সেই বাণীর ভাবধারা প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধে কণ্ঠস্বরের প্রকাশ করা এবং তার ভাব-বিন্যাস অনুসারে কণ্ঠস্বরের অর্থাৎ আওয়াজের তারতম্য করা।

৩। **Articulation- (উচ্চারণ-ভঙ্গিমা)**-অনেক সময় একটি কথা অনেকভাবে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন, মানুষ রেগে গিয়ে কাউকে ডাকে 'এই এদিকে এসো'- তখন তার কণ্ঠে ক্রোধের ভাব আবার অনেক সময় নাবাচক শব্দ প্রয়োগ করে বলি এই এদিকে এসো না তখন আমরা এই না শব্দটি অনুরোধ বা আদরের সঙ্গে ব্যবহার করি, কিন্তু যখন শাসনের সুরে বলি তখন মানে হয় একেবারে বারণ করা।

৪। **Accent-** উচ্চারণের সময় শব্দের অংশ বিশেষের উপর জোর দেওয়া-স্বরাঘাত করা। যেমন শ, ষ, স উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে তিনটি উচ্চারণ তিন প্রকার হয়।

উচ্চারণ বা Accent এর জন্য অনেক সময় কথার মানে বিকৃত হয়। ন, ণ, ব, ড়, ঢ়, ই, ঈ, ঃ, হসন্ত, রেফ, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সঠিক উচ্চারণ।

৫। **Pronunciation** -সঠিক অর্থযুক্ত শব্দের উচ্চারণ। যেমন অশেষ, সবিশেষ, স্বর, স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হয়ে তবে শব্দটি অর্থপূর্ণ হয়েছে। এখন যদি হ্রস্বই-এর উচ্চারণ যতখানি হওয়া উচিত ততখানি না করে ছেড়ে দেওয়া এবং স্ব-এর সংযুক্ত উচ্চারণ জিহ্বায় উচ্চারিত না হয় তবে তার অর্থ প্রকাশ পাবে না। যেমন দিন মানে Day আবার দীন মানে দরিদ্র (Poor), এই দিন উচ্চারণ যদি স্পষ্ট না হয় তবে মানে একেবারে উল্টে যাবে।

৬। **Phrasing** -বাক্যাংশের প্রকাশভঙ্গী। গানে শ্রুতিমধুর বাক্য রচনা হয়। যেসব শব্দচয়নে গানের অসুবিধা হয় সেইসব শব্দ ব্যবহার না করা।

৭। **Breathing in Correct Places** -সঠিক স্থানে শ্বাস গ্রহণ করা এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অনেক সময় উচ্চারণ বিকৃত হয় এবং কণ্ঠে সুমধুর স্বর লহরী সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয়। যেমন একটি হারমোনিয়মের বেলো খুব জোরে বাজালে এবং এলোমেলোভাবে হাওয়া ছাড়লে রীড বাজাবার সময় যেমন স্বরের কোন শ্রুতিমধুর সামঞ্জস্য থাকে না সেইরূপ Breathing ঠিক না হলে গানের মাধুর্য আসে না।

৮। **Tones Movement of the Tongue and Lips** -স্বর উচ্চারণ এবং বাণী উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা এবং দুটি ঠোঁটের action হওয়া প্রয়োজন, তা না হলে উচ্চারণ স্পষ্ট হবে না।

৯। **Expression of the Soul** - হৃদয়ের অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ। গানের ক্ষেত্রে হৃদয়ের স্পর্শ গানে না থাকলে গানে কোন প্রাণ থাকে না, তখন গান হয়ে যায় অসাড়।

১০। **Composition of Musical Notes** -সঙ্গীতের স্বর ও সুরের রচনা কৌশল। কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীর জন্য একান্ত প্রয়োজন Musical Voice, Melodious Voice -কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, কণ্ঠে সতেজ স্পর্শ স্বর। হৃদয়ের অনুভূতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঙ্গীত বিষয়ক সংজ্ঞা

১। পরিভাষাঃ যে ভাষা দিয়ে কোন শব্দের বিশেষ অর্থ বুঝানো হয়ে থাকে তাকে পরিভাষা বলা হয়।

২। সঙ্গীতঃ গীত, বাদ্য ও নৃত্য কলা এই তিনটি ক্রিয়া একত্রে নিস্পন্ন হলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাকে সঙ্গীত বলে। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন-

গীত- কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য-সুর ও তালের মাধ্যমে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাদ্য বলে।

নৃত্য- ছন্দ ও মুদ্রা সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।

তবে প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র কলা বিদ্যা।

৩। সপ্তকঃ "সা হতে নি" পর্যন্ত ৭(সাত)টি শুদ্ধ স্বর ক্রমানুসারে লিখিত ও সঙ্গীতে ব্যবহার হলে, তাকে সপ্তক বলে। সপ্তক তিন প্রকার যথাঃ- উদারা বা মন্দ্র সপ্তক, মুদারা বা মধ্যসপ্তক এবং তারা বা তার সপ্তক।

৭ (সাত)টি শুদ্ধ স্বর (সপ্তক)ঃ

পূর্ণাঙ্গ নাম	সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ	স্বরলিপিতে ব্যবহার(আকার মাত্রিক)
ষড়জ্	সা	সা
রেখাব	রে	রা
গান্ধার	গা	গা
মধ্যম	মা	মা
পঞ্চম	পা	পা
ধৈবত	ধা	ধা
নিখাদ বা নিষাদ	নি	না

এক সপ্তকে মোট কয়টি স্বর (শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরসহ)ঃ

১। সা = ষড়জ্	২। ঋা = কোমল রেখাব	৩। রা = শুদ্ধ রেখাব
৪। জ্ঞা = কোমল গান্ধার	৫। গা = শুদ্ধ গান্ধার	৬। মা = শুদ্ধ মধ্যম
৭। হ্মা = কড়ি মধ্যম	৮। পা = শুদ্ধ পঞ্চম	৯। দা= কোমল ধৈবত
১০। ধা = শুদ্ধ ধৈবত	১১। ণা = কোমল নিষাদ	১২। না= শুদ্ধ নিষাদ

বিভিন্ন সপ্তকের স্বর চিনবার উপায়ঃ

উদারা বা মন্দ্র সপ্তক = সা্, রা্, গা্, মা্, পা্, ধা্, না্ (হসন্ত চিহ্নযুক্ত)।

মুদারা বা মধ্য সপ্তক = সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না (চিহ্ন বর্জিত)।

তারা বা তার সপ্তক = র্সা, র্রা, র্গা, র্মা, র্পা, র্ধা, র্না (রেফ চিহ্নযুক্ত)।

৪। **আরোহীঃ** নীচের সুর থেকে চড়ার দিকে যাওয়াকে আরোহী বলে। যেমনঃ সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না, র্সা।

৫। **অবরোহীঃ** চড়ার দিক থেকে নীচের সুরে আসাকে অবরোহী বলে। যেমনঃ র্সা, না, ধা, পা, মা, গা, রা, সা।

৬। **সরগম্ঃ** রাগ বাচক তালবদ্ধ স্বরবিন্যাসকে সরগম্ বলে।

৭। **স্বর ঃ** সঙ্গীত উপযোগী শ্রুতি মধুর আওয়াজকে স্বর বলে। স্বর ২(দুই) প্রকার যথা- শুদ্ধস্বর ও বিকৃতস্বর।

৮। **শুদ্ধস্বরঃ** সঙ্গীতে অবিকৃত স্বরকে শুদ্ধস্বর বলে। যেমন-সা,রা,গা,মা,পা,ধা,না।

৯। **বিকৃতস্বরঃ** যে স্বর তার শুদ্ধ অবস্থা থেকে নিম্ন বা উচ্চ গতির দ্বারা কোমল বা তীব্র অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাকে বিকৃতস্বর বলে। বিকৃত স্বরকে সচলস্বরও বলা হয়। যেমন- ঋা, জ্ঞা, হ্মা, দা, ণা।

১০। **সচলস্বরঃ** যে স্বর পরিবর্তিত হতে পারে তাকে সচলস্বর বলে। যেমনঃ রা, গা, মা, ধা, না এই স্বরগুলো শুদ্ধ ও কোমল এই দুই অবস্থাতেই রূপান্তরিত হতে পারে। এ কারণে এগুলোকে স্বচলস্বর বলা হয়।

১১। **অচলস্বরঃ** যে স্বর তার নিজ স্থানে স্থির থাকে অর্থাৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না তাকে অচলস্বর বলা হয়। যেমনঃ সা, পা।

১২। **তীব্র স্বরঃ** যে স্বর তার শুদ্ধ অবস্থা থেকে উচ্চ গতির দ্বারা পরবর্তী কোন শ্রুতিকে আশ্রয় করে তাকে তীব্রস্বর বলা হয়। তীব্রস্বর, ১(এক)টি যথাঃ হ্মা।

১৩। **কোমলস্বরঃ** যে স্বর তার শুদ্ধ অবস্থা থেকে নিম্ন–গতির দ্বারা পরবর্তী কোন শ্রুতিকে আশ্রয় করে তাকে কোমলস্বর বলে। কোমলস্বর ৪(চার)টি যথাঃ ঋা, জ্ঞা, দা, ণা ইত্যাদি।

১৪। **গ্রহস্বরঃ** যে স্বর থেকে গান আরম্ভ হয় তাকে গ্রহস্বর বলে।

১৫। **বাদীস্বরঃ** যে স্বরটি রাগে বেশী ব্যবহার হয় তাকে বাদীস্বর বলে।

১৬। **সমবাদীস্বরঃ** যে স্বর রাগে বাদীস্বরের পরই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়, তাকে সমবাদীস্বর বলে।

১৭। **অনুবাদীস্বরঃ** বাদীস্বর ও সমবাদীস্বর বাদ দিয়ে রাগে যে বাকী স্বরগুলো রাগ প্রকাশ করতে সহায়তা করে, তাকে অনুবাদীস্বর বলে।

১৮। **বিবাদীস্বরঃ** যে স্বর ব্যবহার করলে রাগের রূপ বিনষ্ট প্রায় হয়, তাকে বিবাদীস্বর বলে। আবার অনেক সময় রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও বিবাদীস্বর প্রয়োগ করা হয়।

১৯। **বর্জিতস্বরঃ** রাগে যে স্বর ব্যবহার করা হয় না, তাকে বর্জিতস্বর বলে।

২০। **বক্রস্বরঃ** আরোহীতে কোন স্বর যখন তৎপরবর্তী উচুঁ স্বরে সোজা না গিয়ে পরবর্তী নিচু কোন স্বরকে আশ্রয় করে যায়, তখন সে স্বর আরোহীতে বক্র হয়। যথাঃ মা, পা, ধা, না, ধা, র্সা এ ক্ষেত্রে আরোহীতে নিষাদ (নি) বক্র। আবার অবরোহীতে কোন স্বর যখন তৎপূর্ববর্তী নিচু স্বরে সোজা না নেমে পরবর্তী উচুঁ কোন স্বরকে আশ্রয় করে যায়, তখন সে স্বর অবরোহীতে বক্র হয়। যথাঃ পা, মা, গা, মা, রা, সা। এ ক্ষেত্রে অবরোহীতে গান্ধার (গা) বক্র।

২১। **ন্যাসস্বরঃ** যে স্বরে গান শেষ হয়, তাকে ন্যাস স্বর বলে।

২২। **সন্ন্যাসস্বরঃ** যে স্বরে গানের প্রথম ভাগ শেষ হয়, তাকে সন্ন্যাস স্বর বলে।

২৩। **স্পর্শস্বর বা কণ্স্বরঃ** একটি স্বর উচ্চারণ করার সময় অন্য একটি স্বরকে সামান্যভাবে ছুঁয়ে উচ্চারণ করলে শেষের স্বরকে স্পর্শস্বর বা কণ্স্বর বলে। যেমনঃ মপা, মগা ইত্যাদি। কণ দুই প্রকার যথা- পূর্বলগন কণ ও অনুলগন কণ।

২৪। **পুর্বলগন কণঃ** কোন মুখ্য স্বর বলার সময় যখন অন্য কোন স্বর স্পর্শ করতে হয় তাকে পূর্বলগন কণ বলে।

২৫। **অনুলগন কণঃ** মূখ্য স্বরের শেষে কোন স্বর স্পর্শ করা হলে তাকে অনুলগন কণ বলে।

২৬। **আগন্তুকস্বরঃ** রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কারণে শাস্ত্রীয় নিয়ম বর্হিভূত যে স্বরটিকে অবরোহীতে কৌশলে ব্যবহার করা হয়, সেই স্বরটিকেই আগন্তুক স্বর বলে।

২৭। **অবন্যাসস্বরঃ** গানের অংশের প্রারম্ভে যে স্বর ব্যবহারের করা হয় তাকেই অপন্যাস স্বর বলে।

২৮। **অংশস্বরঃ** যে স্বর রাগে বার বার ব্যবহার হয়, তাকে অংশস্বর বলে। এর অন্য নাম জীবস্বর। জীব অর্থ জান বা প্রাণ। তাই অংশস্বরকে রাগের প্রাণ বলা হয়।

২৯। **আলঙ্কারিক স্বরঃ** যে স্বর অন্য একটি স্বরের শ্রুতি মাধুর্য সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং নিজে কোন প্রকার প্রাধান্য লাভ করে না তাকে আলঙ্কারিক স্বর বলা হয়। গান্ধারকে সামান্য স্পর্শ করে যদি মধ্যমে যাওয়া যায় এবং এইভাবে যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় মধ্যমের ব্যবহারের সৌন্দর্য সাধন তা হলে এই স্থলে গান্ধার আলঙ্কারিক স্বর রূপে বিবেচিত হবে।

৩০। **ইষ্টস্বরঃ** যে মুর্হূতে যে স্বর প্রয়োগ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তাকে ইষ্টস্বর বলা হয়।

৩১। **গুপ্তস্বরঃ** যে স্বর অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে রাগে ব্যবহৃত হয় এবং যার প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন এবং শিক্ষা সাপেক্ষ তাকে গুপ্তস্বর বলে।

৩২। বৈদিকস্বরঃ বেদ গানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বর সাধনার প্রবর্তন হয় তাকে বৈদিকস্বর বলা হয়।

৩৩। স্থানস্বরঃ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন বৈদিক স্বরকে স্থানস্বর বলা হয়। এগুলো প্রকৃতপক্ষে ত্রিস্থান অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তার প্রভৃতি স্থান নির্দেশক। তাই এদের স্থানস্বর বলা হয়।

৩৪। লৌকিকস্বরঃ বৈদিক সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাক আর্যযুগে উদ্ভূত দেশী সঙ্গীতের ও উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে। এই দেশী বা লৌকিক সঙ্গীতে প্রযুক্ত স্বর সমূহকে লৌকিকস্বর নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন- সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না প্রভৃতি সাতটি স্বরকে লৌকিকস্বর বলা হয়।

৩৫। তারঃ রাগে ব্যবহৃত উচ্চতম স্বরের শেষ সীমারেখাকে তার বলে।

৩৬। মন্দ্রঃ রাগে ব্যবহৃত নিম্নতম স্বরের শেষ সীমারেখাকে মন্দ্র বলে।

৩৭। সার্গামগীত বা স্বরমালিকাঃ "কথা ও সুর" এই দুটি মিলে যেমন গান হয়, তেমনি সা, রা, গা, মা, পা বা স্বর উচ্চারণ করেও গান হতে পারে। মোট কথা রাগের রূপ বজায় রেখে রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোকে তাল, মাত্রা ও লয়ে সাজিয়ে গাওয়াকেই সার্গামগীত বা স্বরমালিকা বলে।

৩৮। লক্ষণগীতঃ রাগের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত গানকে লক্ষণগীত বলে। অর্থাৎ যে গানে রাগের ঠাট, জাতি, স্বর, বাদী, সমবাদী, সময় ইত্যাদি বর্ণনা থাকে এবং রাগের রূপ সম্পূর্ণ বজায় রেখে গাওয়া গানটিকে ঐ রাগের লক্ষণগীত বলা হয়।

৩৯। রাগঃ ঠাট হতে রাগের উৎপত্তি। আরোহী-অবরোহী, আলাপ-বিস্তার, মীড়, মুর্ছনা, গমক ও তানাদি সম্বলিত মনোরঞ্জক ধ্বনিকে "রাগ" বলে। রাগ তিন প্রকার। যথাঃ শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ।

৪০। শুদ্ধ রাগঃ যে রাগ শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে গাওয়া হয় তাকে শুদ্ধ রাগ বলা হয়। যেমন-বিলাবল।

৪১। ছায়ালগ রাগঃ যে রাগ কোন শুদ্ধ রাগের সামান্য ছায়া অবলম্বনে গাওয়া হয়, তাকে সালংক বা ছায়ালগ রাগ বলা হয়। যেমনঃ ছায়ানট।

৪২। সংকীর্ণ রাগঃ শুদ্ধ ও ছায়ালগ রাগের সংমিশ্রনে যে সমস্ত রাগ গাওয়া হয় তাকে সংকীর্ণ রাগ বলা হয়। যেমন-পিলু।

৪৩। জনক রাগ বা আশ্রয় রাগঃ হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অনুসারে যাবতীয় রাগগুলোকে কোন না কোন একটি ঠাটের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ঠাটেরই এমন একটি রাগ আছে, যার নাম ঠাটের নামানুসারে রাখা হয়েছে। সেটাই "আশ্রয় রাগ"। যেমনঃ ঠাট-বিলাবল, রাগ-বিলাবল।

৪৪। জন্য রাগঃ ঠাট হতে উৎপন্ন আশ্রয় রাগ বা প্রধান রাগ ছাড়া বাকী সব রাগই "জন্য রাগ"।

৪৫। পকড়ঃ রাগে বিশিষ্ট রূপ প্রকাশক দুটি বা তিনটি স্বর বিস্তার বা বিন্যাসকেই 'পকড়' বলে। যেমনঃ ইমন রাগের পকড়- ন্া র্া, গা রা সা, পা ম্া গা, রা সা।

৪৬। সঙ্গীত পদ্ধতিঃ সমগ্র উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে দুই প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি ও দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতি। অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাকে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি বলে। কেবলমাত্র মাদ্রাজ, মহীসূর, অন্ধ ও কর্ণাটকে যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাকে দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতি বলা হয়।

৪৭। বিন্যাসঃ গানের প্রতিটি বিভাগের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগের প্রথম চরণটি যে স্বরের উপর শেষ হয়, তাকে বিন্যাস বলে।

৪৮। অলংকারঃ স্বর সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতিকে অলংকার বলে। তাছাড়া গানে মীড়, গমক, আশ থাকলে সেটা সঙ্গীতে অলংকারের মত শোভা বর্ধন করে সে জন্য এগুলোও রাগের অলংকার।

৪৯। মীড়ঃ এক স্বর হতে দুই, তিন বা চার স্বর দূরবর্তী অন্য স্বরে অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়িয়ে যাওয়া বা আসাকে 'মীড়' বলে। যেমন- সা মা।

৫০। পুকারঃ স্বর সপ্তকগুলোর অর্ন্তগত এক অথবা আরও বেশী স্বর উচ্চারণকে 'পুকার' বলে। যেমন- র্সর্সা, র্রর্রা, র্গর্গা, ররা, গগা, সসা ইত্যাদি।

৫১। অঙ্গঃ সপ্তকের ৭টি স্বর বা অক্টেভের ৮টি স্বরকে রাগের বাদীস্বরের প্রয়োগের কারণে যে আঙ্গিক বিভাজন করা হয় তাকেই অঙ্গ বলা যেতে পারে। অঙ্গ দুই প্রকার। যথা- পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ। (ক) পূর্বাঙ্গঃ সপ্তক বা অক্টেভের প্রথম ভাগকে পূর্বাঙ্গ বলে। অর্থাৎ যে রাগের বাদীস্বর সা থেকে মা পর্যন্ত (মতান্তরে পা পর্যন্ত)'এর যে কোন একটি স্বরে অবস্থান করে তাকে পূর্বাঙ্গ রাগ বলে। যেমন-রাগ-ইমন, বাদীস্বর-গা। (খ) উত্তরাঙ্গঃ সপ্তক বা অক্টেভের দ্বিতীয় ভাগকে উত্তরাঙ্গ বলে। অর্থাৎ যে রাগের বাদীস্বর-পা থেকে র্সা পর্যন্ত (মতান্তরে মা থেকে)'এর যে কোন একটি স্বরে অবস্থান করে তাকে উত্তরাঙ্গ রাগ বলে। যেমন-রাগ-বিলাবল, বাদীস্বর-ধা। উল্লেখ্য যে, পন্ডিত ভাতখন্ডেজীর মতে দিবা ১২টা থেকে রাত্রি ১২টার মধ্যে যে সমস্ত রাগ গীত বা বাদিত হয়, সে সমস্ত রাগ পূর্বাঙ্গ রাগ প্রধান এবং রাত ১২টা থেকে দিবা ১২টা পর্যন্ত যে সমস্ত রাগ গীত বা বাদিত হয় তাকে উত্তরাঙ্গ রাগ প্রধান বলে।

৫২। মূর্চ্ছনাঃ সপ্তকের যে কোন স্বর থেকে শুরু করে ক্রমানুসারে পরবর্তী স্থানের অনুরুপ স্বরের সাহায্যে আরোহী অবরোহী দেখানোকেই মূর্চ্ছনা বলা হয়। যেমন- রগা, মপা, ধনা, র্সর্রা। র্রর্সা নধা পমা গরা, নৃসা রগা মপা ধনা। নধা পমা গরা সনা।

৫৩। গিটকিরি তানঃ দ্রুত লয় বিশিষ্ট সরল ও ছোট তানকে গিট্‌কিরি তান বলা হয়। গিটকিরী দু প্রকার যথাঃ (১) সাদা গিটকারী- ক্রমাম্বয়ে তিনস্বরে গিয়ে আবার দ্বিতীয় স্বরে ফিরে আসাকে সাদা গিটকিরী বলে। যেমন-সরগরা, রগমগা, গমপমা ইত্যাদি। (২) সগম গিটকিরী- দ্রুত লয়ে কোন স্বর দু'বার বলে দূরবর্তী অন্য একটি স্বর দু'বার উচ্চারণ করলেই তাকে সগম গিট্‌কারী বলা হয়। যেমন- সসগগা, ররমমা, গগপপা ইত্যাদি।

৫৪। তানঃ রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের বিভিন্ন রচনাকে আকার সহযোগে দ্রুতগতিতে গাইলে তাকে তান বলে। তান বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যথা- শুদ্ধ তান, সরল বা সপাট তান, কূটতান, মিশ্রতান, ছুটতান, গমকতান, আলঙ্কারিক তান, বক্রতান, ফিরততান, বোলতান, ইত্যাদি।

৫৫। শুদ্ধ, সরল বা সপাট তানঃ যে তান রাগের আরোহী, অবরোহী ব্যবহৃত স্বরের ক্রমানুসারে হয় তাকে শুদ্ধতান বলে। ইহাকে সরল বা সপাট তানও বলা হয়। যেমন- সরা, গপা, ধর্সা, র্রগা, র্রসা, ধপা, গরা, সসা।

৫৬। কূটতানঃ যে তান সরলভাবে না হয়ে কূটগতিতে হয়ে থাকে তাকে কূটতান বলে। যেমন-সপা, রমা, গপা, রগা, রমা, গরা, সা। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে কূটতান ৭(প্রকার) যথাঃ আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তক, ঔড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ। ১(এক)টি স্বরের তানকে আর্চিক, ২(দুই)টি স্বরের তানকে গাথিক, ৩(তিন)টি স্বরের তানকে সামিক, ৪(চার)টি স্বরের তানকে স্বরান্তক, ৫(পাঁচ)টি স্বরের তানকে ঔড়ব, ৬(ছয়)টি স্বরের তানকে ষাড়ব এবং ৭(সাত)টি স্বরের তানকে সম্পূর্ণ তান বলা হয়। একটি মূর্চ্ছনায় কূটতানের সংখ্যা হতে পারে মোট ৫০৪০টি, অতএব ৫৬টি মূর্চ্ছনায় কূটতানের সংখ্যা হয়, ২৮,২০,২৪০। এই ভাবে শাস্ত্রানুযায়ী মোট ৪৮ কোটি তান তৈরী হতে পারে।

৫৭। মিশ্রতানঃ শুদ্ধ ও কূটতানের সংমিশ্রণে যে তান রচিত হয়, তাকে মিশ্রতান বলে। যেমন- সরা, গপা, ধপা, গরা, গপা, গরা, সরা, রসা।

৫৮। ছুটতানঃ যখন তারা সপ্তকের কোন স্বরে অল্প থামিয়া ঐ স্বর হতে অবরোহীক্রমে দ্রুতগতিতে নেমে আসা হয় তাকে ছুটতান বলে। যেমন-র্গা-র্গর্রা, র্সনা, ধপা, মগা, রসা।

৫৯। গমকতানঃ গমক সহকারে যে তান গাওয়া হয়, তাকে গমক তান বলে। যেমন-সসা, মমা, রসা, সসা, মমা, পপা, মমা, রসা।

৬০। আলঙ্কারিক তানঃ যে তান অলংকারের মত রচনা করে গাওয়া হয় তাকে আলঙ্কারিক তান বলে। যেমন- সজ্ঞমা, জ্ঞমদা, মদনা, দণর্সা।

৬১। বক্রতানঃ যে তান বক্রভাবে রচনা করে গাওয়া হয়, তাকে বক্রতান বলে। যেমন-সগা, সমা, গপা, মধা, পমা, গমা, গরা।

৬২। ফিরত তানঃ একই স্বরকে বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ করাকে ফিরত তান বলে। যেমন- নরা, গরা, গক্ষা গরা, গক্ষা পক্ষা গরা।

৬৩। বোলতানঃ গানের কথা তানের মাধ্যমে উচ্চারিত হলে তাকে বোলতান বলে। তান ও বোলতান সাধারণত খেয়াল গানে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

মগা -পক্ষা ধপা ক্ষপা । র্সনা ধপা মমা - রসা
মীo oo তo পিo য়o রo বাo oo

৬৪। পালট বা পাল্টা তানঃ তানে আরোহী হতে সরাসরি অবরোহী করাকেই বলা হয় পালট বা পাল্টা তান। যেমন-র্সনা, ধপা, মগা, রসা।

৬৫। **হলক তানঃ** জিহ্বার ভিতর এবং বাইরে ক্রম সঞ্চালন দ্বারা যে তান করা হয় তাকে বলা হয় হলক তান।

৬৬। **খট্‌কা তানঃ** থেমে থেমে বা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে স্বরগুলো উচ্চারণ করা হলে সেগুলোকে খট্‌কা তান বলে।

৬৭। **সরোক তানঃ** চারটি করে স্বর এক সঙ্গে উচ্চারণ করলে সরোক তান হয়। যেমন-সরগমা, রগমপা ইত্যাদি।

৬৮। **অচরোক তানঃ** একই স্বরকে দুইবার উচ্চারণ করে যে তান করা হয় তাকে বলা হয় অচরোক তান। যেমন- সসা, ররা, গগা, মমা ইত্যাদি।

৬৯। **লড়ন্ত তানঃ** সরল এবং আড়ী লয়ের মিশ্রণজাত তানকে বলা হয় লড়ন্ত তান। যেমন-সরা, সরা গগগগা, সন্া সন্া সসসসা।

৭০। **ঝটকা তানঃ** দুগুন লয়ের তান কিছুটা দু'গুনে করে বাকী অংশ চৌগুনে শেষ করলে তাকে বলে ঝট্‌কা তান। যেমন-সরা, গমা, পধা, নর্সা, র্সনধপা, মগরসা।

৭১। **গমকঃ** মধুর ও গাম্ভীর্যের সহিত কোন স্বরকে বিশেষভাবে দুলাইয়া উচ্চারণ করার নাম গমক। বর্তমান কালে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে আরোহী বা অবরোহী কালে নাভিমূল থেকে উত্থিত আন্দোলিত স্বর-বিন্যাসকে 'গমক' বলা হয়। যেমন- সা০০০, রা০০০, গা০০০, মা০০০ ইত্যাদি। প্রাচীনকালে কারো মতে উনিশ, কারো মতে বাইশ, কারো মতে পনেরো রকমের গমক প্রচলিত ছিল। যেমন- স্ফুরিত, কম্পিত, চ্যাপিত, আহত, আন্দোলিত, মুদ্রিত, প্লাবিত, নামিত, গুম্ফিত, লীন, বলি, কুরুল, ত্রিভিন্ন, তিরিপ ও উল্লাসিত।

৭২। **স্ফুরিত গমকঃ** দ্রুতের (অর্থাৎ ক, চ, ত, ট, প উচ্চারণে যে সময় লাগে তার অর্ধেক কাল) তৃতীয়াংশ পরিমিতি বেগে আন্দোলিত গমককে স্ফুরিত গমক বলা হয়। আজকালকার গিটকারী, মুর্কি, জমজমা ইত্যাদি এই গমকের অর্ন্তগত।

৭৩। **কম্পিত গমকঃ** দ্রুতের অর্ধেক সময়ের মধ্যে স্বরকম্পন করাকে কম্পিত গমক বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রে এই গমক হলো এক আঘাতে একই সঙ্গে দু'টি স্বর খুব দ্রুতভাবে প্রকাশ করা।

৭৪। **চ্যাবিত গমকঃ** স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য স্বরের সৃষ্টি হলে সেই স্থানচ্যুত স্বরকে চ্যাবিত গমক বলে।

৭৫। **আহত গমকঃ** কোন মূল স্বরকে প্রকাশ করার সময়, তার আগের বা পরের স্বরের সাহায্যে ঝট্‌কা মেরে মূল স্বর বাজানোকে আহত গমক বলে।

৭৬। **আন্দোলিত গমকঃ** দ্রুত স্বরকম্পনের নাম আন্দোলিত গমক।

৭৭। **মুদ্রিত গমকঃ** মুখব্যাদান না করেই যে গমকের সৃষ্টি হয় তাকে মুদ্রিত গমক বলে।

৭৮। **প্লাবিত গমকঃ** একটি স্বর থেকে আরেকটি স্বর পর্যন্ত ঘর্ষণ করে যাওয়ার নাম প্লাবিত গমক। তারের বাদ্যযন্ত্রের এই ক্রিয়াকে সুত বা ঘসীট বলে।

৭৯। **নামিত গমকঃ** মন্দ্রস্থানে অনুষ্ঠিত কম্পন ক্রিয়াকে নামিত গমক বলা হয়।

৮০। **গুম্ফিত গমকঃ** হৃদয় থেকে যে কম্পন ধ্বনি উঠে আসে তাকে গুম্ফিত গমক বলে।

৮১। **লীন গমকঃ** আন্দোলিত গমকের মতো স্বরকম্পন ক্রিয়াকে লীন গমক বলা হয়।

৮২। **বলি গমকঃ** এই গমকের স্বরগুলো বক্রভাবে দ্রুত প্রকাশ করা হয় বলে এর নাম বলি গমক।

৮৩। **কুরুল গমকঃ** বলি গমকের মতো কম্পন ক্রিয়ার নাম কুরুল গমক।

৮৪। **ত্রিভিন্ন গমকঃ** একই স্বর বা তার বেশী স্বর যখন দ্রুত গতিতে তিন সপ্তকে দেখানো হয় তখন তাকে ত্রিভিন্ন গমক বলে।

৮৫। **তিরিপ গমকঃ** দ্রুতের চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে স্বরকম্পন ক্রিয়াকে তিরিপ গমক বলে।

৮৬। **উল্লাসিত গমকঃ** এক স্বর থেকে অন্যস্বরের আরোহণকালে যে কম্পন ক্রিয়া করা হয় তাকে উল্লাসিত গমক বলা হয়।

৮৭। **স্থায়ঃ** রাগ পরিবেশনকালে যে ছোট ছোট স্বরসমষ্টি দ্বারা স্বরবিস্তার করা হয়, তাকে স্থায় বলা হয়।

৮৮। **নাদঃ** ন অক্ষরে প্রাণ ও দ অক্ষরে অগ্নি বোঝায়। প্রাণ ও অগ্নির সংযোগ উদ্ভূত ধ্বনিকে নাদ বলে হয়। নাদ দুই প্রকার। যথা- আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

৮৯। **আহত নাদঃ** যে নাদ আঘাত দ্বারা স্থূলভাবে উৎপন্ন তাকে আহত নাদ বলা হয়। আহত নাদই সঙ্গীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিন্তু যে কোন প্রকার আহত নাদই সঙ্গীতোপযোগী নয়। একমাত্র যে প্রকার আহত নাদের ঝংকার ও অনুরণনের ধর্মে কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে আনন্দ দান করার গুণ আছে। তাই সঙ্গীতোপযোগী আহত নাদ। আহত নাদ ২(দুই) প্রকার যথাঃ ১) বর্ণাত্মক-কণ্ঠ দ্বারা গান গাওয়া, আবৃত্তি করা, বই পাঠ করাকে বর্ণাত্মক নাদ বলে। ২) ধ্বন্যাত্মকঃ কোন বস্তুর দ্বারা অন্য কোন বস্তুর উপর আঘাত করলে যে নাদের উৎপন্ন হয় তাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ বলে।

৯০। **অনাহত নাদঃ** যে নাদ বিনা আঘাতে স্বতঃই অবিরামভাবে উদ্ভূত তাকে অনাহত নাদ বলা হয়। একমাত্র যোগীগণই বিশেষ স্তরে অনাহত নাদ শ্রবণে সমর্থ হন।

৯১। **তুকঃ** গানের পদ বা কলিকে তুক্ বলে। শাস্ত্রমতে তুক্ চার প্রকার। যথা- স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বেশীর ভাগ স্থায়ী ও অন্তরা এ দুটি কলি বা তুক্ থাকে। তবে ধ্রুপদ গানে চারটি তুকেরই প্রয়োজন হয়।

৯২। **বর্ণঃ** গানের যে ক্রিয়ার দ্বারা রাগের স্বরুপ বিকাশিত হয়, তাকে বর্ণ বলে। এক কথায় গানের ক্রিয়াকেই বর্ণ বলে। বর্ণ চার প্রকার যথা- স্থায়ী বর্ণ, আরোহী বর্ণ, অবরোহী বর্ণ ও সঞ্চারী বর্ণ।

ক) **স্থায়ী বর্ণঃ** একই সুর একাধিকবার উচ্চারিত বা বাদিত হলে, সেই ক্রিয়াকে স্থায়ী বর্ণ বলে। যেমন- সা সা সা, রা রা রা, গা গা গা ইত্যাদি। (খ) **আরোহী বর্ণঃ** নীচু সুর থেকে

উঁচু বা চড়ার দিকে গীত বা বাদিত হলে সেই ক্রিয়াকে আরোহী বর্ণ বলে। যেমন- সা রা গা মা পা ধা না ইত্যাদি (গ) **অবরোহী বর্ণঃ** উঁচু বা চড়া সুর থেকে নিচের দিকে গীত বা বাদিত হলে, সেই ক্রিয়াকে অবরোহী বর্ণ বলে। যেমন- না, ধা, পা, মা, গা, রা, সা ইত্যাদি। (ঘ) **সঞ্চারী বর্ণঃ** স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী এই তিন বর্ণের সমন্বয়ে যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়ে, তাকে সঞ্চারী বর্ণ বলে। যেমন- সসা, রগা, মপা, মগা, রগা, মপা, ধনা, মপা, ধনা, র্সা ইত্যাদি।

৯৩। **আশঃ** অবিচ্ছিন্নভাবে স্বরের উচ্চারণ পর পর হলে তাকে আশ বলে।

৯৪। **অল্পত্বঃ** কোন রাগ পরিবেশন করবার সময় সেই রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর সমান গুরুত্ব থাকে না। রাগে কোনও স্বরের স্বল্প প্রয়োগ হলে তাকে বলা হয় অল্পত্ব। অল্পত্ব ২(দুই) প্রকার যথাঃ ক) লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব- লঙ্ঘন অর্থে ডিঙিয়ে যাওয়া। কোন কোন রাগে একটি স্বর অতিক্রম করে পরবর্তী স্বরে যাওয়া হয়, কিন্তু সেই স্বরটি বর্জিত নয়। যেমন- জৌনপুরী রাগে কোমল গান্ধার (জ্ঞা) কিংবা দেশ রাগেতে শুদ্ধ গান্ধার (গা) স্বর দুটি আরোহী লঙ্ঘন করে গেলেও অবরোহীতে দুর্বলভাবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই গান্ধার স্বরটিকে লঙ্ঘন মূলক অল্পত্বের উদাহরণ বলা চলে। খ) অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব- কোন কিছুর অনিয়মিত ব্যবহার বা প্রয়োগকে অনভ্যাস বলা হয়। রাগে এমন কয়েকটি স্বর থাকে যেগুলো খুব কম প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ যেগুলোর প্রয়োগাধিক্য তো ঘটেই না বা সেগুলোর উপর ন্যাস করাও যায় না। এই ধরণের স্বরগুলোর অনভ্যাসমূলক অল্পত্বের আওতায় পড়ে, যেমন- বিহাগ রাগের রেখাব (রা) ও ধৈবত (ধা)।

৯৫। **বহুত্বঃ** রাগে কোন স্বরের বহুল প্রয়োগকে বলা হয় বহুত্ব। বহুত্বকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথাঃ ক) অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব- অলঙ্ঘন অর্থে অনতিক্রম অর্থাৎ ডিঙ্গিয়ে বা এড়িয়ে না যাওয়া। রাগে ব্যবহৃত যে সকল স্বরগুলোকে আরোহী বা অবরোহী কোনমতেই লঙ্ঘন করা যায় না। অথচ তাদের উপর ন্যাসও করা চলে না। সেই স্বরগুলোকে বলা হয় অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব। যেমন- ইমনের তীব্র মধ্যম (হ্মা) স্বরটি আরোহীতে ব্যবহার করতেই হবে অথচ এই স্বরটিতে ন্যাস করা চলবে না। খ) অভ্যাসমূলক বহুত্ব- রাগের রুপ পরিস্ফুটন তথা রঞ্জকতা বৃদ্ধির জন্য যে স্বরকে বারংবার প্রয়োগ করা হয় বা যার উপর ন্যাস করা হয় তাকে বলা হয় অভ্যাসমূলক বহুত্ব। এই সংজ্ঞানুযায়ী বাদী সমবাদীসহ সকল ন্যাস স্বরই অভ্যাসমূলক বহুত্বের মধ্যে পড়ে। যেমন- হিন্দোলে বাদী স্বর ধৈবতের (ধা) অভ্যাসমূলক প্রয়োগাধিক্য ঘটে, কিন্তু বাগেশ্রীর ধৈবত (ধা) কিংবা পরজের নিষাদ (নি) বাদীস্বর না হলেও অন্যতম স্বর বলে এই দুটি স্বর অভ্যাসমূলক বহুত্বের সংজ্ঞা পড়বে।

৯৬। **রাগমালাঃ** যে গানের রচনাবলীর বিভিন্ন তুক্ বা কলিতে বিভিন্ন রাগের পরিচয় বর্ণিত হয়, তাকে রাগমালা বলে। তবে তাল একই থাকবে।

৯৭। **প্রবন্ধঃ** একই রাগে নিবন্ধ কোন গানের বিভিন্ন তুক্ বা কলিতে বিভিন্ন তাল ব্যবহৃত হলে তাকে 'প্রবন্ধ' বলে।

৯৮। **বাগ্যেয়কারঃ** যে ব্যক্তি একাধারে বাণী ও গীত সম্পর্কে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ তাকে 'বাগ্যেয়কার' বলা হয়।

৯৯। **প্রকীর্ণঃ** গানের বিধি প্রণালী, লক্ষণ, প্রয়োগ, ব্যবহারিক শব্দ এগুলোকে 'প্রকীর্ণ' বলে।

১০০। **আলাপঃ** রাগ সঙ্গীতের প্রথমে রাগ রূপ গেয়ে দেখানোকেই "আলাপ" বলে। এতে রাগের পূর্ণরূপ পুরাপুরি প্রকাশ পায়। কণ্ঠ সঙ্গীতে তানা, নে, রি, রে, তোম্, নোম্, ইত্যাদি অর্থহীন শব্দ আলাপে ব্যবহার হয়, এতে তাল যন্ত্র নিস্প্রয়োজন।

১০১। **বোল আলাপঃ** গান শুরু হওয়ার পর তালের ঠেকার সঙ্গে পদের সাহায্যে আলাপ করাকে 'বোল-আলাপ' বলা হয়। বোল বিস্তারকেই বোল আলাপ বলে।

১০২। **বিস্তারঃ** রাগের স্থায়ী ও অন্তরা গাইবার পর, রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর সাহায্যে গানের কথা দিয়ে, রাগের রূপ ঠিক রেখে আরোহী, অবরোহী, বাদী-সমবাদী যাবতীয় নিয়ম বিবেচনা করে লয়ের সঙ্গে রাগের রূপ গেয়ে দেখানোকেই "বিস্তার" বলা হয়।

১০৩। **বহলাবাঃ** আলাপের ঢংয়ে পরিবেশিত তান এবং বোলতানকে বহলাবা বলা হয়।

১০৪। **বোল-বিস্তারঃ** বাণীর সাহায্যে বিস্তারের নাম বোল-বিস্তার।

১০৫। **বাঁটঃ** গানের কথার সাহায্য রাগের শুদ্ধতা রক্ষা করে দ্বিগুন, তিনগুণ অথবা চৌগুণ ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দে গাওয়াকে "বাঁট" বলে। ধ্রুপদে তান ব্যবহার হয় না বলেই ধ্রুপদে বাঁট আবশ্যিক। তবে খেয়ালে বাঁট ও তান উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

১০৬। **কম্পনঃ** কোন স্বর দুলিয়ে উৎপন্ন হলে তাকে কম্পন বলে। কম্পনে কোন বিশেষ স্বর দুলিয়ে দুলিয়ে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ একই স্বর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করলে কম্পনের সৃষ্টি হয়। যেমন- সাসাসা, রারারা ইত্যাদি।

১০৭। **আন্দোলনঃ** দুটি জিনিষের পরস্পর সংঘর্ষের ফলে আহত জিনিসটি স্থানচ্যুত হয়ে এপাশ ওপাশ দুলতে থাকে এবং ইহার ফলে বায়ুমন্ডলে যে তরঙ্গের সৃষ্টির হয় তাকে আন্দোলন বলে। ধ্বনি সৃষ্টি কম্পন বা আন্দোলন থেকে। যদি কোন বাদ্য যন্ত্র তারে আঘাত করা হয় তবে আন্দোলনের সৃষ্টি হবে। আর তখনই ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। আর যখন তারের উপর আঘাতের শক্তি কম হবে, তখন তারটি উপর নীচে ওঠা নামা কম করবে এবং কম্পনও কম হবে। আর কম্পন থেমে গেলে আর ধ্বনি শুনা যাবে না। এক সেকেন্ডের মধ্যে আন্দোলনের সংখ্যা যত বেশী হবে ধ্বনিও তত জোরে হবে। আন্দোলন ৪ প্রকার। যথাঃ

১। **নিয়মিত আন্দোলনঃ** যে আন্দোলনের গতিবেগ সমান থাকে তাকে নিয়মিত আন্দোলন বলে।

২। **অনিয়মিত আন্দোলনঃ** যে আন্দোলনের গতিবেগ সমান থাকে না তাকে অনিয়মিত আন্দোলন বলে।

৩। **স্থির আন্দোলনঃ** যে আন্দোলনের স্থায়িত্ব কিছু সময় থাকে অর্থাৎ আন্দোলিত হওয়া মাত্রই থেমে যায় না তাকে স্থির আন্দোলন বলে।

৪। **অস্থির আন্দোলনঃ** যে আন্দোলন স্থায়িত্ব বেশী সময় থাকে না, আন্দোলিত হওয়া মাত্রই থেমে যায় তাকে অস্থির আন্দোলন বলে।

১০৮। **ছুটঃ** কোন একটি স্বর হতে দূরবর্তী অন্য আর একটি স্বরে হঠাৎ যাওয়াকেই "ছুট" বলে। যেমনঃ সগা, সমা, সপা ইত্যাদি।

১০৯। **খমঃ** লয়ের সাথে সুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রাম স্থায়িত্বের নামকে "খম" বলে।

১১০। **দমঃ** গাইবার সময় লয়সহ কোন স্বরে অধিকক্ষণ (স্থায়িত্ব) দাঁড়ানোকে "দম" বলে।

১১১। **অনিবদ্ধ গানঃ** প্রাচীনকালে গানের রচনা বা বন্দিশের আলাপকে "অনিবদ্ধ গান" বলা হতো। এই গান তালযন্ত্র ছাড়া বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে গাওয়া হতো।

১১২। **নিবদ্ধ গানঃ** প্রাচীনকালে সুর, তাল ও লয়যুক্ত গানের রচনা বা বন্দিশকে "নিবদ্ধ গান" বলা হতো।

১১৩। **মার্গ সঙ্গীতঃ** মার্গ সঙ্গীত অত্যন্ত প্রাচীন। বিশেষ বিশেষ নিয়ম অনুসারে যে সকল রাগ পরিবেশন করা হয় তাকে মার্গ সঙ্গীত বলে। খ্রীস্টপূর্ব যুগে বৈদিকগান, সামগান থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে যে অভিজাত গানের সৃষ্টি হয়ে তাকে মার্গ গান বা মার্গ সঙ্গীত বলে। মার্গ শব্দের অর্থ অনুসরণ করা, অন্বেষণ করা। বর্তমান ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতকে মার্গ প্রকৃতি সম্পন্ন সঙ্গীত বলা যেতে পারে।

১১৪। **দেশী সঙ্গীতঃ** যে সকল রাগ পরিবেশনে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই এবং বিভিন্ন ঢং এ বাজানো বা গীত হয়, তাকে দেশী সঙ্গীত বলে।

১১৫। **গায়কীঃ** সঙ্গীতের প্রয়োগ কলায় নিজ মৌলিকত্ব তথা ব্যক্তিত্বের প্রকাশকেই বলা হয় গায়কী।

১১৬। **নায়কীঃ** সঙ্গীতের বিশুদ্ধ অবিকৃতরূপে প্রকাশ করাকেই নায়কী আখ্যা দেওয়া হয়। 'নায়কী' গান অর্থে বোঝায় যে গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত সঙ্গীতের বন্দেজী যথাযথভাবে বাণী, স্বর এবং তাল সহযোগে প্রকাশ করা।

১১৭। **পন্ডিতঃ** সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী তথা জ্ঞানী এবং ক্রিয়াত্মক অংশে মোটামুটি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সঙ্গীতের ভাষায় 'পন্ডিত' বলা হয়।

১১৮। **গায়কঃ** গুরুর কাছে যথারীতি শিক্ষার পর সেই গুরুমুখী বিদ্যার উপর নিজস্ব প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, পান্ডিত্য, রসবোধ ইত্যাদির দ্বারা যিনি নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পারেন, তাঁকেই বলা হয় গায়ক।

১১৯। **নায়কঃ** শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক উভয় সঙ্গীতে যিনি সমান দক্ষ, নতুন নতুন রচনায় যিনি পারদর্শী, তাঁকে নায়ক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১২০। **বিদারীঃ** গান কিংবা আলাপের ছোট বড় বিভাগগুলোকে প্রাচীনকালে বলা হতো বিদারী। গীতের অবয়বগুলোর উপ-বিভাগকেও বিদারী বলা হতো।

১২১। **ধাতুঃ** আজকাল যেমন কোন একটি গানের কবিতাকে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি স্তবকে ভাগ করা হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে সেই স্তবকগুলোকে বলা হতো ধাতু। সেই পাঁচ রকম ধাতুর নাম- উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ।

১২২। **আক্ষিপ্তিকাঃ** সঙ্গীতের মধ্যে যা স্বর, তাল ও শব্দ দ্বারা রচিত, তাকে বলা হয় আক্ষিপ্তিকা। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল প্রভৃতি সবই আক্ষিপ্তিকা।

১২৩। **ধ্বনিঃ** সঙ্গীতের উৎপত্তি শব্দ বা ধ্বনি থেকে। আর ধ্বনির উৎপত্তি দুইটি জিনিসের সংঘর্ষ বা সংঘাত থেকে। অর্থাৎ কোন জিনিসের সংঘর্ষ বা সংঘাত থেকে যে আন্দোলন বা কম্পন হয়, তা থেকে, ধ্বনির উৎপত্তি। ধ্বনি দুই প্রকার যথা- মধুর ধ্বনি ও কর্কশ ধ্বনি। মধুর ধ্বনি হলো নাদ এবং কর্কশ ধ্বনি হলো কোলাহল।

১২৪। **স্থানঃ** স্থান অর্থ জায়গা। সঙ্গীতে দেখা যায় যে, কখনও উচ্চগ্রামে আবার কখনও নিম্নগ্রামে স্বর প্রয়োগ হচ্ছে। স্বরের এই উঠা-নামা তিনটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বরের উঠা-নামার এই ক্ষেত্রে বা জায়গাকে স্থান বলে। এই তিনটি স্থান 'নাদ স্থান' নামে পরিচিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের নাম যথাক্রমে উদারা, মুদারা ও তারা।

১২৫। **স্বরাবর্তঃ** সার্গাম বা স্বরমালিকার আরেক নাম সুরাবর্ত। স্বরের প্রয়োগ স্বরের একটা আবর্ত আছে বলেই তাকে সুরাবর্ত বলা হয়।

১২৬। **রাগালাপঃ** আলাপে রাগের গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, মন্দ্র ও তার -এই দশটি নিয়ম পালিত হলে তাকে রাগালাপ বলে।

১২৭। **রুপকালাপঃ** প্রাচীনকালের প্রবন্ধ গানের বৈশিষ্ট্যগুলো যে আলাপে ফুটিয়ে তোলা হতো আভাসে ইঙ্গিতে, তাকে বলা হতো রুপকালাপ। এটি রাগালাপের পরবর্তী পর্যায়।

১২৮। **আলপ্তি গানঃ** অনিবদ্ধ গানেরই একটি প্রকার আলপ্তি গান। এই আলাপে রাগের পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হতো। তাছাড়া রাগের অর্বিভাব-তিরোভাব ঘটিয়ে এই আলাপের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখান হতো। রাগালাপ ও রুপকালাপের পর গাওয়া হতো আলপ্তি।

১২৯। **উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতঃ** ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি বোঝাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত, এই অর্থে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। যে সঙ্গীত গঠনে, রুপায়ণে ও রস সম্পাদনে প্রচলিত অন্যান্য সঙ্গীত ধারা থেকে উচ্চ তারই নাম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

১৩০। **কলাবন্তঃ** যে সঙ্গীতকার ঘনিষ্ঠ অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতে সিদ্ধি লাভ করেন তাঁকে কলাবন্ত বা কলাকার বলা হয়। মধ্যযুগে যাঁরা ধ্রুপদ গাইতেন ও বীণা বাজাতেন তাঁদের কলাবন্ত বলা হতো। সম্রাট আকবরের সময় থেকে কলাবন্ত কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে বলে জানা যায়।

১৩১। **কোরাসঃ** কয়েকজন মিলে গান গাইলে কোরাস হয়। কথাটি পাশ্চাত্য সঙ্গীত থেকে আমাদের সঙ্গীত ধারায় জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্মেলক গান বা বৃন্দ

গানের পাশ্চাত্য পরিভাষা। কোরাস দল শুধু পুরুষ বা শুধু নারী দ্বারা গঠিত হতে পারে। আবার নারী পুরুষ উভয় মিলেও হতে পারে।

১৩২। চলনঃ রাগ পরিবেশনের সময় রাগের রূপ প্রকাশের ধারাকে বলা হয় চলন। যন্ত্র বাদনেও চলন বা চাল কথাটি ব্যবহৃত হয়।

১৩৩। বৃন্দঃ বৃন্দ হলো সম্মিলিত সঙ্গীত। সম্মিলিত কণ্ঠ সঙ্গীতকে বলা হয় বৃন্দগান বা বৃন্দগীতি। সম্মিলিত যন্ত্রবাদনকে বলা হয় বৃন্দ বাদন বা বাদ্যবৃন্দ। শার্ঙ্গদেব "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থে তৎকালীন বৃন্দ গঠন সম্পর্কে তিন প্রকার বৃন্দের কথা বলেছে যথাঃ

১) উত্তম বৃন্দঃ ৪ জন মুখ্য গায়ক, ৮ জন সমগায়ক বা সহকারী গায়ক, ১২ জন গায়িকা, ৪ জন বংশী বাদক ও ৪ জন মৃদঙ্গ বাদক সমবায়ে উত্তম বৃন্দ গঠিত হয়।

২) মধ্যম বৃন্দঃ ২ জন মুখ্য গায়ক, ৪ জন সমগায়ক বা সহকারী গায়ক, ৬ জন গায়িকা, ২ জন বংশী বাদক ও ২ জন মৃদঙ্গ বাদক সমবায়ে মধ্যম বৃন্দ গঠিত হয়।

৩) কনিষ্ঠ বৃন্দঃ ১ জন মুখ্য গায়ক, ৩ জন সমগায়ক বা সহকারী গায়ক, ৪ জন গায়িকা, ২ জন বংশী বাদক ও ২ জন মৃদঙ্গ বাদক সমবায়ে কনিষ্ঠ বৃন্দ গঠিত হয়।

কোন বৃন্দে উত্তম বৃন্দ অপেক্ষা অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী হয় তবে তাকে কোলাহল বৃন্দ বলা হয়। এই বৃন্দকে বলা হয়েছে গায়ক বৃন্দ।

১৩৪। বৈতালিকঃ বৌদ্ধ যুগে জাতক বা প্রচলিত গাঁথাকে গানের মাধ্যমে যাঁরা পরিবেশন করতেন তাদেরকে বৈতালিক বলা হতো।

১৩৫। মাতুঃ গানের ভাষাকে প্রাচীন শাস্ত্রে মাতু বলা হতো।

১৩৬। বঢ়তঃ গান বা বাজানোর সময় ধীরে ধীরে লয় বাড়িয়ে নিয়ে সরগম, বোলতান, গমক ইত্যাদির প্রয়োগকে সামগ্রিকভাবে বঢ়ত বলা হয়।

১৩৭। মুখ চালনঃ রাগ পরিবেশনের সময় গমক ও মীড় যুক্ত অলঙ্কারের সাহায্যে স্বর বিস্তারের ক্রিয়াকে মুখ চালন বলা হয়।

১৩৮। মূর্কীঃ মূর্কী এক প্রকার গমকের নাম। মতান্তরে তিন স্বরের এক অর্ধবৃত্তি দ্রুত উচ্চারিত হলে মূর্কী হয়। তবে এই তিন স্বরের মধ্যে একটি থাকে প্রধান স্বর দুটি থাকে স্পর্শ স্বর। স্পর্শ স্বরের ব্যবহারই মূর্কী নামে খ্যাত।

১৩৯। বাজঃ বাজাবার বিশেষ রীতিকে বাজ বলা হয়। যেমন, মজিদখান বাজ, রেজাখানি বাজ ইত্যাদি।

১৪০। যুগলবন্দঃ একজন যদি গান করেন আর সেই সঙ্গে আর একজন যদি সেই গানের সরগম প্রথম জনের সমান লয়ে গেয়ে যান তাহলে এই দ্বৈতগীতিকে যুগলবন্দ বলা হয়।

১৪১। রসঃ যে বাহ্যবস্তু বা গুণের আস্বাদনে দেহ বা চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে বা বিকৃতি ঘটে বা ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাকে বলা হয় রস।

১৪২। রাগ সঙ্গীতঃ যে সঙ্গীত ধারার কেন্দ্রে রয়েছে রাগ রূপায়ন তাকে রাগ সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি রাগ সঙ্গীত।

১৪৩। বক্ররাগঃ যে রাগে আরোহী বা অবরোহী বা উভয় ক্রমেই বক্রস্বরের প্রয়োগ বেশী তাকে বক্ররাগ বলে। বক্ররাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহ স্বাভাবিকক্রম অনুযায়ী সরল গতিতে আরোহী বা অবরোহীতে প্রযুক্ত হয় না।

১৪৪। অধম রাগঃ অধম রাগ মানে অতি সঙ্কীর্ণ রাগ। যে রাগ বিস্তৃত আলাপের অযোগ্য এবং যা দ্বারা সবিস্তার ভাব প্রকাশ করা যায় না তাকে অধম রাগ বলে।

১৪৫। স্বরবিস্তারঃ রাগের রূপ প্রকাশক ধীর গতি সম্পন্ন স্বর উচ্চারণকে স্বরবিস্তার বলে। স্বরবিস্তার সর্বদাই ধীর লয়ে সম্পন্ন হয়।

১৪৬। স্বরসম্বাদঃ দুই বা তার বেশী সংখ্যক স্বরকে এক আঘাতে বাজালে বা একই সঙ্গে গাওয়ার প্রক্রিয়াকে স্বরসম্বাদ বলা হয়। স্বরসম্বাদ কর্ডকেও বুঝিয়ে থাকে।

১৪৭। স্বরান্তরঃ দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বা অন্তরকে স্বরান্তর বলা হয়। ইন্টারভ্যাল বলতেও স্বরান্তর বোঝায়।

১৪৮। আখরঃ আখর হচ্ছে কীর্তন পরিবেশনের অঙ্গ অর্থাৎ কথার তান। কীর্তনের পদবাহিত ভাবকে কীতর্নীয় তাঁর রচিত কথার সাহায্যে মূর্ত করে তুললে আখর হয়। আখর রচনাকে সে জন্যে পদের ব্যঞ্জনা প্রকাশক পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। পদ গাইবার সময় কীর্তনীয়া স্থানে স্থানে পদবাহিত ভাবকে অবলম্বন করে স্বয়ং কাব্য ও গদ্য ছন্দে কিছু রচনা করে গেয়ে শোনান তারই নাম আখর।

১৪৯। কর্ত্তবঃ গীতে স্বর কৌশল প্রদর্শন করাকে কর্ত্তব বলা হয়।

১৫০। উপজঃ গীতে ছোট ছোট তান নেয়ার নাম উপজ।

১৫১। জমজমাঃ জমজমা অর্থ কোন স্বরকে আন্দোলিত করা। সেতার বাদনে দু'টি স্বরকে দ্রুত একের পর এক করে বাজানোকে 'জমজমা' বলা হয়।

১৫২। জোড়ঃ আলাপের শেষাংশে বা আভোগকে 'জোড়' বলা হয়। এই অংশে আলাপের গতি দ্রুত ও ছন্দোবদ্ধ হয়। জোড়ের পর দ্রুতলয়ে ঝালার কাজ করে আলাপ শেষ করতে হয়।

১৫৩। অপেরাঃ এটা গীতি নাট্য। সঙ্গীত ও নাট্যকলার অপূর্ব সমন্বয়ে অপেরা রচিত হয়। অপেরায় থাকে একক, দ্বৈত ও সম্মেলক গান সহ নানা শ্রেণীর গান, কবিতা আবৃত্তি ও সংলাপ, অর্কেস্ট্রাসহ নানা ধরণের যন্ত্রবাদন, অভিনয় ও মূকাভিনয়, নৃত্য, দৃশ্য সজ্জা, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের বিপুল আয়োজন। এই বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনেই অপেরার শক্তি নিহিত থাকে।

১৫৪। কবিয়ালঃ কবির দলের মুখ্য গায়েনকে কবিয়াল বলা হয়। তিনি আসরে দাঁড়িয়ে তাঁর দল পরিচালনা করেন ও প্রতিপক্ষ দলের কবিয়ালের প্রশ্নের উত্তর দেন। গোজলা গুঁই আদি কবিয়াল রূপে অভিহিত হয়।

১৫৫। বন্দিশঃ বন্দিশ অর্থ বাঁধুনি বা বন্ধন। রাগের রূপরেখা প্রকাশের জন্য যে সকল স্বরসমষ্টি (নির্দিষ্ট আরোহন ও অবরোহন সম্বলিত) প্রবন্ধ গানে আস্থায়ী ও অন্তরায় ব্যবহৃত হয় তাকে বন্দিশ বলে।

১৫৬। গতিঃ গানের চালকে গতি বোঝায়। গতি দুই প্রকার।

ক) শুদ্ধ-স্বরূপঃ যে রাগের স্বরসমষ্টি সরল ও শুদ্ধভাবে চলে তাকে শুদ্ধ-স্বরূপ গতি বলা হয়। যেমন-ভূপালী।

খ) বক্র-স্বরূপঃ যে রাগের স্বরসমূহ বক্র গতিতে চলে তাকে বক্র-স্বরূপ গতি বলা হয়। যেমন- গৌড় সারং।

১৫৭। বিশ্রান্তিঃ বিশ্রান্তি মানে বিরতি। তান, আলাপ বা ছন্দের কাজে যে সকল স্থানে ছেদ ঘটে তাকে বিশ্রান্তি বলা হয়।

১৫৮। উঠাওঃ যে স্বরসমষ্টি দ্বারা গান-বাজনা শুরু বলা হয় সেই স্বরসমষ্টিকে উঠাও বলা হয়। পকড় আর উঠাও কিন্তু এক নয়। পকড় হলো, রাগবাচক মুখ্য কয়েকটি স্বর মাত্র। আর উঠাও হলো, যে স্বরসমষ্টি দ্বারা আরেকটা আলাপের মতো করে রাগ ধরা হয়।

১৫৯। তারপরণঃ পাখোয়াজের পরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাগবাচক স্বরসমূহ ব্যবহারকে তারপরণ বলা হয়। আলাপের শেষভাগে তারপরণ বাজানো হয়।

১৬০। কস্‌বীঃ উপযুক্ত গুরুর কাছ হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিষ্যকে কস্‌বী বলা হয়।

১৬১। অতাঈঃ যে শ্রুতিধর শিল্পী গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়ে নানাভাবে গান ইত্যাদি শুনে নিজে গাইতে সমর্থ হন তাকে অতাঈ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাগরূপ নির্ণয়

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা রাগ সঙ্গীত কলাবিদ্যা যাকে আমরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলি । এটা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা এবং সঙ্গীত সাধকরা অতি নিষ্ঠার সাথে রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করেছেন । প্রকৃতির অবস্থা এবং মানুষের মানসিক অবস্থা নিখুঁতভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে রাগরূপ তৈরী করেছেন । বহু প্রাচীনকালেই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী ছিল ।

শিবমতে ছয় রাগ, ব্রহ্মার মতানুসারে - (১) ভৈরব, (২) নটনারায়ণ, (৩) পঞ্চম, (৪) মেঘ, (৫) বসন্ত ও (৬) শ্রী । আবার প্রতিটি রাগের ছয়টি করে রাগিণী ছিল- এইজন্য ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী বলা হয় ।

ক্রমিক নং	রাগ	রাগিণী
ক)	ভৈরব	১ । ভৈরবী, ২ । গুঞ্জরী, ৩ । রা কিরি, ৪ । গুণ কিরি, ৫ । বাঙ্গালী, ৬ । সৌধবী ।
খ)	নটনারায়ণ	১ । কামোদী, ২ । হাম্বীরী, ৩ । নাটিকা, ৪ । কল্যাণী, ৫ । সারঙ্গী, ৬ । নট্টহংবীরা ।
গ)	পঞ্চম	১ । বিভাষা, ২ । ভূপালী, ৩ । কর্ণাট, ৪ । বড় হংসিকা, ৫ । মালরী, ৬ । পটমঞ্জুরী ।
ঘ)	মেঘ	১ । মল্লারী, ২ । সোরবী, ৩ । সারেবী, ৪ । কৌশিক, ৫ । গান্ধারী, ৬ । হর অঙ্গরা ।
ঙ)	বসন্ত	১ । দেশী, ২ । দেবগিরী, ৩ । বরাটী, ৪ । তোড়ী, ৫ । ললিতা, ৬ । হিন্দোলী ।
চ)	শ্রী	১ । মালবী, ২ । ত্রিবেণী, ৩ । গৌরী, ৪ । কেদারী, ৫ । মধুমাধবী, ৬ । পহাড়িকা ।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকেই নানা মত আছে । বর্তমান যুগে পন্ডিত ভাতখন্ডে সমস্ত রাগ-রাগিনী হতে বিচার ও বিবেচনা করে প্রধান দশটি ঠাট নির্ণয় করেছেন । এই দশটি ঠাটের লক্ষণ ধরে বর্তমানের সমস্ত রাগরূপ নির্ণয় করা হয় । বর্তমানে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে এই দশটি ঠাটকেই মানা হয় ।

ঠাট

ঠাট শব্দের অর্থ কাঠামো। নাদ থেকে স্বর, স্বর থেকে সপ্তক এবং সপ্তক থেকে ঠাটের সৃষ্টি হয়েছে। রাগ উৎপাদনে সমর্থ বিশিষ্ট স্বর অর্থাৎ এক সপ্তকের ১২টি স্বরের মধ্যে শুদ্ধ ও বিকৃতস্বর মিলে ৭টি স্বরের ক্রমিক রচনাকে বলা হয় ঠাট। ঠাটের অপর নাম মেল। ঠাট হতে রাগের উৎপত্তি। ঠাটকে পিতা বা জনক এবং ঠাট থেকে উৎপত্তি রাগকে পুত্র বা জন্য বলা হয়। ঠাটের সঙ্গে রাগের সম্পর্ক পিতা পুত্রের। এই জন্য একে জনক জন্য পদ্ধতিও বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত ব্যাঙ্কমখী সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর থেকে সর্ব প্রথম মোট ৭২টি ঠাট রচনা করেন। পরবর্তীকালে পন্ডিত ভাতখন্ডে সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতিকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে ঠাটের সংখ্যা কমিয়ে ৭২টির স্থলে মোট ১০টি ঠাটের প্রচলন করেন। বর্তমান উত্তর পদ্ধতিতে প্রচলিত ১০টি ঠাট পন্ডিত ভাতখন্ডেরই গবেষণার ফসল।

ঠাটগুলোর নাম ও স্বর সপ্তকের পরিচয়ঃ

১। বিলাবল ঠাটের স্বর সপ্তক - স র গ ম প ধ ন ।

২। খাম্বাজ ঠাটের স্বর সপ্তক - স র গ ম প ধ ণ ।

৩। কাফি ঠাটের স্বর সপ্তক - স র জ্ঞ ম প ধ ণ ।

৪। আসাবরী ঠাটের স্বর সপ্তক - স র জ্ঞ ম প দ ণ ।

৫। ভৈরবী ঠাটের স্বর সপ্তক - স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ ।

৬। ভৈরব ঠাটের স্বর সপ্তক - স ঋ গ ম প দ ন ।

৭। কল্যাণ ঠাটের স্বর সপ্তক - স র গ হ্ম প ধ ন ।

৮। মারবা ঠাটের স্বর সপ্তক - স ঋ গ হ্ম প ধ ন ।

৯। পূরবী ঠাটের স্বর সপ্তক - স ঋ গ হ্ম প দ ন ।

১০। টোড়ী ঠাটের স্বর সপ্তক - স ঋ জ্ঞ হ্ম প দ ন ।

ঠাট রচনার কতকগুলো বৈশিষ্ট রয়েছেঃ

১। ঠাট কখনও সাতটি স্বরের কম বা বেশী দিয়ে রচিত হয় না।
২। সাতটি স্বরই ক্রমানুসারে হবে- সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না।
৩। ঠাটে কেবল আরোহী হয়।
৪। একই ঠাটের মধ্যে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত এই দুই রূপ ব্যবহার করা যায় না।
৫। ঠাটের সংখ্যা মাত্র ১০(দশ)টি।
৬। বিশেষ বিশেষ রাগের নাম অনুসারে ঠাট নাম করণ হয়েছে।
৭। ঠাটের উদ্দেশ্যে কেবল রাগ উৎপন্ন করার ক্ষমতা থাকা। ঠাট বাজানো যায় না বা গাওয়া যায় না, তাই ঠাটের রঞ্জকতার প্রয়োজন নেই।
৮। ঠাট গাওয়া বা বাজানো হয় না। এ জন্য ঠাটে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, পকড়, আলাপ, তান, বোলতান, সরগম, অঙ্গ, সময় প্রভৃতি কোনো কিছুরই দরকার নেই।
৯। দশটি ঠাট থেকেই সকল রাগের সৃষ্টি।

দক্ষিণ বা কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতিতে উত্তর বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির দশটি ঠাটের নাম হলোঃ

দক্ষিণ পদ্ধতি	উত্তর পদ্ধতি
১। ধীরশঙ্করাভরণ মেল	১। বিলাবল ঠাট
২। মেচকল্যাণী মেল	২। কল্যাণ ঠাট
৩। হরিকাম্ভোজী মেল	৩। খাম্বাজ ঠাট
৪। খরহরপ্রিয় মেল	৪। কাফি ঠাট
৫। নট ভৈরবী মেল	৫। আসাবরী ঠাট
৬। গমনশ্রীয় মেল	৬। মারবা ঠাট
৭। মায়ামালব গৌল মেল	৭। ভৈরব ঠাট
৮। হনুমত্ তৌড়ী মেল	৮। ভৈরবী ঠাট
৯। কামবর্ধিনী মেল	৯। পূরবী ঠাট
১০। শুভপন্তুবরালী মেল	১০। টোড়ী ঠাট

সঙ্গীতে রাগের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা শুনলে শ্রোতার মনোরঞ্জন হয় তাকে রাগ বলে। অবশ্য এ সংজ্ঞাতে রাগের পূর্ণ চিত্র প্রকাশিত হয় না। রাগ বলতে তাই, স্বরসমষ্টি দ্বারা গঠিত মনোরঞ্জনকারী এবং আরোহী ও অবরোহীর একটি বিশিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি রক্ষাকারী রসাল রচনাকে রাগ বলে। রাগ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, সম্পূর্ণ, খাড়ব ও ঔড়ব। সাত স্বরযুক্ত রাগকে সম্পূর্ণ, ছয় স্বরযুক্ত রাগকে খাড়ব এবং পাঁচ স্বরযুক্ত রাগকে ঔড়ব রাগ বলে। ঠাট থেকে রাগের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে রাগের ১০(দশ)টি লক্ষণ মানা হতো। এ লক্ষণগুলো হলো- গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, ঔড়বত্ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, মন্দ্র ও তার। তবে বর্তমানকালে রাগের যে সকল বৈশিষ্ট্য মেনে চলা হয় সেগুলো হলোঃ

রাগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ্যঃ

১। রাগ স্বরসমূহের বিশিষ্ট রচনা।
২। রাগের মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতা থাকবে।
৩। রাগে সাধারণত একই স্বরের দুটি রুপ (কোমল-তীব্র বা শুদ্ধ কোমল) পাশাপাশি ব্যবহার শাস্ত্র বিরুদ্ধ।
৪। রাগ রচনায় কমপক্ষে ৫টি স্বর ব্যবহার করতেই হবে।
৫। রাগ রচনায় একই সঙ্গে মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরদ্বয়কে বর্জিত করা চলবে না।
৬। কোন রাগেই 'ষড়জ' (সা) স্বরটি বর্জিত হবে না।
৭। ১০টি ঠাটই যাবতীয় রাগের উৎপত্তিস্থল।
৮। রাগে আরোহী, অবরোহী, বাদীস্বর, সমবাদীস্বর ইত্যাদি নির্দেশ থাকবে।
৯। বাদী হতে সমবাদী স্বরের দূরত্ব কমপক্ষে ৭(সাত) শ্রুতি থাকবে।
১০। রাগের জাতি বিভাগ আছে যেমন-ঔড়র-খাড়ব, খাড়ব- সম্পূর্ণ ইত্যাদি।

দশটি ঠাট থেকে উৎপন্ন রাগসমূহ

১। বিলাবল ঠাটঃ বিলাবল, বিহাগ, বিহাগড়া, দেশকার, পাহাড়ী, কুকুভ, শঙ্করা, নট্, মাঁড় বা মান্ড, সরপর্দা, আলাইয়া বা আলাহিয়া বিলাবল, শুণকেলী, শুক্ল বিলাবল, নট বিলাবল, হংস-ধ্বনি, লচ্ছাশাখ, হেম, দূর্গা, নওরৌচকা, মলুহা, পটমঞ্জরী, দেবগিরি, পটবেহাগ, জলধর, কেদার, ইমনি বিলাবল, কর্ণাট, কেদারনট, ছায়া, ছায়ানট, জয়জয়বিলাবল, হেমকল্যাণ, শঙ্করা ভরণ, নট নারায়ণী, নট মল্লার, বঙ্গাল বিলাবল, ভবশাখ, ভিন্নষড়জ, মল্লার, মাঢ়, লচ্ছাসার, লুম, নাগস্বরাবলী, বিভাস, দীপক ইত্যাদি।

২। **কল্যাণ ঠাটঃ** ইমন, শুদ্ধ কল্যাণ, ইমন কল্যাণ, কল্যাণ, শরৎ, ধবলাশ্রী, ভূপালী, হাম্বীর, কেদারা, ছায়ানট, কামোদ, শ্যামকল্যাণ, হিন্দোল, গৌড় সারং, মালশ্রী, ইমনি বিলাবল, চন্দ্রকান্ত, সাবনী কল্যাণ, জেত কল্যাণ, পূরিয়া কল্যাণ, জলধর কেদারা ইত্যাদি।

৩। **খাম্বাজ ঠাটঃ** খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, সৌরট, দেশ, খাম্বাবতী, তিলং, রাগেশ্রী, জয়জয়ন্তী, গৌড় মল্লার, নট্‌মল্লার, তিলককামোদ, বড়হংস, গারা, নারায়ণী, প্রতাপবরালী, নাগস্বরাবলী, অরুণ মল্লার, খোকর, জাজমল্লার, ধুরিয়ামল্লার, পাহাড়ী, বিহগড়া, মাড়, মেঘ, মেঘমল্লার, সুরদাসী মল্লার, সুরট, শুদ্ধমল্লার ইত্যাদি।

৪। **কাফি ঠাটঃ** কাফি, ধানেশ্রী, সিন্ধুড়া, ধানী, ভীমপলশ্রী, বিহারী, মধুমাদ, বাগেশ্রী, হোসেনী, কানাড়া, মেঘমল্লার, রামদাসী মল্লার, মিঞা কি মল্লার, সুহা, নীলম্বরী, সুর মল্লার, পটদীপ, সাহানা, দেবশাখ, হংসকঙ্কনী, বৃন্দাবনী সারং, পিলু, কৌশী কানাড়া, নায়কী কানাড়া, মিঞা কি সারং, সুঘরাই, শুদ্ধ সারং, বাড়োঁয়া, সামন্ত সারং, শ্রীরঞ্জনী, লঙ্কাদহন, অঞ্জনী টৌড়ী, কাফি-কানাড়া, কোহল-কানাড়া, গরো কানাড়া, গৌড় মল্লার, চন্দ্রকোষ, জিলহা, দেশ, ধানী, নাগধ্বনি কানাড়া, নাট, পটমঞ্জরী, পটদীপকী, পলাসী, বাহার, ভীম, মধু মাধবী সারং, মাঝ, মালগুঞ্জ, মীরামল্লার, মীরা সারং, মুখারী ইত্যাদি।

৫। **আসাবরী ঠাটঃ** আসাবরী, জৌনপুরী, দেবগান্ধার, সিন্ধু, আড়ানা, কৌশী, দরবারী, দেশী, খট্‌, আভোগী, আভীগী, কাফি-টোড়ী, গান্ধারী, গোপীবসন্ত, দরবারী-কানাড়া, দেশী-টোড়ী, নায়কী কানাড়া, পিলু, মীরা বাঈ কি মল্লার, সিন্ধু ভৈরবী, জংলা, সুখড়াই টোড়ী ইত্যাদি।

৬। **মারবা ঠাটঃ** মারবা, পুরিয়া, সোহিনী, বরারী, জয়েৎ, জায়েৎ কল্যাণ, ভংখার, ভাটিয়ার, বিভাস, সাজগিরি, মালীগোরা, পঞ্চম, পুরিয়া কল্যাণ, দীপক, বসন্ত, পূর্ব কল্যাণ ইত্যাদি।

৭। **ভৈরব বা ভায়রোঁ ঠাটঃ** ভৈরব বা ভায়রোঁ, কালিংড়া, মেঘরঞ্জনী, সৌরাষ্ট্র, যোগিয়া, রামকেলী, প্রভাবতী, গৌরী, ললিত পঞ্চম, সাবেরী, বংগাল ভৈরব, শিবমত ভৈরব, আনন্দ ভৈরব, গুণকরী, হিজাজ, আহীর ভৈরব, জিল্‌ফ, দেশ গৌড়, কৌশী ভৈরব, দেবরঞ্জনী, বসন্তমুখারী, বৈরাগী ভৈরব, মেঘ রঞ্জনী, মঙ্গল, মঙ্গল ভৈরব, প্রভাত, বঙ্গালী, ভৈরব-বাহার ইত্যাদি।

৮। ভৈরবী ঠাটঃ ভৈরবী, মালকৌষ, ভূপাল টোড়ী, জংগলা, কোমল বাগেশ্রী, বসন্তমুখারী, বিলাসখানি টোড়ী, কৌশী-ভৈরবী, গুর্জরী, ছায়া টোড়ী, নাচাড়ি টোড়ী, ভৌপাল, যোগ-আসাবরি, লক্ষ্মী-টোড়ী ইত্যাদি।

৯। পূরবী বা পুর্বী ঠাটঃ পূরবী, গৌরী, রেবা, ত্রিবেণী, মালব, টংকি, শ্রী, জেতশ্রী, বসন্ত, পরজ, পুরিয়া ধানেশ্রী, হংস নারায়ণী, চিত্রা গৌরী, জয়শ্রী, টংকশ্রী, ধানেশ্রী, ললিত, ললিতা গৌরী, শিবরঞ্জনী, সাজগিরি, মনোহর ইত্যাদি।

১০। টোড়ী ঠাটঃ টোড়ী বা তোড়ী, গুর্জরী টোড়ী, মূলতানী, বাহাদূরী টোড়ী, আহীরী-টোড়ী, দরবারী-টোড়ী, ফিরোজখানী টোড়ী, মুদ্রাকী টোড়ী, মধুবন্তী ইত্যাদি।

ঠাট ও রাগের তুলনা

ঠাট	রাগ
১। ১২টি স্বর হতে ঠাটের উৎপত্তি।	১। ঠাট হতে রাগ উৎপত্তি।
২। ঠাট রচনার ৭টি স্বর অপরিহার্য।	২। রাগ রচনায় ৫টি হতে ৭টি স্বরের ব্যবহার হয়।
৩। ঠাটে ৭টি স্বর ক্রমানুসারে হবে।	৩। রাগের স্বরগুলো ক্রমানুসারে নাও হতে পারে।
৪। ঠাটে কেবলমাত্র আরোহী আছে।	৪। রাগে আরোহী অবরোহী দুইই আছে।
৫। ঠাটে কোন স্বর বর্জিত হয় না।	৫। রাগে ষড়জ ব্যতীত যে কোনও এক বা একাধিক স্বর বর্জিত হতে পারে।
৬। ঠাটের রঞ্জকতা গুণ নেই।	৬। রাগের রঞ্জকতা গুণ আছে।
৭। রাগের নামানুসারে ঠাটের নামকরণ হয়েছে।	৭। রাগ নিজের নামেই পরিচিত।
৮। ঠাটের জাতি বিভাগ নেই।	৮। রাগের জাতি বিভাগ আছে।
৯। ঠাটের সংখ্যা ১০টি।	৯। রাগের সংখ্যা অজস্র।
১০। ঠাট গাওয়া যায় না।	১০। রাগ গাওয়া হয়।
১১। ঠাটে বাদী সমবাদী নেই।	১১। রাগে বাদী সমবাদী স্বরের প্রয়োজন অপরিহার্য।
১২। ঠাটের কোন সময় নেই।	১২। রাগের নির্দিষ্ট সময় আছে।
১৩। ঠাটে রসের অভিব্যক্তি নেই।	১৩। রাগে রসের অভিব্যক্তি আছে।

রাগের সময় চক্র

রাগ পরিবেশনের সময়কে সাধারণত দুই প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে ও রাগের বাদীস্বর অনুসারে। রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময়- স্বরসপ্তকে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলে মোট ১২টি স্বর থাকে। কেবল শুদ্ধ স্বর দ্বারা অথবা শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সংমিশ্রণেও রাগ গঠিত হতে পারে। এই শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সমন্বয়ে গঠিত সঙ্গীতের রাগগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমনঃ

১) ঋা, দা কোমল ও গা শুদ্ধযুক্ত রাগঃ ব্যতিক্রম হিসাবে ধা শুদ্ধ থাকতে পারে। পরিবেশনের সময় সকাল এবং সন্ধ্যা ৪টা হতে ৭টা পর্যন্ত।

২) শুদ্ধ রা, ধা যুক্ত রাগঃ গা-ও শুদ্ধ থাকবে। পরিবেশনের সময় দিবা ও রাত্রির ৭টা হতে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত।

৩) কোমল জ্ঞা, ণা যুক্ত রাগঃ পরিবেশনের সময় দিবা ও রাত্রির ১০টা বা ১২টা হতে ৪টা পর্যন্ত। এখানে ভোর ৪টা হতে পরদিন ভোর ৪টা পর্যন্ত সময়কে সম্পূর্ণ দিন ধরা হয়েছে।

দিবাভাগে-

১) ভোর ৪টা হতে বেলা ৭টা পর্যন্ত পরিবেশন করতে হবে কোমল ঋা, দা, ও শুদ্ধ গা যুক্ত রাগ। ব্যতিক্রম হিসাবে ধা শুদ্ধ থাকতে পারে। এই সময়ের রাগগুলোকে প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। যেমনঃ ভৈরব ঠাট হতে- ভৈরব, রামকেলী, কালিংগড়া প্রভৃতি। পূরবী ঠাট হতে-পরজ, বসন্ত প্রভৃতি। মারবা ঠাট হতে- ললিত, সোহিনী প্রভৃতি।

২) বেলা ৭টা হতে বেলা ১০টা পর্যন্ত পরিবেশন করতে হবে শুদ্ধ রা, ধা, যুক্ত রাগ। ইহাতে গা-ও শুদ্ধ থাকবে। যেমন- বিলাবল ঠাট হতে- বিলাবল, আলাহিয়া, দেশকার প্রভৃতি। কল্যাণ ঠাট হতে- গৌড়সারং, হিন্দোল প্রভৃতি। খাম্বাজ ঠাট হতে- গারা প্রভৃতি।

৩) বেলা ১০টা বা ১২টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পরিবেশন করতে হবে কোমল জ্ঞা, ণা যুক্ত রাগ। যেমন- কাফী ঠাট হতে- ভীমপলশ্রী, বৃন্দাবনী সারং, পিলু প্রভৃতি। আসাবরী ঠাট হতে- আসাবরী, জৌনপুরী, দেশী প্রভৃতি। ভৈরবী ঠাট হতে- ভৈরবী, বিলাসখানী টোড়ী প্রভৃতি।

রাত্রিভাগে-

১) বিকাল ৪টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পরিবেশন করতে হবে কোমল ঋা, দা ও শুদ্ধ গা যুক্ত রাগ। ব্যতিক্রম হিসাবে 'ধা' শুদ্ধ থাকতে পারে। এই সময়ের গীত রাগগুলোকে সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। যেমন- ভৈরব ঠাট হতে- গৌরী। পূরবী ঠাট হতে- পূরবী, শ্রী, পুরিয়াধানেশ্রী প্রভৃতি। মারবা ঠাট হতে-মারবা, পুরিয়া প্রভৃতি।

২) সন্ধ্যা ৭টা হতে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত পরিবেশন করতে হবে শুদ্ধ রা, ধা যুক্ত রাগ। ইহাতে গা-ও শুদ্ধ থাকবে। যেমন- বিলাবল ঠাট হতে-দূর্গা। কল্যাণ ঠাট হতে- ইমন, কেদার, কামোদ প্রভৃতি। খাম্বাজ ঠাট হতে- খাম্বাজ, তিলককামোদ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি।

৩) রাত্রি ১০টা বা ১২টা হতে ভোর ৪টা পর্যন্ত পরিবেশন করতে হবে কোমল জ্ঞা, ণা যুক্ত রাগ। যেমন- কাফী ঠাট হতে-কাফী, বাগেশ্রী, বাহার প্রভৃতি। আসাবরী ঠাট হতে- আড়ানা, দরবাড়ী কানাড়া প্রভৃতি। ভৈরবী ঠাট হতে- মালকোষ প্রভৃতি।

বাদীস্বর অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময়

প্রথমে স্বর সপ্তককে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। যেমন- সা, রা, গা, মা ও পা ধা না র্সা। এই ভাগের প্রথম ভাগকে বলা হয় সপ্তকের পূর্বাঙ্গ ও দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় সপ্তকের উত্তরাঙ্গ। পরবর্তীকালে এই সপ্তক ভাগকে একটু পরিবর্তন করে লওয়া হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন রাগের বাদীস্বর 'মা' হলেও উহা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ আবার কোন রাগের বাদীস্বর 'পা' হলেও উহা পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সেই কারণে প্রথম ভাগ সা, রা, গা, মা, এবং দ্বিতীয় ভাগ পা, ধা, না, র্সা এইভাবে ভাগ করা হয়েছে।

এইবার দিবারাত্রির ২৪ ঘন্টাকে সমান দুইভাগে ভাগ করতে হবে। যেমন-প্রথম ভাগ দিবা ১২টা হতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ রাত্রি ১২টা হতে পরদিন বেলা ১২টা পর্যন্ত। ইহাদের প্রথম ভাগকে বলা হয় সময়ের পূর্বাঙ্গ ও দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় সময়ের উত্তরাঙ্গ।

যদি কোন রাগে বাদীস্বর সপ্তকের পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ সা, রা, গা, মা, এই স্বরগুলোর মধ্যে থাকে। তবে তাকে পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ দিবা ১২টা হতে রাত্রি ১২ টার মধ্যে পরিবেশন করতে হবে। যেমন- ইমন, ভূপালী, ভীমপলশ্রী ইত্যাদি এবং যদি কোন রাগের বাদীস্বর সপ্তকের উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ পা, ধা, না, র্সা এই স্বরগুলোর মধ্যে থাকে, তবে তাকে উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ রাত্রি ১২টা হতে পরের দিন বেলা ১২টার মধ্যে পরিবেশন করতে হবে। যেমন- বিলাবল, আসাবরী, ভৈরব, ভৈরবী ইত্যাদি।

শ্রুতি

শ্রুতি হলো শ্রবণযোগ্য স্বর। এইরুপ ২২টি সূক্ষ্ম স্বরকে শ্রুতি বলা হয়। ২২টি শ্রুতি থেকে ৭টি শুদ্ধ স্বর উৎপন্ন হয়। ৭টি শুদ্ধ স্বরের নিম্নলিখিতভাবে শ্রুতিতে অবস্থানক্রম হয়।

শ্রুতিগুলোর নাম অনুসারে অবস্থানক্রম

শ্রুতির সংখ্যা	শ্রুতির নাম	সাতটি শুদ্ধ স্বর ও পাঁচটি বিকৃত স্বর
১	তীব্রা	সা (শুদ্ধ ষড়জ)
২	কুমূদ্বতী	
৩	মন্দা	ঋা (কোমল রেখাব)
৪	ছন্দোবতী	
৫	দয়াবতী	রা(শুদ্ধ রেখাব)
৬	রঞ্জনী	
৭	রক্তিকা	জ্ঞা (কোমল গান্ধার)
৮	রৌদ্রী	গা (শুদ্ধ গান্ধার)
৯	ক্রোধী	
১০	বজ্রিকা	মা (শুদ্ধ মধ্যম)
১১	প্রসারিণী	
১২	প্রীতি	হ্মা (তীব্র স্বর)
১৩	মার্জনী	
১৪	ক্ষিতি	পা (শুদ্ধ পঞ্চম)
১৫	রক্তা	
১৬	সন্দিপনী	দা (কোমল ধৈবত)
১৭	আলাপিনী	
১৮	মদন্তী	ধা (শুদ্ধ ধৈবত)
১৯	রোহিনী	
২০	রম্যা	ণা (কোমল নিখাদ)
২১	উগ্রা	না (শুদ্ধ নিখাদ)
২২	ক্ষোভিনী	

উদাত্তঃ যে স্বরের দুইটি শ্রুতি থাকে তাকে উদাত্ত বলা হয়। যেমন- গা ও নি। উচ্চ ধ্বনিকে উদাত্ত বলে।

অনুদাত্তঃ যে স্বরে তিনটি শ্রুতি থাকে তাকে অনুদাত্ত বলা হয়। যেমন- রে ও ধা। নিম্ন ধ্বনিকে অনুদাত্ত বলে।

স্বরিতঃ যে স্বরে চারটি শ্রুতি থাকে তাকে স্বরতি বলা হয়। যেমন- সা, মা ও পা। সমান ধ্বনিকে অনুদাত্ত বলে।

গ্রামঃ ২২টি শ্রুতির বা ৭টি স্বরের সমবেত রুপকে গ্রাম বলে।

নাদ ও শ্রুতি

নাদ	শ্রুতি
১। প্রণবময় মধুর ধ্বনিই হচ্ছে নাদ।	১। শ্রবনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধ্বনিকে বলা হয় শ্রুতি।
২। নাদ হতেই সঙ্গীতের উদ্ভব।	২। শ্রুতির উপরেই স্বরের প্রতিষ্ঠা।
৩। নাদ দুই প্রকার আহত ও অনাহত।	৩। শ্রুতির সংখ্যা ২২টি।
৪। আহত নাদ স্পষ্ট শ্রুত হয়।	৪। ২২টি শ্রুতিই সঙ্গীতে প্রয়োজনীয়।
৫। অনাহত নাদ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।	৫। শ্রুতিগুলোর মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য যথেষ্ট স্পষ্ট হয়।
৬। নাদের উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে ছোট বড় ভেদ আছে।	৬। শ্রুতিগুলোর অবস্থান নিম্ন হতে ক্রমে উচ্চাভিমুখী।
৭। স্থির এবং নিয়মিত আন্দোলন যুক্ত ধ্বনি থেকেই নাদের প্রকাশ।	৭। কণ, স্পর্শ, মীড় প্রভৃতি মাধ্যমে শ্রুতির প্রকাশ।
৮। নাদের কোন পৃথক পৃথক নাম নেই।	৮। ২২টি শ্রুতির পৃথক নাম আছে।
৯। নাদ সহজেই উৎপন্ন হতে পারে।	৯। পরস্পর পার্থক্যসহ শ্রুতির উৎপাদন বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ।
১০। নাদ দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্বরকে চিহ্নিত করা যায় না।	১০। বিশেষ এক একটি শ্রুতি বিশেষ স্বর নির্দ্দেশক।

শ্রুতি ও স্বরের সমতা ও বিভিন্নতা

॥ সমতা ॥

১। শ্রুতি ও স্বর দুইই হবে সঙ্গীতোপযোগী আওয়াজ।
২। সঙ্গীতে পরস্পরের পার্থক্যসহ দুইটিই স্পষ্ট শোনা যায়।
৩। সর্প ও তার কুন্ডলী কিংবা স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের যে সম্পর্ক শ্রুতি ও স্বরের সম্পর্ক সেই প্রকার।
৪। দুইটির হবে শ্রোত চিত্তরঞ্জনকারী।

॥ বিভিন্নতা ॥

১। বিশ্বাবসু বলেছেন, কণ্, স্পর্শ বা মীড়ের দ্বারা শ্রুতির প্রকাশ এবং ওইগুলোতে অবস্থান করলে স্বর হবে।
২। শ্রুতির সংখ্যা ২২টি, স্বরের সংখ্যা ১২টি।
৩। সঙ্গীত রচনায় স্বরই মুখ্য, শ্রুতি গৌণ।
৪। শ্রুতি হচ্ছে স্বরের সুক্ষ্মতর বিভাগ।

৫। বিশেষ বিশেষ শ্রুতির উপর ১২টি স্বরের অবস্থান।

৬। 'সঙ্গীত তরঙ্গ' গ্রন্থে স্বর ও শ্রুতির পার্থক্য স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য স্বরগুলোকে পুরুষ এবং শ্রুতিগুলোকে রমণী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ স্বরগুলোর গতিবিধি পুরুষের মত সর্বগোচর, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, কিন্তু শ্রুতিগুলোর গতিবিধি লজ্জাশীলা রমণীর মত সংগোপনে অর্থাৎ অস্পষ্ট, সাধারণের অগোচরে।

৭। শ্রুতিগুলোর অবস্থান কাছাকাছি। স্বরগুলোর একটি হতে অপরটি দূরে অবস্থিত।

সঙ্গীতের স্বর

১) সা(ষড়জ) সঙ্গীতের প্রথম স্বর। ময়ূরের কণ্ঠস্বর হতে নেওয়া হয়েছে।
২) রে(রেখাব) সঙ্গীতের দ্বিতীয় স্বর। চাতকের কণ্ঠস্বর হতে নেওয়া হয়েছে।
৩) গা (গান্ধার) সঙ্গীতের তৃতীয় স্বর। মেষের কণ্ঠস্বর হতে নেওয়া হয়েছে।
৪) মা(মধ্যম) সঙ্গীতের চতুর্থ স্বর এবং ৭টি স্বরের মধ্যম স্বর।

মধ্য স্বর

(সা রে গা | মা | পা ধা নি)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

এইজন্য ইহাকে মধ্যম বলা হয়। মধ্যম স্বর দিয়ে সপ্তকের পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইহা কাকের কণ্ঠস্বর হতে নেওয়া হয়েছে।

৫) পা (পঞ্চম)সঙ্গীতের পঞ্চম স্বর। কোকিলের কণ্ঠস্বর হতে নেওয়া হয়েছে।
৬) ধা (ধৈবত) সঙ্গীতের ষষ্ঠ স্বর। ব্যাঙের কণ্ঠস্বর হতে নেওয়া হয়েছে।
৭) নি (নিষাদ) সঙ্গীতের সপ্তম স্বর। হস্তীর কণ্ঠস্বর হতে নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনকালে সঙ্গীত সাধক ও ঋষিরা পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর থেকে স্বর ও ধ্বনি নিয়ে, তাকে Refine ও সঙ্গীত উপযোগী করে শ্রুতিমধুর অংশগুলোকে সঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন। এইজন্য সঙ্গীতের সুর ও স্বরে অনেক পাখীর সুমিষ্ট ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য আছে।

স্বর

নাম-স্বরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা (পুরাণশাস্ত্র মতে)

সা	-	ষড়জ	-	অগ্নি।
রে	-	রেখাব	-	ব্রহ্মা।
গা	-	গান্ধার	-	সরস্বতী।
মা	-	মধ্যম	-	মহাদেব।
পা	-	পঞ্চম	-	বিষ্ণু।
ধা	-	ধৈবত	-	গণেশ।
নি	-	নিষাদ	-	সূর্য।

ষড়জ - যাহা হতে সঙ্গীতের স্বর সমূহের উৎপত্তি হয়েছে।

জাতি

কোন রাগের আরোহী অবরোহী ভেদে স্বর নিরুপন করাকে জাতি বলে। জাতি তিন প্রকার যথাঃ

১। ঔড়বঃ যে রাগে আরোহী অবরোহীতে ৫টি স্বর ব্যবহার হয় তাকে ঔড়ব জাতি বলে।

২। খাড়বঃ যে রাগে আরোহী অবরোহীতে ৬টি স্বর ব্যবহার হয় তাকে খাড়ব জাতি বলে।

৩। সম্পূর্ণঃ যে রাগে আরোহী অবরোহীতে ৭টি স্বর ব্যবহার হয় তাকে সম্পূর্ণ জাতি বলে।

উপরোক্ত তিন প্রকার জাতি হতে আবার আরোহী এবং অবরোহীতে ব্যবহার স্বর সংখ্যা অনুসারে মোট নয় প্রকার জাতি উৎপন্ন হতে পারে। যেমনঃ

১। আরোহীতে ৭টি অবরোহীতে ৭টি স্বর = সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতি।
২। আরোহীতে ৬টি অবরোহীতে ৬টি স্বর = খাড়ব-খাড়ব জাতি।
৩। আরোহীতে ৫টি অবরোহীতে ৫টি স্বর = ঔড়ব-ঔড়ব জাতি।
৪। আরোহীতে ৭টি অবরোহীতে ৬টি স্বর = সম্পূর্ণ-খাড়ব জাতি।
৫। আরোহীতে ৭টি অবরোহীতে ৫টি স্বর = সম্পূর্ণ-ঔড়ব জাতি।
৬। আরোহীতে ৬টি অবরোহীতে ৭টি স্বর = খাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি।
৭। আরোহীতে ৬টি অবরোহীতে ৫টি স্বর = খাড়ব-ঔড়ব জাতি।
৮। আরোহীতে ৫টি অবরোহীতে ৭টি স্বর = ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতি।
৯। আরোহীতে ৫টি অবরোহীতে ৬টি স্বর = ঔড়ব-খাড়ব জাতি।

এক ঠাট হতে নয় জাতির মাধ্যমে কি প্রকারে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১। সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ = ১ × ১ = ২। সম্পূর্ণ-খাড়ব = ১ × ৬ = ৩। সম্পূর্ণ-ঔড়ব = ১ × ১৫ = ৪। খাড়ব- সম্পূর্ণ = ৬ × ১ = ৫। খাড়ব-খাড়ব = ৬ × ৬ = ৬। খাড়ব-ঔড়ব = ৬ × ১৫ = ৭। ঔড়ব-সম্পূর্ণ = ১৫ × ১ = ৮। ঔড়ব-খাড়ব = ১৫× ৬ = ৯। ঔড়ব-ঔড়ব = ১৫× ১৫ =	১ টি রাগ। ৬ টি রাগ। ১৫ টি রাগ। ৬ টি রাগ। ৩৬ টি রাগ। ৯০ টি রাগ। ১৫ টি রাগ। ৯০ টি রাগ। ২২৫ টি রাগ।
সর্বমোট=	৪৮৪ টি রাগ।

গান ও গায়ক

গানঃ ছন্দে ও সুরে গ্রথিত কাব্যকে গান বলে।ধ্রুপদ গানে সাধারণত ৪টি কলি থাকে। যথাঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। স্থায়ীর সুর নীচুর দিকে থাকে। অন্তরা ও আভোগ গাওয়ার পর এই কলিতেই স্থিতি হয়। অন্তরায় সুর স্থায়ী থেকে অন্তরা বা পৃথক হয়ে উচুর দিকে যায়। সঞ্চারীর সুর পুনরায় নীচের দিকে সঞ্চরণ করে এবং আভোগে পুনরায় সুর উচুর দিকে যায়। সঞ্চারীর সুর পুনরায় নীচের দিকে সঞ্চারণ করে এবং আভোগে পুনরায় সুর উচুর দিকে উঠে গানের ভোগ বা বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। সঞ্চারীর পর স্থায়ীতে কখনই ফিরে যাওয়া হয় না, সঞ্চারী ও আভোগ একটানা গাওয়া হয়। কলি সংখ্যা ও কলির সুর বৈশিষ্ট্য এগুলো সাধারণ নিয়ম.ধ্রুপদ ও অন্যান্য গানে তার নানা ব্যতিক্রম আছে।

গায়কঃ সঙ্গীত শাস্ত্রে গায়কের পাঁচ প্রকার শ্রেণীভেদ করা হয়েছে। যেমনঃ শিক্ষাকার, অনুকার, রসিক, রঞ্জক ও ভাবুক। শিক্ষাকার- শিক্ষা কার্যে অধিকারী। অনুকার- অন্য গায়কের অনুকরণকারী। রসিক- রসাবিষ্ট গায়ক। রঞ্জক- শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী। ভাবুক-সঙ্গীতে নবসৃষ্টির অধিকারী। সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে গায়কের নানা প্রকার ত্রুটি বা মুদ্রাদোষ থাকতে দেখা যায়। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে গায়কের নানা দোষের কতকগুলো লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে এবং উত্তম গায়কের কতকগুলো সুলক্ষণ সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়েছে। গান পরিবেশন কালে যে রস উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে গায়কের দোষ গুণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গায়কের পক্ষে দোষগুলোর হাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কারণ, দোষগুলোর জন্য রসসৃষ্টি বিঘ্নিত হয়।

গায়কের দোষ ২৫(পঁচিশ) প্রকার যথাঃ

১। সংদষ্ট - যিনি দাঁত চিবিয়ে গান করেন।
২। উদ্‌ঘুষ্ট - যিনি রসহীনভাবে চীৎকার করেন।
৩। সুৎকারী - গাওয়ার সময় যিনি অবাঞ্ছিত আওয়াজ করেন।
৪। ভীত - যিনি ভীতভাবে গান করেন।
৫। শঙ্কিত - যিনি গাওয়ার সময় অনাবশ্যক তাড়াহুড়া করেন।
৬। কম্পিত - গাওয়ার সময় যাঁর শরীর ও কণ্ঠ কম্পিত হয়।
৭। করালী - যিনি অতিরিক্ত হাঁ করে ভয়ানকভাবে গান করেন।
৮। বিকল - যাঁর কণ্ঠ ঠিক শ্রুতিস্থানে পৌছায় না।
৯। কাকী - যাঁর কণ্ঠ কাকের মতো কর্কশ।
১০। বিতাল - যাঁর তাল জ্ঞান নাই।
১১। করভ - যিনি ঘাড় অতিরিক্ত উঁচু করে গান করেন।
১২। উদ্ভট - যিনি মুখ বিকৃত করে গান করেন।
১৩। ঝোম্বক - যিনি গলা ফুলিয়ে গান করেন।
১৪। তুম্বকী - যিনি গাল ফুলিয়ে গান করেন।
১৫। বক্রী - যিনি ঘাড় হেলিয়ে গান করেন।
১৬। প্রসারী - যিনি হাত পা ছড়িয়ে গান করেন।

১৭। নিমীলক - যিনি চোখ বুজে গান করেন।
১৮। বিরস - যাঁর গায়ন নীরস।
১৯। অপস্বর - যিনি বর্জনীয় স্বর প্রয়োগ করেন।
২০। অব্যক্ত - যাঁর বাণী অস্পষ্ট।
২১। স্থানভ্রষ্ট - যাঁর কণ্ঠে তিন সপ্তকের ঠিক ঠিক স্বরস্থানে পৌছায় না।
২২। অব্যবস্থিত - যিনি সুশৃঙ্খলভাবে গাইতে পারেন না।
২৩। মিশ্রক - যাঁর গায়নে শুদ্ধ ছায়ালগ আদি রাগ মিশ্রিত হয়ে যায়।
২৪। অনবধানক - গাওয়ার সময় যথাক্রম বিকাশে যাঁর লক্ষ্য থাকে না।
২৫। সানুনাসিক - যিনি নাকি সুরে গান করেন।

উত্তম গায়কের নিম্নলিখিত গুণ ২৩(তেইশ) প্রকার যথাঃ

১। হৃদ্যশব্দ - মনোহর কণ্ঠের অধিকারী।
২। সুশারীর-যাঁর আওয়াজ অভ্যাস ছাড়াই রাগ বিশেষের স্বরুপ প্রকাশ করতে সমর্থ।
৩। গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ - গানের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়ায় কুশল।
৪। অঙ্গকোবিদ্ - রাগ, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানবান।
৫। প্রবন্ধগাননিষ্ণাত - প্রাচীনকালে প্রচলিত প্রবন্ধগান সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ।
৬। বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ - নানা প্রকার আলাপের তত্ত্বে কুশল।
৭। সর্বস্থানোত্থগমকে ষ্বনায়াসলসদ্ গতি - অনায়াসে মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তক গামী গমক প্রয়োগে সক্ষম।
৮। আয়ত্তকণ্ঠ - স্বাধীনভাবে কণ্ঠস্বর প্রয়োগে সক্ষম।
৯। তালজ্ঞ - তালে পারদর্শী।
১০। সাবধান - যিনি একাগ্রচিত্তে গান করতে পারেন।
১১। জিতশ্রম - গানে যার ক্লান্তি নাই।
১২। শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞ - যিনি শুদ্ধ, ছায়ালগ ইত্যাদি রাগভেদ জানেন।
১৩। সর্ব কাকুবিশেষবিৎ - সর্বপ্রকার কাকু বিশেষজ্ঞ।
১৪। অপার স্থায় সঞ্চার - বহু রাগের প্রয়োগে সমর্থ।
১৫। সর্বদোষ বিবর্জিত - সব দোষ থেকে মুক্ত।
১৬। ক্রিয়াপর - যিনি নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা সঙ্গীত পারদর্শিতা লাভ করেছেন।
১৭। অজস্রলয় - বিভিন্ন প্রকার লয় প্রয়োগে নিপুন।
১৮। সুঘট - স্বর, বর্ণ ও তাল যথাযোগ্যভাবে সংযোজন করতে সক্ষম।
১৯। ধারণান্বিত - উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারী।
২০। স্ফুর্জন্নির্জবন-"নির্জবন" নামক বিশেষ রাগাবয়ব প্রয়োগে সক্ষম। নির্জবন-যে রাগাবয়বের সরল, সুমধুর ও রাগবাচক স্বর ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হয়।
২১। হারিরহঃ কৃচ্চজনোদবর - যার গানের প্রভাবে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হন।
২২। ভজনোদ্ধুর - রাগের পুর্ণ অভিব্যক্তিতে অভিজ্ঞ।
২৩। সুসম্প্রদায় - উত্তম গুরু পরম্পরাশীল।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বরলিপি পরিচিতি

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এই স্বরলিপি মাধ্যমেই গান-বাজনাকে চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায়। লেখাপড়ার বর্ণমালার মতোই গান-বাজনায় স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সঙ্গীতে বিভিন্ন স্বর ব্যবহার করা হয়। স্বরগুলোর বিভিন্ন রুপ লিখে বুঝানোর জন্য যে চিহ্ন বা অক্ষর ব্যবহৃত হয় তারই নাম 'স্বরলিপি'। ইংরেজীতে স্বরলিপিকে নোটেশন (Notation) বলে। উপমহাদেশের সঙ্গীত স্বরলিপির ব্যবহার অতীতে তত ছিল না। বিভিন্ন যুগে নানা উপায়ে এই স্বরলিপি লেখা হতো।

স্বরলিপি প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো বহুদিন যাবত। অবশেষে উনবিংশ শতকে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দন্ডমাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবন করেন। এরপর থেকে স্বরলিপি উদ্ভাবনের একটা সাড়া পড়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮০ সাল নাগাদ কষিমাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তন করেন। ১৮৮৫ সালে প্রতিভা দেবী রেখামাত্রিক স্বরলিপি ব্যবহার করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৮৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আ-কার মাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তন করেন। পরে বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির স্বরলিপি উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া, বিষ্ণুনারায়ণ পলুস্করও স্বরলিপির নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সঙ্গীত শিল্পীদের স্বরলিপি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। তাই উপমহাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার স্বরলিপির পরিচলিত আছে। তার মধ্যে আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিই বেশী প্রচলিত, তাই শুধু আ-কার মাত্রিক পদ্ধতির পরিচয় নিম্মে দেওয়া হলোঃ

আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

১। শুদ্ধ স্বরঃ সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না।

২। কোমল স্বরঃ রা-ঋা, গা-জ্ঞা, ধা-দা, না-ণা।

৩। তীব্র বা কড়ি মধ্যম- মা-হ্মা।

৪। মন্দ্র বা উদারা সপ্তকের চিহ্নঃ স্‌া, র্‌া, গ্‌া, ম্‌া, প্‌া, ধ্‌া, ন্‌া।
মধ্য বা মুদারা সপ্তকের চিহ্নঃ সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না।
তার বা তারা সপ্তকের চিহ্নঃ র্সা, র্রা, র্গা, র্মা, র্পা, র্ধা, র্না।

৫। মাত্রার চিহ্নঃ যেমন এক মাত্রা= -1 , যেমন সা। একমাত্রায় একাধিক স্বর হলে হবে সরা, সরগা, সরগমা ইত্যাদি। অর্ধমাত্রা=ঃ; দুটি অর্ধ মাত্রা= সরা; চারটি সিকি মাত্রা= সরগমা; দু'টি সিকি মাত্রা=সরঃ; একটি অর্ধ মাত্রা ও দু'টি সিকি মাত্রা=সঃ, গরঃ; একটি দেড় মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলে দুই মাত্রা= রাঃ গাঃ।

৬। কোন স্বরের মাথায় উপর ডবল দাঁড়ি (অর্থাৎ ‖) থাকলে সেখানে একেবারে থামতে হবে অথবা সেখান পর্যন্ত গাইবার পর গানের অন্য লাইন ধরতে হবে।

৭। স্পর্শ বা কণ স্বর স্বরলিপিতে প্রকাশ করার নিয়ম হলো, যখন কোন আসল স্বরের আগে কোন স্বরের একটু স্পর্শ হয় তখন হবে ^মরা কিংবা ^গমা। আবার আসল স্বরের পরের কোন স্বর স্পর্শ করার চিহ্ন হবে রা^গ কিংবা মা^র।

৮। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রা সমূহের চিহ্ন একই, হাইফেন (-) বর্জিত হলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকলেই সে মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলে বুঝতে হবে। সুরের ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৯। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন = { } দ্বিতীয় বন্ধনী; স্বর বর্জনের চিহ্ন = ( ) প্রথম বন্ধনী। যেমন, সা রা গা (মা পা) ধা না অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির সময় মা পা স্বর দু'টি বর্জন করতে হবে।

পুনরাবৃত্তির সময় কোন স্বরের পরিবর্তন হলে, স্বরের মাথায় উপর সরল বন্ধনীর [ ] মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলো লেখা হয়।

যেমন, [গা মা পা]

{রা গা রা}

অর্থাৎ প্রথমবার দ্বিতীয় বন্ধনীর স্বরগুলো গাওয়ার পর পুনরাবৃত্তির সময় সরল বন্ধনীর স্বরগুলো গাইতে হবে।

১০। মীড়ের চিহ্ন = [◡] । যেমন, গা ◡ পা।

১১। স্বরের নীচে গানের কোন অক্ষর না থাকলে, সে স্বরের বাঁ দিকে (-) হাইফেন দেয়া থাকে এবং গানের পঙ্ক্তিতে (০) শূন্য দেয়া হয়। যেমনঃ

পা মা -া -া কিংবা গা - মা -পা -মা

বী ণা ০ ০ বা ০ ০ ০

১২। স্বরের নীচে গানের হসন্ত যুক্ত অক্ষর থাকলে সেই স্বরের বাঁ দিকেও (-) হাইফেন বসে। যেমন,

গা -গা -রা -গা কিংবা সা -া -া -া

বা ০ ০ ন্ বা ০ ০ ন্

১৩। তাল বিভাগ বোঝানো হয় একটি দাঁড়ি (।) দিয়ে। তালের আরম্ভে ও এক আর্বতে শেষ হলে দাঁড়ির বদলে (I) এরূপ দন্ড চিহ্নও দেয়া হয়।

প্রত্যেক লাইন বা কলির আরম্ভে ও শেষে দু'টি দণ্ড (II) চিহ্ন থাকে। অর্থাৎ চিহ্নের পর স্থায়ীতে ফিরে আসতে হবে।

যেখানে গান একবারে শেষ হয় সেখানে ৪টি দন্ড (II II) চিহ্ন বসে।

১৪। তাল বিভাগের সময় বিভিন্ন তাল চিহ্ন ১, ২, ৩, ইত্যাদি দিয়ে লেখা হয়। ফাঁক বা খালির চিহ্ন ০ (শূন্য); সম-এর চিহ্ন ১́। কেউ কেউ সমের চিহ্ন × বা + চিহ্ন ব্যবহৃত করে থাকেন। যেমন,

কাহারবাঃ ১́ ০

ধা গে তে টে । না গে ধি না

১৫। গানের কথায় যুক্তাক্ষর থাকলে স্বরলিপিতে অনেক সময় উচ্চারণ অনুসারে ভেঙ্গে লেখা হয়।

সঙ্গীতে স্বরলিপির প্রয়োজনীতা

প্রাচীনকালে অন্যান্য সকল বিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত বিদ্যাও গুরুমুখে শুনে শিখতে হতো। শুনে শিখতে হতো বিধায় বেদের অপর নাম দেওয়া হয়েছিল শ্রুতি। কালক্রমে লিপির আবিষ্কার হলে এবং সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি রচিত হলেও সঙ্গীত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ এবং মৌখিক রয়ে গিয়েছিল। গুরুর সম্মুখে বসে এবং তাঁর মুখ হতে শুনে এবং দেখে, গীত, বাদ্যাদি শিক্ষা করতে হয়। এই ব্যবস্থা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে। গুরুর নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা লাভ অত্যাধিক উত্তম তাতে কোন দ্বিমত নেই।

কিন্তু এই শিক্ষা পদ্ধতির জন্য একটি অসুবিধা এবং অভাবও সৃষ্টি হয়েছে। কোন মহান শিল্পীর মৃত্যুর পর তাঁর সৃষ্টি ও সঙ্গীত লিপিবদ্ধ না থাকায় এবং উপযুক্ত সংখ্যক শিষ্য না থাকায় ঐ সকল সৃষ্টির অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে যে কত গান লুপ্ত হয়েছে, শুধু স্বরলিপির না থাকার কারণে। স্বরলিপি না থাকলে কি রকম সুর কি ভাবে গাইতে হবে জানা মুস্কিল। এইখানে বুঝা যায় সঙ্গীতে স্বরলিপির কতটা প্রয়োজন।

সঙ্গীত সংরক্ষণের জন্য স্বরলিপির গুরুত্ব অপরিসীম হলেও কেবলমাত্র স্বরলিপির সাহায্যে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত্ব করা যায় না। কারণ কোন বিদ্যারই ক্রিয়াত্মক দিকটি পুঁথি হতে সম্যক লাভ করা যায় না। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য গুরুর নিকট হতে তালিম নেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী

গীতিকারের কল্পনাকে রূপদান করেন সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক আবার সেই কল্পনা ও সুর জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেন কণ্ঠশিল্পী। গান সার্থক ও জনপ্রিয় হয় সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পীর মিলিত প্রচেষ্টায়, গীতিকার ও সুরকারের কল্পনাকে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেবার দায়িত্ব একজন কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীর। এই জন্য কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীকে সঙ্গীত পরিবেশন করার সময় খুব বেশী সচেতন ও সর্তক হতে হয়। শিক্ষাকাল থেকে এই বিষয়গুলো অভ্যাস করলে এবং ভালভাবে স্বরপ্রয়োগ কৌশল জানলে বাস্তব জীবনে গান গাইতে অনেক সুবিধা হয়।

গান রচনা কিভাবে হয়

রাগরূপ- প্রথমে একটি রাগ নির্ণয় করতে হয়।

গানের বাণী- রাগরূপ অনুসারে বাণী বসাতে হবে।

স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ- গানের বাণীকে ভাগ করা।

বাণীর মাত্রা ভাগ- গানের বাণীকে মাত্রায় ভাগ করে নিতে হয়।

তাল- মাত্রা ভাগের পর তাকে তালে বেঁধে নিতে হয়।

ছন্দ-তাল ঠিক করার পর গানের বাণী ও রাগের প্রভাব অনুসারে তার ছন্দ ঠিক করতে হয়।

লয়- ছন্দকে ঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য লয় ঠিক করতে হয়। বিলম্বিত লয়, মধ্যলয়, দ্রুত লয়।

গান রচনার নিয়ম সাধারণত সুরকার এবং শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। অনেক সময় গানের বাণী প্রথমে লিখে তারপর তাতে সুর বসানো হয়। গানের কথার সহিত সুরের সংমিশ্রণ করে তারপর গান গাওয়া হয়। গীতিকার যেভাবেই গানের রচনা করুক না কেন তাদের প্রত্যেককেই কিছু শাস্ত্রসম্মত বিধি-নিয়ম মেনে চলতে হয়। ধ্রুপদ গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারটি ভাগই থাকে, কিন্তু খেয়াল গানে সাধারণত দুইটি ভাগ থাকে। যেমন- স্থায়ী, অন্তরা।

পঞ্চম অধ্যায়

হারমোনিয়ম ব্যবহার প্রনালী

শিক্ষার্থীদের হারমোনিয়ম বাজানোর জন্য গায়ককে সোজা হয়ে বসতে হবে এবং এমনভাবে বসতে হবে যেন অনেকক্ষণ বসে থাকলেও কোন অসুবিধা না হয়। গান গাইবার সময় গায়কের উচিত যেন ভালভাবে মুখ খুলে গান করেন। আলো বাতাস যুক্ত শান্ত সুন্দর পরিবেশ হলে গানও ভাল হবে। হারমোনিয়ম বাজানোর জন্য দুটি হাতই ব্যবহার করা প্রয়োজন। ডান হাতি শিক্ষার্থীরা বাম হাতে হারমোনিয়মের বেলো (Belo) এবং ডান হাতে রীড বা পর্দা (Reed) চেপে স্বর বাজাতে হবে। বা-হাতি শিক্ষার্থীদের বেলায় উল্টো নিয়ম। রীডগুলো উপরে খুব আস্তে করে আঙ্গুল চালাতে হবে। হারমোনিয়ম বাজাবার সময় ডান হাতের কব্জি রীড বোর্ডের উপরে থাকবে। নিম্নে একটা ছবির সাহায্যে দেখানো হলো-

হারমোনিয়ম

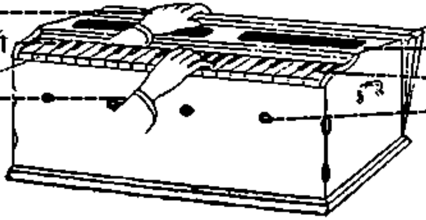

খেয়াল রাখতে হবে বৃদ্ধাঙ্গুলি কালো রীডের মধ্যে যেন পতিত না হয়। হারমোনিয়ম বাজাবার জন্য ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার সাথে তিনটি আঙ্গুলি ব্যবহার করা দরকার, শেষের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ব্যবহার করার দরকার নেই। হারমোনিয়ম বাজাবার সময় ডান হাতের কব্জি রীড বোর্ডের উপরে থাকবে, এ অভ্যাসটা গড়ে উঠলে দ্রুত আঙ্গুল পরিচালনা করা যাবে। হারমোনিয়মের রীডে বা পর্দায় আঙ্গুল চালনার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার। এতে সহজে এবং দ্রুত আঙ্গুল চালনা করা যাবে।

'বি' ফ্ল্যাট বা 'এ' শার্প স্কেলে শুদ্ধ স্বরযোগে আরোহীতে আঙ্গুলের প্রয়োগ বিধি-

সা	রা	গা	মা	পা	ধা	না	র্সা
২	১	২	৩	১	২	৩	৪

শুদ্ধ স্বরযোগে অবরোহীতে আঙ্গুলের প্রয়োগ বিধি-

র্সা	না	ধা	পা	মা	গা	রা	সা
৪	৩	২	১	৩	২	১	২

আমরা বৃদ্ধাঙ্গুলিকে- ১ম, তর্জনীকে- ২য়, মধ্যমাকে- ৩য়, অনামিকাকে- ৪র্থ এবং কনিষ্ঠাকে- ৫ম আঙ্গুল ধরবো। যা নীচের ছবির সাহায্যে দেখানো হলো-

আরোহীতে যে আঙ্গুল যে পর্দা স্পর্শ করবে অবরোহীতে সেই আঙ্গুল সেই পর্দাই স্পর্শ করবে। প্রথমে এই নিয়মে আঙ্গুল চালনায় অসুবিধা লাগবে। পরে আঙ্গুলের সকল জড়তা কেটে যাবে। পরে যখন এ ব্যাপারে পারদর্শী হবে, তখন নিজের সুবিধামত বা দক্ষতা অনুসারে আঙ্গুল পরিচালনা করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

কণ্ঠ সাধনা

তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠ সাধন করা আবশ্যক। শিক্ষার সূচনায় প্রথম শিক্ষার্থী তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠ সাধনায় কিছু অসুবিধা বোধ করতে পারেন। সে জন্য প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে অভ্যাস করা প্রয়োজন। কিছুকাল একাদিক্রমে অভ্যাস করার পর ষড়জের (সা) স্থান (Scale) স্থির করা ও তানপুরার তার সুরে মেলানোর ক্ষমতা আয়ত্ত হলে আর অসুবিধার কিছু থাকে না। কণ্ঠ সাধনার পক্ষে প্রাতঃকাল প্রশস্থ। তার মধ্যে ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ছয় ঋতুর মধ্যে শীতকাল কণ্ঠ সাধনার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সময়। কারণ শীতকালের আবহাওয়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী সাধনা দ্বারা কণ্ঠ প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শারীরিক স্বাস্থ্য ও কণ্ঠের সুস্থতা রক্ষার জন্য

নিয়মিত ভ্রমণ, সাঁতার, যোগব্যায়াম বা প্রাণায়াম করা উচিত। শেষোক্ত দুটি অভ্যাস করতে হলে উপযুক্ত গুরুর নির্দেশ লওয়া আবশ্যক। মিতাহার ও মিতাচার গায়ক - গায়িকার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, ভাষার স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মতোই উপাদান রয়েছে। আর তা হলো সরগম। সঙ্গীতের এই সরগম ৭টি। যথাঃ সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না। এই ৭টি স্বরের উপরই সঙ্গীতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ৭টি স্বর সাধনার মাধ্যমেই একজন শিল্পী সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করে। প্রথমে সহজ সরল সরগম ও পরে পাল্টা। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সঙ্গীতের অনুশীলন শুরু করতে হয়।

হারমোনিয়মের সুর যদি মিষ্টি এবং সুরেলা না হয়, তাহলে ঐ বাজে হারমোনিয়মের মতই গলার আওয়াজও কর্কশ এবং বেসুরো হয়ে যাবে। কাজেই এসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে দেখিয়ে বাজনাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভাল। হারমোনিয়মের যে সাদা কালো পর্দা আছে সেগুলোর যে কোন পর্দা থেকেই 'সা' শুরু করা যেতে পারে। তবে সকলের গায়ের জোর যেমন এক রকম হয় না, তেমনি সকলের গলার জোরও এক রকম হয় না। তাই এক-একজনার গলার জোর বা ওজন অনুযায়ী এক একটি পর্দা থেকে এক একজন 'সা' শুরু করে থাকে। এ ব্যাপারে ভাল শিক্ষকের পরামর্শে নেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ শিশু শিক্ষার্থীদের গলা 'এ' শার্প বা 'বি' ফ্ল্যাটে হয়ে থাকে। নিম্নে একটা ছবির সাহায্যে হারমোনিয়মের রীড বা পর্দার অবস্থান দেখানো হলো-

হারমোনিয়ম

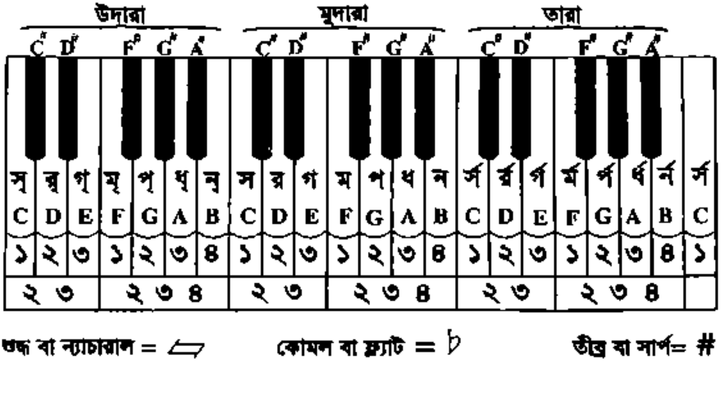

শুদ্ধ বা ন্যাচারাল = ▱ কোমল বা ফ্ল্যাট = ♭ তীব্র বা সার্প= #

পাশ্চাত্য সঙ্গীত পদ্ধতিতে আরোহীতে কালো পর্দাগুলো পূর্ববর্তী সাদা পর্দার শার্প নোট হয়ে যায় এবং অবরোহীতে কালো পর্দাগুলো পরবর্তী সাদা পর্দার ফ্ল্যাট নোট হয়ে যায়। ছবিতে নিচের সাদা পর্দাগুলোতে A, B, C, D, E, F, G লেখা আছে আর উপরের কালো পর্দাগুলোতে লেখা আছে $C^{\#}$. $D^{\#}$, $F^{\#}$,$G^{\#}$,$A^{\#}$ সার্প মানে তীব্র বা চড়া। আর ফ্ল্যাট মানে নরম বা কোমল। এইভাবেই সবগুলো পর্দা সাজানো আছে। অনেক ছেলে বা মেয়েরা $G^{\#}$ B, C, $C^{\#}$ থেকে 'সা' শুরু করে থাকে। কিন্তু তার গলার ওজন বুঝে। তবে মন্দ্র সপ্তকের কমপক্ষে 'প্‌া' স্বর থেকে শুরু করে তার সপ্তকের 'র্গা' স্বর পর্যন্ত সহজে ওঠা নামা করতে পারে। এমন ভাবেই পর্দার বা স্কেল 'এর মাপ ঠিক করতে হবে। গলার ওপর যেন অত্যাধিক চাপ না পড়ে।

কণ্ঠসাধনার জন্য কাহারবা তালে শুদ্ধ স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার-

(পাল্টাগুলো মধ্যলয়-দ্রুতলয়-মধ্যলয়ে অভ্যাস করতে হবে)

কাহারবা তাল - ৮ মাত্রা।

বিভাগ- ২টি, ছন্দ- ৪ । ৪, তালি-১টি, ফাঁক-১টি

তাল চিহ্ন	+				০				+
বোল	ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না	ধা
মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১

+ . ০ + ০

১। আরোহীঃ সা -া -া -া । রা -া -া -া | গা -া -া -া । মা -া -া -া |
পা -া -া -া । ধা -া -া -া | না -া -া -া । র্সা -া -া -া ।
অবরোহীঃ র্সা -া -া -া । না -া -া -া | ধা -া -া -া । পা -া -া -া |
মা -া -া -া । গা -া -া -া | রা -া -া -া । সা -া -া -া ।

২। আঃ সা রা গা -া । রা গা মা -া | গা মা পা -া । মা পা ধা -া |
পা ধা না -া । ধা না র্সা -া ।
অবঃ র্সা না ধা -া । না ধা পা -া | ধা পা মা -া । পা মা গা -া |
মা গা রা -া । গা রা সা -া ।

৩। আঃ সা -া রা -া । গা -া মা -া | রা -া গা -া । মা -া পা -া |
গা -া মা -া । পা -া ধা -া | মা -া পা -া । ধা -া না -া |
পা -া ধা -া । না -া র্সা -া ।
অবঃ র্সা -া না -া । ধা -া পা -া | না -া ধা -া । পা -া মা -া |
ধা -া পা -া । মা -া গা -া | পা -া মা -া । গা -া রা -া |
মা -া গা -া । রা -া সা -া ।

৪। আঃ সা রা গা মা । পা -া -া -া | রা গা মা পা । ধা -া -া -া |
গা মা পা ধা । না -া -া -া | মা পা ধা না । র্সা -া -া -া I
অবঃ র্সা না ধা পা । মা -া -া -া | না ধা পা মা । গা -া -া -া |
ধা পা মা গা । রা -া -া -া | পা মা গা রা । সা -া -া -া I

৫। আঃ সা রা গা মা । পা ধা -া -া | রা গা মা পা । ধা না -া -া |
গা মা পা ধা । না র্সা -া -া I
অবঃ র্সা না ধা পা । মা গা -া -া | না ধা পা মা । গা রা -া -া |
ধা পা মা গা । রা সা -া -া I

৬। আঃ সা রা গা মা । পা ধা না -া | রা গা মা পা । ধা না র্সা -া I
অবঃ র্সা না ধা পা । মা গা রা -া | না ধা পা মা । গা রা সা -া I

৭। আঃ সা রা গা মা । পা ধা না র্সা I
অবঃ র্সা না ধা পা । মা গা রা সা I

৮। আঃ সসা ররা গগা মমা । পপা ধধা ননা র্সর্সা I
অবঃ র্সর্সা ননা ধধা পপা । মমা গগা ররা সসা I

৯। আঃ সা রা - সা রা । সা রা গা -া | রা গা - রা গা । রা গা মা -া |
গা মা - গা মা । গা মা পা -া | মা পা - মা পা । মা পা ধা -া |
পা ধা - পা ধা । পা ধা না -া | ধা না - ধা না । ধা না র্সা -া I
অবঃ র্সা না - র্সা না । র্সা না ধা -া | না ধা - না ধা । না ধা পা -া |
ধা পা - ধা পা । ধা পা মা -া | পা মা - পা মা । পা মা গা -া |
মা গা - মা গা । মা গা রা -া | গা রা - গা রা । গা রা সা -া I

১০। আঃ সা রা গা রা । সা রা গা -া | রা গা মা গা । রা গা মা -া |
গা মা পা মা । গা মা পা -া | মা পা ধা পা । মা পা ধা -া |
পা ধা না ধা । পা ধা না -া | ধা না র্সা না । ধা না র্সা -া I
অবঃ র্সা না ধা না । র্সা না ধা -া | না ধা পা ধা । না ধা পা -া |
ধা পা মা পা । ধা পা মা-া | পা মা গা মা । পা মা গা -া |
মা গা রা গা । মা গা রা -া | গা রা সা রা । গা রা সা -া I

১১। আঃ সা -া -রা -া । সা -া - গা -া | সা -া - মা -া । সা -া - পা -া |
সা -া - ধা -া । সা -া - না -া | সা -া - র্সা -া । র্সা -া - না -া I
অবঃ র্সা -া - ধা -া । র্সা -া - পা -া | র্সা -া - মা -া । র্সা -া - গা -া |
র্সা -া - রা -া । র্সা -া - সা -া I

১২। আঃ সা গা - রা মা । গা পা - মা ধা | পা না - ধা র্সা । না র্রা - র্সা র্গা ।
অবঃ র্গা র্সা - র্রা না । র্সা ধা - না পা | ধা মা - পা গা । মা রা - গা সা ।

১৩। আঃ সা সা - গা গা । রা রা - মা মা | গা গা - পা পা । মা মা - ধা ধা |
পা পা - না না । ধা ধা - র্সা র্সা | না না - র্রা র্রা । র্সা র্সা - র্গা র্গা ।
অবঃ র্গা র্গা - র্সা র্সা । র্রা র্রা - না না | র্সা র্সা - ধা ধা । না না - পা পা |
ধা ধা - মা মা । পা পা - গা গা | মা মা - রা রা । গা গা - সা সা ।

১৪। আঃ সা সা - গা -া । রা রা - মা -া | গা গা - পা -া । মা মা - ধা -া |
পা পা - না -া । ধা ধা - র্সা -া | না না - র্রা -া । র্সা র্সা - র্গা -া ।
অবঃ র্গা র্গা - র্সা -া । র্রা র্রা - না -া | র্সা র্সা - ধা -া । না না - পা -া |
ধা ধা - মা -া । পা পা - গা -া | মা মা - রা -া । গা গা - সা -া ।

১৫। আঃ সা -া - গা গা । রা -া - মা মা | গা -া - পা পা । মা -া - ধা ধা |
পা -া - না না । ধা -া - র্সা র্সা | না -া - র্রা র্রা । র্সা -া - র্গা র্গা ।
অবঃ র্গা -া - র্সা র্সা । র্রা -া - না না | র্সা -া - ধা ধা । না -া - পা পা |
ধা -া - মা মা । পা -া - গা গা | মা -া - রা রা । গা -া - সা সা ।

১৬। আঃ সা রা সা রা । গা -া - গা -া | রা গা রা গা । মা -া মা -া |
গা মা গা মা । পা -া পা -া | মা পা মা পা । ধা -া ধা -া |
পা ধা পা ধা । না -া না -া | ধা না ধা না । র্সা -া র্সা -া |
না র্সা না র্সা । র্রা -া র্রা -া | র্সা র্রা র্সা র্রা । র্গা -া র্গা -া ।
অবঃ র্গা র্রা র্গা র্রা । র্সা -া র্সা -া | র্রা র্সা র্রা র্সা । না -া না -া |
র্সা না র্সা না । ধা -া ধা -া | না ধা না ধা । পা -া পা -া |
ধা পা ধা পা । মা -া মা -া | পা মা পা মা । গা -া গা -া |
মা গা মা গা । রা -া রা -া | গা রা গা রা । সা -া সা -া ।

১৭। আঃ সা -া রা -া । সা রা গা মা | রা -া গা -া । রা গা মা পা | গা -া মা -া ।
গা মা পা ধা | মা -া পা -া । মা পা ধা না | পা -া ধা -া । পা ধা না র্সা ।
অবঃ র্সা -া না -া । র্সা না ধা পা | না -া ধা -া । না ধা পা মা | ধা -া পা -া ।
ধা পা মা গা | পা -া মা -া । পা মা গা রা | মা -া গা -া । মা গা রা সা ।

কণ্ঠসাধনার জন্য দাদ্‌রা তালে শুদ্ধ স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার-

দাদ্‌রা তাল - ৬ মাত্রা।

বিভাগ- ২টি, ছন্দ- ৩।৩, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

তাল চিহ্ন	+			o			+
বোল	ধা	ধিন্	না	না	তিন্	না	ধা
মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	১

	+	o	+	o
১৮। আঃ	সা সা সা ।	রা রা রা |	গা গা গা ।	মা মা মা |
	পা পা পা ।	ধা ধা ধা |	না না না ।	র্সা র্সা র্সা ।
অবঃ	র্সা র্সা র্সা ।	না না না |	ধা ধা ধা ।	পা পা পা |
	মা মা মা ।	গা গা গা |	রা রা রা ।	সা সা সা ।
১৯। আঃ	সা রা গা ।	রা গা মা |	গা মা পা ।	মা পা ধা |
	পা ধা না ।	ধা না র্সা |	না র্সা র্রা ।	র্সা র্রা র্গা ।
অবঃ	র্গা র্রা র্সা ।	র্রা র্সা না |	র্সা না ধা ।	না ধা পা |
	ধা পা মা ।	পা মা গা |	মা গা রা ।	গা রা সা ।
২০। আঃ	গা রা সা ।	মা গা রা |	পা মা গা ।	ধা পা মা |
	না ধা পা ।	র্সা না ধা |	র্রা র্সা না ।	র্গা র্রা র্সা ।
অবঃ	র্সা র্রা র্গা ।	না র্সা র্রা |	ধা না র্সা ।	পা ধা না |
	মা পা ধা ।	গা মা পা |	রা গা মা ।	সা রা গা |
	ন্া সা রা ।	ধ্া ন্া সা ।		
২১। আঃ	সা রা সা ।	রা গা রা |	গা মা গা ।	মা পা মা |
	পা ধা পা ।	ধা না ধা |	না র্সা না ।	র্সা র্রা র্সা ।
অবঃ	র্সা র্রা র্সা ।	না র্সা না |	ধা না ধা ।	পা ধা পা |
	মা পা মা ।	গা মা গা |	রা গা রা ।	সা রা সা ।
২২। আঃ	সা রা গা ।	গা রা সা |	রা গা মা ।	মা গা রা |
	গা মা পা ।	পা মা গা |	মা পা ধা ।	ধা পা মা |
	পা ধা না ।	না ধা পা |	ধা না র্সা ।	র্সা না ধা |
	না র্সা র্রা ।	র্রা র্সা না |	র্সা র্রা র্গা ।	র্গা র্রা র্সা ।

অবঃ র্সা র্রা র্গা । র্গা র্রা র্সা | না র্সা র্রা । র্রা র্সা না |
ধা না র্সা । র্সা না ধা | পা ধা না । না ধা পা |
মা পা ধা । ধা পা মা | গা মা পা । পা মা গা |
রা গা মা । মা গা রা | সা রা গা । গা রা সা I

কণ্ঠসাধনার জন্য তেওড়া তালে শুদ্ধ স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার-

তেওড়া তাল -৭ মাত্রা।

বিভাগ-৩টি, ছন্দ-৩।২।২, তালি-৩টি, ফাঁক-নেই।

তাল চিহ্ন	+			২		৩		+
বোল	ধি	ধি	না	ধি	না	ধি	না	ধি
মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১

+ ২ ৩ + ২ ৩

২৩। আঃ সা রা গা । সা -া । মা -া | রা গা মা । রা -া । পা -া |
গা মা পা । গা -া । ধা -া | মা পা ধা । মা -া । না -া |
পা ধা না । পা -া । র্সা -া I
অবঃ র্সা না ধা । র্সা -া । পা -া | না ধা পা । না -া । মা -া |
ধা পা মা । ধা -া । গা -া | পা মা গা । পা -া । রা -া |
মা গা রা । মা -া । সা -া I

২৪। আঃ সা রা গা । সা রা । গা মা | রা গা মা । রা গা । মা পা |
গা মা পা । গা মা । পা ধা | মা পা ধা । মা পা । ধা না |
পা ধা না । পা ধা । না র্সা I
অবঃ র্সা না ধা । র্সা না । ধা পা | না ধা পা । না ধা । পা মা |
ধা পা মা । ধা পা । মা গা | পা মা গা । পা মা । গা রা |
মা গা রা । মা গা । রা সা I

২৫। আঃ সা রা গা । মা গা । রা সা | রা গা মা । পা মা । গা রা |
গা মা পা । ধা পা । মা গা | মা পা ধা । না ধা । পা মা |
পা ধা না । র্সা না । ধা পা | ধা না র্সা । র্রা র্সা । না ধা I
অবঃ র্রা র্সা না । ধা না । র্সা র্রা | র্সা না ধা । পা ধা । না র্সা |
না ধা পা । মা পা । ধা না | ধা পা মা । গা মা । পা ধা |
পা মা গা । রা গা । মা পা | মা গা রা । সা রা । গা মা |
রা সা ন্‌া । ধ্‌া ন্‌া । সা রা | সা ন্‌া ধ্‌া । প্‌া ধ্‌া । ন্‌া সা I

২৬। আঃ সা রা গা । রা গা । রা সা | রা গা মা । গা মা । গা রা |
গা মা পা । মা পা । মা গা | মা পা ধা । পা ধা । পা মা |
পা ধা না । ধা না । ধা পা | ধা না র্সা । না র্সা । না ধা |
না র্সা র্রা । র্সা র্রা । র্সা না | র্সা র্রা র্গা । র্রা র্গা । র্রা র্সা ||

অবঃ না র্সা র্রা । র্সা র্রা । র্সা না | ধা না র্সা । না র্সা । না ধা |
পা ধা না । ধা না । ধা পা | মা পা ধা । পা ধা । পা মা |
গা মা পা । মা পা । মা গা | রা গা মা । গা মা । গা রা |
সা রা গা । রা গা । রা সা ||

কণ্ঠসাধনার জন্য ঝাঁপতাল শুদ্ধ স্বরযোগে কতিপয় পাল্টা বা অলংকার-

ঝাঁপতাল-১০ মাত্রা।

বিভাগ-৩টি, ছন্দ-২।৩।২।৩, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

তাল চিহ্ন	+	৩	০	১	+
বোল	ধি না	ধি ধি না	তি না	ধি ধি না	ধি
মাত্রা	১ ২	৩ ৪ ৫	৬ ৭	৮ ৯ ১০	১

	+		২			০		৩			
২৭। আঃ	সা	রা	। সা	রা	গা	। রা	গা	। রা	গা	মা	|
	গা	মা	। গা	মা	পা	। মা	পা	। মা	পা	ধা	|
	পা	ধা	। পা	ধা	না	। ধা	না	। ধা	না	র্সা	||
অবঃ	র্সা	না	। র্সা	না	ধা	। না	ধা	। না	ধা	পা	|
	ধা	পা	। ধা	পা	মা	। পা	মা	। পা	মা	গা	|
	মা	গা	। মা	গা	রা	। গা	রা	। গা	রা	সা	||

২৮। আঃ	সা	গা	। সা	রা	গা	। রা	মা	। রা	গা	মা	|
	গা	পা	। গা	মা	পা	। মা	ধা	। মা	পা	ধা	|
	পা	না	। পা	ধা	না	। ধা	র্সা	। ধা	না	র্সা	|
	না	র্রা	। না	র্সা	র্রা	। র্সা	র্গা	। র্সা	র্রা	র্গা	||
অবঃ	র্গা	র্সা	। র্গা	র্রা	র্সা	। র্রা	না	। র্রা	র্সা	না	|
	র্সা	ধা	। র্সা	না	ধা	। না	পা	। না	ধা	পা	|
	ধা	মা	। ধা	পা	মা	। পা	গা	। পা	মা	গা	|
	মা	রা	। মা	গা	রা	। গা	সা	। গা	রা	সা	||

২৯। আঃ	সা	রা	।	গা	রা	সা	।	রা	গা	।	মা	গা	রা	|
	গা	মা	।	পা	মা	গা	।	মা	পা	।	ধা	পা	মা	|
	পা	ধা	।	না	ধা	পা	।	ধা	না	।	র্সা	না	ধা	|
	না	র্সা	।	র্রা	র্সা	না	।	র্সা	র্রা	।	র্গা	র্রা	র্সা	|
অবঃ	র্গা	র্রা	।	র্সা	র্রা	র্গা	।	র্রা	র্সা	।	না	র্সা	র্রা	|
	র্সা	না	।	ধা	না	র্সা	।	না	ধা	।	পা	ধা	না	|
	ধা	পা	।	মা	পা	ধা	।	পা	মা	।	গা	মা	পা	|
	মা	গা	।	রা	গা	মা	।	রা	গা	।	সা	রা	গা	|
	রা	সা	।	ন্া	সা	রা	।	সা	ন্া	।	ধ্া	ন্া	সা	|

৩০। আঃ	সা	রা	।	গা	মা	পা	।	রা	গা	।	মা	পা	ধা	|
	গা	মা	।	পা	ধা	না	।	মা	পা	।	ধা	না	র্সা	|
	পা	ধা	।	না	র্সা	র্রা	।	ধা	না	।	র্সা	র্রা	র্গা	|
অবঃ	র্গা	র্রা	।	র্সা	না	ধা	।	র্রা	র্সা	।	না	ধা	পা	|
	র্সা	না	।	ধা	পা	মা	।	না	ধা	।	পা	মা	গা	|
	ধা	পা	।	মা	গা	রা	।	পা	মা	।	গা	রা	সা	|

৩১। আঃ	মা	গা	।	সা	রা	গা	।	পা	মা	।	রা	গা	মা	|
	ধা	পা	।	গা	মা	পা	।	না	ধা	।	মা	পা	ধা	|
	র্সা	না	।	পা	ধা	না	।	র্রা	র্সা	।	ধা	না	র্সা	|
অবঃ	পা	ধা	।	র্সা	না	ধা	।	মা	পা	।	না	ধা	পা	|
	গা	মা	।	ধা	পা	মা	।	রা	গা	।	পা	মা	গা	|
	সা	রা	।	মা	গা	রা	।	ন্া	সা	।	গা	রা	সা	|

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১) কাহারবাঃ ১০৮ প্রকার কাহারবা তালের ছন্দ আছে। সুরকার নিজের ইচ্ছামত ছন্দ তৈরী করে গান প্রয়োগ করেন।

২) দাদ্‌রাঃ প্রায় ৬৪ প্রকার দাদ্‌রা আছে। সুরকার নিজের ইচ্ছামত ছন্দ তৈরী করে গানে প্রয়োগ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(জনক রাগের পরিচয়সহ সার্গামগীত, লক্ষণগীত, তারানা, ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল)

রাগ-বিলাবল ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- বিলাবল	ন্যাস স্বর- সা
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	ব্যবহারিক স্বর- এই রাগে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	সময়- দিবা প্রথম প্রহর
সমবাদীস্বর- গান্ধার (গা)	আরোহী- সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না, র্সা।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবরোহী- র্সা, না, ধা, পা, মা, গা, মা, রা, সা।
প্রকৃতি- শান্ত	পকড়- গরা, গপা, মগা মরা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা রা গা-, মা গা পা-, মা গা মা রা, গা পা ধা-, পা মা গা-, মা রা গা মা পা-, মা গা মা রা সা, সা রা সা ন্া ধ্া প্া, ধ্া ন্া সা, সা রা গা মা রা সা।

২। সা রা গা মা রা সা, গা মা পা গা মা রা সা, গা পা ধা না ধা পা, গা মা পা মা গা মা রা, গা পা ধা না র্সা না ধা পা,ধা- মা গা মা রা,গা মা পা,গা মা রা সা।

৩। গা পা ধা না র্সা-, না ধা না র্সা, ধা না র্সা-, না ধা-পা, ধা- মা গা, র্সা র্রা র্সা না ধা-, না ধা পা-, ধা মা গা মা রা, গা মা পা মা গা মা রা সা।

৪। পা পা ধা না র্সা-, র্সা র্রা র্সা-, র্সা র্রা র্গা র্মা র্রা র্সা, র্সা না ধা না র্সা না ধা-পা, ধা- মা গা মা রা, গা মা পা ধা-পা, মা গা মা রা, গা পা ধা না র্সা।

॥ রাগ - বিলাবল। সার্গামগীত। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

```
 ০              ১              +              ৩
॥ র্সা না ধা পা । মা গা মা রা । গা মা পা গা । মা রা সা -া ।
। ন্া সা গা রা । গা পা না ধা । র্সা না ধা পা । গা মা রা সা ॥
```

অন্তরাঃ

```
॥ গা পা না ধা । র্সা না ধা না । র্সা র্রা র্সা -া । না র্সা -া -া ।
। ধা না র্সা র্রা । র্সা না ধা পা । গা মা পা গা । মা রা সা -া ॥
```

॥ রাগ-বিলাবল । লক্ষণগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ সব সুর শুদ্ধ জান ঠাট রাগ বিলাবল, শাস্ত্রমতে অষ্টভেদ শুদ্ধ ইহা কেবল ।
অন্তরাঃ ধা-গা বাদী সমবাদী উত্তরাঙ্গ প্রবল, দিবা প্রথম প্রহরে গাহে গুণী সকল ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II র্সা র্সা ধা পা । মা গা মা রা । গা মা পা গা । মা রা সা -া I

স ব সু র শু দ্ধ জা ন ঠা ট রা গ বি লা ব ল

I সা সা গা রা । গা পা নধা না । র্সা র্রা র্সা না । ধা -পা মা গা II

শা স্ত্র ম তে অ ষ্ট ভে০ দ শু দ্ধ ই হা কে ০ ব ল

অন্তরাঃ

II পা পা নধা না । র্সা র্রা র্সা র্সা । র্গা র্রা র্গা র্মা । র্রা র্রা র্সা -া I

ধা গা বা০ দী স ম বা দী উ ত্ত রা ঙ্গ প্র ব ল ০

I র্সা র্রা র্সা না । ধা পা নধা না । র্সা না ধা পা । মগা -মা রা সা II

দি বা প্র থ ম প্র হ০ রে গা হে গু ণী স০ ০ ক ল

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সরা গরা গমা পা । মগা মরা সরা সা ।

২ । সরা গরা গমা ধপা । মগা মরা সরা সা ।

৩ । সরা গরা গমা গমা । পধা পমা গমা রসা ।

৪ । সরা গমা পধা নর্সা । নধা পমা গমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সরা গমা পমা গরা । গমা পধা নধা পমা । পধা নর্সা র্রর্সা নধা । পমা গমা রসা ন্সা ।

২ । সরা গরা গপা মগা । মরা সা সরা গরা । গপা ধনা র্সর্রা র্সনা । ধপা মগা মরা সা ।

॥ রাগ-বিলাবল । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ জাগ উঠে সব জন তুম জাগো, গৌ বনকে চরবালে চঁরৈয়া ।
অন্তরাঃ গ্বাল বাল সব গৌবা চরাবত, তুমরে কারণ আবত ধাবত,
সদারঙ্গ মন তুমসৌ লাগো ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II র্সা -া ধা পা । মা -গা মা রা । গা মা পা গা । মা -রা সা -া I
জা ০ গ উ ঠে ০ স ব জ ন তু ম জা ০ গো ০

I ন্া -সা গা রা । গা -পা ধা না । র্সা -া র্সা র্রা । র্সর্রা -র্সনা ধপা-মগা I
গৌ ০ র ন কে ০ চ র বা ০ লে চ রৈ০ ০০ য়া০ ০০

অন্তরাঃ

II পা -া নধা না । -র্সা র্সা র্সা র্সা । ধা -ন্া র্সা র্রা । র্সা -না ধা পা I
গা ০ লে০ র ০ লে স ব গৌ ০ রা চ রা ০ র ত

I পা পা নধা -না । র্সা -া র্সা র্সা । ধা -না র্সা র্রা । র্সা -না ধা পা I
তু ম রে০ ০ কা ০ র ণ আ ০ র ত ধা ০ র ত

I গা গা গা রা । গা -পা ধা -না । র্সা র্সা র্সা -র্রা । র্সর্রা -র্সনা ধপা -মগা II
স দা রং গ ম ০ ন ০ তু ম সৌ ০ লা০ ০০ গো০ ০০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা গপা ধপা নধা । র্সনা ধপা গমা রসা ।
২। পপা ধপা র্সনা র্রর্সা । নধা পমা গমা রসা ।
৩। ধনা র্সর্রা পধা নর্সা । গমা পমা গমা রসা ।
৪। র্গর্রা র্সর্রা ধনা র্সনা । ধপা মগা মরা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সরা গগা রগা পপা । নধা ননা ধনা র্সর্সা । নধা পমা গমা রসা ।
২। গমা রসা পধা নর্সা । র্গর্রা র্সর্রা র্সনা ধপা । নধা পমা গমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সরা গরা গপা নধা । র্সনা র্রর্সা নধা পমা । গমা রসা গপা ধনা । র্সা গপা ধনা র্সা ।
২। ধপা ধপা র্সনা র্রর্সা । র্গর্গা র্রর্সা নর্সা র্রর্সা । নধা পমা ধপা মগা । পমা গমা রসা ন্সা ।

বোল তানঃ

+
১। র্সনা ধনা র্রর্সা র্গর্রা । র্সনা -ধপা গমা -রসা ।
জ০ ন০ তু০ ম০ জা০ ০০ গো০ ০০
০
২। সরা-গপা রগা-পধা । গপা-ধনা পধা-নর্সা । র্মর্গা-র্রর্সা নধা-পমা । গপা-মগা মরা-সা ।
জ০ ০০ ন০ ০০ তু০ ০০ ম০ ০০ জা০ ০০ গ০ ০০ উ০ ০০ ঠ০ ০

॥ রাগ-বিলাবল । তারানা । তাল-একতাল ॥

স্থায়ীঃ দীম্ তানানানা তাদিয়ানা দেরে, না দের্ দের্ না দের্ দের্,ওদিয়ানা তেরে ।

অন্তরাঃ নানা দেরে নানা দীম তা নানানা, ধিতাং ধিতাং ওদিয়ানা তেরে ।

স্থায়ীঃ

	+				৩				০				১			
॥	র্সা	-।	না	।	র্সা	ধা	পা	।	গা	মা	পা	।	না	ধা	না	।
	দী	ম্	তা		না	না	না		তা	দি	য়া		না	দে	রে	
।	র্সা	ধা	পা	।	মা	গা	মা	।	রা	সা	পা	।	না	ধা	না	॥
	না	দের্	দের্		না	দের্	দের্		ও	দি	য়া		না	তে	রে	

অন্তরাঃ

॥	পা	পা	পা	।	না	ধা	না	।	র্সা	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	র্সা	।
	না	না	দে		রে	না	না		দী	ম্	তা		না	না	না	
।	র্গা	র্রা	র্গা	।	র্মা	র্পা	র্গা	।	র্মা	র্রা	র্সা	।	না	ধা	না	॥
	ধি	তা	ং		ধি	তা	ং		ও	দি	য়া		না	তে	রে	

রাগ-ইমন ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে তীব্র মধ্যম (হ্মা) ও বাকী
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয় ।
বাদীস্বর- গান্ধার (গা)	সময়- রাত্রি প্রথম প্রহর
সমবাদীস্বর- নিষাদ (না)	আরোহী- ন্া, রা, গা, হ্মা, পা, ধা, না, র্সা ।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	অবরোহী- র্সা, না, ধা, পা, হ্মা, গা, রা, সা ।
প্রকৃতি- শান্ত ও গম্ভীর	পকড়- ন্রা গরা ন্রা সা, পা হ্মা গা রা সা ।
ন্যাস স্বর- রা গা পা ।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা-, ন্রগা, রগরা, ন্ধ্ন্রসা, ধ্ন্রা, হ্মা-গা, গা-রা-, ন্রসা ।

২। ন্া ধ্া ন্া ধ্া প্া-, হ্ম্া, ধ্ন্া-, রগা, হ্মরগা, পরা, ধ্ন্া, রহ্মগা-, গহ্মা পা, হ্মগা, হ্মগরা, ন্া রা গা রা সা ।

৩। গরহ্মা-গা, গহ্মা ধা পা, গা হ্ম গা, হ্মা ধা না, ধা না ধা পা, হ্মা হ্মা, রগহ্মা-, গা, গহ্মধপা, গহ্মপহ্মা, রগহ্মা-গরা, ন্রগা-, রা- সা ।

৪। পা, হ্মা ধা না, ধা, হ্মা ধা না র্সা, না ধা না র্রা-, র্সা-, র্গর্রর্সা-, নর্রা নধা, হ্মা, ধা, না র্রা র্গা-, র্রর্গা র্রনা, ধনা ধপা, হ্মপা হ্মগা, রগা রা ন্া রসা ।

॥ রাগ-ইমন । সার্গামগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
॥ পা না ধা পা । -া ক্মা গা ক্মা । পা -া গা রা । ন্‌া রা সা -া I
I ন্‌া ধ্‌া ন্‌া রা । গা রা গা ক্মা । পা -া না ধা । পা ক্মা পা -া ॥

অন্তরাঃ

॥ পা গা ক্মা ধা । না, ক্মা ধা না । র্সা -া র্সা, না । র্রা -া র্সা -া I
I র্গা র্রা না ধা । -া, ক্মা ধা না । র্সা -া, না ধা । না ধা পা -া ॥

॥ রাগ-ইমন । লক্ষণগীত । তাল-একতাল ॥

স্থায়ীঃ সব গুণী জন ইমন গাত, তীবর সুর করত সাথ,
সাসা রেরে গাগা মামা পাপা ধাধা নিনি রেরে, গারে সারে সানি ধাপা ।
অন্তরাঃ সুর বাদী-গান্ধার সাধ, সমবাদী কর নিখাদ,
রাত সময় প্রথম প্রহর চতুর সুজন মন রিঝাত ।

স্থায়ীঃ

\+ ৩ ০ ১
II [প]র্সা র্সা না । [ধ]না [ধ]ক্মা পা । পা পা ক্মা । [ম]গা -া গা I
স ব গু ণী জ ন ই ম ন গা ০ ত
I [ম]গা -া গা । রা গা পা । [গ]রা গা রা । [ধ]ন্‌া -রা সা I
তী ০ ব র সু র ক র ত সা ০ থ
I সা সা রা । রা গা গা । ক্মা ক্মা পা । পা ধা ধা I
সা সা রে রে গা গা মা মা পা পা ধা ধা
I না না [ন]র্রা । র্রা র্গা র্রা । [ন]র্সা র্রা র্সা । না ধা পা ॥
নি নি রে রে গা রে সা রে সা নি ধা পা

অন্তরাঃ

II [ম]পা গা পা । [ম]-া ধা পা । [প]র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা I
সু র বা ০ দী গা ন্ধা ০ র সা ০ ধ
I র্সা র্সা র্রা । -া র্গা -র্রা । র্সা র্সা না । [ধ]না -ধা পা I
স ম বা ০ দী ০ ক র নি খা ০ দ
I পা -গা গা । পা পা পা । না না ধা । পক্মা ধা পা I
রা ০ ত স ম য় প্র থ ম প্র০ হ র
I র্সা র্সা না । [ধ]না ক্মা পা । পা [প]গা পা । -া রা সা II
চ তু র সু জ ন ম ন রি ০ ঝা ত

তানঃ ৬ মাত্রার

১। ন্‌রা গক্ষা গরা । গক্ষা গরা সা।

২। গক্ষা পধা নধা । পক্ষা গরা সা।

৩। পক্ষা গক্ষা পধা । পক্ষা গরা সা।

৪। র্সনা ধপা নধা । পক্ষা গরা সা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ন্‌রা জ্ঞক্ষা পক্ষা গরা । গক্ষা পধা নধা পক্ষা । নধা পক্ষা গরা সা।

২। পক্ষা গক্ষা পধা নর্সা । র্রগা র্রসা নধা নর্রা । র্সনা ধপা ক্ষগা রসা।

॥ রাগ-ইমন। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ করনা হো শ্যাম মুসে বরজোরী,
টীট লঙ্গর তোহে নিপট অনাড়ী।

অন্তরাঃ কর জোরে বিনতি কর তোহে,
সাস ননদী মোরি দেগি গারী।

স্থায়ীঃ

	০				১				+				৩			
॥	গা	রা	গক্ষা	-পা	রা	-া	সা	-া	ন্‌া	ধ্‌া	ন্‌া	রা	গা	-রা	গা	-া I
	ক	র	না০	০	হো	০	শ্যা	ম	মু	সে	ব	র	জো	০	রী	০
I	পা	-া	পা	পা	ক্ষা	পা	ক্ষা	গা	ন্‌া	রা	গক্ষা	পা	রা	-া	সা	-া ॥
	টী	০	ট	ল	ঙ্গ	র	তো	হে	নি	প	ট০	অ	না	০	ড়ী	০

অন্তরাঃ

॥	পা	পা	ক্ষা	গা	ক্ষা	ধা	ক্ষধা	-নর্সা	র্সা	র্সা	না	-র্রা	র্সা	-া	-া	-া I
	ক	র	জো	রে	বি	ন	তি০	০০	ক	র	তো	০	হে	০	০	০
I	না	-র্রা	র্গা	র্রা	র্সা	না	ধা	পা	পক্ষা	-গরা	গক্ষা	-পধা	নধা	-পক্ষা	গরা	-সসা ॥
	সা	০	স	ন	ন	দী	মো	রি	দে০	০০	গি০	০০	গা০	০০	রী০	০০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ন্‌রা গক্ষা গরা গক্ষা । পক্ষা গরা ন্‌রা সা।

২। পক্ষা গক্ষা পধা নর্সা । নধা পক্ষা গরা সা।

৩। ননা ধপা র্সনা ধপা । ননা ধপা ক্ষগা রসা।

৪। র্সনা ধনা র্সর্রা র্গর্রা । র্সনা ধপা ক্ষগা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ন্‌রা গক্ষা গরা সা । ননা ধপা ক্ষপা গক্ষা । পনা ধপা ক্ষগা রসা।

২। গক্ষা ধপা নধা র্সনা । র্রর্সা নধা পক্ষা গক্ষা । ধপা ক্ষপা ক্ষগা রসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । ন্‌রা গক্ষা পধা নর্সা । র্গরা র্গরা র্সনা ধপা । নধা নধা পক্ষা গরা । গক্ষা পক্ষা গরা সা ।
২ । পক্ষা গক্ষা পধা নর্সা । র্রগা র্রসা নধা নর্রা । র্সনা ধপা ক্ষপা গক্ষা । পনা ধপা ক্ষগা সা ।

বোল তানঃ

+
১ । পক্ষা গরা গক্ষা পধা । নধা -পক্ষা গরা -সসা ।
মু০ সে০ ব০ র০ জো০ ০০ রী০ ০০
০
২ । ন্‌রা গক্ষা পধা-পক্ষা । গক্ষা -ধনা র্সনা ধপা ।
ক০ ০র না০ ০০ হো০ ০০ শ্যা০ ০ম
ক্ষধা নর্সা ধনা র্রসা । নধা -পক্ষা গরা -সসা ।
মু০ সে০ ব০ র০ জো০ ০০ রী০ ০০

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবে-

পক্ষা গরা গক্ষা পক্ষা । গরা সন্‌া ধন্‌া সা । ধন্‌া রা ন্‌রা গরা । গা পা ক্ষপা গক্ষা ।
নধা র্সনা র্রসা র্গরা । র্সনা ধপা ক্ষগা রসা । গক্ষা ধনা র্সা ধনা । র্সা ধনা র্সা সা ।

॥ রাগ-ইমন । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ গুরু বিনা ক্যায়সে গুন গাওয়ে, গুরু না মানে তো গুন
নাহি আওয়ে, গুণীজন মে বে গুনী কহাবে ।
অন্তরাঃ মানে তো রিঝাবে সবকো, চরণ গহেসা দিবান কে জব
আওয়ে অচপল তালসুর ।

স্থায়ীঃ

	০				১				+				৩				
II	পা	পা	না	না	। পক্ষা	ধা	পা	-া	। ক্ষা	রা	ক্ষা	-া	। পা	-া	-া	-া	I
	গু	রু	বি	না	ক্যা০	য়	সে	০	গু	ন	গা	০	য়ে	০	০	০	
I	পা	না	ধা	পা	। -া	ক্ষা	গা	-রা	। গা	রা	পা	রা	। ন্‌া	রা	সা	-া	I
	গু	রু	না	মা	০	নে	তো	০	গু	নী	না	হি	আ	ও	য়ে	০	
I	সা	সা	রা	রা	। গা	-া	ক্ষা	-া	। পা	পা	-না	ধা	। ক্ষা	-ধা	পা	-া	II
	গু	নী	জ	ন	মে	০	বে	০	গু	নী	০	ক	হা	০	বে	০	

অন্তরাঃ

II পা -া ক্ষা -া । গা -া রা -া । গা -পা র্সা -ধা । র্সা র্সা র্সা -া I

মা ০ নে ০ তো ০ রি ০ ঝা ০ বে ০ স ব কো ০

I র্সা র্সা র্গা র্রা । না -র্রা র্সা -া । না -ধা র্সা র্সা । না -ধা পা পা I

চ র ণ গা হে ০ সা ০ দি ০ বা ন কে ০ জ ব

I পা -গা পা -া । গা রা সা সা । সরা -গক্ষা-পধা -নর্সা । নধা-পক্ষা গরা সা II

আ ০ বে ০ অ চ প ল তা০ ০০ ০০ ০০ ল০ ০০ সু০ র

॥ রাগ-ইমন । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ এরি আলি পিয়া বিনা সখি, কলন পরত মোহে ঘরি পল ছিন দিন ।

অন্তরাঃ জবসে পিয়া পরদেশ গবন কিন, রতিয়া কাটাতা মোহে তারে গিন গিন ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

গা ক্ষা II নধা -না পা -া । -া রা -া সা । গা রা পা ক্ষা । -গা -া গা গা I

স খি এ০ ০ রি ০ ০ আ ০ লি পি য়া বি না ০ ০ স খি

I গা ক্ষা গা পা । ক্ষা ধা পা পা । না না পা পা । রা রা সা সা II

ক ল ন প র ত মো হে ঘ রি প ল ছি ন দি ন

অন্তরাঃ

II পা পা র্সা -া । র্সা র্সা র্সা র্সা । না -া না র্সা । নধা না পা পা I

জ ব সে ০ পি য়া প র দে ০ শ গ ব০ ন কি ন

I পা র্গা র্রা র্সা । না ধা পা পা । নধা -না পা -া । রা রা সা সা II

র তি য়া কা টা তা মো হে তা০ ০ রে ০ গি ন গি ন

॥ রাগ-ইমন । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ না দের্ দের্ দের্ দৃম তানোম্ তানা নানানানা
দেরেনা তাদারে দানি দৃম দৃম তানানানানা ॥

অন্তরাঃ না দের্ দের্ দের্ তোম দের্ দের্ দের্ দের্ তোম্না দেরেনা আলালি
আলম পিয়া ধিয়ানা তাধিয়ানা ধা কেটে তাক্ ধুমা কেটে তাক্ ধুমা কেটে
গদি ঘেনে ধা, গদি ঘেনে ধা, গদি ঘেনে ॥

স্থায়ীঃ

```
  ০              ১                 +              ৩
II ন্া  রা  গা  হ্মা  । -া  না  ধা  না  । পা -া হ্মা ধা  । পা  হ্মা গা রা I
  না  দের্ দের্ দের্  ০  দৃ  ম্  তা   নো ম্ তা না   না  না  না না

I ন্া  রা  গা  রা  । সা  ন্া  ধ্া  প্া  । সা  -া ন্া  রা  । গহ্মা পা  রা সা II
  দে  রে  না  তা   দা  রে  দা  নি   দৃ  ম্ দৃম্ তা   না০  না  না না
```

অন্তরাঃ

```
II গা  গা  হ্মা  হ্মা  । ধা  ধা  হ্মা  ধা  । র্সা  র্সা  র্সা  র্সা  । না র্রা র্সা -া  I
  না দের্ দের্ দের্   তোম দের্ দের্ দের্   দের্  তো ম্   না   দে রা না  ০

I না  র্রা  র্গা  র্রা  । র্গা -া  র্রা  র্সা  । না  র্রা  না  ধা  । হ্মা ধা  পা -া  I
  আ  লা  লি  আ    ল  ম  পি  য়া    ধি  য়া  না  তা   ধি য়া না  ০

I গা  গা  হ্মা  ধা  । না  র্রা  না  ধা  । হ্মা  ধা  পা হ্মা  । গা রা  সা  সা II
  ধা কেটে  তাক্ ধুমা  কেটে তাক্ ধুমাকেটে  গদি ঘেনে ধা  গদি ঘেনে ধা  গদিঘেনে
```

॥ রাগ-ইমন । খেয়াল । তাল-একতাল(বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ সৈঁইয়া মনভাবে পিয়া মোরি ভুল গয়ে ।
অন্তরাঃ আবন কহি গয়ে আজ হুনা আয়ে ক্যাসে কাটে দিন রাতিয়াঁ ।

স্থায়ীঃ

```
  ১২                                  +         ২           ৩
II হ্মধনর্সা নধনধা পহ্মগরা গহ্মহ্মা  । গা -া -া -া । -পা  -া -রা -া  । -সা-রা  সা -া I
  সে০০০ ০০০ই য়া০০০ ম০ন      ভা ০  ০  ০   ০  ০  ০  ০    ০  ০  বে ০

  ৪             ৫              ৬              ৭
I ন্া-গরা-গহ্মা -হ্মা । গরা -া -গা -া । হ্মা  -নধা -না -ধা । না  -নধা -পা  -া I
  পি ০০ ০০  ০    য়া০ ০  ০  ০   মো  ০০  ০   ০   রি   ০০  ০  ০

  ৮              ৯              ১০             ১১
I ধা -পহ্মা -গরা -গহ্মা । গা -া -া -া  । পা -া  -রা -া । -ন্ধ্া -ন্রা  সা -া II
  ভু  ০০  ০০  ০০     ল ০  ০  ০    গ ০   ০  ০   ০০   ০০   য়ে ০
```

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
[[ক্ষা গা নধক্ষগা ক্ষধনর্সনা । র্সা -া -নধনা র্রা । র্সা -া -া -া । না র্গর্রা র্গা-র্রা]
অ ব নooo ooooক হি o ooo গ য়ে o o o আ জo হ্ o

৪ | ৫ ৬ ৭
| র্গা -র্গর্রা -র্সা -া । র্সা -া না -ধা । ক্ষা -নধা-না -ধা । না -নধা -পা -া |
না oo o o আ o য়ে o ক্যা oo o o সে oo o o

৮ ৯ ১০ ১১
| ধা -ক্ষা -গরা -গক্ষা । গা -া -া -া । পা -া -রা -া । সা -রা সা -া]]
কা o oo oo টে o o o রা o o o তি o য়াঁ o

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। গগরসা নৃরগক্ষা পক্ষগক্ষা গক্ষপপা । গক্ষগক্ষা পধপক্ষা গক্ষগক্ষা পধনলা ।
ধপক্ষধা পক্ষগক্ষা পধনর্সা র্সনধপা । ক্ষধপক্ষা গরপক্ষা ধপক্ষগা রসনৃসা ।

২। পক্ষগক্ষা পক্ষগক্ষা পক্ষগক্ষা পধননা । ধপক্ষধা পক্ষগক্ষা পধনর্সা ননধপা ।
ক্ষধননা ধপক্ষধা পক্ষগরা গক্ষপক্ষা । গরগগা রসনৃরা গক্ষপক্ষা গরসা -া ।

রাগ-ভৈরব ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- ভৈরব	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, দা কোমল ও বাকী সব
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয় ।
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	সময়- প্রাতঃকাল
সমবাদীস্বর- রেখাব (রা)	আরোহী- সা ঋা, গা, মা, পা, দা, না, র্সা ।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবরোহী- র্সা, না, দা, পা, মা, গা, ঋা, সা ।
প্রকৃতি- গম্ভীর	পকড়- দা, পা, গমা ঋা সা ।
ন্যাসস্বর- সা, ঋা, পা ও দা ।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ন্া সা, ঋা ঋা সা, দ্ন্দ্া, সা ঋা, গঋা, গমা, ঋসা, ঋগা, ঋসা ।
২। ন্া, সা, দ্ন্া, দ্প্া, ঋগা, মা, গপা, মগা, মঋা, গমা, ঋগমা, ঋসন্সা ।
৩। ঋসঋা, গঋা, গমা, ঋগা, মপা, গমা, গমা, ঋা, গমা, পা-, মা, গঋা, মগা, মপা
গমপমা, গঋা, গমা, ঋা, সন্া, দ্প্া, দ্ন্া, সঋা, গঋসা ।
৪। মা, পা-, দদা, পা-, দা, নদা, দনদা, র্সা-, র্ঋা-, র্সর্ঋর্সা-, নদা নর্সা, পদা, নর্সা,
র্ঋা র্গা র্মা-, র্ঋর্সা-, দনা র্সা-, দা, পদা, পমপা, গমা ঋসা ।

॥ রাগ-ভৈরব । সার্গামগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II সা দা পা দা । মা পা গা মা । পা -া গা ঋা । মা গা ঋা সা I

I দ্‌া ন্‌া সা ঋা । গা মা পা দা । পা -া গা ঋা । মা গা ঋা সা II

অন্তরাঃ

II মা পা দা দা । না -া র্সা র্সা । র্গা র্ঋা র্সা না । দা না র্সা -া I

I না দা পা মা । গা মা পা -া । গা মা পা গা । মা গা ঋা সা II

॥ রাগ-ভৈরব । লক্ষণগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ভৈরব লাচ্ছন গায় গুণীবর, কোমল সুর ধর,
গা মা নি সুধ কর, প্রাত সমে রীঝত নারী-নর ।
অন্তরাঃ ধৈবত হোত প্রধান জীব-সুর, রেখাব সহচর হোত পুর সর,
মালব ঠাট লিখত অত সুন্দর. ভক্তি রসো সৌ গায় গুণী চতুর ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II সঋা-(ম)গা ঋা সা । (স)ন্‌া সা ঋা সা । (ন)দ্‌া -া ন্‌া ন্‌া । সা -া সা সা I
ভৈ০ ০ র ব ল চ্ ছ ন গা ০ য় গু ণী ০ ব র

I (ম)গা -া মা মা । মা মা (গ)ঋা ঋা । (গ)ঋা গঋা গা -পমা । মা ঋা সা সা I
কো ০ ম ল সু র ধ র গা মা০ নি ০০ সু ধ ক র

I (স)ন্‌া -সা (ম)গা মা । (ন)দা -া পা -া । মা ঋা -গমা -পমা । (গ)ঋা -া সা সা II
প্রা ০ ত স মে ০ রী ০ ঝ ত না০ ০০ রী ০ ন র

অন্তরাঃ

II (ম)পা -া পা পা । (ন)দা -া না না । র্সা -া র্সা (র্স)না । -র্সা না র্সা না I
ধৈ ০ ব ত হো ০ ত প্র ধা ০ ন জী ০ ব সু র

I (ন)দা -া (ন)দা (ন)দা । না না র্সা র্সা । (র্স)র্ঋা -া না র্সা । (র্স)না -র্সা (ন)দা পা I
রে ০ খা ব স হ চ র হো ০ ত পু র ০ স র

I (গ)মা -া (ম)গা মা । পা -া পা পা । (ন)দা দা র্সা র্সা । (ন)দা -া পা পা I
মা ০ ল ব ঠা ০ ট লি খ ত অ ত সু ন্ দ র

I পা দা (ন)র্সা -া । (ন)দা দা পা -া । মগা -মঋা গমা পা । মা গা ঋা সা II
ভ ক্ তি ০ র স সৌ ০ গা০ ০০ য়া০ গু ণী চ তু র

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সঋা গমা পদা নর্সা । নদা পমা গঋা সা।
২। গমা পদা নর্সা ঋর্সা । নদা পমা গঋা সা।
৩। মপা দনা র্সঋা র্গঋা । র্সনা দপা মগা ঋসা।
৪। পদা নর্সা র্গর্গা ঋর্সা । নদা পমা গঋা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রা

১।সঋা গমা ঋগা মপা । গমা পদা মপা দনা । পদা নর্সা দনা র্সঋা । র্সনা দপা মগা ঋসা।
২।সঋা গমা পমা গঋা । গমা পদা নদা পমা । পদা নর্সা ঋর্সা নদা । র্সনা দপা মগা সা।

॥ রাগ-ভৈরব । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ মান করো অব রাধে ঘুংগটমে, অব মোহে শ্যাম মিলেঙ্গে।
অন্তরাঃ আজ হুঁ সদারঙ্গ পিয়া শ্যাম কা সন্দেশবা কহেঙ্গে।

স্থায়ীঃ

	০				১				+				৩				
II	গা	-মা	ঋা	সা ।	দ্‌া	-া	ন্‌া	সা ।	ঋা	-া	গা	মা ।	ঋা	ঋা	সা	-া ।	
	মা	০	ন	ক	রো	০	অ	ব	রা	০	ধে	ঘুং	গ	ট	মে	০	
I	মা	গা	মা	পা ।	দা	-া	পা	পা ।	গা	-মা	-ঋগা	-মপা ।	-গা	-মা	ঋা	-সা	II
	অ	ব	মো	হে	শ্যা	০	ম	মি	লে	০	০০	০০	০	০	ঙ্গে	০	

অন্তরাঃ

II	পা	পা	দা	দা ।	না	-র্সা	র্সা	র্সা ।	ঋা	-া	-র্গা	-ঋা ।	ঋা	-া	-র্সা	-া	I
	আ	জ	হুঁ	স	দা	০	র	ঙ্গ	পি	০	০	০	য়া	০	০	০	
I	না	-র্সা	দা	পা ।	মা	-গা	মা	পা ।	দা	-া	-পা	মা ।	গা	-মা	ঋা	-সা	II
	শ্যা	০	ম	কা	স	ন্‌	দে	শ	বা	০	০	ক	হে	০	ঙ্গে	০	

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সঋা গমা দদা পমা । গমা পমা গঋা সা।
২। দনা র্সঋা র্সনা দপা । মপা দপা মগা ঋসা।
৩। নর্সা ঋর্সা দনা র্সনা । দপা মপা মগা ঋসা।
৪। র্সনা দনা র্সঋা র্সর্সা । নদা পমা গমা ঋসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। গঋা সঋা মগা ঋসা । পমা গমা দপা মগা । র্সনা দপা মগা ঋসা।
২। পদা নর্সা ঋর্সা নর্সা । র্গঋা র্সঋা র্সনা দর্সা । নদা পমা গঋা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । মপা দপা পদা মপা ।নর্সা র্ঋর্সা র্সর্ঋা নর্সা । নদা পমা গমা পা । গমা পগা মঋা সা ।

২ । মগা মগা ঋসা ন্সা । গমা দদা পমা গমা । পদা নর্সা দনা র্সর্ঋা । র্সনা দপা মগা ঋসা ।

বোলতানঃ

+
১ । র্গর্ঋা র্সর্ঋা র্সনা দপা । গমা দপা মগা ঋসা ।
মাo oo নo oo কo oo রোo oo

o
২ । ন্সা গমা দদা পমা । গমা পদা ননাদপা ।
মাo oo নo oo কo oo রোo oo
দনা র্সর্ঋা র্গর্গা র্ঋর্সা । নদা পমা গঋা সা ।
অo oo বo oo রাo oo ধেo o

॥ রাগ- ভৈরব । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ওদের তানা তাদিয়া তাদের্ না দের্না দানি,
নাদের্ দের্ তোম্ নাদের্ দের্ দের্ তোম্ নাদের্ তোম্ দানি ॥
অন্তরাঃ নাদের্ দের্ দের্ তোম্দের দের্ দের্ দের্ তোম্ তোম্দের্ দের্ তোম্
না না, তাদানি তাদিয়া নারে দিয়ানা তাদিয়া না তাক্ক্রাং তাকধা
ধুমাকেটে ক্রাংধা গদি ঘেনে ধা গদি ঘেনে ধা গদি ঘেনে ॥

স্থায়ীঃ

o ১ + ৩
।। মগা মা ঋা সা । [দ]ন্া সা [ম]গা মা । [প]দা -া পা মগা । মা গা ঋা সা ।
ওo দের্ তা না তা দি য়া তা দে র্ না দেo র্ না দা নি

। [ম]গা মা পা [প]দা । না র্সা র্ঋা র্সা । না দা পা মা । গা ঋা ঋা সা ।।
না দের্ দের্ তোম্ না দের্ দের্ দের্ তো ম্ না দের্ তো ম্ দা নি

অন্তরাঃ

।। মা মা পা পা । [প]দা দা না না । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা ।
না দের্ দের দের তোম দের দের্ দের্ দের্ তোম্ তোম্ দের দের তোম্ না না

। [প]দা দা [স]না র্সা । র্ঋা র্গা [গ]র্ঋা র্সা । না দা র্সা র্ঋা । র্সা না দা -া ।
তা দা নি তা দি য়া না রে দি য়া না তা দি য়া না o

। র্সা র্ঋা না র্সা । [প]দা না [প]দা পা । মাগা পা মা । [ম]গা মা ঋা সা ।।
তাক্ ক্রাং তাক ধা ধুমা কেটে ক্রাং ধা গদি ঘেনে ধা গদি ঘেনে ধা গদি ঘেনে

॥ রাগ-ভৈরব । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ মেহের কী নজর কীজে, সুখ সাম্পদ সব দিজে তুঁ করীম করতার।
অন্তরাঃ নিত উঠ আস্ তুঁহারী, সাফ্ নজর তেরা দ্বরকা ভিকারী,
জগ্‌মে করম্ ফজল্ কী, শরম্ রাখ লীজে।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II সা [ন]দা দা [ন]দা । -া পা পা -পা । দদা -পমা -পা -া । মা -া -গা -া I
মে হে র কী ০ ন জ র্ কী০ ০০ ০ ০ জে ০ ০ ০

I গমা গা [গ]মা মা । [ম]ঋা ঋা গা পা । মা -া -গমা -পমা । -গা -ঋা সা -া I
সু০ খ সা ম্ পা দ স ব দি ০ ০০ ০০ ০ ০ জে ০

I ন্‌া -সা গা মা । -পা দা না র্সা । র্সনা -দনা -র্সঋা -র্সনা । -দর্সা -নদা-পমা-গমা II
তু ০ ক রী ০ ম ক র তা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০র

অন্তরাঃ

II সা [ন]দা দা [ন]দা । -া পা পা -পা । দদা -পমা -পা -া । মা মা পা পা I
মে হে র কী ০ ন জ র্ কী০ ০০ ০ ০ নি ত উ ঠ

I [ন]দা -া না না । র্সা -া -া -া । -না -র্সা র্সা -া । [ন]দা -া দা দা I
আ ০ স তুঁ হা ০ ০ ০ ০ ০ রী ০ সা ০ ফ্ ন

I না -না র্সা র্সা । [র্স]ঋা -ঋা র্সা র্সা । না -র্সা [ন]দা -পা । গমা গা ঋা -সা I
জ র্ তে রা দ্ব র্ কা ভি কা ০ রী ০ জ০ গ মে ০

I [স]ন্‌া সা [ম]গা মা । পা দা না র্সা । [র্স]ঋা ঋা র্সা র্সা । র্সনা -দপা মগা -মা II
ক র ম ফ জ ল কী শ র ম রা খ লী০ ০০ জে০ ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সঋা গমা দপা মপা । নদা পমা গঋা সা।
২। গমা পদা নদা পমা । র্সনা দপা মগা ঋসা।
৩। র্সনা দনা র্সঋা র্গঋা । র্সনা দপা মগা ঋসা।
৪। র্গর্গা ঋর্সা মগা ঋসা । গমা পমা গঋা সা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সঋা গগা ঋগা মমা । গমা পপা মপা দদা । নধা পমা গঋা সা।
২। মগা মগা ঋসা দপা । দপা মগা র্সনা র্সনা । দপা মগা মগা ঋসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।ন্সা গমা দদা পমা । গমা পদা র্সর্সা নদা । পদা নর্সা র্ঋর্ঋা র্সনা । দপা মপা মগা ঋসা ।
২ ।গঋা গঋা সঋা গমা । পমা পমা গমা পদা । নদা নদা পদা নর্সা । নদা পমা গঋা সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

১ । দা পমা গা, মগা । ঋসা ন্সা গমা পা । গমা দা, পদা, নর্সা । দনা র্সর্ঋা র্গর্ঋা র্সা
২ । র্মর্গা র্ঋর্সা নদা পমা । গমা দপা মগা ঋসা । মপা দনা র্সা দনা । র্সা দনা র্সা সা ।

বোল তানঃ

    +
১ । গমা পদা র্সনা দপা । গমা দপা মগা ঋসা ।
    মেo হেo রo কীo নo জo রo oo
    o
২ । সঋা গমা গমা পদা । পদা নর্সা র্সনা দপা ।
    সুo oo খo oo সo oম্ পo দo
    মপা দনা র্সনা দপা । গমা দপা মগা ঋসা ।
    সo oo বo oo দিo oo জেo oo

॥ রাগ-ভৈরব । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ মেরো মালা সুমারানা করত, আল্লাহ্ হে আল্লাহ্ ।
অন্তরাঃ জিনা কে নাম জাপুসু, সকল সফল হোতা কাজ ।

স্থায়ীঃ

  ১১   ১২   +   ২
]] [ন]দা -া পা -া । -গা -া -মা -গমপমা । [ম]ঋা -া -া -া । সা -া -া -া [
  মে o রো o   o o o oooo   মা o o o   না o o o
  ৩   ৪   ৫   ৬
[সা ঋা গা মগা । পা -া -া -গমা । [ন]দা -া -া -া । পা -া -া -া [
  সু মা রা নাo   ক o o oo   র o o o   ত o o o
  ৭   ৮   ৯   ১০
[দা দা -পমা -া । [ম]পা -া -[ম]গা -া । গা -া মা গমপমা । [গ]ঋা -া -সা -া ॥
  আ ল্ oo o   লা o o o   হে o আ ল্ooo   লা o o o

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২

[I মা -া মা -া । [গম]দা -[ন]দ -না -া । র্সা -া র্সা র্সা । না -া -র্সনা -র্সর্ঋর্সা I

জি ০ না ০ কে ০ ০ ০ না ০ ম জা পু ০ ০০ ০০০

৩ ৪ ৫ ৬

I [ন]দা -া -া -া । -পা -া -া -া । পা -া দা -া । [প]মা -া -া -া I

সু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স ০ ক ০ ল ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০

I মা -া পা -া । [ম]গা -া -া -া । গা -া -মা গমপমা । [গ]ঋা -া সা -া II

স ০ ফ ০ ল ০ ০ ০ হো ০ ০ তা০০০ কা ০ জ ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সন্দন্ সঋসন্ দন্সগা মগঋসা । মগমদা নদপমা গমদনা র্সনদপা ।
মগমদা নর্সদনা র্সর্গর্মর্গা র্ঋর্সনদা । পমগমা পদনর্সা নদপমা গঋসসা ।

২। গমদদা পমগমা দপমপা গমপদা । র্সনদনা পদনর্সা র্গর্ঋর্সর্ঋা নর্সর্ঋর্সা ।
নদপদা র্সনদপা গমদপা মপগমা । ঋগমগা মগঋগা সঋগঋা মগঋসা ।

রাগ-ভৈরবী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-ভৈরবী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, জ্ঞা, দা, ণা কোমল
জাতি-সম্পূর্ণ- সম্পূর্ণ	ও বাকী সব স্বর শুদ্ধ ।
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	সময়-প্রাতঃকাল
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	আরোহী-সা, ঋা, জ্ঞা, মা, পা, দা, ণা, র্সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	অবরোহী-র্সা, ণা, দা, পা, মা, জ্ঞা, ঋা,সা ।
প্রকৃতি-চঞ্চল	পকড়- মা জ্ঞা, সা ঋা সা দ্া ণ্া সা ।
ন্যাসস্বর-সা, জ্ঞা মা ও পা ।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, জ্ঞা, ঋা, সা, দ্া, ণ্সা, ণ্া, সা ঋসা, জ্ঞা মা, সা, ঋা, জ্ঞা মা, পা দা, পা, জ্ঞা, মা, জ্ঞা ঋা সা ।

২। সা, জ্ঞা, মা, পা, মা, জ্ঞমা, সজ্ঞা, মপা, জ্ঞমা, ঋা, জ্ঞমা, পদা, মপা, জ্ঞমা, পা, দা পা মা, জ্ঞা ঋা সা ।

৩। জ্ঞা, মা, পা, মা, সা, ঋা জ্ঞা, মা ঋা, জ্ঞা, মা দা, পা, দা, পা, মা পা জ্ঞা মা, জ্ঞা, সা ঋা মা, সা, ঋা জ্ঞা, ঋজ্ঞমা, পমা, জ্ঞমা, পমা, জ্ঞা ঋা সা ।

৪। জ্ঞা, মা, দা, ণর্সা, র্জ্ঞর্ঋা, র্মর্জ্ঞা র্ঋর্সা, ণর্সা, দণা, পদা, মপা, জ্ঞমা, দা, ণদা, জ্ঞমপা, জ্ঞমা, সজ্ঞা, মদপা, জ্ঞা, মা, পমা, জ্ঞঋসা ।

॥ রাগ-ভৈরবী । সার্গামগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II ণ্‌া সা জ্ঞা মা । পা দা পা -া । ণা দা পা পা । মা জ্ঞা ঋা সা I

I দা দা পা দা । র্সা ণা দা পা । সা ঋা জ্ঞা মা । সা ঋা সা -া II

অন্তরাঃ

II মা পা ণা দা । ণা র্সা র্ঋা র্ঋা । র্সা র্সা র্জ্ঞা র্ঋা । র্সা র্ঋা র্সা -া I

I র্সা ণা দা পা । মা জ্ঞা দা পা । মা পা মা জ্ঞা । সা ঋা সা -া II

॥ রাগ-ভৈরবী । লক্ষণগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ সব জন ভৈরবী ঠাট গাবত জী, রেগাধানী কোমল, মধ্যম শুদ্ধ কর ।
অন্তরাঃ প্রাত সময় ভক্তি রসো মনোহর, ভৈরবী রাগিনী মানত সব জন ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II মা মা পা মা । জ্ঞা -া ঋা ঋা । সা -া দ্‌া ণ্‌া । সা ঋা সা -া I
স ব জ ন ভৈ ০ র বী ঠা ০ ট গা ব ত জী ০

I -া মা মা মা । দা -দা পা পা । ণা -া দা পা । মা জ্ঞা ঋা সা II
০ রে গা ধা নি ০ কো মল ম ০ ধ্য ম শু দ্ধ ক র

অন্তরাঃ

II -া মা মা পা । দা -া ণা দা । র্সা -া র্সা র্সা । ণা -র্ঋা র্সা র্সা I
০ প্রা ত স ম য় ভ ক্তি র ০ সো ম নো ০ হ র

I র্জ্ঞা -া র্ঋা র্সা । ণা দা পা -মা । ণা -া দা মা । ঋা জ্ঞা সা সা II
ভৈ ০ র বী রা গি নী ০ মা ০ ন ত স ব জ ন

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সঋা জ্ঞমা পদা ণর্সা । ণদা পমা জ্ঞঋা সা ।

২ । ণণা দণা দপা মপা । জ্ঞমা দপা মজ্ঞা ঋসা ।

৩ । জ্ঞমা পদা ণর্সা দণা । র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা ।

৪ । পদা ণর্সা র্ঋর্জ্ঞা র্ঋর্সা । ণদা পমা জ্ঞঋা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সঋা জ্ঞজ্ঞা মজ্ঞা ঋসা । জ্ঞমা পপা দপা মপা । পদা ণণা র্সণা দণা । র্সণা দপা মজ্ঞা সা ।

২ । পদা মপা র্সণা র্ঋর্সা । র্জ্ঞর্ঋা র্সর্ঋা র্সণা দপা । মপা ণদা র্সণা দপা । মপা দপা মজ্ঞা ঋসা ।

॥ রাগ-ভৈরবী । খেয়াল । তাল- ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ কৈসী য়ে ভলাই রে কন্‌হাই পনিয়াঁ ভরত,
মোরি গাগরি গিরাই করকেল রাই ।
অন্তরাঃ সনদ কহে এসো টীট ভয়ো কন্‌হাই
কা করুঁ মাই নহি মানত কন্‌হাই করকেল রাই ।

স্থায়ীঃ

১ + ৩ ০
II ণ্‌া সা জ্ঞা মা । দা -া দা পা । -া দা পা পা । মা পা মা দা I
কৈ সী য়ে ভ লা ০ ই রে ০ কন্‌ হা ই প নি য়াঁ ভ

I পা মা জ্ঞা ঋা । জ্ঞা পা দা ণা । দা পা জ্ঞা মা । জ্ঞা ঋা সা সা II
র ত মো রি গা গ রি গি রা ই ক র কে ল রা ই

অন্তরাঃ

০ ১ + ৩
II দা মা দা ণা । র্সা -া র্সা ণা । র্সর্ঋা -র্জ্ঞা র্ঋা র্জ্ঞা । র্সা র্ঋা র্সা র্সা I
স ন দ ক হে ০ এ সো টী০ ০ ট ভ য়ো কন্‌ হা ই

I দা -া দা দা । পা জ্ঞা জ্ঞা ঋা । জ্ঞা পা দা ণা । দা পা জ্ঞা মা I
কা ০ ক রু মা ই ন হিঁ মা ন ত কন্‌ হা ই ক র

জ্ঞা ঋা সা সা II
কে ল রা ই

তানঃ ৮ মাত্রার
১ । সঋা জ্ঞমা ঋজ্ঞা মপা । দপা মপা মজ্ঞা ঋসা ।
২ । পদা ণর্সা মপা দণা । র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা ।
৩ । দপা ণদা র্সণা র্ঋর্সা । ণদা পমা জ্ঞঋা সা ।
৪ । ণর্সা র্ঋর্সা দণা র্সণা । মপা দপা মজ্ঞা ঋসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার
১ । ণ্‌সা জ্ঞমা পদা পমা । জ্ঞমা দণা র্সণা দপা । মপা দপা মজ্ঞা ঋসা ।
২ । সঋা জ্ঞমা পদা ণদা । র্সণা র্ঋর্সা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্ঋর্সা । ণদা পমা জ্ঞঋা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার
১ । সঋা জ্ঞমা সঋা জ্ঞঋা । জ্ঞমা পদা জ্ঞমা পমা ।
পদা ণর্সা পদা ণদা । র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা ।
২ । র্সর্জ্ঞা র্ঋর্সা ণর্ঋা র্সণা । দর্সা ণদা পণা দপা ।
মদা পমা জ্ঞপা মজ্ঞা । ঋমা জ্ঞঋা সজ্ঞা ঋসা ।

বোল তানঃ

	৩							
১।	জ্ঞমা	দণা	দপা	মপা ।	ণদা	পমা	জ্ঞঋা	সা।
	ক০	০ন্	হা০	০০	ই০	০০	০০	০
	৩							
২।	সজ্ঞা	মপা	মজ্ঞা	ঋসা ।	জ্ঞমা	-দণা	র্সণা	দপা ।
	কৈ০	সী০	য়ে০	ভ০	লা০	০০	ই০	রে০
	র্জ্ঞর্ঋা	র্সণা	দণা	র্সর্ঋা ।	র্সণা	দপা	মজ্ঞা	ঋসা।
	ক০	০ন্	হা০	০০	ই০	০০	০০	০০

॥ রাগ- ভৈরবী । তারানা । তাল-একতাল ॥

স্থায়ীঃ দিম্ তানা নানা দিম্‌তা দেরে, দিম্‌তা দেরে দিম্‌তা দেরে ।
অন্তরাঃ ওদিয়ানা দেরে দানা দেরে নানা দেরে নানা,
দিম্ তানা দিম্ দিম্ তানা দেরে ।

স্থায়ীঃ

	+			৩			০			১			
II	পা	পা	মা ।	মা	পা	পা ।	ঋা	সা	সা ।	-া	জ্ঞা	মা ।	
	দি	ম্	তা	না	না	না	দি	ম্	তা	০	দে	রে	
I	পা	পা	পা ।	-া	দা	দা ।	ঋা	ঋা	সা ।	-া	জ্ঞা	মা	II
	দি	ম্	তা	০	গে	রে	দি	ম্	তা	০	দে	রে	

অন্তরাঃ

II	জ্ঞা	মা	দা ।	ণা	র্সা	ণা ।	র্ঋা	র্সা	-া ।	-া	-া	-া	I
	ও	দি	য়া	না	দে	রে	দা	না	০	০	০	০	
I	দা	ণা	র্সা ।	র্জ্ঞা	র্ঋা	সা ।	ণা	র্সা	-া ।	-া	-া	-া	I
	দে	রে	না	না	দে	রে	না	না	০	০	০	০	
I	র্সা	র্ঋা	ণা ।	র্সা	দা	ণা ।	পা	দা	মা ।	পা	জ্ঞা	মা	II
	দি	ম্	তা	না	দি	ম্	দি	ম্	তা	না	দে	রে	

রাগ-কাফী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কাফী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, ণা, কোমল ও বাকী সব
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	শুদ্ধ স্বর। বিবাদীস্বররূপে কদাচিৎ 'না' ব্যবহার হয়।
বাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	আরোহী- সা রা, জ্ঞা, মা, পা, ধা, ণা, র্সা।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	অবরোহী- র্সা, ণা, ধা, পা, মা, জ্ঞা, রা, সা।
প্রকৃতি- চঞ্চল	পকড়- সসা, ররা, জ্ঞজ্ঞা, মমা, পা।
ন্যাস স্বর- সা, রা, জ্ঞা পা।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রা, সা রজ্ঞা, রসা-, ণ্সা, জ্ঞা, রা, মজ্ঞা, রমজ্ঞরা, সরন্সা।

২। সা, জ্ঞা, মজ্ঞরা, রমজ্ঞা, মপধপা, জ্ঞরা, জ্ঞজ্ঞা, মমা, পা-, ধণা, পধা মপা, জ্ঞরা সা।

৩। সা, রজ্ঞা, মা মা পা-, রা, মা, পধণা, ধণা ধা, পা, মপা, জ্ঞা, মপা জ্ঞরা, রপা, মপা, জ্ঞরা, রমা পধা, মপা, জ্ঞরা জ্ঞরা জ্ঞরা, সরা, ণ্সা।

৪। মা, পা, ধণা ধর্সা, নর্সর্রা, র্সর্রর্জ্ঞা, র্রর্জ্ঞর্রর্সা র্রর্মর্জ্ঞা, র্সর্রর্সা, ণা, ধপা, মপা, ধণা, র্সণা ধপা, ধণা পধা মপা, জ্ঞরা ণ্সা।

৫। গমপা, মপধণা ধপা, পধনর্সা, র্রর্সা ণধপা, র্রর্জ্ঞা র্রর্সা, ণধপা, মজ্ঞা রসা।

॥ রাগ-কাফী। সার্গামগীত। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

```
  ০                ১                 +                ৩
।। রা  জ্ঞা  সা  রা ।পা  -া,  ণা  ধা ।পা  -া,  মা  পা ।জ্ঞা  রা  সা  -া ।
। ণা  ধা  পা  ধা ।মা  পা  ণা  ধা ।র্সা  ণা  ধা  পা ।মা  জ্ঞা  রা  সা ।।
```

অন্তরাঃ

```
।। মা  পা  ধা  ণা ।র্সা  ণা  র্সা  -া ।র্রা  র্জ্ঞা  র্রা  র্সা ।র্রা  ণা  র্সা  -া ।
। ণা  ধা  পা  মা ।ধা  পা  মা  জ্ঞা ।পা  মা  জ্ঞা  রা ।সা  ণ্া  সা  -া ।।
```

॥ রাগ-কাফী। লক্ষণগীত। তাল-একতাল ॥

স্থায়ীঃ গুনী গাবত কাফী রাগ খরহর প্রিয় মেল জনিত,
কোমল গা নি উজ্জ্বল পর সুর পঞ্চম বাদী সাধ।

অন্তরাঃ সরল স্বরূপ সুনাবত, মানত সব সুধ অবিকল,
আশ্রয় রাগ চতুর কহত।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II -া -া -া | -া -া -া | পধা মপা [ম]জ্ঞা | -া রসা রা I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ও০ গী০ গা ০ ব০ ত

I [ম]জ্ঞা -া মা | পা -া পা | [ন]র্সা [স]র্রা র্সা | ণা ধা পা I

কা ০ ফী রা ০ গ খ র হ র প্রি য়

I [ম]জ্ঞা -া রা | সা রা সা | সা -সা রা | রা জ্ঞা জ্ঞা I

মে ০ ল জ নি ত কো ০ ম ল গা নি

I মা -মা পা | পা ধা ধা | না র্সা নর্সা | র্রা র্সা ণা I

উ ০ জ্জ্ব ল পা র সু র প০ ন্ চ ম

I ধা -া মা | পা -ধা পা II

বা ০ দী সা ০ ধ

অন্তরাঃ

II -া -া -া | -া -া -া | সা মা মা | মা ণা -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ স র ল স রু ০

I র্সা না র্সা | -া র্সা র্সা | না -র্সা র্রা | র্জ্ঞা র্রা র্সা I

প সু না ০ ব ত মা ০ ন ত স ব

I র্রা র্সা র্রা | ণা র্সা র্সা | র্সা -া ণা | ধা মা পা I

সু ধা অ বি ক ল আ ০ শ্র য় রা গ

I [ম]জ্ঞা জ্ঞা রা | সা রা সা II

চ তু র ক হ ত

তানঃ ৬ মাত্রার

১। সরা জ্ঞমা পধা । পমা জ্ঞরা সরা।

২। জ্ঞমা পধা ণধা । পমা জ্ঞরা সরা।

৩। পধা ণর্সা ণধা । পমা জ্ঞরা সরা।

গুণী গাবত--- (১২ মাত্রার তান)

১। সরা জ্ঞমা পধা । ণর্সা ণধা পমা । জ্ঞমা পধা ণধা । পমা জ্ঞরা সরা।

গুণী গা---- (২৬ মাত্রার তান)

১। সরা জ্ঞমা জ্ঞরা । সরা জ্ঞমা পধা । পমা জ্ঞরা সরা । জ্ঞমা পধা ণধা ।
পমা জ্ঞরা সরা । জ্ঞমা পধা ণর্সা । ণধা পমা জ্ঞমা । পধা ণধা পমা । জ্ঞরা সরা।

- গুণী গাবত --- বলে সবগুলো তান এক সাথে করে শেষে ("জ্ঞা সরা জ্ঞা সরা") যোগ করে গাইতে হবে।

॥ রাগ-কাফী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ গুরু বিনা ক্যায়সে গা গুণ তাকো, জগমে জীন কো মায়া ভরি হ্যায় ।
অন্তরাঃ বিনা গুরু জ্ঞান মুক্তি নাহি হোবে, সুমিরণ কর গুরু নাম কো হ্যায় ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II রা জ্ঞা সা রা । মা মা পা -া । পধা -ণধা মা পা । জ্ঞা -া রা -া I
গু রু বি না ক্যা য় সে ০ গা০ ০০ গু ণ তা ০ কো ০

I পা ধা র্সণা -র্সা । ণা ধা পা -া । রা -মা পধা -ণর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা II
জ গ মে০ ০ জী ন কো ০ মা ০ য়া০ ০০ ভ০ রি০ হ্যা০য়

অন্তরাঃ

II মা মা পা ধা । র্সা -া র্সা র্রা । র্জ্ঞা র্রা র্সা র্রা । র্সণা -া ধা -পা I
বি না গু রু জ্ঞা ০ ন মু ক্ তি না হি হো ০ বে ০

I র্সা র্রা ণা র্সা । ধা ণা ধা পা । রা -মা পধা -ণর্সা । ণধা -পমা জ্ঞরা সা II
সু মি র ণ ক র গু রু না ০ ম০ ০০ কো০ ০০ হ্যা০ য়

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । রমা পণা ধপা মপা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
২ । পধা ণর্সা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা ।
৩ । র্সণা ধপা ধণা র্সর্রা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
৪ । র্সর্রা র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা । মপা ধপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । জ্ঞজ্ঞা রসা ণণা ধপা । র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা ণর্সা র্রর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা ।
২ । মপা ধণা পধা ণর্সা । ধণা র্সর্রা র্জ্ঞর্রা র্সণা । ধপা মপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সরা জ্ঞমা পমা জ্ঞমা । ধপা ণধা র্সণা র্রর্সা । ণধা পমা ধপা মজ্ঞা । পমা জ্ঞরা মজ্ঞা রসা ।
২ । মমা পধা পপা ধণা । ধধা ণর্সা ণণা র্সর্রা । র্সর্সা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা ণর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা ।

বোল তানঃ

+
১ । মপা ধণা র্সণা ধপা । জ্ঞমা পমা জ্ঞরা সসা ।
গাo oo গুo ণo তাo oo কোo oo
o
২ । মজ্ঞা রসা ণ্সা রসা । পধা মপা মজ্ঞা রসা ।
গুo রুo বিo নাo ক্যাo oয় সেo oo
র্সর্রা ণর্সা পধা মপা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
গাo oo গুo oণ তাo oo কোo oo

॥ রাগ-কাফী । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ তা নুমতা দিরি দানি তদারেতা দ্রেনা না,
ওদেরেনা দিয়া দেরে দ্রিম তানা দ্রেগেনা ।
অন্তরাঃ তানা দেরতা দিয়া দেরতা তুম দ্রিগী দেরেনা
তা দের দের দ্রিগী দ্রিমী ওতা নানা ওতা না ।

স্থায়ীঃ

o ১ + ৩
II পা মা জ্ঞা মা । পা ণা ধা পা । পা ধা ণা ধা । ণা ণা র্সা -া I
তা নু ম তা দি রি দা নি ত দা রে তা দ্রে না না o

I ণা ণা ধা পা । পা ধা মা পা । রা রা রা জ্ঞা । রা রা সা -া II
ও দে রে না দি য়া দে রে দ্রি ম তা না দ্রে গে না o

অন্তরাঃ

II মা মা পা পা । ণা ণা ধা ধণা । র্সা র্সা র্সা র্সা । ণা র্রা র্সা -া I
তা না দের তা দি য়া দে রতা তু ম দ্রি গী দ্রে রে না o

I র্সা -র্রজ্ঞা র্রা র্সা । ণা ণা ধা পা । রা জ্ঞা রা সা । রা ণা সা -া II
তা oo দের দের দ্রি গী দ্রি মী ও তা না না ও তা না o

রাগ-আসাবরী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- আসাবরী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, দা,ণা, কোমল ও বাকী
জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	সব শুদ্ধ স্বর । আরোহীতে জ্ঞা, ণা, বর্জিত ।
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	সময়- দিবা দ্বিতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর- গান্ধার (গা)	আরোহী- সা, রা, মা, পা, দা, র্সা ।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবরোহী- র্সা, ণা, দা, পা, মা, জ্ঞা, রা, সা ।
প্রকৃতি- শান্ত ও গম্ভীর	পকড়- রা মা পা, ণা দা পা ।
ন্যাস স্বর- সা জ্ঞা পা দা	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রসা, ণ্সরা, ণ্া, দ্া, প্া, দ্া, সরজ্ঞা, রসা।

২। সা, ণ্দ্সা, দ্ণ্দ্া, প্া, ম্প্া, দ্া, সা, রমা, পা-, মপা, জ্ঞরা, সরা, মপা, মজ্ঞরসা।

৩। মজ্ঞা, রমপা, সরা মরা, সরা মপা, রমপা, দদা, পা, মপদপা, মা, পজ্ঞরসা।

৪। সা রা মা, রা, সা রা মা পা, রমপদা, মপদপা, মপদণা, দপা, মপা দর্সা ণা দা র্সা-,
র্রা, র্সা, র্জ্ঞর্রর্সা-, ণা র্সা র্রা-, ণদপা, মজ্ঞা রসা।

॥ রাগ-আসাবরী। সার্গামগীত। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
॥ রা মা পা ণা । দা দা পা পা । মা পা দা পা । জ্ঞা জ্ঞা রা সা ।
। রা সা দ্া প্া । ম্া প্া দ্া সা । রা মা পা দা । জ্ঞা জ্ঞা রা সা ॥

অন্তরাঃ

॥ মা পা দা দা । র্সা -া র্রা র্সা । দা দা র্সা র্জ্ঞা । র্রা র্সা দা পা ।
। পা র্জ্ঞা র্রা র্সা । র্রা র্সা দা পা । মা পা দা পা । জ্ঞা জ্ঞা রা সা ॥

॥ রাগ-আসাবরী। লক্ষণগীত। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ কান্‌হা মোহে আসাবরী রাগ সুনায়ে,
গা নি কো আরোহণ মে ছুপায়ে।
সা রে মা রে মা পা ধা পা ধা গা রে সা রে নি ধা পা।

অন্তরাঃ ধৈবত বাদী, গা সমবাদী মধ্যম সুর গ্রহ,
ন্যাস সাসু পঞ্চম অবরোহণ সম্পূরণ দেখাবত।
সা রে মা রে মা পা ধা পা ধা গা রে সা রে নি ধা পা।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
॥ [দ]মা পর্সা [ণ]দা পা । দা মা পদা মপা । জ্ঞা -া রা সা । [ম]রা -মা পা -া ।
কান্ হা০ মো হে আ সা ব০ রী০ রা ০ গ সু না ০ য়ে ০

। দা দা দা -া । ণা -দা পা-দমা । মা পা পদা মপা । [ম]জ্ঞা -া -রা সা ।
গা নি কো০ আ ০ রো ০০ হ ণ মে০ ছু০ পা ০ ০ য়ে

। সা রা মা রা । মা পা দা পা । দা র্জ্ঞা র্রা র্সা । র্রা ণা দা পা ॥
সা রে মা রে মা পা ধা পা ধা গা রে সা রে নি ধা পা

অন্তরাঃ

[| মা -া পা পা ।দা -া ণদা -া ।র্সা -া র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া |
ধৈ ০ ব ত বা ০ দী ০ গা ০ স ম বা ০ দী ০

| দা -া দা দা ।র্সা র্সা র্সা র্সা ।র্সর্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা । র্ণসা র্রণা দা পা |
ম ০ ধ্য ম সু র গ্র হ ন্যা০ ০ স সম প নু০ চ ম

| মা পা র্সা -া ।দা পা পদা মপা ।জ্ঞা জ্ঞা রা সা ।রা -া সা -া |
অ ব রো ০ হ ণ স০ ম০ পু র ণ দে খা ০ ব ত

| সা রা মা রা ।মা পা দা পা ।দা র্জ্ঞা র্রা র্সা ।র্রা ণা দা পা ||
সা রে মা রে মা পা ধা পা ধা গা রে সা রে নি ধা পা

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সরা মরা মপা দপা ।ণণা দপা মজ্ঞা রসা ।
২ । সরা মপা দপা দপা ।ণদা পমা জ্ঞরা সা ।
৩ । মপা দপা ণদা পদা ।র্সণা দপা মজ্ঞা রসা ।
৪ । মপা দর্সা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা ।ণণা দপা মজ্ঞা ঋসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সরা মরা মপা মপা ।দপা দর্সা দর্সা র্রর্সা ।র্রর্মা র্জ্ঞর্রা র্সণা দপা ।মপা দপা মজ্ঞা রসা ।
২ । রমা জ্ঞরা মদা পমা ।পণা দপা র্সর্রা র্সণা ।র্রর্মা র্জ্ঞর্রা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ।ণদা পমা জ্ঞরা সা ।

॥ রাগ-আসাবরী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ আঁখিয়া লাগী রহত নিসদিন, প্যারে তিহারে দেখন কাঁহি ।

অন্তরাঃ ঘরি পল ছিন মোহে জুগসী বীতত, নিসদিন চটপটে লাগ রহত মহি ।

স্থায়ীঃ

১ + ৩ ০
|| রা মা পা-র্সা ।দা -া পা -া । দা মা পদা মপা ।জ্ঞা -া রা সা |
আঁ খি য়া ০ লা ০ গী ০ র হ ত০ নি০ স ০ দি ন

| রা -সা সা রা ।দা -পা সা -া ।রা -মা পদা মপা ।জ্ঞা -া রা -সা ||
প্যা ০ রে তি হা ০ রে ০ দে ০ খ০ ন০ কাঁ ০ হি ০

অন্তরাঃ

|| মা পা দা দা ।র্সা র্সা র্সা র্সা ।র্রা র্রর্জ্ঞা র্রা -র্সা ।র্রা -ণা দা পা |
ঘ রি প ল ছি ন মো হে জু গ০ সী ০ বী ০ ত ত

| পা র্জ্ঞা র্রা র্সা ।র্রা র্সা দা পা ।দা -মা পদা মপা ।জ্ঞা জ্ঞা রা সা ||
নি স দি ন চ ট প টে লা ০ গ০ র০ হ ত ম হিঁ

তানঃ ৮ মাত্রার

১। রমা পণা দপা মপা । র্সণা দপা মজ্ঞা রসা ।
২। পপা দপা র্সণা র্রর্সা । ণদা পমা জ্ঞরা সা ।
৩। র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ণদা পমা । দপা মপা মজ্ঞা রসা ।
৪। র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা জ্ঞজ্ঞা রসা । র্সণা দপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। জ্ঞরা সরা সরা মপা । মজ্ঞা রমা রমা পদা । র্সণা দপা মজ্ঞা রসা ।
২। র্সর্সা ণদা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা । ণদা পদা র্সণা দপা । মপা দপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সরা মমা রমা পপা । মপা দদা পদা র্সা । র্জ্ঞর্রা র্সর্রা র্সণা দপা । ণণা দপা মজ্ঞা রসা ।
২। র্জ্ঞর্রা র্সর্রা র্সা র্সা । জ্ঞরা সরা সা সা । সরা মপা দা সরা । মপা দা মপা দা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সা রমা পা রা । মপা দা মা পদা । র্সা পা দর্সা র্রা ।
দা র্সর্রা র্মর্জ্ঞা র্রর্সা । ণদা পমা গরা সা । রমা পদা মপা র্সা ।

বোলতানঃ

৩
১। রমা পদা মপা দর্সা । ণদা পমা জ্ঞরা সসা ।
রo হo তo নিo সo oo দিo নo
১
২। মজ্ঞা রসা রমা পদা । র্সণা দপা মপা দর্সা ।
আঁo খিo য়াo oo লাo oo গীo oo
র্জ্ঞর্রা র্সর্রা র্সণা দপা । মপা দপা মজ্ঞা রসা ।
রo হo তo নিo সo oo দিo নo

॥ রাগ-আসাবরী । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ দ্রিম তানা দেরে নানা দিয়া দেরে দেরে না
তদা রেতা রেতা রেনা তা দ্রিমতা না না না ।
অন্তরাঃ দেরে দ্রেতা দ্রেনা তেরে তুম তানা না না না
দিয়া তেরে দ্রেনা তেরে তানা না না না না না ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II পা মা পা র্সা । ণা দা পা দা । মা পা জ্ঞা রা । মা মা পা -া I

ত্রি ম তা না দে রে না না দি য়া দে রে দে রে না ০

I সা সা রা রা । মা মা পা পা । দা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । রা রা সা -া II

ত দা রে তা রে তা রে না তা দ্রি ম তা না না না ০

অন্তরাঃ

II মা মা পা পা । ণা দা দা দা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্জ্ঞা র্রা র্সা -া I

দে রে দ্রে তা দ্রে না তে রে তু ম তা না না না না ০

I পা র্রা র্সা র্রা । ণা র্সা দা পা । রা মা পা পা । জ্ঞা রা সা -া II

দি য়া তে রে দ্রে না তে রে তা না না না না না না ০

॥ রাগ-আসাবরী । খেয়াল । তাল-একতাল(বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ কারি করূঁ মৈঁ এক পল ন মানে জিয়রা পিয়া বিন আজ অব মৈ ।

অন্তরাঃ দিনর্তে রৈন ভই রৈনর্তে দিন রাহত কতহুঁ উনকে অবনকী

কাসে কহুঁ অপনে জীয়াকী অব ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২

II রা -মা -পা -া । পদা -মা -পা ণা । দা -া পা -া । রা -মা পদা -মপা I

কা ০ ০ ০ রি০ ০ ০ ক রূঁ ০ মৈঁ ০ এ ০ ক০ ০০

৩ ৪ ৫ ৬

I জ্ঞা -া রা -মা । পা পা -দা মা । পা -া দপা -মপা । জ্ঞা -া -রা -সা I

প ০ ল ০ ন মা ০ নে জি ০ য়০ ০০ রা ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০

I রা -ণ্া দ্া -সা । রা -মা পা -া । দা -পা মপদা -মপা । জ্ঞা জ্ঞা রা -সা II

পি ০ য়া ০ বি ০ ন ০ আ ০ জ০০ ০০ অ ব মৈঁ ০

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২

]] মা মা পা -া । দা -মা -পা পদা । র্সা -া র্সা -া । র্রা ণা র্সা র্সা ।

দি ন তেঁ ০ রৈ ০ ন ভ০ ই ০ রৈ ০ ন তে দি ন

৩ ৪ ৫ ৬

। দা -া দা দা । র্সা র্সা র্সা -া । র্সর্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা । র্রা ণা দা -পা ।

রা ০ হ ত ক হ হুঁ ০ উ০ ন কে অ ব ন কী ০

৭ ৮ ৯ ১০

। পা -র্জ্ঞা র্রা র্সা । র্রা -র্সা দা পা । মা -পা দদা পমপা । জ্ঞা -া রা সা]]

কা ০ সে ক হুঁ ০ অ প নে ০ জী০ য়া০০ কী ০ অ ব

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সরজ্ঞরা সরমজ্ঞা রসরমা পণদপা ।মপদর্সা ণদপমা জ্ঞরস-া সরসরা ।
মপরমা রমপদা মপমপা দর্সপধা । পদর্সর্রা র্মর্জ্ঞর্রর্সা ণদপমা জ্ঞরসা-া ।

২। দপদপা মপদপা পমর্সণা দপমজ্ঞা । রসণ্দ্‌া দ্‌সরমা পদমপা মজ্ঞরসা ।
র্সণদপা মপদর্সা র্রর্জ্ঞর্রর্মা র্জ্ঞর্রর্সণা । দপমপা দর্সণদা র্সণদপা মজ্ঞরসা ।

রাগ-খাম্বাজ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- খাম্বাজ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় ণা, না ও বাকী সব স্বর
জাতি- খাড়ব-সম্পূর্ণ	শুদ্ধ ব্যবহার হয় । আরোহীতে শুদ্ধ 'না' ও
বাদীস্বর- গান্ধার (গা)	অবরোহীতে কোমল'ণা',আরোহীতে 'রা' বর্জিত ।
সমবাদীস্বর- নিষাদ (না)	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	আরোহী- সা, গা, মা, পা, ধা, না র্সা ।
প্রকৃতি- চঞ্চল	অবরোহী- র্সা, ণা, ধা, পা, মা, গা, রা, সা ।
ন্যাস স্বর- সা গা পা ধা ও না	পকড়- ণা ধা, মা পা ধা, মা গা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। ন্‌া, সা, গা, মগা, পা-, মগা, গমগা, মপা, ধপা, মগা, ধা, গমা, গরসা ।

২। গা, মণা, ধা, মপধমগা, সগমপা, গমগধা, মগা, ণধা, মপমগা, মগরসা ।

৩। গা গা, মগা রসা, পা মা গা, মা গা রা সা, গা মা পা ধা, মপা ধনা, র্সণধপা, ণধপমা ধা, মগা, ধণা, পধনর্সা, ণপমা গা রা সা ।

৪। মগা মপা, সগমপা, ধপা, ধণা, ধপা, গমপধনর্সা, র্গর্রর্সা, র্সণা ধণা, পধা র্সণা মপধা, মগা, র্গর্মর্গর্রা, র্সণা ধপা, মগা, রসা ।

॥ রাগ-খাম্বাজ। সার্গামগীত। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II সা গা মা পা । গা মা পা ধা । র্সা -া ণা ধা । পা মা গা -া I

I গা মা পা ধা । না র্সা ণা ধা । মা পা ধা গা । মা গা রা সা II

অন্তরাঃ

II গা মা ধা না । র্সা না র্সা -া । পা না র্সা র্রা । না র্সা ণা ধা I

I মা গা মা ণা । ধা না র্সা র্সা । ণা ধা মা পা । ধা গা -া মা II

॥ রাগ-খাম্বাজ। লক্ষণগীত। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ বাজে বীণা সুন সখি খাম্বাজ রাগ, নিষাদ কোমল জান জনক রাগ।
অন্তরাঃ গান্ধার বাদী বাজে সমবাদী নিষাদ, রজনী দ্বিতীয়ে সোভে সুরত লাগ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II সা গা মা পা । না র্সা ণা ধপা । গা মা পা মা । গা -রা সা -া
বা জে বী ণা সু ন স খি০ খা ম্ বা জ রা ০ গ ০

I ন্া সা গা মা । পা ণা ধা পা । মা -গা মা পা । গা -রা সা -া II
নি ষা দ কো ম ল জা ন জ ০ ন ক রা ০ গ ০

অন্তরাঃ

II গা -মা পা ণা । ধা পা না না । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্রা -না র্সা র্সা I
গা ০ ন্ধা র বা দী বা জে স ম বা দী নি ০ ষা দ

I না র্সা র্রা র্সা । ণা ধা পা পা । গা -মা গা রা । সা -ন্া সা -া II
র জ নী দ্বি তী য়ে সো ভে সু ০ র ত লা ০ গ ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ন্সা গমা পধা নর্সা । ণধা পমা গরা সা।
২। গমা পধা নর্সা ণধা । ণণা ধপা মগা রসা।
৩। গগা রসা ন্সা গমা । ণণা ধপা মগা রসা।
৪। গমা ধনা র্সর্গা র্রর্সা । ণধা পমা গরা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ন্সা গগা সগা মমা । গমা পপা মপা ধধা । পধা ণণা ধনা র্সর্সা । ণধা পমা গরা সা।
২। মগা মপা গমা পধা । ণধা পধা পধা নর্সা । র্গর্রা র্সর্রা র্সণা ধপা । ধণা ধপা মগা রসা।

॥ রাগ-খাম্বাজ । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ নমন করুঁ মৈঁ সদ্‌গুরু চরণা, সব দুখ হরণা ভব নিস্তরণা ।
অন্তরাঃ শুদ্ধ ভাব ধর অন্তকরণা, সুর নর কিন্নর বন্দিত চরণা ।

স্থায়ীঃ

```
  ০                ১                  +                ৩
।। র্সা  র্সা  ণা  ণা  ।ধা -ণধা মা-গা  ।গা  মা  পা  ধা  ।র্সা  না  র্সা  -া ।
   ন   ম   ন   ক   রু ০  মৈঁ ০    স   দ্‌  গু  রু   চ   র   ণা  ০

। র্সা  র্সা  র্গা  র্মা  ।র্গা  র্গা  না -র্সা  ।না  না  র্সা  -া  ।না  র্সা  ণা -ধা ।।
   স   ব   দু   খ   হ   র   ণা ০    ভ   ব   নি  ০    স্ত   র   ণা  ০
```

অন্তরাঃ

```
।। গা -মা  ধা  না  ।-র্সা  না  র্সা  র্সা  ।না  -া  র্সা  -া  ।না  র্সা  ণা -ধা ।
   শু  ০   দ্ধ  ভা   ০   ব   ধ   র    অ   ০   ন্ত  ০    ক   র   ণা  ০

। র্সা  র্সা  র্গা  র্মা  ।র্গা  -া  না  র্সা  ।না  -া  র্সা  র্সা  ।না  র্সা  ণা -ধা ।।
   সু  র   ন   র   কি   ০  ন্ন   র    ব   ০  ন্দি  ত    চ   র  ণা  ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সগা মপা গমা পধা । র্সণা ধপা মগা রসা ।
২ । গমা পধা নর্সা র্গর্রা । র্সণা ধপা মগা রসা ।
৩ । পধা ণধা পধা নর্সা । পণা ধপা মগা রসা ।
৪ । র্সনা র্সর্রা র্সণা ধপা ।মপা ধপা মগা রসা ।
৫ । র্সর্গা র্রর্সা নর্সা ণধা । র্সণা ধপা মগা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ন্‌সা গমা পমা গমা । পধা ণধা পধা নর্সা । ণধা পমা গরা সা ।
২ । সগা রসা গপা মগা । মধা পমা র্সণা ধপা । র্গর্গা র্রর্সা গগা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । পপা ধপা র্সনা র্রর্সা । র্গর্গা র্রর্সা নর্সা ণধা । মপা ধপা ণণা ধপা । র্সণা ধপা মগা রসা ।
২ । সগা মগা মমা পপা । গমা পমা পপা ধধা ।পধা ণধা ননা র্সর্সা । ণধা পমা গরা সা ।

বোল তানঃ

	+								
১।	গমা	পধা	নর্সা	র্রর্সা	। ণধা	পমা	গরা	সসা	।
	সo	দo	গুo	রুo	চo	রo	ণীo	oo	
	o								
২।	সগা	মপা	মগা	রসা	। গমা	পধা	নর্সা	ণধা	।
	নo	মo	নo	oo	কo	oo	রুo	ম্যায়	
	পধা	নর্সা	র্গর্মা	র্গর্রা	। র্সণা	ধপা	মগা	রসা	।
	সo	oদ	গুo	রুo	চo	রo	পীo	oo	

॥ রাগ-খাম্বাজ । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ তা দের দের নিতা দেরে ওদেরে তা দেরে না
এরি তেরে রেরে নানা দিয়া দেরতা দ্রেনা না ।
অন্তরাঃ দিয়া দেরে দ্রেনা তানা তুম রেনা দেরে না
দ্রিগী দ্রিমী তদারেতা নানা দ্রেনা দ্রেনা না ।

স্থায়ীঃ

	o					১					+					৩			
‖	গা	গা	সা	সা	।	সা	রা	ন্‌া	সা	।	গা	মা	পা	ধা	।	ণা	ধা	পা	-া ।
	তা	দের	দে	র		নি	তা	দে	রে		ও	দে	রে	তা		দে	রে	না	o
।	পা	ধা	না	র্সা	।	ণা	ণা	ধা	পা	।	মা	গা	মা	পা	।	গা	রা	সা	-া ‖
	এ	রি	তে	রে		রে	রে	না	না		দি	য়া	দের	তা		দ্রে	না	না	o

অন্তরাঃ

‖	পা	ধা	মা	পা	।	না	র্সা	না	র্সা	।	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	।	না	র্রা	র্সা	-া ।
	দি	য়া	দে	রে		দ্রে	না	তা	না		তু	ম	রে	না		দে	রে	না	o
।	না	র্সা	ণা	ধা	।	পা	ধা	মা	পা	।	গা	মা	গা	রা	।	সা	ন্‌া	সা	-া ‖
	দ্রি	গী	দ্রি	মী		ত	দা	রে	তা		না	না	দ্রে	না		দ্রে	না	না	o

রাগ-পূরবী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- পূরবী জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ বাদীস্বর- গান্ধার (গা) সমবাদীস্বর-নিষাদ (না) অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ প্রকৃতি- গম্ভীর ন্যাস স্বর- সা গা পা ।	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা দা কোমল, উভয় মধ্যম (মা,হ্মা) ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর, আরোহী অবরোহীতে ৭টি স্বরই ব্যবহার হয় । সময়- দিবা চতুর্থ প্রহর আরোহী- সা ঋা গা হ্মা পা দা না র্সা । অবরোহী- র্সা না দা পা হ্মা গা মা গা ঋা সা । পকড়- ন্া, সা ঋা গা, মা গা হ্মা গা, ঋা গা, ঋা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, সন্া, ন্ঋগা, ঋগহ্মপা, হ্মগঋগা, ন্ঋগা, হ্মগঋসা ।

২ । ন্দ্না, গঋগমগা, ঋগহ্মপা, পদহ্মপা, গমগা, হ্মগঋগা, পহ্মগা, হ্মদহ্মগা,পহ্মগমগা, হ্মগঋগঋসা ।

৩ । ন্ঋগহ্মপা, গঋহ্মগপহ্মপা, পদহ্মপগমগা, ঋগহ্মদনদহ্মদপা, হ্মপগমগঋগা, ন্ঋগহ্মা, নদহ্মগঋসা ।

৪ । পহ্মগহ্মা, দনদর্সা, নর্সা, নর্ঋর্সা, নদনর্ঋর্সা, নর্ঋর্গর্ঋর্সা, নর্ঋর্সনদা, হ্মনদপহ্মা, পদপহ্মগা, ঋহ্মগঋসা ।

॥ রাগ-পূরবী । সার্গামগীত । তাল- ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

০				১				+				৩			
॥ ন্া	ঋা	গা	হ্মা	। পা	দা	পা	পা	। গা	মা	গা	ঋা	। সা	ঋা	সা	-া ।
। গা	ঋা	গা	হ্মা	। দা	পা	দা	না	। র্সা	না	দা	পা	। হ্মা	গা	ঋা	সা ॥

অন্তরাঃ

॥ গা	হ্মা	পা	দা	। না	র্ঋা	র্সা	-া	। না	দা	না	র্ঋা	। দা	না	র্সা	-া ।
। র্ঋা	র্গা	র্ঋা	র্ঋা	। না	র্ঋা	র্সা	-া	। না	দা	পা	হ্মা	। গা	ঋা	সা	-া ॥

॥ রাগ-পূরবী । লক্ষণগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ গাহে পিয়া ঠাট রাগ পূরবী সুন সবে, রে ধা কোমল ধর কড়ি মা যে হবে ।
অন্তরাঃ বাদী সমবাদী সুন গান্ধার নিষাদ, ভানু অন্ত সময় সুনত গুণী সবে ।

স্থায়ীঃ

```
   ০                  ১                    +                   ৩
II গা  হ্মা  পা পা  । গা  মা  গা  ঋা  । ন্া  ঋা  গা  -া   । ঋা  গা  ঋা  সা I
   গা  হে  পি য়া    ঠা  ট   রা  গ    পূ   র   বী  ০     সু   ন   স   বে

I  হ্মা  গা  ঋা গা  । হ্মা  গা  ঋা  -া  । দা  পা  হ্মা  গা   । ঋা  -া  সা  -া II
   রে  ধা  কোম     ল   ধ   র   ০    ক   ড়ি  মা  যে    হ   ০   বে  ০
```

অন্তরাঃ

```
II গা  হ্মা  দা দা  । র্সা  র্সা  না  র্সা  । র্সা  র্সা  র্সা  র্সা   । না -র্ঋা  র্সা  র্সা I
   বা  দী   স ম    বা  দী  শূ   ন    গা  ন্  ধা  র     নি  ০   বা  দ

I  না  র্ঋা  র্গা র্গা  । র্ঋা  -া  র্সা  র্সা  । র্সা  -না  দা  পা   । হ্মা  গা  ঋা  সা II
   ভা  নু   অ স্ত   স   ০   ম   য়    সু   ০   ন   ত     গু   ণী  স   বে
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ন্ঋা গহ্মা পদা নর্সা । নদা পহ্মা গঋা সা ।
২ । ন্ঋা গহ্মা পদা পহ্মা । গঋা গমা গঋা সা ।
৩ । গহ্মা দনা র্ঋর্গা র্ঋর্সা । নদা পহ্মা গঋা সা ।
৪ । নর্ঋা র্গর্ঋা র্সনা দপা । হ্মগা ঋগা মগা ঋসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । ন্ঋা গহ্মা গঋা গহ্মা । দদা পদা ননা দপা । হ্মদা নর্সা নদা পহ্মা । গঋা গমা গঋা সা ।
২ । গঋা হ্মগা দপা নদা । র্সনা র্ঋর্সা র্গর্ঋা র্সনা । দনা দপা হ্মপা দপা । নদা পহ্মা গঋা সা ।

॥ রাগ-পূরবী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ কাজর কারে অতি সুকুমারে, নৈন তিহারে লাগত প্যারে ।
অন্তরাঃ নিরখত লগত করত মন বসমে, চপল চম্প অনিয়ারে প্যারে ।

স্থায়ীঃ

```
   ১                   +                  ৩                    ০
II ন্া -ঋা  গা ঋগা  । পা  -া -া  পা  । পা  দা  হ্মা  পহ্মা  । গা -মা  গা  -া I
   কা  ০   জ র০    কা  ০  ০   রে   অ  তি  সু  কু০    মা  ০   রে  ০

I  হ্মা -ঋা  গা হ্মা  । হ্মা  -া গা  -া  । হ্মা  -ঋা গা  হ্মা  । গা  -ঋা  সা -া II
   নৈ  ০   ন তি    হা  ০ রে  ০    লা   ০ গ   ত     প্যা  ০   রে ০
```

অন্তরাঃ -

II ক্ষা ক্ষা গা গা । ক্ষা ক্ষা দা ক্ষদা । র্সা র্সা র্সা র্সা । না র্ঋা র্সা -া I
নি র খ ত ল গ ত ক০ র ত ম ন ব স মে ০

I না র্ঋা র্গা না I-র্ঋা না ক্ষা দা । ক্ষা -গা গা -ক্ষা । গা -ঋা সা -া II
চ প ল চ ম্ প অ নি য়া ০ রে ০ প্যা ০ রে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ন্ঋা গঋা গক্ষা গক্ষা । পদা পক্ষা গঋা সা ।
২ । ক্ষগা পক্ষা দপা নদা । র্সনা দপা ক্ষগা ঋসা ।
৩ । পক্ষা দপা নদা পক্ষা । গঋা গমা গঋা সা ।
৪ । র্গর্ঋা র্সনা র্ঋর্সা নর্সা । নদা পক্ষা গঋা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । গঋা সঋা গগা ক্ষক্ষা । ক্ষগা ঋগা ক্ষক্ষা পপা । দপা ক্ষগা মগা ঋসা ।
২ । দদা পক্ষা ননা দপা । র্সর্সা নদা র্গর্গা র্ঋর্সা । নদা পক্ষা গঋা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সঋা গক্ষা পক্ষা গঋা ।গক্ষা পদা নদা পক্ষা । পদা নর্সা র্ঋর্সা নদা ।পক্ষা গমা গঋা সা ।
২ । ক্ষগা মগা ঋগা ঋসা । দপা ক্ষপা ক্ষগা ঋসা ।র্সনা র্ঋর্সা নদা পক্ষা ।গঋা গমা গঋা সা ।

বোল তানঃ

৩
১ । পক্ষা গঋা গক্ষা পদা । পক্ষা গমা গঋা সসা ।
অ০ তি০ সু০ কু০ মা০ ০০ রে০ ০০
১
২ । পক্ষা গমা গঋা সসা । গক্ষা দনা র্ঋনা দপা
কা০ জ০ র০ ০০ কা০ ০০ রে০ ০০
ক্ষগা ক্ষদা নর্সা নদা । পক্ষা গমা গঋা সসা
অ০ তি০ সু০ কু০ ম০ ০০ রে০ ০০

॥ রাগ-পূরবী । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ পায়ও হ্যায় পীর আজ মেরে দাতা সুখ বিধাতা
তেরো নাম জপত রহত দিন রয়ন য়েহি ।
অন্তরাঃ মনকী মোরাদ সব পাবে, জৈ জৈ ধ্যাবে
অপনে অপনে মন সা ভর পুরায়ে হী ।

১২ + ২ ৩
II গা গমা ঋা গা । পা -া -া পা । পা পা ক্ষদা ক্ষপক্ষা । গা -গমা গা -া I
পা ০য় ও হ্যয় পী ০ ০ র আ জ মে০ রে০০ দা ০০ তা ০

৪ ৫ ৬ ৭
I ঋা গা ঋক্ষা গা । ক্ষঋা-গা -া -া । ঋা -া সা -া । ঋসন্া -া -া ন্া I
সু খ বি০ ধা তা০ ০ ০ ০ তে ০ রো ০ না০০ ০ ০ ম

৮ ৯ ১০ ১১
I ঋা গা ক্ষা গা । ক্ষঋা গা পা -া । -া পা পদা ক্ষপা । গা -গমা গা-া II
জ প ত র হ০ ত দি ০ ০ ন রয় ন০ য়ে ০০ হী ০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
II ক্ষগা ক্ষদা -ক্ষা দা । র্সা -া -া -না । -ক্ষদা -না র্সা -া । র্সা -া র্সা -না I
মন কী০ ০ মো রা ০ ০ ০ ০০ ০ দ ০ স ০ ব ০

৪ ৫ ৬ ৭
I র্ঋা -র্সা -নর্সা র্সা । না -দা নর্ঋা -নদা । না -দা পা -া । ক্ষা পা ক্ষা -গা I
পা ০ ০০ বে জৈ ০ জৈ০ ০০ ধ্যা ০ বে ০ অ প নে ০

৮ ৯ ১০ ১১
I ক্ষা দা না -র্সা । না দা পা -া । পা পা ক্ষদা ক্ষপা । গা -গমা গা -া II
অ প নে ০ ম ন সা ০ ভ র পু০ রা০ য়ে ০০ হী ০

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। ন্ঋগগা ঋসন্ঋা সন্দ্প্া ক্ষ্দ্ন্সা । ন্ঋগমা গঋগক্ষা পক্ষগমা গঋসা০ ।
ক্ষগক্ষদা নর্সনদা নর্ঋর্সনা দপক্ষদা । পক্ষগঋা গক্ষদনা র্সনদপা ক্ষগঋসা ।

২। গগঋসা ন্ঋগক্ষা পক্ষগমা গঋসা০ । ননদপা ক্ষদপক্ষা গক্ষদনা র্সনদপা ।
ক্ষগক্ষদা নর্ঋর্গর্ঋা র্সনর্ঋর্সা ননদপা । ক্ষদপক্ষা গঋগক্ষা পক্ষগমা গঋসা০ ।

॥ রাগ-পূরবী । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ নেতা নানা না দ্রিমতা দেরে দেরে দেরে না
তেরে তেটা নেতা নেনা তুম তানা না না না ।
অন্তরাঃ দ্রিগী দ্রিমী দিয়া দেরনা ওদেরেতা দ্রেগেনা
ইয়া তিয়া দিয়া দেনা তুম তানা না না না ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
॥ গা ক্ষা পা ক্ষা । গা গা গা ঋা । ন্া ঋা গা মা । গা ঋা সা -া ।
নে তা না না না দ্রি ম তা দে রে দে রে দে রে না ০

। সা দা পা পা । ক্ষা পা ক্ষা গা । গা ঋা গা ক্ষা । গা ঋা সা -া ॥
তে রে তে টা নে তা নে না তু ম তা না না না না ০

অন্তরাঃ

॥ গা ক্ষা দা পা । দা দা না না । র্সা র্সা র্সা র্সা । না র্ঋা র্সা -া ।
দ্রি গী দ্রি মী দি য়া দের না ও দে রে তা দ্রে গে না ০

। না র্ঋা র্গা র্ঋা । র্সা না দা পা । ক্ষা গা ক্ষা পা । ক্ষা গা ঋা -সা ॥
ই য়া তি য়া দি য়া দে না তু ম তা না না না না ০

রাগ-মারবা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- মারবা	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা কোমল, ক্ষা তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। 'পা' বর্জিত। আরোহীতে 'না' বক্রভাবে ব্যবহার হয়। সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।
জাতি- খাড়ব-খাড়ব	
বাদীস্বর- রেখাব (ঋা)	
সমবাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	সময়- দিনের শেষ প্রহর।
প্রকৃতি- চঞ্চল	আরোহী- সা ঋা গা ক্ষা ধা না ধা র্সা।
ন্যাস স্বর- ঋা, গা ও ধা।	অবরোহী- র্সা না ধা, ক্ষা গা ঋা সা।
	পকড়- ধা ক্ষা গা ঋা, গা ক্ষা গা ঋা, সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ন্ধা, ধ্ন্ঋসা, ন্দ্ক্ষ্ধা, ঋন্ধ্, ধ্ন্ঋা, গঋক্ষগঋসা।

২। সন্ধ্ন্ঋগক্ষধা, গক্ষধনক্ষধা, গক্ষনধা, ঋগঋক্ষগধক্ষনধা, ক্ষগঋগা, ঋন্ধ্না,
ন্ধ্ক্ষ্ধা, ধা, ক্ষগঋা, ক্ষগঋসা।

৩। ঋগগঋা, গক্ষক্ষগা, ক্ষধধক্ষা, ধননধা, নধক্ষধক্ষনধা, গক্ষধা, ঋগক্ষা, ঋগঋক্ষগা,
ঋন্ধা, গঋন্া, ক্ষগঋা, ধক্ষগা, নধক্ষগঋসা।

॥ রাগ-মারবা । সার্গামগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

০   ১   +   ৩

II ন্া ঋা গা হ্মা । না ধা -া হ্মা । গা ঋা গা হ্মা । গা ঋা সা -া I

I ন্া ঋা ন্া ধ্া । হ্মা ধ্া সা -া । ন্া ঋা গা হ্মা । গা ঋা সা -া II

অন্তরাঃ

II হ্মা ধা হ্মা গা । হ্মা ধা র্সা -া । না র্ঋা র্গা র্হ্মা । র্গা র্ঋা র্সা -া I

I র্ঋা না ধা না । ধা হ্মা ধা হ্মা । গা ঋা গা হ্মা । গা ঋা সা -া II

॥ রাগ-মারবা । লক্ষণগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ   রাগ মারবা কহত চতুর, রেখাব, মধ্যম বিকৃত মধুর ।

অন্তরাঃ বাদী সমবাদী রে-ধা, বিবাদী পঞ্চম, দিনের অন্তে গেয় পূর্বাঙ্গ প্রবল ।

স্থায়ীঃ

০   ১   +   ৩

II ধা -া হ্মা গা । ঋা -া সা -া । ন্া ধ্া সা ঋা । গা -ঋা সা -া I

রা ০ গ মা র ০ বা ০ ক ০ হ্ ত চ ০ তু র

I গা -গা হ্মা ধা । না -ধা র্সা না । ধা -হ্মা গা হ্মা । গা -ঋা সা -া II

রে ০ খা ব ম ০ ধ্য ম বি ০ কৃ ত ম ০ ধু র

অন্তরাঃ

II গা গা গা হ্মা । ধা হ্মা ধা ধা । -ধা র্সা র্সা না । র্ঋা -া র্সা -া I

বা দী স ম বা দী রে ধা ০ বি বা দী প ন্ চ ম

I র্সা র্সা র্ঋা র্ঋা । না ধা -া হ্মা । র্সা না ধা হ্মা । গা -ঋা সা -া II

দি নে র অ ন্ তে গে য় পূ র বা ঙ্গ প্র ০ ব ল

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ন্ঋা গহ্মা গঋা গহ্মা । ধহ্মা গহ্মা গঋা সা ।

২ । গহ্মা ধনা র্ঋর্সা নধা । গঋা গহ্মা গঋা সা ।

৩ । গহ্মা ধহ্মা নধা নর্ঋা । র্সনা ধহ্মা গঋা সা ।

৪ । নর্ঋা র্সনা র্সনা র্ঋর্সা । নধা হ্মধা হ্মগা ঋসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।ধক্ষা গক্ষা ধনা র্সা । নর্ঋা র্গর্ঋা র্সনা র্সা । নধা ক্ষগা ঋগা ঋসা । ধ্না সা ধ্না সা ।

২ ।ন্ঋা গগা ঋগা ঋক্ষা ।গক্ষা ধধা ক্ষধা ক্ষক্ষা ।গক্ষা ধনা র্ঋর্সা নর্সা । নধা ক্ষধা ক্ষা ঋসা ।

॥ রাগ-মারবা । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ সুন সুন বতিয়াঁ সগরী রতিয়াঁ, উচট জিয়া মোরা ডর পাবে ।

অন্তরাঃ রহত অকেলী থর থর কাঁপে, জিয়রা উনবিন লরজন মোরা
কাসে কহুঁ সগরো দুখ পাবে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

॥ ক্ষা ক্ষা গা ক্ষা । গা ঋা সা -া । ধ্া ধ্া ধ্া -া । সা সা ঋা -া ।

সু ন সু ন ব তি য়াঁ ০ স গ রী ০ র তি য়াঁ ০

। ঋা ঋা গা গা । ক্ষা -ধা র্সা র্সা । না নর্ঋা না -ধা । -ক্ষধা -ক্ষগা ঋা -সা ॥

উ চ ট জি য়া ০ মো রা ড র০ পা ০ ০০ ০০ বে ০

অন্তরাঃ

॥ ক্ষা ক্ষা ধা ধা । ক্ষা -গা ক্ষা -ধা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -র্সনা র্ঋা -া ।

র হ ত অ কে ০ লী ০ থ র থ র কাঁ ০০ পে ০

। না না র্ঋা -া । না নর্ঋা না ধা । ক্ষা ক্ষা ধা ধা । ক্ষা -া গা -া ।

জি য় রা ০ উ ন০ বি ন ল র জ ন মো ০ রা ০

। সা -া গা গা । ক্ষা -ধা র্সা র্সা । না -নর্ঋা না ধা । ক্ষধা -ক্ষগা ঋা -সা ॥

কা ০ সে ক হুঁ ০ স গ রো০০ দু খ পা০ ০০ বে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ন্ঋা গক্ষা গঋা গক্ষা । নধা ক্ষধা ক্ষগা ঋসা ।

২ । গক্ষা ধক্ষা নধা ক্ষধা । ননা ধক্ষা গগা ঋসা ।

৩ । ন্ঋা গক্ষা ধধা ক্ষধা । র্সনা ধক্ষা গঋা সা ।

৪ । নর্ঋা র্সনা ধনা ধক্ষা । গক্ষা ধক্ষা গঋা সা ।

৫ । নর্ঋা র্গর্ঋা র্সনা ধক্ষা । ধনা ধক্ষা গঋা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ন্ঋা গঋা গক্ষা গক্ষা । ধক্ষা গক্ষা নধা ক্ষধা । র্সনা ধক্ষা গঋা সা ।

২ । গক্ষা ধধা ক্ষধা ননা । ধনা র্ঋর্সা নর্সা নধা । ক্ষধা ক্ষগা ঋগা ঋসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।ক্ষধা নধা গক্ষা ধক্ষা । ঋগা ক্ষগা নঋা গঋা । ক্ষগা ধক্ষা নধা নর্ঋা ।র্সনা ধক্ষা গঋা সা ।

২ ।ধক্ষা গক্ষা গক্ষা সা । র্সনা ধক্ষা গঋা সা । র্ঋর্সা নর্সা নধা ক্ষধা । ক্ষগা ক্ষগা ঋগা সা ।

বোল তানঃ

```
     +
১।  গঋা  গক্ষা  ধনা  ঋনা  ।ধক্ষা  গক্ষা  গঋা  সসা  ।
    স০   গ০   রী০  ০০    র০   তি০  য়া০  ০০
    ০
২।  ক্ষক্ষা গঋা  গঋা  সসা  ।গক্ষা  ধনা  ঋনা  ধক্ষা  ।
    সু০   ন০   সু০   ন০    ব০   তি০  য়া০  ০০
    ধনা  ঋর্গা ঋর্সা নধা  ।ক্ষনা  ধক্ষা  গঋা  সসা  ।
    স০   গ০   রী০  ০০    র০   তি০  য়া০  ০০
```

॥ রাগ-মারবা । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ ঝাঁঝন মোরা ঝনকাই ন সুনাই লোগবা পিয়া কাই মুখ দিখাই ঔর ।
অন্তরাঃ লে চলো নগরমেঁ মৈঁ সুরঝন মিল বিছুরে আনন্দ করে ।

```
   ১১               ১২                +               ২
II ধা  ক্ষা -ধা  ক্ষগা  ।ঋা  -া  সা  -ধ্‌া ।ঋা  -া  সা -া ।ক্ষা  -ধা  র্সা  -া ।
   ঝাঁ  ঝ   ০  ন০    মো  ০  রা   ০   ঝ   ০  ন  ০  কা   ০   ই   ০

   ৩                ৪                ৫               ৬
I  র্সা -র্সনা -ঋা নধা  ।ক্ষা -ধা  ক্ষা -গা  ।ধক্ষা -ধা  ক্ষা -গঋা  ।গা -ঋা -সা -া I
   ন   ০০   ০  সু০   না  ০   ই   ০    লো০  ০  গ   ০০     বা  ০   ০  ০

   ৭                ৮                ৯               ১০
I  ন্‌া  ঋা  ন্‌া  ধ্‌া  ।ন্‌া ঋা  গা  গা  ।-ধক্ষা -ধা -ক্ষা -গঋা ।গা -ঋা -সা -া II
   পি  য়া  কা  ই    মু  খ  দি  খা    ০০   ০   ০   ই০    ঔ  ০   র   ০
```

অন্তরাঃ

```
   ১১               ১২                +               ২
II ক্ষা -ধা  র্সা  র্সা  ।র্সা  র্সা -না  ঋা  ।র্সা  -া র্সা  -া  ।র্সা  -া  না -ধা I
   লে  ০   চ   লো    ন   গ   ০   র    মেঁ  ০ মৈঁ  ০    সু  ০   র   ০

   ৩                ৪                ৫               ৬
I  ধা -র্সনা -ঋা -না  ।ধক্ষা  -ধা -া  -া  ।না  ধা  ক্ষা  গা  ।ঋা  -া  -া -া I
   ঝ  ০০   ০   ০    ন০    ০  ০   ০    মি  ল  বি  ছু   রে  ০   ০  ০

   ৭                ৮                ৯               ১০
I  ঋা  ক্ষা -ধা ধা  ।ক্ষধনা  -ঋা -ন্‌া -ধা  ।ধক্ষা -ধা  -ক্ষা -গা ।-ঋা -া  -সা -া II
   আ  ন   ০  ন্দ   ক০০   ০   ০   ০    রে০  ০   ০   ০    ০  ০   ০  ০
```

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। ধ্ন্ঋন্া ধ্সন্ধ্া ন্ঋগঋা ন্ঋসন্া । ঋগক্ষধা নধক্ষনা ধক্ষগক্ষা ধনর্ঋনা ।
ধক্ষগঋা ন্ধ্ন্ঋা গক্ষধনা র্ঋনধক্ষা । গক্ষধক্ষা গঋগক্ষা ধধক্ষগা ঋন্ধ্সা ।

২। ধ্ন্ঋগা ক্ষধনর্ঋা র্গর্ঋনধা ক্ষনধক্ষা । গগঋধা ধক্ষগঋা ননধর্ঋা র্ঋনধধা ।
ক্ষগক্ষধা নর্ঋর্গর্ঋা নর্ঋনধা ক্ষধনর্ঋা । নধক্ষনা ধক্ষগক্ষা ধক্ষগঋা ন্ধ্সা-া ।

॥ রাগ-মারবা । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ দিম্তা দিম্তা দেরে না দেরে না দেরে না ।
ওদি আনা না ওদিয়ানানা দেরে না দেরে না দেরে না ।
অন্তরাঃ তা নানা দিম্ দিম্ ধুমা কৎ ধুমা কৎ তাতা
দিম্তা দিম্তা দেরে না দেরে না দেরে না ।

স্থায়ীঃ

১ + ৩ ০
II -া ধা ক্ষা গা । ঋা -া ঋা -া । ধ্না ঋা -া ন্ঋা । গা -া ঋগা ক্ষা I
০ দি ম্ তা দিম্ ০ তা ০ দেরে না ০ দেরে না ০ দেরে না

I -া গক্ষা ধনা র্ঋা । নধা ক্ষগা ঋা -া । ধ্না ঋা -া ন্ঋা । গা -া ঋগা ক্ষা II
০ ওদি আনা না ওদি আনা না ০ দেরে না ০ দেরে না ০ দেরে না

অন্তরাঃ

II -া র্ক্ষা ধা না । র্ঋা -া র্ঋা -া । ধনা র্ঋা -া নর্ঋা । র্গা -া র্ঋা না I
০ তা না না দিম্ ০ দিম্ ০ ধুমা কৎ ০ ধুমা কৎ ০ তা তা

I -া ধা ক্ষা গা । ঋা -া ঋা -া । ধ্না ঋা -া ন্ঋা । গা -া ঋগা ক্ষা II
০ দি ম্ তা দিম্ ০ তা ০ দেরে না ০ দেরে না ০ দেরে না

রাগ-টোড়ী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- টোড়ী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, জ্ঞা, দা কোমল, হ্মা তীব্র
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর।
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	সময়- দিবা দ্বিতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর- গান্ধার (গা)	আরোহী- সা ঋা জ্ঞা হ্মা পা দা না র্সা।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবরোহী- র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা।
প্রকৃতি- শান্ত ও গম্ভীর	পকড়ঃ দ্‌া ন্‌া সা, ঋা জ্ঞা, ঋা সা, হ্মা জ্ঞা ঋা জ্ঞা, ঋা
ন্যাস স্বর- সা, জ্ঞা ও দা	সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ন্‌সা, ঋসন্‌দ্‌া, প্‌া, হ্মদ্‌ন্‌সা, ঋজ্ঞা, সঋা, জ্ঞঋসা, দ্‌ন্‌দ্‌সা, ঋজ্ঞা, সঋজ্ঞঋসা।

২। সঋজ্ঞহ্মা, ঋজ্ঞঋহ্মা, জ্ঞহ্মজ্ঞঋা, সঋা, হ্মজ্ঞা, হ্মঋজ্ঞঋসা, দ্‌ন্‌সঋজ্ঞহ্মা, ঋজ্ঞহ্মজ্ঞা জ্ঞঋা জ্ঞহ্মা, পজ্ঞা দপা, হ্মজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋসা।

৩। সঋা জ্ঞহ্মা, জ্ঞঋা, ঋজ্ঞহ্মা দহ্মজ্ঞা, জ্ঞহ্মা দনা দহ্মা, হ্মপদা হ্মদনা, জ্ঞহ্মা নদা, ঋজ্ঞা হ্মপা জ্ঞহ্মা নদা, হ্মদপহ্মা, জ্ঞহ্মজ্ঞঋা, জ্ঞহ্মা দনদা, পহ্মজ্ঞঋসা।

৪। দহ্মা জ্ঞহ্মা, নদর্সা, ঋর্সা, র্সঋজ্ঞা, ঋর্জ্ঞঋর্সা, হ্মদনর্সা, দনর্সঋা, নর্সা, ঋর্জ্ঞা ঋর্জ্ঞা, ঋর্জ্ঞা, ঋর্সা, ঋর্সা নর্সা নদা, র্সনা দনা দপা, হ্মজ্ঞঋসা।

॥ রাগ-টোড়ী। সার্গামগীত। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ

```
  ০                      ১                     +                    ৩
II সঋ জ্ঞঋা জ্ঞহ্ম দহ্মা । দা  না  দা  হ্মা। পা -া  -া  -া  । জ্ঞা  ঋা  সা-া I

I দ্‌া  -া  ন্‌া  ন্‌া। সা  ন্‌া  সা  -া  । ঋা  জ্ঞা  -া  জ্ঞা । ঋা  জ্ঞা  ঋা  সা I

I জ্ঞা  হ্মা  দা  -া  । হ্মা  জ্ঞা  পা  -া  । র্সা  না  দা  পা  । হ্মা  জ্ঞা  ঋা  সা II
```

অন্তরাঃ

```
II জ্ঞা  -া  হ্মা  হ্মা। দা  হ্মা  দা  না । র্সা  -া  র্সা না  । র্সা  -া  ঋা  র্সা I

I দা  না  র্সা  ঋা । র্জ্ঞা  -া  ঋা  র্জ্ঞা । র্সা  ঋা র্জ্ঞা  ঋা  । র্সা  না  দা পা I

I হ্মা  -া  দা  না  । দা  হ্মা  দা  পা  । হ্মা  জ্ঞা  -া  হ্মা  । জ্ঞা  ঋা  সা সা II
```

॥ রাগ-টোড়ী । লক্ষণগীত । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ সব গুণীজন গাও ঠাট রাগ টোড়ী, রে-গা-ধা কোমল কর মধ্যম কড়ি ।
অন্তরাঃ ধা-গা বাদী-সমবাদী উত্তরাঙ্গ প্রবল, দিবস দ্বিতীয় ক্ষণে সম রাগ গুর্জরী ।

স্থায়ীঃ

```
  ০                 ১                   +                ৩
||সা  ঋা  জ্ঞা  ঋা ।সন্া ঋসা ন্া  দ্া ।জ্ঞা -া ঋা  জ্ঞা ।-া  ঋা  সা  সা |
  স   ব   গু   ণী   জ০ ন০  গা  ও   ঠা  ০  ট   রা   ০   গ   টো  ড়ী

| সা  ঋা  জ্ঞা  হ্মা ।দা পা হ্মা  দা ।র্সা -না দা পা ।হ্মদা -হ্মজ্ঞা-ঋজ্ঞা ঋসা ||
  রে  গা  ধা  কো  ম  ল  ক   র    ম  ০  ধ্য ম   ক০   ০০   ০০   ড়ি০
```

অন্তরাঃ

```
||হ্মা হ্মা জ্ঞা জ্ঞা ।হ্মা দা  হ্মা দা ।র্সা র্সা র্সা র্সা ।না -র্ঋা র্সা -া |
  ধা  গা  বা  দী   স   ম   বা  দী  উ  ত্ত রা  ঙ্গ   প্র  ০   ব   ল

| র্সা র্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা ।র্সা নর্ঋা র্সনদা পা ।হ্মা দা হ্মা জ্ঞা ।ঋা জ্ঞা ঋা সা ||
  দি ব   স   দ্বি   তী য়০  ক্ষ০   ণে   স  ম  রা  গ   গু  র্  জ  রী
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সঋা জ্ঞঋা দপা হ্মদা । র্সনা দপা হ্মজ্ঞা ঋসা ।
২ । জ্ঞহ্মা দপা নদা র্সনা । দপা হ্মপা হ্মজ্ঞা ঋসা ।
৩ । হ্মপা দপা দনা র্সর্ঋা । র্সনা দপা হ্মজ্ঞা ঋসা ।
৪ । র্সর্সা নদা ননা দপা । হ্মপা দপা হ্মজ্ঞা ঋসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সঋা জ্ঞজ্ঞা হ্মজ্ঞা ঋজ্ঞা । ঋজ্ঞা হ্মহ্মা দপা হ্মপা । হ্মপা দদা নদা পদা ।
পহ্মা জ্ঞহ্মা জ্ঞঋা সা ।
২ । হ্মদা পহ্মা জ্ঞহ্মা জ্ঞঋা । দপা হ্মজ্ঞা হ্মদা নর্সা । র্ঋর্জ্ঞা র্ঋর্সা নদা পহ্মা ।
র্সনা দপা হ্মজ্ঞা ঋসা ।

॥ রাগ-টোড়ী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ আল্লা জানে আল্লা জানে আলী নাবীকে নুরে হাজ্‌রাত্‌
হাসান হোসেন জাগে পার নিশার ।

অন্তরাঃ জোহ্‌রাকে ফারযান্দ্‌ নাবীকে জিগার গাওসে আলী কাসেম
হাওজে কাওসার পার্‌ যাউঁ ওয়ার ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II সা সঋা -জ্ঞা ঋা ।-সা সা ন্‌া দ্‌া । জ্ঞা -া -া -া । -ঋা -মজ্ঞা ঋা -সা I
আ ল্লা০ ০ জা ০ নে আ ল্লা জা ০ ০ ০ ০ ০০ নে ০

I সা ন্‌সা -ঋা সা । ন্‌া -ঋসা ন্‌া -দ্‌া । জ্ঞা -া -া -া । ঋা মজ্ঞা ঋা সা I
আ লী০ ০ না বী ০ কে ০ নু ০ ০ রে হা জ্‌০ রা ত্‌

I সা ঋা জ্ঞা দা । দা দা হ্মা দা । হ্মদা -নর্সা র্সা না । দর্সা -নদা-হ্মজ্ঞা ঋসা II
হা সা ন হো সে ন জা গে পা০ ০০ র নি শা০ ০০ ০০ ০র

অন্তরাঃ

II হ্মা হ্মা দা -দা । হ্মদা -নদা হ্মা দা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া I
জো হ্‌ রা ০ কে০ ০০ ফা র্‌ যা ন্‌ দ না বী ০ কে ০

I -া র্সা র্ঋা র্জ্ঞা । র্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা -র্সা । -া না -না র্সা । নর্সা -র্ঋর্সা না দা I
০ জি গা র গা ও সে ০ ০ আ ০ লী কা০ ০০ সে মে

I দা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা র্সা । -া না না র্সা । দর্সা -নদা-হ্মজ্ঞা ঋসা II
হা ও জে কা ও সার পা র ০ যা ০ উঁ ওয়া ০০ ০০ ০র

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সঋা জ্ঞঋা হ্মগা রসা । হ্মদা পহ্মা জ্ঞজ্ঞা ঋসা ।

২ । হ্মদা পহ্মা জ্ঞহ্মা দপা । র্সনা দপা হ্মজ্ঞা ঋসা ।

৩ । দনা র্সর্ঋা র্জ্ঞর্ঋা র্সনা । দপা হ্মপা হ্মজ্ঞা ঋসা ।

৪ । র্জ্ঞার্জ্ঞা র্ঋর্সা নর্সা র্ঋর্সা । নদা পহ্মা জ্ঞঋা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সজ্ঞা ঋসা ন্‌সা ঋসা । দপা হ্মপা নদা পহ্মা । জ্ঞঋা জ্ঞহ্মা জ্ঞঋা সা ।

২ । জ্ঞজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋসা দদা । হ্মদা হ্মজ্ঞা র্সর্সা নর্সা । নদা পহ্মা জ্ঞঋা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সঋা জ্ঞজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋসা । ঋজ্ঞা ক্ষক্ষা জ্ঞক্ষা জ্ঞঋা ।
জ্ঞক্ষা দদা র্সনা দপা । নদা পক্ষা জ্ঞঋা সা ।

২। র্সনা দনা র্সঋা র্জ্ঞঋা । র্সা নদা না দপা ।
ক্ষপা দপা র্সনা দপা । ক্ষজ্ঞা ক্ষজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋসা ।

বোলতানঃ

+
১। ননা র্সঋা দদা নর্সা । ক্ষপা দপা ক্ষজ্ঞা ঋসা ।
আল্ ০০ লা০ ০০ জা০ ০০ নে০ ০০

০
২। সঋা জ্ঞক্ষা দক্ষা জ্ঞঋা । জ্ঞক্ষা দনা র্সনা দক্ষা ।
আল্ ০০ লা০ ০০ জা০ ০০ নে০ ০০
দনা র্সঋা র্জ্ঞঋা র্সনা । দপা ক্ষজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋসা ।
আল্ ০০ লা০ ০০ জা০ ০০ নে০ ০০

॥ রাগ-টোড়ী । তারানা । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ না দির দির দির তা না না দিম তা না দেরে,
দিম্ তা দিম্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে ।
অন্তরাঃ নোম্ তানানা নোম্ তানানা, ওদিয়ানা দেরে নোম্ তা নোম্ তা ।

স্থায়ীঃ

০				১				+				৩			
II দা	ক্ষা	জ্ঞা	ঋা	। -া	সা	সা	ঋা	। জ্ঞা	-া	জ্ঞা	ঋা	। -া	জ্ঞা	ঋা	সা I
না	দির	দির	দির	০	তা	না	না	দি	০	ম্	তা	০	না	দে	রে
I সা	ঋা	জ্ঞা	ঋা	। জ্ঞা	ক্ষা	ক্ষা	ক্ষা	। দা	না	র্সা	না	। দা	-া	পা	-া II
দি	ম্	তা	দি	ম্	তা	তে	টে	ক	তা	গ	দি	ঘে	০	নে	০

অন্তরাঃ

II -া	দা	-া	ক্ষা	। দা	না	র্সা	-া	। -া	র্সা	-া	না	। র্সা	ঋা	র্সা	-া I
০	নো	০	ম্	তা	না	না	০	০	নো	০	ম্	তা	না	না	০
I -া	দা	না	র্সা	। ঋা	র্জ্ঞা	ঋা	-া	। র্সা	-া	না	-া	। দা	-া	পা	-া II
০	ও	দি	য়া	না	দে	রে	০	নো	ম্	তা	০	নো	ম্	তা	০

॥ রাগ-টোড়ী । খেয়াল । তাল-একতাল(বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ বাজোরে মম দশা ঘরবা আনন্দ বধাবরা মা, পুজিলে মন কাই কাজোরে ।
অন্তরাঃ তনমন ধন পাইলা বনরা আইলা পাইলা, বনরা সদারঙ্গীলা মোরা কাজোরে ।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
।। [ন]দা ন্া সা -ঋা । [জ্ঞ]ঋা [জ্ঞ]ঋা -জ্ঞা ঋা । সা -া [জ্ঞ]ঋা [গ]ঋা । -সা -সঋা ঋণ্া দ্া ।
বা জো রে ০ ম ম ০ দ শা ০ ঘ র ০ ০০ বা০ ০

৪ ৫ ৬ ৭
। ন্সা সঋা সঋজ্ঞজ্ঞা ঋসঋা । ন্া দ্া ন্দ্া ক্ষ্া । দ্া -া দ্ন্া -সা ।সা সা দা -া ।
আ০ ন০ ০০০০ দ০০ ব ধা ০ব রা ০ ০ মা০ ০ পু জি লে ০

৮ ৯ ১০ ১১
। -া -পা ক্ষা দা । ক্ষপা -া ক্ষা -জ্ঞা । ঋা -া -জ্ঞা -া । ঋা -া সা -া ।।
০ ০ ম ন কা০ ০ ই ০ কা ০ ০ ০ জো ০ রে ০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
।। দা না দা পা । ক্ষা [দ]পা ক্ষা -জ্ঞা । ক্ষা দা -া ননা । র্সা -া দা দনা ।
ত ন ম ন ধ ন পা ০ ই লা ০ বন রা ০ আ ই০

৪ ৫ ৬ ৭
। দা -পা ক্ষজ্ঞা ক্ষা । দা -া -া ননা । র্সা -া -া -া । র্ঋা র্ঋা -র্জ্ঞা র্ঋা ।
লা ০ পা০ ই লা ০ ০ বন রা ০ ০ ০ স দা ০ রং

৮ ৯ ১০
। র্সা -া -নর্সা -র্সর্ঋা । নদা -া দপা ক্ষজ্ঞা । ঋা -জ্ঞা ঋা সা ।।
গী ০ ০০ ০০ লা০ ০ মো০ রা০ কা ০ জো রে

বিলম্বিত তানঃ (৬ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। জ্ঞঋসন্া দ্ন্সঋা জ্ঞঋন্দ্া ক্ষ্দ্ন্সা । দ্ন্সঋা জ্ঞঋসা-া সঋজ্ঞক্ষা জ্ঞঋসঋা ।
জ্ঞজ্ঞঋসা জ্ঞজ্ঞঋজ্ঞা ক্ষক্ষজ্ঞক্ষা দদক্ষদা । ননদনা র্সর্সনর্সা দনর্সর্ঋা র্জ্ঞর্ঋর্সর্ঋা ।
র্জ্ঞর্জ্ঞর্ঋর্সা ননদপা ক্ষদক্ষজ্ঞা ঋজ্ঞঋসা ।

২। সঋজ্ঞক্ষা দক্ষজ্ঞক্ষা দনর্সনা দনর্সর্ঋা । র্জ্ঞর্ঋর্সনা দপক্ষনা নদক্ষজ্ঞা ঋজ্ঞঋসা ।
সঋজ্ঞঋা সঋজ্ঞক্ষা ঋজ্ঞক্ষজ্ঞা ঋজ্ঞক্ষদা । নদক্ষজ্ঞা ক্ষদনর্সা র্জ্ঞর্ঋর্সনা দনর্সর্ঋা ।
র্সনদপা ক্ষদনর্সা নদপক্ষা জ্ঞঋর্সা-া ।

সপ্তম অধ্যায়

(বিভিন্ন রাগের পরিচয়সহ ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল)

রাগ-শিবরঞ্জনী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কাফী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে 'জ্ঞা' কোমল এবং বাকি সব শুদ্ধ
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	স্বর। আরোহী ও অবরোহীতে 'মা' ও 'না' বর্জিত।
বাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	সময়- রাত্রি তৃতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	আঃ সা রা জ্ঞা পা ধা র্সা।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবঃ র্সা ধা পা জ্ঞা রা সা।
প্রকৃতি- ভক্তি ও করুণ	পকড়- সধ্া সরজ্ঞা, পজ্ঞা রজ্ঞা রসা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, সরধ্সা, প্ধ্সরজ্ঞা, রজ্ঞা সরা ধ্সা, ধ্সা, রজ্ঞা, সরা জ্ঞরজ্ঞা, রসরা, সা।

২। ধ্রা সজ্ঞা রজ্ঞা, রসা ধ্রসা, সরজ্ঞা, পজ্ঞা, রজ্ঞা সরা, ধ্সা, প্ধা রসা।

৩। সরা জ্ঞপা, জ্ঞরা জ্ঞপা, রজ্ঞা সরজ্ঞপা, জ্ঞরা সরধ্সা, রজ্ঞপা, জ্ঞপা, ধপা জ্ঞরা, সা।

॥ রাগ-শিবরঞ্জনী। খেয়াল। তাল- ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ গিরিজা পতকো সুমরণ কর মন, বার বার নাহি আবত নর তন।
অন্তরাঃ জো জগ গানি বিচব তাসা, ঝুটি মায়া ঝুটি কায়া জগকী
ভ্রমত ফিরত কনক কান্তা সো করম সা।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II জ্ঞা ধা পা -জ্ঞা । জ্ঞা রা সা -ধ্া । সা রা জ্ঞা জ্ঞা । রা সা রা জ্ঞা I
গি রি জা ০ প ত কো ০ সু ম র ণ ক র ম ন

I ধা -া পা ধা । -র্সা ধা পা জ্ঞা । রা -সা জ্ঞা রা । রা জ্ঞা সা সা II
বা ০ র বা ০ র না হি আ ০ ব ত ন র ত ন

অন্তরাঃ

II জ্ঞা -া পা ধা । র্সা -ধা র্সা -র্সা । র্সা -র্রা র্জ্ঞর্রা র্সা । র্রা -া র্সা -া I
জো ০ জ গ গা ০ নি ০ বি ০ চ০ ব তা ০ সা ০

I ধা র্সর্রা -র্রা ধা । র্সা -া পা ধা । -া জ্ঞা পা -া । জ্ঞা রা সা -া I
ঝু টি০ ০ মা য়া ০ ঝু টি ০ কা য়া ০ জ গ কী ০

I সা রা জ্ঞা রা । জ্ঞা পা জ্ঞা পা । ধা ধপা ধা র্সা । র্রা র্রা ধা পা II
ভ্র ম ত ফি র ত ক ন ক কা০ ন্তা সো ক র ম সা

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা জ্ঞপা ধর্সা র্রজ্ঞা । র্রসা ধপা জ্ঞরা সা।
২। সধা পধা সরা জ্ঞপা । ধর্সা ধপা জ্ঞরা সা।
৩। র্সধা পধা পজ্ঞা রজ্ঞা। র্জ্ঞর্রা র্সধা পজ্ঞা রসা।
৪। পধা র্সরা র্জ্ঞর্রা র্সধা । পধা র্সধা পজ্ঞা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সরা জ্ঞপা জ্ঞরা জ্ঞপা । ধপা জ্ঞরা জ্ঞপা ধর্সা । ধপা জ্ঞরা সধা সা।
২। সরা জ্ঞজ্ঞা রজ্ঞা পপা । জ্ঞপা ধধা পধা র্সর্সা । ধপা জ্ঞপা জ্ঞরা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১।সরা সরা জ্ঞরা সরা। জ্ঞপা জ্ঞপা জ্ঞরা সরা। জ্ঞপা ধপা জ্ঞরা সরা।ধপা জ্ঞপা জ্ঞরা সা।
২।সরা জ্ঞসা রজ্ঞা সরা। জ্ঞপা ধর্সা র্রজ্ঞা র্সরা। র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রসা ধর্সা পধা।র্সর্সা ধপা জ্ঞরা সা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সা রজ্ঞা পা জ্ঞপা । জ্ঞপা ধর্সা পধা র্সা । র্জ্ঞা র্রসা র্রা র্সধা । র্সা ধপা জ্ঞপা ধপা।
জ্ঞরা সরা সধা পধা । সা পধা রা জ্ঞরা । জ্ঞরা সা র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞর্রা । র্সা পধা র্সা সা।

রাগ-দেশ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- খাম্বাজ	ব্যবহারিক স্বর- উভয় (না, ণা) ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর
জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ	ব্যবহার হয়। আরোহীতে শুদ্ধ 'না' ও অবরোহীতে কোমল
বাদীস্বর- রেখাব (রা)	'ণা'। আরোহীতে গা ও ধা বর্জিত।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	আঃ সা রা মা পা না র্সা।
প্রকৃতি- শান্ত	অবঃ র্সা ণা ধা পা, মা গা রা গা সা।
ন্যাসস্বর- রা ও পা।	পকড়- রা মা পা,ণা ধা পা,পা ধা পা মা,গা রা গা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রা, নসরা, ণা, ধা, পা, না, সা, রমা, গরগা, নসা, পনসা।
২। রা,মা, পা, মা, পা, মগরা, মা, পা, ধা, মগরা, পা, মগরা, গা, রমগরা, নসা।
৩। মরা, মপা, রমপা, মগরা,সরমপা, ধপা, মপা মগরা, মপা ণধপা, মরপমা, ধপা, সরপা, রমগরা, ণা, ধপধা, মগরা, গনসা।
৪। পধমা, পধপা, নর্সণা, পনর্সা, র্রা র্মা র্গা র্রা, র্সনর্রসা, নর্সর্রমা, পনর্সর্রা মপনর্সা, রমপণা, সরা মগা, র্সণা ধপা মগা রগা সা।

॥ রাগ-দেশ । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ চমকে দমকে বিজুরীয়া বরষে, পিয়া বিনু একেলী রহন্য যায়ে ।
অন্তরাঃ আঁধিয়া রাত ভয়া বীন লগে, বরষে বরষে রহন্য যায়ে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
॥ মা গা রা মা । গা রা মা পা । না -া র্সা -া । ণা ধা পা -া I
চ ম কে দ ম কে বি জু রী ০ য়া ০ ব র ষে ০

I র্রা ণা ধা পা । -া মা গা রা । -া গা রা গা । ন্া -া সা -া ॥
পি য়া বি নু ০ এ কে লী ০ র হ ণ্য যা ০ য়ে ০

অন্তরাঃ

॥ মা গা রা মা । -া পা না না । র্সা -া -া র্সা । না -র্রা র্সা -া I
আঁ ধি য়া রা ০ ত ভ য়া বী ০ ০ ন ল ০ গে ০

I না র্সা নর্সা -র্রা । -া ণা ধা পা । -া গা রা গা । ন্া -া সা -া ॥
ব র ষে০ ০ ০ ব র ষে ০ র হ ণ্য যা ০ য়ে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সরা মপা নর্সা র্রর্সা । ণধা পমা গরা গসা ।
২ । নর্সা র্রা র্সণা ধপা । মপা মগা রগা সা ।
৩ । মগা রগা সরা ন্সা । রমা পনা মপা নর্সা ।
৪ । পনা র্সর্রা র্মর্গা র্রর্সা । ণধা পমা গরা গসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । মগা রগা ন্সা রমা । পনা র্সর্রা র্সণা ধপা । মগা পমা গরা গসা ।
২ । র্সর্সা র্রর্রা র্সণা ধপা । ণণা ধপা মগা রমা । পণা ধপা গরা গসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । মপা ননা র্সা পনা । র্সর্রা নর্সা ণণা ধপা ।রমা পণা ধপা মগা । রগা সরা ন্ন্া সা ।
২ । ন্সা রগা সা রমা । পমা গরা মপা ননা । ধপা র্সণা ধপা মগা । রগা সরা গগা সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবে ঃ

সা রমা রা মপা । মা পনা পা নর্সা । না র্সর্রা র্মর্গা র্রর্সা ।
ণধা পম গরা গসা । মগা রমা পনা র্সা । পনা র্সা পনা র্সা ।

॥ রাগ-দেশঃ বিলম্বিতঃ তাল-একতাল ॥

স্থায়ীঃ এ করম কর মাই বহুগুন পাই।
অন্তরাঃ বহুগুন বিসরাই নন্দকিশোরী কন্‌হাই।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
][রমপণা ধপমগা রগা ন্‌সা । মগরা-পমগা -রা -া ।-রা -মা -পা-ধা ।-মা -গা-রা -া [
এ০০০ ০০কর ম০ কর মা০০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

৪ ৫ ৬ ৭
[-গা-সন্‌া সা -া । রা মা পা -া । ধা -মা -গা -রা । মা -পা -না -া]
০ ০০ ই ০ ব হু গু ০ ন ০ ০ ০ পা ০ ০ ০

৮ ৯ ১০ ১১
[-র্সা -া -া -া । -পনা -র্সর্রা -া -া । -ণা -ধা -পা -া ।-ধা -মগা -রগা সা][
০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ই

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
][মা পা মপনর্সা না । র্সা -া -া না । র্সা -া -া -া । -ণা -ধা -পা -া [
ব হু গু০০০ ন বি ০ ০ স রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৪ ৫ ৬ ৭
[-মা -পা -না -া । র্সা -া -া -া । পনর্সর্রা -া র্রা -া । র্রা র্গা -র্সনা -র্সা]
০ ০ ০০ ই ০ ০ ০ ন০০ন্‌ ০ দ ০ কি শো ০০ ০

৮ ৯ ১০ ১১
[র্সা -া -া -া । পনা -র্সর্রা -া -া । ণা -ধা -পা -া ।-পধা -মগা-রগা সা][
রী ০ ০ ০ ক০ ০০ ০ ন্‌ হা ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ই

বিলম্বিত তানঃ (৮ম মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। ন্‌সরমা গরসরা মপণধা পমগরা । গসরমা পণধপা মপনর্সা পনর্সর্রা ।
র্মর্গর্রর্সা ণধপমা গরগসা রমরমা । পমগরা মপমপা ণধপমা গরগসা।

২। গরমগা রসপমা ধপমগা রমপণা । ধপমগা রগন্‌সা সরসরা মপরমা ।
রমপণা ধপমপা নর্সপনা পনর্সর্রা । র্সণধপা মপনর্সা ণধপমা গরগসা ।

রাগ-দরবারী কানাড়া ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - আসাবরী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, দা, ণা, কোমল ও বাকী
জাতি- সম্পূর্ণ-খাড়ব	সব শুদ্ধ স্বর। অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত। মন্দ্র ও মধ্য
বাদীস্বর - রেখাব (রা)	সপ্তকে এই রাগের বিস্তার বেশী হয়। ণা, পা স্বর
সমবাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	সঙ্গতি অতি মাধুর্যপূর্ণ।
অঙ্গ - পূর্বাঙ্গের রাগ	সময়- মধ্য রাত্রি
প্রকৃতি- গম্ভীর	আঃ ণ্া সা, রা জ্ঞা ,রা সা, মা পা, দা, ণা, র্সা।
ন্যাসস্বর- রা;পা, জ্ঞা ও সা।	অবঃ র্সা, দা, ণা, পা, মা পা, জ্ঞা, মা রা, সা।
	পকড় - জ্ঞা, রা রা, সা, দ্া, ণ্া সা, রা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ণ্া সা, রা সা,ণ্া,সা রা,সা, দ্া-দ্া, ণ্া প্া, ম্া, প্া দ্া, ণ্া সা, ণ্া রা সা।

২। সা, ণ্া সা, ণ্া দ্া প্া সা, সা দ্া, ণ্া প্া, ম্া ণ্া, জ্ঞা মা রা সা, মা পা দা, দা ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা।

৩। সা ণ্া সা রা, রা জ্ঞা, মা, জ্ঞা, পা জ্ঞা, মা রা সা, ণ্া সা, মা রা সা, মা পা জ্ঞা জ্ঞা রা রা সা রা মা পা রা জ্ঞা সা রা ণ্া সা।

৪। সা রা মা পা, ণদা ণদা, ণা পা, মা পা, জ্ঞা, মা মা পা-র্সা দা, ণা পা, মা মা, পা, ণা পা, ণা মা জ্ঞা মা পা, জ্ঞা মা পা জ্ঞা, মা রা, রা সা।

॥ রাগ-দরবারী কানাড়া। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ঝনক ঝনকবা বাজে বিছুবা, কৈসে করে আউঁ মোরে মিতুবা।
অন্তরাঃ ঝনন ঝনন ঝন বিছুবা বাজে, জাগ পড়ে সব ঘরকে লোগবা।

স্থায়ীঃ

```
   ০                 ১                  +                   ৩
II রা  রা  সা  রা  ।ণ্া  সা  দ্া -ণ্া  ।জ্ঞা  -া  -া  মা  ।রা  রা  সা  -া I
   ঝ   ন   ক   ঝ    ন   ক   বা   ০     বা   ০   ০   জে   বি  ছু  বা  ০

I মা -া মা  মা  ।পা  পা  -া  পা  ।ণণা -পমা -পণা ণপা ।জ্ঞা মা রসা-ণ্সা II
  কৈ ০ সে  ক    রে  আ  ০  উঁ    মো০  ০০   ০০   রে০   মি  তু বা০  ০০
```

অন্তরাঃ

```
II মা  মা  পা  পা  ।দা  ণা  পা  পা  ।র্সা  র্সা  র্সা  -া  ।র্সণা -দা ণর্সা -া I
   ঝ   ন   ন   ঝ    ন   ন   ঝ   ন     বি   ছু   বা   ০    বা০   ০   জে০   ০

I দণা -র্সর্রা র্রা র্রা ।র্রা -া র্সা র্সা ।মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা -মা ।রা  রা সণ্া -সা II
  জা০  ০০    গ   প    ড়ে ০  স   ব    ঘ০   র   কে  ০    লো  গ  বা০  ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা জ্ঞমা পদা পদা । মপা জ্ঞমা ররা সা।
২। মমা রসা ণ্সা রমা । রসা ণ্সা দ্ণ্া সা।
৩। মপা দণা র্সর্রা র্সর্সা । দণা পপা জ্ঞমা রসা।
৪। পদা ণর্সা র্জ্ঞর্মা র্রর্সা । র্সণা দপা জ্ঞমা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সণ্া সরা জ্ঞমা রসা । ররা সণ্া দ্ণ্া সা । দণা পমা জ্ঞমা রসা।
২। মমা পপা দণা র্সা । র্রর্রা র্সণা দণা পমা । জ্ঞমা রসা ররা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। দণা পমা জ্ঞমা রসা। র্রর্রা র্সণা দণা পমা। র্জ্ঞর্মা র্রর্সা র্রর্রা র্সণা। দণা পমা জ্ঞমা রসা।
২। মপা দণা র্সর্রা র্জ্ঞর্জ্ঞা। র্মর্মা র্রর্সা ণর্সা র্রর্সা। ণর্সা দদা ণপা মপা। জ্ঞজ্ঞা মমা রসা ণ্সা।

রাগ- বৃন্দাবনী সারং ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কাফী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় (ণা, না) ও বাকী
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	সব শুদ্ধ স্বর। আরোহীতে শুদ্ধ 'না' ও অবরোহীতে
বাদীস্বর- রেখাব (রা)	'ণা' ব্যবহার হয়। গা ও ধা বর্জিত।
সমবাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	সময়- দিবা দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	আঃ সা রা মা পা না র্সা।
প্রকৃতি- চঞ্চল	অবঃ র্সা ণা পা মা রা সা।
ন্যাসস্বর- সা, রা ও পা।	পকড়- ন্া সা রা, মা রা, পা মা রা, সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। ন্া, সা, রা, মরা, সা, রা, ন্সা, ণ্প্া, প্ন্া, সা, রা, মা, রপা, মরা সা।
২। রা, মা, পা-, রা, মপা, মরা, মা, পা, রমা রপা, মরা, ণপা, মপা, রমা, পা, মা, রসা।
৩। মরা, মপা, রা, মপা, রমা রপা, সমা রপা, মরা, পা, ণা, পা, মপণপা, মরা, সরা, সপা, ণা, পা, মপা মরা, সা, ণ্প্া, ন্সা রসা।
৪। পা, মপা, রমপা, মরসা, পমপা, রমা, পণা, মরা, পমা, ণপা, ণা, পণা, মপা, ণপা, নর্সা, পণপা, মপা মণপা, মপা, মরসা।

॥ রাগ-বৃন্দাবনী সারং । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ বন বন ঢুঁড়ন যাউঁ কিতা হ্ ছুপ গ্যয়ে কৃষ্ণ-মুরারী ।

অন্তরাঃ সীস মুকুট আওর কানন কুন্ডল, বংশীধর "মনরঙ্গ" ফিরত গিরধারী ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

]I[র্সা র্সা র্সা র্সা । [প]ণা -া পা পা । মরা -া -পমা -া । -পপা -া পা -া I

ব ন ব ন ঢুঁ ০ ড় ন যা০ ০ ০০ ০ ০০ ০ উ ০

I মা পা র্সর্সা -া । [প]ণা [ধ]ণা পা পা । মরা -া রমপণা পা । মরা -া সন্‌া -সা II

কি তা হঁ০ ০ ছু প গ্য য়ে কৃ০ ষ ্ণ০০০ মু রা০ ০ রী০ ০

অন্তরাঃ

II র্সা র্সা র্সা (র্স) । [প]ণা -া পা পা । [প]মা -া পা পা । [প]না পা [প]না না I

ব ন ব ন ঢুঁ ০ ড় ন সী ০ স মু কু ট আওর

I র্সা -া র্সা র্সা । র্রনা র্সা র্সা র্সা । [প]না র্সা র্রা -া । [র্স]র্মা [র্স]র্মা র্রা র্সা I

কা ০ ন ন কু০ ন্ ড ল ব ন্ শী ০ ধ র ম ন

I না -র্সা র্রা র্সা । [প]না র্সা [প]ণা পা । মপা-নর্সা-র্রর্মা-র্রর্সা । -নর্সা-র্রর্সা ণপা -মপা II

র ০ ঙ্গ ফি র ত গি র ধা০ ০০০০ ০০ ০০ ০০ রী০ ০০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ন্‌সা রমা পনা র্সর্রা । র্সণা পমা রসা ন্‌সা ।

২ । রমা পণা পমা রমা । পণা পমা রসা ন্‌সা ।

৩ । মপা নর্সা র্রর্মা র্রর্সা । নর্সা র্রর্সা ণপা মপা ।

৪ । পনা র্সর্রা র্মর্রা র্সনা । র্সণা পমা রসা ন্‌সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ন্‌সা রমা পনা র্সর্রা । র্মর্রা র্সনা র্সণা পমা । পণা পমা রসা ন্‌সা ।

২ । পমা রসা ণপা মরা । র্সণা পমা র্রর্সা ণপা । রমা পমা রসা ন্‌সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । পমা রমা রসা ন্‌সা । র্সণা পমা রসা ন্‌সা । র্সর্রা র্মর্রা র্সণা পমা । পণা পমা রসা ন্‌সা ।

২ । মমা রসা পপা মরা । ণণা পমা র্সর্সা ণপা । র্রর্রা র্সণা র্মর্মা র্রর্সা । ণপা মপা রমা রসা ।

॥ রাগ-বৃন্দাবনী সারং। খেয়াল। তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ   মগবা রো করহীলা মোরা ছৈল লঙ্গরবা শ্যাম।
অন্তরাঃ জেতী কহীলা তেতী মন হীলা দৈয়া রামে।

স্থায়ীঃ

```
  ১১                  ১২                    +                 ২
II রা  মা  পা  -া  । -ণা  -পা  -পনা -র্সা  । র্সা  -া  -া  -া । পণা পা-মা  -পা ।
   ম   গ   বা  ০      ০   ০   ০০   ০     রো  ০  ০   ০   ক০  র  ০   ০

  ৩                   ৪                  ৫                  ৬
I মা  -া  রা  -পা  । মা  -রা  সা  -া । ণা  -া  -সা  -া  । মা  -রা  -া  -া I
  হী  ০  লা   ০     মো  ০   রা  ০   ছৈ  ০   ০    ০     ল   ০   ০০

  ৭                   ৮                  ৯                   ১০
I মা  -পা  পমা পপা । মা  -রা  -া  -া । রমা  -পমা  -রা  -া  । সা  -া  -া  -া II
  ল   ০   ঙ্গ০  র০    বা  ০  ০ ০    শ্যা০  ০০  ০   ০     ম   ০   ০   ০
```

অন্তরাঃ

```
  ১১                 ১২                   +                 ২
II মা  -া  -পা  -া । পণা  -পা  -না  না । র্সা  -া  -া  -া । নর্সা  -র্রা  -র্সা  -া I
   জে  ০   ০   ০    তী০  ০   ০   ক    হী  ০  ০  ০    লা০   ০    ০    ০

  ৩                   ৪                   ৫                 ৬
I না  -া  র্সা  -া । -া  -া  র্রা  র্সা । ণা  -া  -া  -া । পা  -া  -া  -া I
  তে  ০  তী   ০    ০   ০   ম   ন    হী  ০   ০   ০    লা  ০   ০  ০

  ৭                   ৮                   ৯                  ১০
I মা  -া  -পা  -া । মপা -নর্সা -া  -া । ণা-পা  -মণা-পপা । মা  -রা  -সা  -া II
  দৈ  ০   ০   ০    য়া০  ০০  ০  ০    রা ০   ০০  ০০     মে   ০   ০   ০
```

বিলম্বিতের তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। মমরমা রসন্সা রমপণা পমরসা । রমপণা পমরমা পনর্সর্রা র্সণপমা ।
    পনর্সর্রা র্মর্মর্রর্সা ণপমপা নর্সর্রর্সা । ণপমপা ণণপমা পণপমা রসন্সা ।

২। র্সণপমা রমরসা রমপমা পন্র্সর্রা । র্সণপমা রসন্সা মমরমা রসপপা ।
    মপমরা ণণপণা পমপনা র্সর্রর্মর্মা । র্রর্সণপা মপনর্সা ণপমপা মরসা-া ।

রাগ-দূর্গা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- বিলাবল জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব বাদীস্বর- মধ্যম (মা) সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা) অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ প্রকৃতি- চঞ্চল ন্যাসস্বর- সা রা মা পা ও ধা ।	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর । 'গা' ও 'না' বর্জিত । সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর আঃ সা রা মা পা ধা র্সা । অবঃ র্সা ধা পা মা রা সা । পকড়- মা পা ধা, মা রা, সা রা, ধ্া সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, মরা, ধ্া, সা রা, মা, পা, মা পা ধা, মা, রা, মপা, মা, রা, ধ্া, সা ।

২। সা, রসা, ধ্া, সা রা মা, রমা, রমপা, পধা মপমা, পমরা, সধ্সা ।

৩। মা, রপা, রপা মা, সা, মরা, ধ্সা, রসা, মরা, পমা, ধপা, ধা পধা, মপমা, ধমা রা, মা পা পা ধা, মা, রমরা, ধ্সা ।

৪। পমা, পধা-, মপা, রমপমা, সরা, ধ্সরমা, মরা, পমা, ধা, পধা, মা, রমপমা, সরমরা, ধমা, সরপা, মপা, মরা, ধ্সা ।

॥ রাগ-দূর্গা । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ চমকত চমকত বিজুরিয়া, বরসন লাগে বাদরিয়া ।

অন্তরাঃ একে ঘন গরজত দুজে পবন বহত, তিজে পিয়া বিনা নাহি নিদরিয়া ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II সা রা পা পা । -া ধপা পা ধা । মা -া -রা সা । রা ধ্া সা -া ।

চ ম ক ত ০ চ০ ম ক ত ০ ০ বি জু রি য়া ০

I সা সা মা রা । পা -া পা -া । মপা -ধর্সা-ধর্সা-ধপা । মপা -ধপা মরা সা II

ব র স ন লা ০ গে ০ বা০ ০০ ০০ ০০ দ০ ০০ রি০য়া

অন্তরাঃ

II মা পা ধা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা । ধা র্সা র্রা র্মা । ধা পা ধা মা I

এ ক ঘ ন গ র জ ত দু জে প ব ন ব হ ত

I পা -া পা পা । ধা -মা পা পা । মা -া রা সা । ধ্া ধ্া সা -া II

তি ০ জে পি য়া ০ বি না না ০ হি নি দ রি য়া ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা মপা ধর্সা র্রসা । ধপা মপা মরা সা।
২। রমা পধা মপা ধর্সা । ধর্সা ধপা মরা সা।
৩। পধা র্সর্সা ধপা মপা । মপা ধপা মরা সা।
৪। মপা ধপা রমা পমা । র্সর্সা ধপা মমা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সরা মরা মপা ধপা । মপা ধর্সা ধপা মপা । মপা ধপা মমা সা।
২। র্সধা পমা পধা র্সরা । র্মরা র্সরা র্সধা পমা । মপা ধপা মরা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১।সরা মপা রমা পধা । মপা ধর্সা পধা র্সরা ।র্মরা র্সরা র্সর্সা ধপা । মপা ধপা মরা সা।
২।পমা রমা ধপা মপা । র্সধা পধা র্রসা ধর্সা ।র্মরা র্সরা র্সরা র্সধা । মপা ধপা মরা সা।

রাগ-আলাহিয়া বিলাবল ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- বিলাবল জাতি- খাড়ব-সম্পূর্ণ বাদীস্বর- ধৈবত (ধা) সমবাদীস্বর-গান্ধার (গা) অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ প্রকৃতি- শান্ত ন্যাসস্বর- সা, রা ও পা	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়। এই রাগের আরোহীতে 'না' ও অবরোহীতে 'গা' বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অবরোহীতে কোমল 'ণা' বিবাদী স্বররূপ প্রয়োগ হয়ে থাকে। আরোহীতে 'মা' বর্জিত। সময়- দিবা প্রথম প্রহর আঃ সা রা গা রা, গা পা ধা, না ধা না র্সা। অবঃ র্সা না ধা পা, ধা ণা ধা পা, মা গা মা রা সা। পকড়- গা রা গা পা,মা গা মা রা, গা পা ধা ণা ধা পা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রসা, গা-, গমা, রসা, গমা, রগা- পা-, গমা, রসা।
২। গা, মা, রগা, পা-, ধপা, মগা, মরা, সরসা, ধ্ণা ধ্পা-, ধ্ন্সা।
৩। সা রা গা, গমা, রগা, পা-, গমপা, ধা, গপা, মগা, গমা, রগা, পা গমা রসা।
৪। গপা, ধা, নর্সা, ধা ণা ধা পা, মগা, মরা, গপা, ধনা র্সনা, ধা- পা-, গপধা, পা, মগা, মরা, গপা ধপা ধা, মগা, মরসা।

॥ রাগ-আলাহিয়া বিলাবল । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ লাড়িলী লাড় ফুলে আবত, লাড়িলী লাল ফুলে ।

অন্তরাঃ কুঞ্জ কেলি নব রঙ্গ বিহারী, সুরত হিঁ ডোরে ঝুলে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II র্সা -া ধা পা ।-গা রগা -পা মা ।গা -া -মা রা ।সা -রা সা সা I

লা ০ ড়ি লী ০ লা০ ০ ড় ফু ০ ০ লে আ ০ ব ত

I গা -া মা রা ।-গা পা -া পা ।ধনা -র্সর্রা -র্সনা-ধপা ।-মগা -মমা রা -সা II

লা ০ ড়ি লী ০ লা ০ ল ফু০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ লে ০

অন্তরাঃ

II পা -া পা ধা ।-র্সা র্সা র্সা র্সা ।র্সা -া র্সা র্সা ।র্সা -র্রা র্সা -া I

কু ০ ঞ্জ কে ০ লী ন ব র ০ ঙ্গ বি হা ০ রী ০

I র্সা র্রা র্গা র্রা ।র্সা -ধণা ধা-পা ।গপা -ধনা-র্সর্রা -র্সনা ।-ধপা -মগা রা-সা II

সু র ত হিঁ ডো ০০ রে ০ ঝু০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ লে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । গপা ধনা র্সনা ধপা । ধণা ধপা মগা রসা ।

২ । গপা মগা মরা গপা । ধণা ধপা মগা রসা ।

৩ । পপা ধপা র্সনা র্রর্সা । ধণা ধপা মগা রসা ।

৪ । ধনা র্সর্রা র্গর্রা র্সনা । ধণা ধপা মগা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সরা সমা গরা গপা । ধণা ধপা ধনা র্সর্রা । র্সনা ধপা মগা রসা ।

২ । র্গর্রা র্সনা ধনা র্সর্রা । র্সনা ধনা র্সনা ধপা । ধণা ধপা মগা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।সরা গপা মগা মরা । গপা ধনা ধপা মগা । মরা গপা ধনা র্সর্রা । র্সনা ধপা মগা রসা ।

২ ।সন্া ধন্া সরা গরা । গপা ধনা র্সনা ধপা ।ধনা র্সর্রা র্গর্রা র্সনা । ধণা ধপা মগা রসা ।

রাগ-তিলক কামোদ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- খাম্বাজ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয় ।
জাতি- খাড়ব-সম্পূর্ণ	আরোহীতে 'ধা' বর্জিত ও অবরোহীতে সম্পূর্ণ । এই রাগের
বাদীস্বর- রেখাব (রা)	চলন বক্র ।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	আঃ সা রা গা সা, রা মা পা ধা মা পা, র্সা ।
প্রকৃতি- চঞ্চল	অবঃ র্সা পা ধা মা গা, সা রা গা, সা ন্া ।
ন্যাসস্বর- গা ও পা	পকড়- প্া ন্া সা রা গা, সা, রা পা মা গা, সা ন্া ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, রা, গা সা, রা , মা, গরা গা, সা, সন্া, সরগা, রমগা সা, রা, গা, সা ।

২ । সা রমপা, রা, মা, রা, পা, মগা, রগা, রগা, রা,পা, মগা, সা, রা, মগা, সরগা সা ।

৩ । সা, রা, মপা, পা, মপা, ধা, পা, মগা, রমা, রপা, মধপা, সা, রা, পমগা, সরা, মরা, পমা, ধপা, মগা, রা, মা, পা মগা, সরা গসা ।

৪ । মা, রা, পমপা, মা, পা, ধপা, মপা, না, র্সা, পা, ধপধা, পমগা, সরা, পমপা, মগা, রমা পনা, র্সা ধপা, মপর্সা, পধা পমগা, সরা গসা ।

॥ রাগ-তিলক কামোদ । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ নীর ভরণে কৈসে যাউ সখিরি ম্যয়, ড্যগর চলত মোসে করত রার্ ম্যয় ।

অন্তরাঃ এ্যায়সো চঞ্চল চপল হট নট খট, মানত না কাহুঁকি বাত্ বিনতি করত ম্যয়,
গ্যয়িরি হার ম্যয় ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

[I রা -গা রা পা । মা গসা রা গা । গা -া সা ন্া । সা রা ন্া সা I
নী ০ র ভ র ণে০ কৈ সে যাঁ ০ উ স খি রি ম্য য়

I প্া প্া ন্া সা । রা গা সা রা । মা পা পধা মা ।-রা গা [স]ন্া সা II
ড্য গ র চ ল ত মো সে ক র ত০ রা ০ র্ ম্য য়

অন্তরাঃ

[I রা -গা রা পা । মা গসা রা গা । গা সা পপা ধা । মা পা পা পা I
নী ০ র ভ র ণে০ কৈ সে যাঁ উ এ্যায় সো চ ঞ্চ ল চ

I না না না র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্রা র্গা র্সা । র্রা র্গা না র্সা I
প ল হ্ ট ন ট খ ট মা ন ত না কা হুঁ কী বাত্

I পা না র্সা র্রা । না র্সা পা পা । [প]ধপা ধা পধা মা । -গরা গা ন্া সা II
বি ন তি ক র ত ম্য য় গ্য০ য়ি রি০ হা ০০ র্ ম্য য়

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । গরা পমা গসা রগা । সন্া প্না সরা গসা ।
২ । রমা পধা মপা র্সসা । পধা পমা রগা সা ।
৩ । পধা পপা র্সনা র্রসা । পধা মগা রগা সা ।
৪ । পনা র্সরা র্গসা পধা । পমা গসা রগা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সরা মপা ধধা পমা । পনা র্সরা র্গরা নর্সা । পধা পমা গরা ন্সা ।
২ । সরা মপা রমা পধা । মপা র্সপা ধমা গরা । পমা গরা গরা ন্সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । ন্সা রমা পধা মপা । নর্সা পনা র্সরা নর্সা । পর্সা নর্সা পধা পমা । গরা পমা গরা ন্সা ।
২ । প্ন্া সরা গসা রমা । পধা পমা পনা র্সরা ।র্গসা নর্সা পধা পমা । গরা পমা গরা ন্সা ।

রাগ-ঝিঁঝিট ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- খাম্বাজ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে 'ণা' কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	স্বর ব্যবহার হয় ।
বাদীস্বর- গান্ধার (গা)	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	আঃ সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা ।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	অবঃ র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা ।
প্রকৃতি- চঞ্চল	পকড়- সা রা সা ণ্া ধ্া প্া ধ্া সা রা মা গা ।
ন্যাসস্বর- সা, গা, ধা, না ।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, রমগা, সণ্ধ্প্া, মগপা, মগা, সা, রসা, ণ্ধ্প্া, ধ্সা রমগা, গমগরসা, সরগমগা ।
২ । সরমগা, গপমা, গমগা, ধধপা, গমগা, সরগমগরা, গমগরা, সা ণ্ধ্প্া, ধ্সা, রমগা ।
৩ । র্সা, র্রর্সণধপা, ণধপা, ধপণধপা, মগা, রপমগা, মগরসা, সরগমগরসা, রসণ্ধ্প্া, ধ্সা রমগা ।
৪ । সরগপা, গপমা, গপধণধপা, র্সা, ণধপা, গপধা, পমগা, সরা, মগা, মগরসা, রসণ্ধ্প্া ধ্সরমগা ।

॥ রাগ-ঝিঁঝিট । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ বংশী বাজী সো মেরে মন বস গয়ি রে লে জা ব্রজকে বাসী ।
অন্তরাঃ সুন্দর শ্যাম মনোহর মুরত, মোহন মধুর মুখ হাঁসী ।

স্থায়ীঃ

```
  ০              ১                  +             ৩
|| গা  -া  মমা -পা  । ᵍপমা -গা -রসা রা  । গা -া -া ᵍপা  । মা -গা  রা  গা |
   ব   ং   শী০  ০     বা০   ০   ০০ জী   সো০ ০ মে    রে ০   ম   ন

| রা  সা  -া রা  । সণ্া -ণ্া ধ্া -া  । প্া -ধ্া প্ধ্া -সরা  । -গমা -রা -গা -া |
  ব   স   ০ গ    য়ি০  ০ রে ০     লে  ০ জা০ ০০       ০০   ০   ০ ০

| সা রা গা -পা  । -ধা -র্সণা -ধপা ধা । গপা -ধর্সা-ণধা -পধা । -গপা-মগা-রসা -রা ||
  ব্র জ কে ০     ০  ০০   ০০ ০   বা০  ০০ ০০  ০০   সী০ ০০০০  ০
```

অন্তরাঃ

```
|| পমা মা গা রা  । গা  -া গা  পা । গা -পা   ধা  র্সা । র্সণা -ণা  ধা পা |
   সু০ ন্ দ র    শ্যা ০ ম   ম   নো ০    হ   র    মু০ ০    র ত

| পা ধা র্সা র্রা  । র্গা র্রা র্সা র্সা  । পধা -র্সণা -ধপা র্সণা  । -ধপা -মগা -রসা -রা ||
  মোহ ন ম     ধু র মু খ    হাঁ০ ০০  ০০ সী০   ০০  ০০  ০০  ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সণ্া ধ্সা রগা পমা । ধণা ধপা মগা রসা ।
২ । সরা গপা ধর্সা ণধা । পমা গরা সণ্া ধ্সা ।
৩ । র্সা ণধা পধা র্সা । ণধা পমা গরা সা ।
৪ । র্সর্রা র্গর্রা র্সণা ধপা । র্সণা ধপা মগা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সণ্া ধ্প্া ধ্সা রগা । পমা ধপা ণধা র্সর্রা । র্সণা ধপা মগা রসা ।
২ । র্সণা ধণা পধা র্সর্রা । র্গর্রা র্সণা ধপা ধপা । মগা রগা সণ্া ধ্সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।সরা গপা ধণা ধপা । গপা ধর্সা ণধা পধা । পধা র্সর্রা র্গর্রা র্সণা । ধপা ধপা মগা রসা ।
২ ।র্সর্রা র্সণা র্সণা ধণা । ধপা ধপা মপা মগা । মগা রগা রসা রসা । ণ্ধ্া প্ধ্া সরা সা ।

রাগ-কালিংড়া ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- ভৈরব	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, দা কোমল ও বাকী সব
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহী অবরোহীতে ৭টি স্বরই
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	ব্যবহার হয়। মতান্তরে 'পা' বাদী ও 'সা' সমবাদী।
সমবাদীস্বর- গান্ধার (গা)	সময়- রাত্রি শেষ প্রহর, প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	রাগ। গা, পা, দা স্বর সমূদয় বৈচিত্র্যদায়ক।
প্রকৃতি- ক্ষুদ্র	আঃ সা ঋা গা মা পা দা না র্সা।
ন্যাসস্বর- গা ও পা।	অবঃ র্সা না দা পা মা গা ঋা সা।
	পকড়- দা পা, গা মা গা, ন্‌া সা ঋা গা মা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ঋসা, গা, মগা, সঋসা, ন্‌সা, গমগা, মগপা, দপা, গমগা, ঋসা।

২। সগা, মপা, মপা, দা, পা, গমা, দপা, গমগা, সগা, মপা, মা, পগা, দা, পমগা, ঋসা।

৩। সা ঋা ন্‌া, সা, মগা মপা, গমা পদা, মপা দপা, গমগা, পদনা, দনা, দপা, মপা গমা, দপা, মদা পমগা, সঋা পমগা ঋসা।

৪। গা, মগা, মপদা, পদা, নদপা, দনা, পদা, মদপা, দপা, গমগা, মপা দনা, পদপা, পদা পনা দপা, মপদপদা, মপা দপা গমগা, মগা ঋসা।

॥ রাগ-কালিংড়া। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ঘরি ঘরি পল ছিন কলন পড়ত হৈ, কৈসে রহো পিয়া বিন মে অকেলী।
অন্তরাঃ সদারঙ্গ তুম মনকে ভবন হো, তন মন বস ভইলী নবেলী।

স্থায়ীঃ

০   ১   +   ৩
II দা দা পা মগা । মগা মা পা পা । পা দা র্সা ^{ন}র্সা । না দা পা -া I
ঘ রি ঘ রি০ প০ ল ছি ন ক ল ন প ড় ত হৈ ০

I গা -মা ^{প}দা পা । মা -গা ঋা সা । ন্‌া সা গা -মা । পা দা পদা -নর্সা I
কৈ ০ সে র হো ০ পি য়া বি ন মে ০ অ কে লী০ ০০

অন্তরাঃ

II দা দা -া না । -া না র্সা র্সা । র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্সা । ^{ন}র্সা না র্সা -া I
স দা ০ র ঙ্‌ গ তু ম ম ন কে ভ ব ন হো ০

I দা না র্সা র্ঋা । ^{ন}র্সা না দা পা । -া পদা -র্ঋা র্সর্ঋা । ^{ন}র্সা -না দা -পা II
ত ন ম ন ব স ভ ই ০ লী০ ০ ন০ বে ০ লী ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সগা মপা দপা মগা । ঋগা মপা গমা গা ।
২। সমা গমা পদা মপা । দঁপা মপা গমা গা ।
৩। গমা পদা নর্সা নর্সা । দনা দপা গমা গা ।
৪। র্সগা র্মগা র্ঋর্সা নদা । পদা মপা গমা গা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সগা মপা দনা দপা । মপা দনা র্সনা দপা । মপা দপা গমা গা ।
২। পদা পদা নর্সা নর্সা । র্গর্মা র্গর্মা র্ঋর্সা নদা । নদা পমা গমা গা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১।গমা পদা গমা গা । গমা পদা র্সনা দপা । দনা র্সর্ঋা র্সনা দপা । মপা দপা গমা গা ।
২।গমা গমা পদা পা । পদা পদা নর্সা না । দনা দনা র্সর্ঋা র্সা । নদা পমা গমা গা ।

রাগ-আড়ানা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-আস্যবরী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, দা কোমল ও উভয় (না, ণা)
জাতি-খাড়ব-খাড়ব	ব্যবহার হয় । আরোহীতে শুদ্ধ 'না' ও অবরোহীতে কোমল
বাদীস্বর-ষড়জ (সা)	'ণা' । আরোহীতে গান্ধার ও অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত ।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	সময়- রাত্রি তৃতীয় প্রহর
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	আঃ-সা রা মা পা, দা না র্সা ।
প্রকৃতি-চঞ্চল	অবঃ-র্সা দা ণা পা, মা পা জ্ঞা মা রা সা ।
ন্যাসস্বর-পা ও র্সা ।	পকড়-র্সা, দা, না র্সা, দা,ণা পা মা পা,জ্ঞা মা রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ন্সা, র্সা, রমপা, মপা, জ্ঞমা, রসা, মপা, দণপা, মজ্ঞমা, রসা ।
২। মা, রসা, ন্সা, জ্ঞমরসা,মপদনর্সা দণপা, র্রর্সা, নর্সা, দণপা, মজ্ঞা,মরসা ।
৩। সরমপা, র্সদণপা, ণণা, পমপা, জ্ঞমা, রসরসা, র্সা, দনর্সা, র্রর্সর্রা, নর্সা, ণপা, দণপা, মপা, জ্ঞমপা, জ্ঞমরসা ।
৪। রসরা সা, জ্ঞজ্ঞা, মা, রসা, ণপা, মপা, জ্ঞমা, রসা, র্রর্সা নর্সর্রর্সা, দণপা, নর্রর্সর্রা, র্সদণপা, দা, নর্সর্রনর্সা, দণপা, জ্ঞমরসা ।

॥ রাগ-আড়ানা । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ফুল রহী ফুলবারী, দেখন আই বৃজ নরনারী।

অন্তরাঃ ডার ডার পে ছাই বেলরিয়া, বন বন মে বোলত কোয়লিয়া।

স্থায়ীঃ

	০				১				+				৩			
॥	পা	-া	পা	পা ৷	ণা	-মা	পা	র্সা ৷	র্সা	-া	-া	-ণদা ৷	ণা	-া	-পা	-া ৷
	ফু	০	ল	র	হী	০	ফু	ল	বা	০	০	০০	রী	০	০	০
৷	জ্ঞা	-মা	রা	সা ৷	রা	-া	সা	-া ৷	রা	মা	পা	দা ৷	নর্সা	-র্রা	র্সা	-া ॥
	দে	০	খ	ন	আ	০	ই	০	বৃ	জ	ন	র	না০	০	রী	০

অন্তরাঃ

॥	মা	-া	পা	দা ৷	-া	না	র্সা	-া ৷	না	-র্সা	র্রা	-র্সা ৷	না	র্সা	র্সা	র্সা ৷
	ডা	০	র	ডা	০	র	পে	০	ছা	০	ই	০	বে	ল	রি	য়া
৷	মা	পা	না	র্সা ৷	র্জ্ঞা	-র্মা	-র্রা	-র্সা ৷	না	-র্সা	র্রা	র্সা ৷	ণদা	ণা	পা	পা ॥
	ব	ন	ব	ন	মে	০	০	০	বো	০	ল	ত	কো০	য়	লি	য়া

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । মপা র্সা ণদা ণপা । মপা জ্ঞমা রসা রসা ।

২ । মপা দনা র্সর্রা নর্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা ।

৩ । পদা ণপা র্সনা র্রর্সা । পপা মপা জ্ঞমা রসা ।

৪ । র্মর্মা র্রর্সা নর্সা র্রর্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । মমা রসা ন্‌সা রমা । পনা র্সর্রা র্মর্মা র্রর্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা ।

২ । পণা পমা জ্ঞমা রসা । ণণা পমা পনা র্সর্রা । দণা পমা জ্ঞমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । ন্‌সা রমা রসা রমা । পণা পমা জ্ঞমা রসা । মপা নর্সা র্রর্সা নর্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা ।

২ । জ্ঞমা রসা পপা জ্ঞমা । রসা ণণা পমা জ্ঞমা । রসা র্রর্রা র্সর্রা নর্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা ।

॥ রাগ-আড়ানা । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ করত বরজোরী য়েরী, মানত না মোরী ।
অন্তরাঃ বিনতি করত হারী ন মানে বননারী ।

১১   ১২   +   ২
II ণা -া পা -া । ণণপমা -পা মা পা । র্সা -া -া -া । ণদা -ণা -পা -া I
ক ০ র ০ ত০০০ ০ ব র জো ০ ০ ০ রী ০ ০ ০

৩   ৪   ৫   ৬
I ণণা -পমা -পা -া । জ্ঞা -মা -রা -সা । রা -া -ন্া -সা । রা -া মা -া I
য়ে০ ০০ ০ ০ রী ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ন ০ ত ০

৭   ৮   ৯   ১০
I পা -া -া -া । দনা -র্সা -র্রা -া । -র্সা -া দা -া । -ণা -া -পা -া II
না ০ ০ ০ মো০ ০ ০ ০ ০ ০ রী ০ ০ ০ ০০

অন্তরাঃ

১১   ১২   +   ২
I মা -া পা -া । দা -া না -া । র্সা -া -া -া । র্সা -া না -র্সা I
বি ০ ন ০ তি ০ ক ০ র ০ ০ ০ ত ০ হা ০

৩   ৪   ৫   ৬
I -র্জ্ঞা -া -র্মা -া । র্রা -া -র্সা -া । র্রর্রর্সনা -র্সা র্সা -া । -দা -া -ণা -া I
০ ০ ০ ০ রী ০ ০ ০ ন০০০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০

৭   ৮   ৯   ১০
I পা -া -া -া । ণণা -পমা -পা -া । জ্ঞা -া -মা -া । রা -া সা -া II
নে ০ ০ ০ ব০ ০০ ০ ০ ন ০ ০ ০ বা ০ রী ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১ । ণণপমা জ্ঞমরসা সরমপা রমপদা । পমদনা র্সর্রনর্সা র্মর্মর্রর্সা নর্সর্রর্সা ।
ণদণপা মপদনা র্সর্সদদা ণপমপা । দনর্সদা ণপমপা পণপমা জ্ঞমরসা ।

২ । র্মর্মর্রর্সা নর্সর্রর্রা র্সনর্সর্সা ণপমপা । জ্ঞমরসা মমজ্ঞমা রসণণা পণপমা ।
জ্ঞমরসা পর্রর্সর্রা নর্সপণা পর্সনর্সা । পর্রর্সর্রা নর্সপণা মপজ্ঞমা রসণ্সা ।

রাগ- হিন্দোল ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে তীব্র ক্ষা ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	ব্যবহার হয়। রা ও পা বর্জিত। মধ্য ও তার সপ্তকে
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	বিস্তার বেশী হয়।
সমবাদীস্বর- গান্ধার (গা)	সময়- দিবা প্রথম প্রহর
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	আঃ সা গা, ক্ষা ধা না ধা, র্সা।
প্রকৃতি- গম্ভীর	অবঃ র্সা, না ধা, ক্ষা গা সা।
ন্যাসস্বর- গা ধা ও র্সা।	পকড়- সা গা, ক্ষা ধা না ধা, ক্ষা গা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ন্‌সা, গসা, ন্‌ধ্‌া, সগা, ক্ষা, ধা, গক্ষগা, সগা, সক্ষগা, সা।
২। গা, সগা, সন্‌ধ্‌া, ক্ষ্‌ধ্‌সা, গক্ষগা, ধক্ষগা, সগা, ন্‌সাধ্‌া, সক্ষগা, গক্ষগসা।
৩। গক্ষগধা, ক্ষধা, ক্ষগা, সগক্ষা, গক্ষা নধা, ক্ষধক্ষা, গা, সন্‌ধ্‌া, সা, গক্ষা গসা।
৪। সন্‌ধ্‌া, সগা, ক্ষগসা, গক্ষা, ধক্ষগা, ক্ষধা, নধক্ষা, ধর্সা নধা, ক্ষনা ধক্ষা, গধক্ষগা সগা ক্ষগা, ক্ষধনধা, র্সনধা, ক্ষধগা, সগসা, ন্‌ধ্‌া ক্ষ্‌ধ্‌া সন্‌সা।

॥ রাগ-হিন্দোল। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ বরন বরনকে ফুল ফুলে, সখিয়াঁ মন ভায়ে ল্যায়েরী।
অন্তরাঃ কাহুকে সীস মোতিয়নকো সেরা, দুজিকে গর সোহত মোহন মালা।

স্থায়ীঃ

	+				৩				০				১				
II	র্সা	না	ধা	র্সা	। না	ধা	ক্ষা	-া	। -া	গা	-া	ক্ষা	। গা	-া	সা	-া	I
	ব	র	ন	ব	র	ন	কে	০	০	ফু	০	ল	ফু	০	লে	০	
I	সা	সা	গা	-া	। ক্ষা	ক্ষা	ধা	-া	। র্সা	-া	র্সা	-ধা	। র্সা	-ক্ষা	ধা	-া	II
	স	খি	য়াঁ	০	ম	ন	ভা	০	য়ে	০	ল্যা	০	য়ে	০	রী	০	

অন্তরাঃ

II	গা	গা	গা	ক্ষা	। -া	ক্ষা	ধা	ধা	। র্সা	র্সা	র্সা	-া	। র্সা	-া	র্সা	-া	I
	কা	হু	কে	সী	০	স	মো	তি	য়	ন	কো	০	সে	০	রা	০	
I	র্সা	র্সা	র্গা	র্ক্ষা	। র্গা	র্সা	র্সা	র্সা	। র্সা	-া	র্সা	র্সা	। র্সা	-ধা	র্সা	-ধা	II
	দু	জি	কে	গ	র	সো	হ	ত	মো	০	হ	ন	মা	০	লা	০	

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সগা ক্ষধা নধা র্সা । র্সনা ধক্ষা গক্ষা গসা।
২। সগা ক্ষধা র্সনা ধক্ষা । ধর্সা নধা ক্ষগা সা।
৩। ক্ষগা ক্ষধা র্সগা র্সর্সা । নধা ক্ষধা ক্ষগা সা।
৪। র্সধা নধা নক্ষা ধর্সা । ননা ক্ষধা গক্ষা গসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সগা ক্ষগা ক্ষধা ক্ষধা । নক্ষা ধর্সা নধা ক্ষধা । গক্ষা ধক্ষা গক্ষা গসা।
২। সগা ক্ষগা ক্ষধা ক্ষগা । ক্ষধা র্সা নধা ক্ষধা । ক্ষনা ধক্ষা গক্ষা গসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সগা ক্ষধা ক্ষগা ক্ষধা । র্সর্সা ধক্ষা গক্ষা ধর্সা । র্গর্গা র্সনা ধক্ষা গক্ষা । ধর্সা নধা ক্ষগা সা।
২। সগা ক্ষধা র্সনা ধক্ষা । গক্ষা ধর্সা নধা ক্ষগা ।ক্ষধা র্সর্সা র্গর্গা র্সনা ।ধক্ষা গক্ষা গক্ষা গসা।

রাগ-পরজ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- পূরবী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, দা, কোমল, উভয় মধ্যম
জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ	(মা,ক্ষা) ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।
বাদীস্বর- ষড়জ (সা)	সময়- রাত্রি চতুর্থ প্রহর
সমবাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	আঃ ন্‌া সা গা, ক্ষা দা না র্সা।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবঃ র্সা, না দা পা, ক্ষা পা দা পা, গা মা গা, মা গা ঋা সা।
প্রকৃতি- চঞ্চল	পকড়- র্সা, না দা পা, ক্ষা পা দা পা, গা মা গা।
ন্যাসস্বর- গা পা ও না।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। ক্ষা দা না-, দপা-, গা মা গা-, ক্ষা গা ঋা সা, ন্‌সমপদপা, দক্ষা-, দনা-, দপা-, গা মা গা, গমা দপা, গা-, মা গা ঋা সা।
২। সা গা ক্ষা পা, দপা, ক্ষা "মা গা, গা ক্ষা পা দা ক্ষা পা, গা মা গা, নদপা, ক্ষপা দনা-, পা দা ক্ষা পা, ক্ষনদনা দপা, ক্ষদনা-, র্সনা দপা, গমগা, পা গা মগা ঋসা।
৩। গা- ক্ষা গা ঋা সা-, গক্ষপা-, দা পা মা গা-, ক্ষা গা ঋা সা, গা মা দা পা, ক্ষা "মা গা-, দা না দা পা, গা ক্ষা দা না, ক্ষা দা নদপা, ক্ষা গা সা গা ক্ষা পা, দনা দপা, র্সনা দনা দপা, দপা মগা ঋসা।
৪। সা, গক্ষপা, ক্ষদনা- দর্সনর্সনদপা, ঋা র্সা ঋা নর্সা,নদনা-,ক্ষা গা ক্ষা দা না-, ক্ষপা নদপা, গা মা গা,ক্ষা না র্সা ঋা র্সা , পা দা ক্ষা দা পা মা গা ঋা সা।

॥ রাগ-পরজ । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ কা করুঁ ন মানেরী সখীরী মোর মুকুট বারো টীট নগর
ডগর চলত পনিয়াঁ ভরত ঠঠোরি করত ।

অন্তরাঃ সনদ পিয়া মোরি মানত নাহী বার বার মোসে বর জোরি করত ।

স্থায়ীঃ

০   ১   +   ৩

II হ্মা -া গা গা । হ্মদা না -া র্সা । র্ঋা -র্সা -না র্সা । র্সা -া না -দা I
কা ০ ক রুঁ ন০ মা ০ নে রী ০ ০ স খী ০ রী ০

I না -া র্সা র্ঋা । র্সা না দা পা । গা -া মা গা । ঋা ঋা সা সা I
মো ০ র মু কু ট বা রো টী ০ ট ন গ র ড গ

I ন্‌া সা গা গা । হ্মা দা না র্সা । র্সা র্ঋা র্সা র্ঋা । না দা না না II
র চ ল ত প নি য়াঁ ভ র ত ঠ ঠো রি ক র ত

অন্তরাঃ

II হ্মা গা হ্মা দা । না -া র্সা র্সা । নর্সা -র্ঋা র্সা র্ঋা । না -া র্সা -া I
স ন দ পি য়া ০ মো রি মা০ ০ ন ত না ০ হী ০

I না -র্ঋা র্গা র্ঋা । -র্গা র্ঋা র্সা র্সা । র্সা র্ঋা র্সা -র্ঋা । না দা না না II
বা ০ র বা ০ র মো সে ব র জো ০ রি ক র ত

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সগা হ্মদা নদা পহ্মা । গমা গা হ্মগা ঋসা ।
২ । দনা দনা দপা হ্মপা । গমা গা হ্মগা ঋসা ।
৩ । হ্মদা নর্সা নদা পহ্মা । গহ্মা দপা হ্মগা ঋসা ।
৪ । নদা র্সনা র্ঋর্সা নদা । পহ্মা দপা হ্মগা ঋসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । গহ্মা দনা র্সনা দপা । হ্মগা হ্মদা ননা দপা । হ্মপা হ্মগা মগা ঋসা ।
২ । র্সনা র্সনা দনা দপা । হ্মপা দপা দপা হ্মপা । গমা গা হ্মগা ঋসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । র্সর্ঋা র্সনা র্সনা দপা । হ্মপা দপা গমা গা । ন্‌সা গহ্মা দনা দপা । হ্মগা হ্মগা মগা ঋসা ।
২ । নর্সা র্গর্গা র্ঋর্সা নর্সা । র্ঋর্ঋা র্সনা দপা হ্মদা । ননা দপা হ্মদা পহ্মা । গমা গঋা সা ন্‌সা ।

রাগ-পটদীপ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-কাফী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে 'জ্ঞা' কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ
জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ	স্বর ব্যবহার হয়। আরোহীতে রা, ধা বর্জিত।
বাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	অবরোহীতে ৭টি স্বরই ব্যবহার হয়।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	সময়- দিবা চতুর্থ প্রহর
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	আঃ- সা জ্ঞা মা পা না র্সা।
প্রকৃতি-শান্ত	অবঃ-র্সা না ধা পা মা জ্ঞা রা সা।
ন্যাসস্বর-পা ও না।	পকড়- মা জ্ঞা, রা সা ন্া।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১।ন্া সা জ্ঞা মা,সা জ্ঞা সা, ন্া,সা জ্ঞা মা পা,পা পা মা পা জ্ঞা মা জ্ঞা সা ন্া সা।
২।জ্ঞা জ্ঞা মা পা,পা মা জ্ঞা মা,পা না,না ধা পা,মা পা, জ্ঞা মা,জ্ঞা জ্ঞা,সা ন্া সা।
৩।জ্ঞা মা পা না না না না ধা,পা মা পা,জ্ঞা মা পা না র্সা না ধা পা মা জ্ঞা রা সা।
৪।ন্া সা, জ্ঞা মা, মা পা, পা না না না, জ্ঞা মা মা পা না, না ধা, মা না ধা পা, ধা ধা পা, ধা পা মা জ্ঞা রা রা, সা ন্া সা।

॥ রাগ-পটদীপ। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ঐসো কোই যতন বতা মোরী আলী, আন মিলো এক বার সজনায়া।
অন্তরাঃ সুনরী নবেলী সঙ্গ কী সহেলী, নাহী ভুলসী তেরো গুঁনয়া।

স্থায়ীঃ

```
  ০                 ১                  +     ˙           ৩
 II র্সা ধা  পা  ধা  । মা পা  জ্ঞা  মা  । পনা -র্সা  ধা  পা  । জ্ঞা -মা  ধা -পা ।
   ঐ   সো কো ই     য  ত   ন   ব    তা০  ০   মো রী    আ  ০   লী  ০

 I জ্ঞা -া  রা  রা   । সা -সা ন্া  সা  । জ্ঞা -মা  পা র্সা  । র্সনা ধপা মজ্ঞা-রসা II
   আ  ০  ন  মি     লো ০  এ   ক    বা  ০   র  স    জ০ না০ য়া০  ০০
```

অন্তরাঃ

```
 II পা  পা  পা পা  । মা -পা  জ্ঞা -মা  । পা  না র্সা  র্সা  । না -র্সা  ধপা -মপা I
   সু  ন   রী ন    বে ০   লী  ০     সং  গ কী  স     লে ০   লী০  ০০

 I র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা র্সা । র্রা -না র্সা  র্সা  । ধা পা জ্ঞা -পা  ।-পনা -র্সনা-ধপা -রসা II
   না  হী ভু  ল    সী  ০ তে রো     গুঁ ন্ য়া  ০     ০০  ০০ ০০  ০০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ন্সা জ্ঞমা পনা র্সরা । র্সনা ধপা মজ্ঞা রসা ।

২ । জ্ঞমা পনা র্সনা ধপা । জ্ঞমা পমা জ্ঞরা সা ।

৩ । মপা নর্সা পনা র্সরা । র্সনা ধপা মজ্ঞা রসা ।

৪ । পমা পপা র্সনা র্সর্সা । ধধা পপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ ।জ্ঞজ্ঞা রসা ননা ধপা । র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা নধা পমা । জ্ঞমা পমা জ্ঞরা সা ।

২ ।ন্সা জ্ঞমা পমা জ্ঞমা । পনা র্সনা ধপা মপা । ধপা মজ্ঞা রসা ন্সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সজ্ঞা রসা ন্সা জ্ঞমা । পনা ধপা মজ্ঞা মপা । র্সর্জ্ঞা র্রর্সা নর্সা নধা । পমা জ্ঞমা জ্ঞরা সা ।

২ ।পমা ধপা মজ্ঞা মপা । নর্সা র্জ্ঞর্রা র্সনা ধপা । মপা নর্সা পনা র্সা । র্সনা ধপা মজ্ঞা রসা ।

রাগ-মধুবন্তী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- টোড়ী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, ক্ষা বিকৃত স্বর ও বাকী
জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ	সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয় । আরোহীতে রা ও ধা
বাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	বর্জিত ।
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	সময়- দিবা তৃতীয় প্রহর
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	আঃ ন্া সা জ্ঞা ক্ষা পা না র্সা ।
প্রকৃতি- ক্ষুদ্র	অবঃ র্সা না ধা পা ক্ষা জ্ঞা রা সা ।
	পকড়- জ্ঞা ক্ষা পা না ধা পা, ক্ষা জ্ঞা রা সা, ন্া সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । প্ন্সা, জ্ঞক্ষাজ্ঞা, রন্সজ্ঞরসা, ন্সরা, ন্সজ্ঞা, ক্ষাজ্ঞা, সজ্ঞক্ষা, সজ্ঞক্ষাসা, জ্ঞক্ষাপা, ক্ষাজ্ঞসজ্ঞরন্া, ধ্পা, ন্সক্ষাজ্ঞরসা ।

২ । জ্ঞক্ষাপা, ক্ষাপজ্ঞক্ষাজ্ঞপা, সজ্ঞক্ষাপা, রসক্ষাজ্ঞক্ষাপা, সজ্ঞসক্ষাজ্ঞপা, ক্ষাপধা, পক্ষাপক্ষাজ্ঞা, রসক্ষাজ্ঞপা, ক্ষাধপক্ষাজ্ঞক্ষা, জ্ঞরসন্সা ।

৩ । পক্ষাপা, ক্ষাপক্ষাধপা, সজ্ঞা, সজ্ঞক্ষাপা, জ্ঞক্ষাপধক্ষাপা, ক্ষাজ্ঞক্ষা, জ্ঞরসজ্ঞা, পক্ষাপধপা, ক্ষাজ্ঞরসা, ন্সজ্ঞক্ষা, পক্ষাপা, নধপক্ষাজ্ঞরসা ।

৪ । ক্ষাজ্ঞপক্ষাপা, ক্ষাপনধপা, জ্ঞক্ষা, জ্ঞপা, ক্ষানধপা, সজ্ঞক্ষাপজ্ঞক্ষা, জ্ঞক্ষাজ্ঞরসজ্ঞা, সজ্ঞক্ষাপনা, ধক্ষাপজ্ঞা, নপধক্ষাপা, জ্ঞপক্ষাজ্ঞা, সজ্ঞরসা ।

॥ রাগ-মধুবন্তী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ প্রভু মুঝে দরশন দো, মেরি আঁখিয়া দরশ পিয়াসী ।
অন্তরাঃ দীন তেরে দাস পাশ তুমারে, নাম তেরে উপাসী ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II ক্ষা -পা জ্ঞা -া । রা -া সা -া । ন্া সা জ্ঞা ক্ষা । পা -া -া -া I

প্র ০ ভু ০ মু ০ ঝে ০ দ র শ ন দো ০ ০ ০

I পা -ক্ষা জ্ঞা রা । ন্া -া সা -া । ক্ষা ক্ষা পা পা । ক্ষা -পা জ্ঞা -া II

মে ০ রি আঁ খি ০ য়া ০ দ র শ পি য়া ০ সী ০

অন্তরাঃ

II পা জ্ঞা ক্ষা পা । না -া র্সা -া । না -র্সা র্সা ক্ষা । র্রা -া র্সা -া I

দী ন তে রে দা ০ স ০ পা ০ শ তু মা ০ রে ০

I ন্া -সা জ্ঞা -ক্ষা । পা -না র্সা -া । ক্ষা -পা ক্ষা -জ্ঞা । রা -া -সা -া II

না ০ ম ০ তে ০ রে ০ উ ০ পা ০ সী ০ ০ ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ন্সা জ্ঞক্ষা পনা ধপা । ক্ষপা ক্ষজ্ঞা ক্ষজ্ঞা রসা ।

২ । জ্ঞরা সজ্ঞা ক্ষপা নধা । পনা ধপা ক্ষজ্ঞা রসা ।

৩ । পনা র্সনা ধপা নধা । পক্ষা জ্ঞক্ষা জ্ঞরা সা ।

৪ । নর্সা র্জ্ঞর্রা র্সনা ধপা । নধা পক্ষা জ্ঞরা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ন্সা জ্ঞক্ষা পজ্ঞা ক্ষপা । নর্সা নর্সা র্জ্ঞর্রা র্সনা । ধপা ক্ষজ্ঞা রসা ন্সা ।

২ । পক্ষা জ্ঞরা সজ্ঞা ক্ষপা । নর্সা র্জ্ঞর্রা র্সনা ধপা । ক্ষপা জ্ঞক্ষা জ্ঞরা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সজ্ঞা ক্ষপা জ্ঞক্ষা পনা । ধপা ক্ষপা নর্সা র্জ্ঞর্রা ।
র্সনা ধপা ক্ষপা জ্ঞপা । জ্ঞপা ক্ষজ্ঞা ক্ষজ্ঞা রসা ।

২ । ননা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা নর্সা । ক্ষক্ষা পনা জ্ঞজ্ঞা ক্ষপা ।
সসা জ্ঞক্ষা পক্ষা জ্ঞক্ষা । জ্ঞপা ক্ষজ্ঞা রসা ন্সা ।

রাগ-তিলং ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- খাম্বাজ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় (না, ণা) ব্যবহার হয়।
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	আরোহীতে শুদ্ধ 'না' ও অবরোহীতে কোমল 'ণা'।
বাদীস্বর- গান্ধার (গা)	বাকী সব শুদ্ধ স্বর। রা, ধা বর্জিত। তবে মাঝে মাঝে
সমবাদীস্বর- নিখাদ (না)	বিবাদীস্বর রূপে 'রা' প্রয়োগ হয়।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
প্রকৃতি- চঞ্চল	আঃ সা গা মা পা না র্সা।
ন্যাসস্বর- গা, পা।	অবঃ র্সা ণা পা মা গা সা।
	পকড়- ণা পা, গা মা গা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। গা, মা, গা, গা, মা, পা, মপমগা, গা, মপণা, পণা পা, গা, মা, গা, পমা, গমগা, সা।

২। সা, ণ্প্‌া, ন্‌সা, গমপা, মপা, ণা, পা, গমপণা, মপা, ণপা, গমগা, ণপা, মগসা।

৩। সা, গমগসা, গা, মপা, ণা, গা, মা, পনর্সপা, গমা, পর্সা ণপা, গমগা, সগা, মপণপা, গা, মা, পনর্সা, ণপমগসা।

৪। পা, মপা, গমগা, ণপণা, মপমা, র্সনর্সা, পণপা, গমা, সগমপা, সগা, সমা, গপা, মপণা, পনা র্সণা, পমগসা।

॥ রাগ-তিলং। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ মুরলীয়া বাজ রহি শ্যাম কী, সুমধুর ধুন শুনি সুন্দর শ্যাম কী।
অন্তরাঃ তেরে দীন তেরে চরন শরন, নাম সদা করে শ্যাম সুন্দর কী।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

[I গা মা ণা র্সা । ণা -পা গা মা । গা -া -া -া । গা -পমা গা সা I

মূ র লী য়া বা ০ জ র হি ০ ০ ০ শ্যা ০০ ম কী

I ন্‌া সা গা মা । পা না না র্সা । -া র্সা ণা পা । গা -া মা গা I[

সু ম ধু র ধু ন শু নি ০ সু ন্দ র শ্যা ০ ম কী

অন্তরাঃ

]I গা মা -া ণা । -া পা না না । র্সা র্সা র্সা -া । না না র্সা -া I

তে রে ০ দী ০ ন তে রে চ র ন ০ শ র ন ০

I র্গা -া র্গা র্মা । র্গা -া র্সা র্সা । -া র্সা ণা পা । গা মা গা -া I[

না ০ ম স দা ০ ক রে ০ শ্যা ম সু ন্দ র কী ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ন্সা গমা পনা র্সণা ।পমা পমা গমা গসা।
২। গমা পণা মপা নর্সা ।ণণা পমা গমা গসা।
৩। র্সণা পমা গমা গসা ।ন্সা গমা প্ন্া সা।
৪। র্সগা র্মগা র্সণা পমা ।গমা পমা গমা গসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ন্সা গমা পমা গমা ।পণা পমা গমা পনা ।র্সণা পমা গমা গসা।
২। গমা পণা পমা গসা ।গমা পনা র্সণা পমা ।গমা গমা গসা ন্সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১।ন্সা গসা গমা গমা ।পমা পণা পনা র্সা ।পনা র্সগা র্সণা পমা ।গমা পমা গমা গসা।
২।গমা পমা পণা পনা ।র্সনা র্সগা র্মগা র্মগা ।র্সনা র্সণা পণা পমা ।পমা গমা গসা ন্সা।

রাগ-মুলতানী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- টোড়ী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, জ্ঞা, দা কোমল, হ্মা
জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ	তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর। আরোহীতে ঋা, দা
বাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	বর্জিত ও অবরোহীতে ৭টি স্বরই ব্যবহার হয়।
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	সময়- দিবা চতুর্থ প্রহর
অঙ্গ- পুর্বাঙ্গের রাগ	আঃ ন্া সা, জ্ঞা হ্মা পা, না র্সা।
প্রকৃতি- গম্ভীর	অবঃ র্সা না দা পা, হ্মা জ্ঞা, ঋা সা।
ন্যাসস্বর- সা, জ্ঞা পা ও না।	পকড়- ন্া সা, হ্মা জ্ঞা, পা জ্ঞা ঋা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সজ্ঞা, হ্মজ্ঞা, সজ্ঞা হ্মপা, সজ্ঞা সহ্মা জ্ঞপা, হ্মজ্ঞা, হ্মজ্ঞা ঋসা, ঋসা ন্সা ন্দ্প্া, ন্সা, জ্ঞঋসা।
২। প্ন্সা, হ্মজ্ঞা ঋসা, জ্ঞহ্মপা, জ্ঞহ্মা জ্ঞপা, হ্মদপা, সজ্ঞা হ্মসা, জ্ঞহ্মা পজ্ঞা, হ্মপা দহ্মা, পনা দপা, হ্মপজ্ঞা, সজ্ঞা হ্মজ্ঞা ঋসা।
৩। জ্ঞহ্মা জ্ঞপা, হ্মপা, দপা, হ্মজ্ঞা ঋসা, ন্সজ্ঞা ঋসা, প্ন্া সহ্মা জ্ঞঋসা, ন্সা, হ্মজ্ঞা পহ্মা দপা, জ্ঞহ্মা পদপা, হ্মজ্ঞা সজ্ঞা ঋসা।
৪। হ্মজ্ঞা ঋসা, ন্সা জ্ঞঋসা, হ্মজ্ঞা হ্মপা, সজ্ঞা হ্মজ্ঞা, দপা, হ্মজ্ঞহ্মা, পহ্মপা, দপা, হ্মপা দপা, হ্মজ্ঞা হ্মজ্ঞা, সহ্মা জ্ঞপা হ্মজ্ঞা, হ্মপা, হ্মজ্ঞা ঋসা।

॥ রাগ-মুলতানী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ঝনক ঝুনক মোরি পায়ল বাজে, বিছুবা ছুম ছুম ছুননন সাজে ।
অন্তরাঃ সেজ চড়ত মোরি ঝানঝন হালে, সাসন নন্দকী লাজে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II পা ক্ষা জ্ঞা পা । ক্ষা জ্ঞা ঋা সা । ন্‌া -সা জ্ঞা ক্ষা । পা -া ক্ষা -পা I
ঝ ন ক ঝু ন ক মো রি পা ০ য় ·ল বা ০ জে ০

I জ্ঞা ক্ষা পা -না । র্সা না দা পা । ক্ষা ক্ষা পা পা । পা -া ক্ষা -জ্ঞা II
বি ছু বা ০ ছু ম ছু ম ছু ন ন ন সা ০ জে ০

অন্তরাঃ

II পা -া পা পা । ক্ষা জ্ঞা ক্ষা পা । না -া র্সা না । র্সা -া র্সা -া I
সে ০ জ চ ড় ত মো রি ঝা ন ঝ ন হা ০ লে ০

I না -া র্সা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা দা -পা । পক্ষা-জ্ঞক্ষা-পনা-র্সর্ঋা । র্সনা-দপা-ক্ষজ্ঞা-ঋসা II
সা ০ স ন ন ন্দ কী ০ লা০ ০০ ০০ ০০ জে০০০ ০০ ০০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সজ্ঞা ক্ষপা জ্ঞক্ষা পনা । র্সনা দপা ক্ষজ্ঞা ঋসা ।
২ । পক্ষা জ্ঞক্ষা পনা র্সর্ঋা । র্সনা দপা ক্ষজ্ঞা ঋসা ।
৩ । পক্ষা জ্ঞক্ষা পনা দপা । ক্ষপা ক্ষজ্ঞা ক্ষজ্ঞা ঋসা ।
৪ । জ্ঞক্ষা পনা র্সর্জ্ঞা র্ঋর্সা । নদা পক্ষা জ্ঞঋা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । জ্ঞজ্ঞা ক্ষপা ক্ষক্ষা পনা । পপা নর্সা নর্সা র্জ্ঞর্ঋা । র্সনা দপা ক্ষজ্ঞা ঋসা ।
২ । ক্ষপা জ্ঞক্ষা জ্ঞঋা সা । নর্সা পনা দপা ক্ষপা । জ্ঞক্ষা পক্ষা জ্ঞঋা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । জ্ঞজ্ঞা ঋসা ন্‌সা ন্‌ন্‌া । দপা ক্ষপা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্ঋর্সা ।
নর্সা র্ঋর্সা নদা পক্ষা । জ্ঞক্ষা পক্ষা জ্ঞঋা সা ।
২ । সজ্ঞা ঋসা ন্‌সা জ্ঞক্ষা । পনা দপা ক্ষপা নর্সা ।
র্জ্ঞর্ঋা র্সনা র্সর্জ্ঞা র্ঋর্সা । নদা পক্ষা জ্ঞঋা সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবে ঃ

সা জ্ঞক্ষা পা জ্ঞা । ক্ষপা মা ক্ষা পনা । র্সর্জ্ঞা র্ঋর্সা নদা পক্ষা ।
জ্ঞমা পক্ষা জ্ঞরা সা । জ্ঞক্ষা পনা র্সা পনা । র্সা পনা র্সা সা ।

॥ রাগ-মূলতানী । খেয়াল । তাল-একতাল(বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ কবন দেশ গয়ে পিয়া মোরা বালমুরে লোগবা ।

অন্তরাঃ না জানু কাই অপত বিলম রহে, ম্যয় তো বাহু দেশকী বলহারী ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২

II ন্সা জ্ঞা -ক্ষা পা । জ্ঞা -া ঋা সা । ন্া -সা -া -া । ন্া -া -সা -া I

ক০ ব ০ ন দে ০ শ গ য়ে ০ ০ ০ পি ০ ০ ০

৩ ৪ ৫ ৬

I ন্সা -জ্ঞা -ঋা -সা । ন্া -সা- জ্ঞা -া । ক্ষা -া -পা -া । জ্ঞা -ক্ষা পা -ন্া I

য়া০ ০ ০ ০ মো ০ ০ ০ রা ০ ০ ০ বা ০ ল ০

৭ ৮ ৯ ১০

I র্সা -া -না -র্সা । দা -পা -া -া । ক্ষা -পা দপা -ক্ষপা । জ্ঞা -া -ঋা -সা II

মু ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ লো ০ গ০ ০০ বা ০ ০ ০

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২

II ক্ষা -পা জ্ঞা ক্ষা । পা -া -না -া । -না -র্সা র্সা -া । না র্সর্জ্ঞা র্ঋা র্সা I

না ০ জা নু কা ০ ০ ০ ০ ০ ই ০ অ প০ ত বি

৩ ৪ ৫ ৬

I না -র্সা দা পা । ক্ষা পা জ্ঞা -ক্ষা । পা -না -র্সর্জ্ঞা র্ঋর্সা । র্সা -া -না র্সা I

ল ম র হে ম্য য় তো ০ বা ০ ০০ হু০ দে ০ ০ শ

৭ ৮ ৯

I দা -পা -া -া । ক্ষা পা দপা -ক্ষপা । জ্ঞা -া -ঋা -সা II

কী ০ ০ ০ ব ল হা০ ০০ রী ০ ০ ০

বিলম্বিতের তানঃ (৬ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। ন্সজ্ঞক্ষা জ্ঞঋসন্া সজ্ঞক্ষপা ক্ষজ্ঞঋসা । ক্ষপনর্সা নদপক্ষা জ্ঞমপনা র্সনদপা ।
গর্ঋর্সনা পনর্সর্ঋা র্সনদপা ক্ষপনর্সা । নদপক্ষা জ্ঞক্ষপনা র্সনদপা ক্ষজ্ঞঋসা ।

২। পক্ষজ্ঞক্ষা জ্ঞঋসন্া সজ্ঞঋসা ন্সজ্ঞক্ষা । পক্ষজ্ঞক্ষা পনর্সনা র্সর্জ্ঞর্ঋর্সা নদপক্ষা ।
জ্ঞক্ষপক্ষা গঋসা-া সগক্ষপা জ্ঞক্ষপনা । র্সর্জ্ঞর্ঋসা নদপক্ষা জ্ঞক্ষপক্ষা জ্ঞঋর্সা-া ।

রাগ-কামোদ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কল্যাণ জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ বাদীস্বর- পঞ্চম (পা) সমবাদীস্বর- রেখাব (রা) অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ প্রকৃতি- চঞ্চল ন্যাসস্বর- সা, রা ও পা।	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় (মা,হ্মা) ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। গা, না দুর্বল ও বক্রভাবে ব্যবহার হয়। অবরোহীতে অল্প কোমল 'ণা' মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হয়ে থাকে। সময়- রাত্রি প্রথম প্রহর আঃ সা রা, পা, হ্মা পা, ধা পা, না ধা র্সা। অবঃ র্সা নধা, পা, হ্মাপধপা, গমপা, গমরসা। পকড়- রা, পা, হ্মপা, ধপা, গমপা, গমরসা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা রা সা, মরসা, প্ধ্া, প্া, সধ্সা, রসা, রপা, হ্মপা, সমা রপা গমা রসা।

২। সধ্সা,ররপা, গমা পগা মরা সমা রপধা, নধপা, ধপা হ্মপা গমরা সা।

৩। মরসা ধ্ধ্প্া, সমা রপা, ধা ধপা, হ্মপা ধপা গমপা, গমরা, পহ্মা ধপা, নধপা, হ্মপা ধপা, গমা রসা।

৪। সরা সধ্া, প্সধ্সা, মরসা, রপা হ্মপা, গমরসা, ধপা নধপা, র্সনা ধপা, র্রর্সা নধপা, হ্মপা ধপা, গমা রসা।

॥ রাগ-কামোদ। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ তনমন বারু গুরু চরনন পর, জদ পাউঁ দরস বল বল হো জাউ।

অন্তরাঃ মন কুসুম সুকর গুরুপদ অরচন, এক ভাব ধর মঙ্গল গাউঁ।

স্থায়ীঃ

```
   ১              +              ৩              ০
II মা  রা পা পা ।ধা -া পা  -া । গা  মা  পা  মগা । মা  সা  রা  সা I
   ত   ন  ম  ন   বা ০  রু  ০   গু  রু  চ   র০    ন   ন   প   র

I সা পা  মা -গা ।মা রা রা  সা। পা পা  হ্মপধা হ্মপা । মা -সা  রা  সা II
  জ  দ   পা ০    উঁ দ  র   স   ব  ল   ব০০   ল০      হো  ০   জা  উঁ
```

অন্তরাঃ

```
II পা  পা র্সা র্সা ।র্সা র্সা র্রা র্সা । র্সা ধা  র্সা  র্রা । র্সা -া ধা  পা I
   ম   ন  কু   সু    ম   সু   ক   র     গু   রু  প    দ     অ   র্  চ   ন

I হ্মা -া পা  ধা ।-া ধা পা  পা ।হ্মপধা  হ্মপা মা সা ।রা  -া  সা -া II
  এ   ০  ক   ভা  ০  ব  ধ   র   ম০০   ০ঙ্   গ  ল   গা  ০   উঁ  ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সন্‌া রসা পক্ষা পপা । র্সনা ধপা গমা রসা ।
২ । মরা পপা ক্ষপা ধপা । গমা পপা গমা রসা ।
৩ । র্সনা ধপা ক্ষপা ধপা । গমা পপা গমা রসা ।
৪ । ধপা ক্ষপা নধা র্সা । ক্ষপা ধপা গমা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । গমা পপা গমা রসা । ক্ষপা ধক্ষা পধা ক্ষপা । গমা পগা মরা সা ।
২ । মরা পক্ষা ধপা নধা । র্সনা র্রর্সা নধা পপা । গমা পপা গমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।সরা পপা ক্ষপা ধপা । নধা ক্ষপা র্সনা ধপা । র্সনা র্রর্সা ধপা ক্ষপা ।গমা পপা গমা রস্‌া ।
২ ।সমা রপা ক্ষপা ধপা । র্সনা র্রর্সা র্গর্মা র্রর্সা । নধা পপা ধপা ক্ষপা । গমা পগা মরা সা ।

॥ রাগ-কামোদ । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ সোহেল রাত গাবোরে লোগবা আজ সুহাগকী রাত ।
অন্তরাঃ সাজন আইলা মোরে মন ভাইলা হো ফুলি আঙ্গনা সমাত ।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
সা ॥ মা রা পা -(ন)ধপা ।-র্সা-া -া -া ।ধা -া -পা -া ।গা -মা -পা -া I
সো হে ল রা ০০ ০ ০ ০ ০ ত ০ ০ ০ গা ০ ০ ০

৪ ৫ ৬ ৭
I -ক্ষপধা -ক্ষপা গমা -রা ।সা -া -ন্‌া -সা ।সা -মা-রা-সা ।-সা -া -ধ্‌া-প্‌া I
০০০ ০০ বো০ ০ রে ০ ০ ০ লো গ বা ০ ০ ০ ০ ০

৮ ৯ ১০ ১১
I সা -া রা সা ।রা -া -পা -া ।পা -া ক্ষপধা -ক্ষপা ।গমা -রা সা -ধা ॥
আ ০ জ সু হা ০ ০ ০ গ ০ কী০০ ০০ রা০ ০ ত ০সো

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩

II পা -`পা র্সা র্সা । র্সা র্রা র্সা -া । র্সা -া র্গা -র্মা । র্রা -া র্সা -া I

সা ০ জ ন আ ই লা ০ মো ০ রে ০ ম ০ ন ০

৪ ৫ ৬ ৭

I র্সা র্সা ধা -পা । পা -া -ক্ষা -পা । -ধা -া -পা -া । গমা -পা গা -মরা I

ভা ই না ০ হো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ফু০ ০ লি ০০

৮ ৯ ১০ ১১

I রা -পা -ক্ষা -পা । র্সা -া ধা -পা । পা -া ক্ষপধা-ক্ষপা । -গমা-রা সা ধা II

আ ০ ০ ০ স ০ না ০ স ০ মা০০ ০০ ০০ ০ ত সো

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সন্ধ্প্া ক্ষ্প্সসা গমরসা মগমরা । সরপপা ধপক্ষপা র্সনধপা ক্ষপর্সর্সা ।
র্রর্রর্সনা ধপমপা ক্ষধপর্সা র্রর্সনর্সা । র্গর্মর্রর্সা ধপক্ষপা ননধপা ক্ষপধমা ।
পগমপা গমরসা মরপা-া, ...সো ।

২। সমরপা ক্ষপনধা ক্ষধপর্সা র্রর্সধপা । র্সনর্রর্সা র্গর্মর্রর্সা নর্রর্সনা ধপক্ষপা ।
র্সনধপা ক্ষপধপা গমপগা মরসা-া । মমরপা গমরসা নধপর্সা নধপক্ষা ।
পধক্ষপা গমপপা গমরসা ... সো ।

রাগ-সিন্ধুড়া ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কাফী	ন্যাসস্বর- সা, রা, জ্ঞা, পা ও ধা ।
জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ
বাদীস্বর- ষড়জ (সা)	স্বর । আরোহীতে জ্ঞা ও ণা বর্জিত ।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	আঃ সা, রা মা পা, ধা, র্সা ।
প্রকৃতি- চঞ্চল	অবঃ র্সা ণা ধা পা, মা জ্ঞা, রা মা জ্ঞা রা সা ।
	পকড়- সা, রা মা পা, ধা, র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সরমা,জ্ঞরমা,মপধপা, মজ্ঞরসা, রমা,পধা,র্সণণা ধপা, মপধা, মপা, মজ্ঞরসা ।

২। সা রা মা পা, ধা পা মা পা, মা জ্ঞা রা, রা মা পা, জ্ঞা রা, মা জ্ঞা রা সা ।

৩। মা পা ণা ধা পা,মা পা ধা র্সা ণা ধা পা,মা পা,জ্ঞা রা,রা মা পা,মা জ্ঞা রা সা ।

৪। সা রা মা পা, ধা র্সা, র্রা র্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা ণা ধা পা, মা পা ধা র্সা র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা ণা ধা, মা পা মা জ্ঞা রা সা ।

॥ রাগ-সিন্ধুড়া । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ কৌন হরে দুখ মোমনকো সখী, চতুর পিয়া বিন তরসত জিয়া নিত ।
অন্তরাঃ ঘায়লকী গতি ঘায়ল জানে, কাসে কহুঁ সবয়া তনকী গতি ।

স্থায়ীঃ

১ + ৩ ০

II[র্সা -ণা ধা ধা । র্সা -ণা -া পধা । জ্ঞা -া রা মা । জ্ঞা -রজ্ঞা রা সা I
কৌ ০ ন হ রে ০ ০ দুখ মো ০ ম ন কো ০০ স খী

I রা জ্ঞা রা মা । জ্ঞা -রজ্ঞা রা সা । রা মা পা ধা ।-র্রা র্সা ণা ধধা]I
চ তু র পি য়া ০০ বি ন ত র স ত ০ জি য়া নিত

অন্তরাঃ

II মা -া পা ধা । র্সা -ধা র্সা র্সা । র্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা । র্রা -র্সা র্সা -া I
ঘা ০ য় ল কী ০ গ তি ঘা ০ য় ল জা ০ নে ০

I র্সা -ণা ধা ধা । র্রর্রা-র্সণা ধণা ধা । জ্ঞা -া রা মা । জ্ঞা -া রা সা II
কা ০ সে ক হুঁ০ ০০ স০ ব য়া ০ ত ন কী ০ গ তি

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সরা মপা রমা পধা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
২ । মপা ধর্সা র্জ্ঞর্রা র্সণা । ধপা মজ্ঞা মজ্ঞা রসা ।
৩ । সরা মপা ধর্সা র্জ্ঞর্রা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
৪ । ধর্সা র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা । মপা ধণা পধা র্সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সরা মজ্ঞা রমা পধা । ণপা ধর্সা র্রণা র্সধা । পমা জ্ঞরা মজ্ঞা রসা ।
২ । সরা মপা ণণা ধপা । মপা ধর্সা র্জ্ঞর্রা র্সণা । ধপা মপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।সরা জ্ঞজ্ঞা সরা মমা । পধা ণণা পধা র্সর্সা । র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা মজ্ঞা ।রমা পধা মজ্ঞা রসা ।
২ ।মপা ধপা মজ্ঞা রসা । রমা পধা মপা ধর্সা । র্রর্রা র্সণা ধপা মজ্ঞা । রসা রমা পধা র্সা ।

ঠাট- ভৈরবী (মতান্তরে কাফী)	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, দা কোমল ও
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	বাকী সব শুদ্ধ স্বর । আরোহী ও অবরোহীতে
বাদীস্বর- মধ্যম (মা)	রে, পা বর্জিত ।
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	সময়- রাত্রি তৃতীয় প্রহর
অঙ্গ- উভয় অঙ্গের রাগ	আঃ সা জ্ঞা মা দা না র্সা ।
প্রকৃতি- শান্ত	অবঃ র্সা না দা মা জ্ঞা সা ।
	পকড়- জ্ঞা মা জ্ঞা সা, না, দা না সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, নসা, দনা, দসা, না জ্ঞা, সা ।

২ । মদনসা, দনসজ্ঞা, মজ্ঞসনা, সজ্ঞমজ্ঞা, মজ্ঞসা ।

৩ । জ্ঞমদনা, দনর্সা, নর্সা, নর্জ্ঞর্সা, নর্সদা, মজ্ঞা, মজ্ঞসা ।

৪ । দনর্সা, নর্সা, নর্সর্জ্ঞর্সা, র্মর্জ্ঞর্সা, নর্সা, নর্সদমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।

॥ রাগ-চন্দ্রকোষ । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ তড়পত বিতে মোরা পিয়া বিন রাতিয়া, কাসে কহু ম্যায় বিরহাকি বাতিয়া ।

অন্তরাঃ কল না পড়ত সুখ চ্যায়না ছিনত, হার গ্যাই ম্যায় লিখ লিখ পাতিয়া ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II মজ্ঞা মা জ্ঞা সা । না সা দা না । সা সা মা মা । জ্ঞমা দমা জ্ঞা -সা I

তড় ড় প ত বি তে মো রা পি য়া বি ন রা০ তি০ য়া ০

I সা -জ্ঞা মা দা । না -া র্সা র্সা । র্সনা র্সা দা মা । মজ্ঞা মা জ্ঞা -সা II

কা ০ সে ক হু ০ ম্যা য় বি০ র হা কি বা০ তি য়া ০

অন্তরাঃ

II জ্ঞা জ্ঞা মা মা । দা দা না না । র্সা র্সা র্সা -া । না -র্সর্জ্ঞা র্সা র্সা I

ক ল না প ড় ত সু খ চ্যা য় না ০ ছি ০০ ন ত

I র্সর্মা -র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা র্সা । না -দা মা জ্ঞা । মা জ্ঞা দা মা । দনা র্সনা দমা-জ্ঞসা II

হা০ ০০ র গ্যা ই ০ ম্যা য় লি খ লি খ পা০ তি০ য়া০ ০০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ন্‌সা জ্ঞমা দনা র্সজ্ঞা । র্সনা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।
২। সজ্ঞা মদা নর্সা দনা । র্সনা দনা দমা জ্ঞসা ।
৩। র্সনা র্সনা দনা দমা । জ্ঞমা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।
৪। দনা র্সজ্ঞা র্মজ্ঞা র্সনা । দনা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। দ্‌ন্‌া সজ্ঞা মদা নর্সা । র্জর্সা নর্সা দনা র্সা । নদা মজ্ঞা মজ্ঞা সা ।
২। সজ্ঞা সমা জ্ঞমা জ্ঞদা । মদা মনা দনা দর্সা । নদা র্সনা দমা জ্ঞসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ন্‌সা জ্ঞসা জ্ঞমা জ্ঞসা । জ্ঞমা দমা দনা দমা ।
দনা র্সজ্ঞা র্সনা দমা । জ্ঞমা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।
২। জ্ঞজ্ঞা সজ্ঞা মমা জ্ঞমা । দদা মদা ননা দনা ।
র্সর্সা নর্সা র্জর্জা র্সজ্ঞা । র্মজ্ঞা র্সনা দমা জ্ঞসা ।

রাগ-হম্বীর ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় মধ্যম (মা,হ্মা) ও বাকী
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	সব শুদ্ধ স্বর । অবরোহীতে অল্প কোমল 'ণা' মাঝে
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	মাঝে বিবাদীস্বর রূপে ব্যবহার হয়ে থাকে ।
সমবাদীস্বর-গান্ধার (গা)	সময়- রাত্রি প্রথম প্রহর
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	আঃ সা রা সা, গা মা ধা, না ধা, র্সা ।
প্রকৃতি- গম্ভীর	অবঃ র্সা না ধা পা, হ্মা পা ধা পা, গা মা রা সা ।
ন্যাসস্বর- গা ও ধা ।	পকড়- সা, রা সা, গা মা ধা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রা, সা, গা, মা, রা, সা, পা, ধা, হ্মা, পা, গা, মা, ধা, পা, গা, মা, পা, গা, মা, রা, সা ।
২। গমা, ধা, পধা, হ্মপা, গমধা, না, ধা, হ্মপধা, গমধা, গা, গমপগা, মরসা ।
৩। গমধা, পধা, হ্মপা, গমা, নধা, র্সনধপা, হ্মপা, ধপা, গমা, ধপা, নধা, র্সনা, র্রর্সা, নধপা, পা, ধা, হ্মপা, গমধপা, গা মা পা মা রসা ।
৪। ন্‌া ধ্‌া, সন্‌া, রসা, সা গা মা গা, মরা সা, গমপা, গমরসা, গমধা, নধা, পধপা, ধনা ধর্সা, র্সনর্রর্সা, নধপা, গমরসা ।

॥ রাগ-হমীর । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ মথন মুধারন ভয়ে কন্হাই, সব সুর মিলকে মোহন সঙ্গজা
মিলন মিলন সঙ্গ বাহির হে ।

অন্তরাঃ সব জন সব মন লালল গাবত, তনমন উন পর সবহি বারত
সবরঙ্গ গুণধর ধায়ে ধায়ে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II পা র্সা না ধা । ক্ষা -পা গা মা । ধা ধা -া র্সা । ধা -া পা -া I
ম থ ন মু ধা ০ র ন ভ য়ে ০ কন্ হা ০ ই ০

I গা মা ধা ধা । পা ধা পা -া । গা -া মা রা । সা রা সা -া I
স ব সু র মি ল কে ০ মো ০ হ ন স ঙ্গ জা ০

I সা সা মা মগা । পা পক্ষা ধা পা । ক্ষপা-ধনা -র্সর্রা-র্সনা । র্সা ধা পা -া II
মি ল ন মি০ ল ন০ স ঙ্গ বা০ ০০ ০০ ০০ হি র হে ০

অন্তরাঃ

II পা পা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্রা র্সা । ধা -া র্সা র্রা । র্সা -না ধা পা I
স ব জ ন স ব ম ন লা ০ ল ল গা ০ ব ত

I র্গা র্গা র্মা র্রা । র্সা র্রা র্সা র্সা । ধা ধা র্সা -র্রা । র্সা -না ধা পা I
ত ন ম ন উ ন প র স ব হী ০ বা ০ র ত

I সা সা মা মগা । পা পক্ষা ধা পা । ক্ষপা-ধনা-র্সর্রা-র্সনা । র্সা ধা পা -পা II
স ব র ঙ্গ০ গু ন০ ধ র ধা০ ০০ ০০ ০০ য়ে ধা য়ে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ধপা ক্ষপা র্সনা র্রর্সা । ধনা ধপা গমা রসা ।
২ । ননা ধপা ক্ষপা ধপা । গমা ধপা গমা রসা ।
৩ । র্সনা ধপা ক্ষপা ধপা । গমা ধপা গমা রসা ।
৪ । ধনা র্সর্গা র্মর্রা নর্সা । নধা পমা গমা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । গমা ধপা গমা রসা । ধনা র্সর্রা র্সনা ধপা । ক্ষপা ধপা গমা রসা ।
২ । সরা সসা গমা রসা । র্সনা ধনা ধর্সা নর্সা । পপা ক্ষপা গমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । গমা ধপা নধা র্সনা । ধনা র্সর্গা র্মর্রা র্সনা । ধপা ক্ষপা ননা ধপা । গমা ধপা গমা রসা ।
২ । র্সনা ধপা ক্ষপা গমা । ধা গমা ধা নধা । নর্সা র্গর্মা র্রর্সা নর্সা । পপা ক্ষপা গমা রসা ।

রাগ-দেশকার ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- বিলাবল	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	'মা ও না' বর্জিত।
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	সময়- দিবা প্রথম প্রহর
সমবাদীস্বর- গান্ধার (গা)	আঃ সা রা গা, পা, ধা র্সা।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবঃ র্সা ধা, পা, গা পা ধা পা, গা রা সা।
প্রকৃতি- গম্ভীর	পকড়- ধা, পা, গা পা, গা রা সা।
ন্যাসস্বর- পা ধা ও র্সা।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা রা গা পা, গপা, ধপা, গা পা ধা পা, গা পা, গা রা সা।

২। রা সা, গা রা গা, পা গা পা ধা, গা পা র্সা ধা, গা পা ধা পা, রা গা পা ধা, র্সা ধা, পা ধা পা গা রা সা।

৩। পা গা গা, গা পা ধা,গা ধা পা, সা রা গা, রা গা গা, গা পা ধা, পা, র্সা ধা র্সা পা ধা, পা গা ধা পা, র্সা ধা পা, ধা, পা গা রা সা।

৪। পা ধা, গা রা গা পা র্সা ধা, পা ধা র্সা, পা র্সা ধা, গা পা র্সা ধা, র্রা র্সা ধা, পা গা রা, ধপা গা, ধপা র্রা র্সা ধা, পা র্সা ধা, পা র্সা ধা, পা র্সা পা ধা পা, গা রা সা।

॥ রাগ-দেশকার । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ তুম পর বারি কৃষ্ণমুরারী, ইতনী হমরি সুনো বনবারি।
অন্তরাঃ লে কর চীর কদম পর বৈঠ, হম জল মাঁঝ উধারী।

স্থায়ীঃ

```
      ১              +              ৩              ০
র্সা ।। ধা র্সা -া র্সা । পা -া -া পা । গা -পা ধা পা । গা -া সা রা ।
তু   ম প ০ র    বা ০ ০ রি   কৃ ০ ষ্ণ মু   রা ০ রী, ই

। ধ্া ধ্া -া সা । সা -া সা পা । গা -পা ধা পা । গা -া সা র্সা ।।
  ত নী ০ হ    ম ০ রি সু   নো ০ ব ন   বা ০ রি, তু
```

অন্তরাঃ

```
পা ।। -ধা র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা র্সা । ধা ধা র্সা র্রা । র্সা -র্রা র্সধা র্গা ।
লে   ০ ক ০ র   চী ০ র ক   দ ম প র   বৈ ০ ঠ০, হ

। র্রা র্সা -া র্রা । র্সা -া ধা পা । পধা -র্সর্সা -ধপা -গরা । -সা সা -া, র্সা ।।
  ম জ ০ ল   মাঁ ০ ঝ উ   ধা০ ০০ ০০ ০০   ০ রী ০, তু
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সরা গপা ধর্সা ধপা । গপা ধপা গরা সা ।
২ । র্সর্সা ধপা গপা ধপা । গপা ধপা গরা সা ।
৩ । ধর্সা ধপা ধা পধা । পগা পা গপা ধর্সা ।
৪ । পধা র্সরা র্গরা ধর্সা । ধপা গপা গরা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সরা গপা ধধা রগা । পধা র্সর্সা ধর্সা র্রর্সা । ধপা গপা গরা সা ।
২ । পগা রগা ধধা পধা । র্সর্সা ধর্সা র্রর্রা র্সরা । ধর্সা ধপা গরা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । গপা ধধা পধা র্সর্সা । ধর্সা র্রর্রা র্সরা র্গর্গা । র্রর্গা র্রর্সা ধর্সা ধপা । গপা ধপা গরা সা ।
২ । র্গর্গা র্রর্গা র্সরা ধর্সা । র্রর্রা র্সরা ধর্সা পধা । র্সর্সা ধর্সা পধা গপা । ধপা গপা গরা সা ।

রাগ-গুণকেলী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- ভৈরব	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে কোমল 'ঋা, দা স্বর ব্যবহার
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	হয় । 'গা ও না' বর্জিত ।
বাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	সময়- দিবা প্রথম প্রহর
সমবাদীস্বর- রেখাব (রা)	আঃ সা ঋা মা পা দা র্সা ।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	অবঃ র্সা দা পা মা ঋা সা ।
প্রকৃতি- গম্ভীর	পকড়- দা, মা পা দা, মা ঋ সা ।

আলাপ ও স্বর বিস্তারঃ

১ । সা [ম]ঋা [ম]ঋা সা দ্সা, ঋসা, মঋা সা ।
২ । র্সা দা দা, পা, দা, মা, পা, মঋা সা ।
৩ । পদা, র্সা, র্ঋা, দা র্ঋা, র্সা, দপা, মদা পা, মপা, [ম]ঋা, [ম]ঋা সা ।
৪ । সঋা মপা, মা, দা, পা, মপমঋা, সা, দ্‌া, ঋা, সা, সঋমঋা সা ।

॥ রাগ-গুণকেলী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ রসকে ভরা ধুন কান্‌হা বাজায়ে, টীট সাজন মোরা পাস না আয়ে ।
অন্তরাঃ প্রীতমকে ধুন সুন মোরা মনতন, তড়পত উনবিন তনিক না ভায়ে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

।। সা ঋা মা পা । দা -া মা পা । দা -া পা মা । ঋা -া সা -া ।
র স কে ভ রা ০ ধু ন কান্ ০ হা বা জা ০ য়ে ০

। দা -া সা সা । ঋা মা ঋা সা । সা -দা পা দা । পমা -দপা মঋা -সা ।।
টী ০ ট সা জ ন মো রা পা ০ স না আ০ ০০ য়ে০ ০

অন্তরাঃ

।। মা -া পা দা । র্সা -া র্সা র্সা । দা র্সা র্ঋা র্মা । র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা ।
প্রী ০ ত ম কে ০ ধু ন সু ন মো রা ম ন ত ন

। র্সা র্ঋা র্সা দা । র্সা দা পা মা । দা দা পা মা । ঋমা-পদা পমা-ঋসা ।।
ত ড় প ত উ ন বি ন ত নি ক না ভা০ ০০ য়ে০ ০০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সঋা মঋা মপা দপা । মমা ঋসা ঋমা ঋসা।
২। দপা মপা মপা দর্সা । দপা মদা পমা ঋসা।
৩। র্সর্সা দপা মপা দর্সা । র্ঋর্সা দপা মমা ঋসা।
৪। দর্সা দপা ঋমা ঋসা । দ্সা ঋমা পদা র্সা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সঋা মঋা মপা মপা । দপা দর্সা দর্সা দপা । মমা ঋসা দ্সা ঋসা।
২। মমা ঋমা দদা পদা । র্সর্সা দর্সা র্ঋর্সা দর্সা । দপা মপা মমা ঋসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। দ্দ্া ঋসা দদা র্ঋর্সা । দপা মপা দর্সা দপা । মপা দপা মমা ঋসা । মমা ঋসা মমা ঋসা।
২। মঋা মঋা সঋা মপা । দপা দপা মপা দর্সা । র্ঋর্সা র্ঋর্সা দর্সা র্ঋর্সা । দপা মপা মমা ঋসা।

রাগ-বাহার ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কাফী জাতি- খাড়ব-খাড়ব বাদীস্বর- মধ্যম (মা) সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা) অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ প্রকৃতি- চঞ্চল ন্যাসস্বর- সা, মা ও পা।	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধস্বর ব্যবহার হয়। আরোহীতে রেখাব ও অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত। আরোহীতে শুদ্ধ 'না' অবরোহীতে কোমল 'ণা' ব্যবহার হয়। সময়- মধ্য রাত্রি। আঃ সা জ্ঞা মা পা জ্ঞা মা ণা ধা না র্সা। অবঃ র্সা ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা। পকড়- মা পা জ্ঞা মা, ধা, না র্সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা মা -, মা পা জ্ঞা মা ধা না র্সা, ধনা র্সর্রা নর্সা ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা, রা ন্‌া সা মা -, পা জ্ঞা মা -, সা মা জ্ঞা মা ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা।

২। মা - জ্ঞা মা রা সা, ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা, ন্‌া সা জ্ঞা মা পা জ্ঞা মা ণা পা, মা পা জ্ঞা মা ধা না র্সা, র্রা না র্সা পা ণা পা, মা পা ণণা পমা পা জ্ঞা মা রা সা।

৩। পা-মা পা জ্ঞা মা রা সা,জ্ঞা মা ধা না র্সা,ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা,র্রা র্সা না র্সা ণা ধা না র্সা,ণা পা মা পা জ্ঞা মা ধা না র্সা ণা পা, মা পা জ্ঞা মা রা সা।

৪। জ্ঞা মা ধা না র্সা - ণা ধা না র্সা, মা ধা না র্সা, জ্ঞা মা ধা না র্সা, র্রা না র্সা র্মা - র্জ্ঞা র্মা র্রা র্সা ণা ধা না র্সা, র্রর্রা র্সনা (র্সা) ণা পা মা পা জ্ঞা মা ধা না র্সা।

॥ রাগ-বাহার। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ কোয়াল বোলে বন ডার ডার, মন মধুবনমে আই বাহার।
অন্তরাঃ গুলাব বেলা লাই মালনিয়া, সাজত সুন্দর বালি উমরিয়া
গাওয়াত মোরা তনমন বারবার।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
[[র্সনা -র্সা ণা পা । পমা -পা [ম]জ্ঞা মা । ণা-ধা না -া । না র্সা -া র্সা]
কো০ ০ য়া ল বো০ ০ লে ব ন ০ ডা ০ র ডা ০ র

I না র্সা র্রা র্সা । র্সনা র্সা ণা -পা । [ম]জ্ঞা -া জ্ঞা মা । রা -া -সা সা ॥
ম ন ম ধু ব০ ন মে ০ আ ০ ই বা হা ০ ০ র

অন্তরাঃ

॥ মা মা -া মা । ণা -ধা না -া । র্সা -া র্সা র্সা । নর্সা র্রা র্সা -া ।
গু লা ০ ব বে ০ লা ০ লা ০ ই মা ল০ নি য়া ০

। ণা -া ধা ধা । না না র্সা র্সা । নর্সা -র্রা র্রা র্সা । র্সনা র্সা ণা -পা ।
সা ০ জ ত সু ন্‌ দ র বা০ ০ লি উ ম০ রি য়া ০

। ণা -ণা পা পা । পমা পা [ম]জ্ঞা মা । ণা ধা না -া । না র্সা -া র্সা ॥
গা ০ ওয়া ত মো০ রা ত ন ম ন বা ০ র বা ০ র

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সমা জ্ঞমা ণধা নর্সা । ণণা পমা জ্ঞমা রসা।
২। মণা ধনা র্সর্রা নর্সা । ণপা জ্ঞমা রসা ন্‌সা।
৩। র্সর্সা ণধা ননা র্সর্সা । ণপা পমা জ্ঞমা রসা।
৪। র্সণা পমা জ্ঞমা রসা । জ্ঞমা ণধা ননা র্সা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ধনা র্সধা নর্সা ধনা । র্সর্রা নর্সা ণধা ণপা । মপা জ্ঞমা রসা ন্সা ।

২। র্সর্রা র্সনা র্সণা পণা । পমা জ্ঞমা রসা ন্সা । ন্সা জ্ঞমা ধনা র্সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। মমা জ্ঞমা রসা ন্সা । জ্ঞমা ধনা র্সর্রা নর্সা । ণধা নর্সা র্রর্সা ণধা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা ।

২। ন্সা জ্ঞমা ধনা র্সর্রা । নর্সা ণপা জ্ঞমা রসা । রসা ন্সা জ্ঞমা ধনা । র্সা জ্ঞমা ধনা র্সা ।

রাগ-মালশ্রী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর- এই রাগ মূলতঃ সা, গা, পা এই তিন স্বরে
জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব	গাওয়া হয়। কিন্তু রাগ প্রকাশে ৫টি স্বরের কমে হয় না।
বাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	তাই অবরোহে শুদ্ধ 'নি' ও তীব্র 'ক্ষা' স্পর্শ স্বর হিসাবে
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	ব্যবহার হয়। রা, ধা, বর্জিত।
অঙ্গ- উত্তরাঙ্গের রাগ	সময়- সন্ধ্যাকাল
প্রকৃতি- শান্ত	আঃ সা গা পা, র্সা।
	অবঃ র্সা না, ক্ষা গা, পা, গা সা।
	পকড়- র্সা ^নপা, ^ক্ষগা, পা গা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। পগসা, সসগগপা, পা, পক্ষগা, পগসা, সসপ্ন্সা, গপগা, ক্ষগা, সা, ন্সগপক্ষগা, পগসা।

২। পক্ষগা, পক্ষগা, ক্ষগা, সগক্ষগা, ক্ষপা, সা। প্প্সা, সগা, সসা, গপক্ষগপগসা, নপক্ষগা, গক্ষপক্ষগগসা।

৩। সসপপক্ষপনপা, পক্ষগপর্সনপপা, নপগসা, গপর্সা, গর্সা, নপা, গপগসা।

॥ রাগ-মালশ্রী। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ সব সখিয়া মিল মংগল গাওয়ো, মালসিরী সুরনীকে লগাওয়ো।
অন্তরাঃ মেচ কল্যাণী মেল বনাওয়ো, রিধ সুর বরজিত রূপ দিখাওয়ো।

স্থায়ীঃ

১				+				৩				০			
II ^পসা	সা	^পগা	পা	। পা	-া	ক্ষা	গা	। পক্ষা	-গা	গা	পা	। গা	-সা	সা	-া I
স	ব	স	খি	য়াঁ	০	মি	ল	মং	০	গ	ল	গা	০	ওয়ো	০
I ^নসা	-প্া	সা	সা	। ^ক্ষমা	-পা	গা	সা	। ^গপা	-া	গা	পা	। গা	-া	সা	-া II
মা	০	ল	সি	রী	০	সু	র	নী	০	কে	ল	গা	০	ওয়ো	০

অন্তরাঃ

II [ধ]পা -া র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া । [র]র্সা -র্গা র্গা র্পা । [প]র্গা -র্পা র্গা -র্সা I
মে ০ চ ক ন্যা ০ পী ০ মে ০ ল ব না ০ ওয়ো ০

I [র]র্সা র্সা পা গা । [গ]সা গা পা র্সা । [র]র্সা -পা [প]গা [গ]পা । [প]গা-পা গা -সা II
রি ধ সু র ব র জি ত রু ০ প দি খা ০ ওয়ো ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সগা পনা র্সপা গপা । পগা সগা পগা সা ।

২। সসা গগা পপা গপা । র্সর্সা পপা গগা সা ।

৩। গগা পপা গপা গসা । নপা নর্সা পপা গসা ।

৪। র্সর্সা পপা নপা গপা । গগা পপা গপা গসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সসা গগা পগা সগা । গগা পপা র্সপা গপা । নপা গপা গগা সা ।

২। ধগা পপা নপা র্সর্সা । র্গর্গা র্সর্সা পপা নপা । গগা পপা গপা গসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। পপা গপা পপা গসা ।ননা পপা গপা গসা । র্গর্গা র্সর্সা পপা গগা । সসা গগা পপা গসা ।

২। পগা সগা পপা গগা ।র্সপা গপা র্সর্সা পপা । র্গর্গা র্সর্সা পপা নপা ।ধগা পপা গপা গসা ।

রাগ-পাহাড়ী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-বিলাবল	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে মা, না বর্জিত। বাকী
জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব	সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।
বাদীস্বর-ষড়জ (সা)	সময়- যে কোন সময় গাওয়া যায়।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	আঃ-সা রা গা পা ধা র্সা।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	অবঃ-র্সা ধা পা গা পা গা রা সা।
প্রকৃতি-ক্ষুদ্র তথা চঞ্চল	পকড়-গা, রা সা, ধ্া, প্া ধ্া সা।
ন্যাসস্বর-সা, গা, পা ও ধা।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রগা, গরা, সরগরা, সরসা, ধ্া, প্া, ধ্সরগা, গমগরা, সরগসা, ধ্া, গা, রসা।

২। গগপপা, ধধপগা, গরসধ্া, প্ধ্সা, গপধপগা, রসধ্া, প্ধ্সা, রসা, সরগা, সধ্া, র্সধপা, গা, রসধ্া, প্ধ্সা।

৩। গগা, গমগরা, রগরসধ্া, ধধপগা, গপগা, মগরা, সা, ধ্া, প্ধ্সা, গগপধা, র্সধা, পধপা, গরসধ্া, রসধ্া, প্ধ্সা।

৪। সা, রগা, মগরা, সা, রগরা, সরসধ্া, প্ধ্সা, রগরসা।

॥ রাগ-পাহাড়ী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ মুরলি মধুর ধুন চতুর সুনাওয়ত, তনমন সখি মেরো অতি হি লুভাওয়ত।
অন্তরাঃ মনি সুর বরজিত রূপ দিখাওয়ত, ব্রজ বনিতা সব পাহাড়ি বতাওয়ত।

স্থায়ীঃ

	১					+					৩					০				
॥	ধা	ধা	সা	রা	।	গা	গা	গা	গা	।	গা	রা	সা	রা	।	গা	-রা	সা	ধা	।
	মু	র	লি	ম		ধু	র	ধু	ন		চ	তু	র	সু		না	০	ওয়	ত	
।	সা	রা	গা	গা	।	গা	মা	গা	রা	।	গা	রা	সা	রা	।	গা	-রা	সা	ধা	॥
	ত	ন	ম	ন		স	খি	মে	রো		অ	তি	হি	লু		ভা	০	ওয়	ত	

অন্তরাঃ

॥	গা	গা	গা	গা	।	পা	পা	পা	পা	।	পা	-া	ধা	ধা	।	র্সা	-ধা	পা	গা	।
	ম	নি	সু	র		ব	র	জি	ত		রূ	০	প	দি		খা	০	ওয়	ত	
।	গা	গা	গা	গা	।	ধা	-পা	গা	গা	।	গা	রা	সা	রা	।	গা	-রা	সা	ধা	॥
	ব্র	জ	ব	নি		তা	০	স	ব		পা	হা	ড়ি	ব		তা	০	ওয়	ত	

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা গপা রগা পধা । র্সর্সা ধপা গরা সা।
২। গরা সরা পগা রগা । ধপা গপা গরা সা।
৩। গগা পপা ধপা গপা । গগা রসা পধা সা।
৪। র্গর্গা র্রর্সা পধা র্সা । ধপা গপা গরা সা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সরা গপা গরা গপা । র্সর্সা ধপা র্গর্গা র্রর্সা । ধপা গপা গরা সা।
২। র্সা ধপা ধা পগা । সরা গপা ধর্সা র্রর্গা । র্রর্সা ধপা গরা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সরা গপা গপা গরা । গপা ধর্সা ধর্সা ধপা । র্গর্গা র্রর্সা পধা র্সা । গগা রসা পধা সা।
২। র্গা র্রর্সা র্রা র্সধা । র্সা ধপা ধা পগা । পা গরা গা রসা । সরা গপা গপা ধর্সা।

রাগ-মালকোষ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-ভৈরবী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, দা, ণা কোমল ও বাকী সব
জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব	শুদ্ধ স্বর । রা ও পা বর্জিত ।
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	সময়-রাত্রি তৃতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	আরোহী-সা জ্ঞা মা দা ণা র্সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	অবরোহী-র্সা ণা দা মা জ্ঞা মা জ্ঞা সা ।
প্রকৃতি-গম্ভীর	পকড়-মা জ্ঞা, মা দা ণা দা, মা, জ্ঞা সা ।
ন্যাসস্বর - জ্ঞা মা ও দা	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, জ্ঞসা, জ্ঞমা, সজ্ঞা সা, দ্ণ্া সা জ্ঞা মা জ্ঞা মা জ্ঞা সা, দ্ণ্া দ্া সা, ণ্জ্ঞা, সমা, দণা মা ণা দমা জ্ঞসা ।

২ । ণ্া সা জ্ঞা,সজ্ঞমা, দা জ্ঞা মা দণা,মণা দা জ্ঞমা,দণদর্সণদা মণা দমা জ্ঞসা ।

৩ । দণা দমা,জ্ঞমা দণা, মদা মণা, র্সদা, ণমা, দজ্ঞা, সজ্ঞমদণদমা, জ্ঞমজ্ঞসা ।

৪ । সা জ্ঞা মা, জ্ঞা মা দা ণা র্সা, দা ণা র্সা র্জ্ঞা র্সা র্মা র্জ্ঞা র্সা, দা ণা দা মা, জ্ঞা মা জ্ঞা সা ।

॥ রাগ-মালকোষ । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ রুম ঝুম বরসে বাদারিয়া, ছন নন বহত পবন পুরবাইয়া ।
অন্তরাঃ দমকত দামিনী চমকে বিজুরিয়া, চহু দিস ঘেরি
আই আঁধেরিয়া, 'আলম পিয়া' বিনা মানত নাহি জিয়া ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II মজ্ঞা-মা জ্ঞা সা ।-সণ্া জ্ঞসা ণ্দ্া ণ্া । সা -মা মা মা । দদা -[ম]জ্ঞা মা -া I
রু০ ০ ম ঝু ০০ ম০ ব০ র সে ০ বা দা রি০ ০ য়া ০

I [ম]জ্ঞা মা [ণ]দা ণা । র্সা র্সা ণদা দমা । মদা ণর্সা ণদা দা । ণদা-ণদা দমা -া II
ছ ন ন ন ব হ ত০ প০ ব০ ন০ পু০ র বাই ০০ য়া০ ০

অন্তরাঃ

II [ম]জ্ঞা মা মা মা । ণদা -ণদা [ণ]দা ণা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্জ্ঞর্জ্ঞা ণা [ণ]র্সা -া I
দ ম ক ত দা০ ০০ মি নী চ ম কে বি জু০ রি য়া ০

I [র্স]ণা ণা ণা -া । র্সণদা-ণর্সণা ণদা -দমা । মদা-ণর্সা ণা দা । ণদা ণদা দমা -া I
চ হু দি স ঘে০০০০০ রি০ ০০ আ০ ০০ ই আঁ ধে০ রি০ য়া০ ০

I দা ণা র্সা র্মা । র্মর্জ্ঞা -র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞর্সা র্সা । ণদা ণদা ণা র্সা । ণদা -ণদা দা মা II
আ ল ম পি য়া০ ০০ বি০ না মা০ ন০ ত না হি০ ০০ জি য়া

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ণ্সা জ্ঞমা সজ্ঞা মদা ।ণদা মদা জ্ঞমা জ্ঞসা।
২। জ্ঞমা দণা মদা ণর্সা ।দণা র্সণা দমা জ্ঞসা।
৩। দমা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।ণণা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা।
৪। র্সর্সা র্জ্ঞর্জ্ঞা ণর্সা র্জ্ঞর্সা ।ণদা মদা জ্ঞমা জ্ঞসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ণ্সা জ্ঞমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।দদা মজ্ঞা ণণা দমা ।র্সণা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা।
২। জ্ঞমা জ্ঞমা সণ্‌া দণ্‌া ।সজ্ঞা মদা ণর্সা ণদা ।জ্ঞমা দমা জ্ঞসা ণ্সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১।সণ্‌া দণ্‌া সা দমা ।জ্ঞমা দা ণদা মদা ।ণা র্সণা দণা র্সা ।র্সণা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা।
২।ণ্সা জ্ঞমা দমা জ্ঞসা ।জ্ঞমা দণা র্সণা দমা ।দণা র্সর্জ্ঞা র্মর্জ্ঞা র্সণা ।দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ণ্সা।

॥ রাগ-মালকোষ। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ দেখো মনোহি মনোমে মোসে কায়ে যাতো
ঔতো নৈনন তীর লাগায়ে যাতো, দেখো।
অন্তরাঃ নাজির পিয়া তোরি বিনতি করাত্‌ হুঁ
নাহক্‌ মন্‌তন্‌ জ্বালায়ে যাতো, দেখো।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
মা মা ।। জ্ঞা মা জ্ঞা সা ।ণ্‌া সা দ্‌া ণ্‌া ।সা -মা মা মা ।-া মা মা মা।
দে খো ম নো হি ম নো মে মো সে কা ০ য়ে যা ০ তো দে খো

। জ্ঞা মা জ্ঞা সা ।ণ্‌া সা দ্‌া ণ্‌া ।সা -মা মা মা ।-া মা মা মা ।
ম নো হি ম নো মে মো সে কা ০ য়ে যা ০ তে ঔ তো

। জ্ঞা -মা দা দা ।জ্ঞমা -দণা র্সা র্সা ।দা -পা দা মা ।-া মা মা মা।।
নৈ ০ ন ন তী০ ০০ র লা গা ০ য়ে যা ০ তো দো খো

অন্তরাঃ

।। [ম]জ্ঞা মা দা ণা ।র্সা -া র্সা র্সা ।[স]ণা ণা র্সা র্সা ।[র্জ]ণা [ণ]র্সা দা -া।
না জি র পি য়া ০ তো রি বি ন তি ক রা ত্‌ হুঁ ০

। র্সা র্মা -া র্মা ।র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্সা র্সা ।র্সা দা -া ণা ।দা দা মা মা ।।
না হ ০ ক্‌ ম ন্‌ ত ন্‌ জ্বা লা ০ য়ে যা তো দে খো

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ণ্সা জ্ঞমা দমা জ্ঞমা । দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ণ্সা ।
২। দমা ণদা র্সণা দমা । জ্ঞমা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।
৩। মদা ণদা ণদা মদা । র্সণা র্সণা দমা জ্ঞসা ।
৪। ণর্সা র্জ্ঞর্সা দণা র্সণা । মদা ণদা জ্ঞমা জ্ঞসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ণ্সা জ্ঞমা দমা জ্ঞমা । জ্ঞমা দণা র্সণা দণা । র্সণা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।
২। মজ্ঞা দমা ণদা র্সণা । র্সর্জ্ঞা র্মর্জ্ঞা র্সণা দণা । দমা জ্ঞমা জ্ঞমা জ্ঞসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। মজ্ঞা সজ্ঞা মজ্ঞা সণ্া । দমা জ্ঞমা দমা জ্ঞসা । ণদা মদা ণদা মজ্ঞা ।দণা র্সণা দমা জ্ঞসা ।
২। র্সর্সা ণদা ণণা দমা । দদা মজ্ঞা মমা জ্ঞসা । দমা জ্ঞমা জ্ঞসা ণ্সা । দ্ণ্া সা দ্ণ্া সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সমা জ্ঞসা ণ্সা দ্ণ্া । সজ্ঞা মজ্ঞা মদা ণর্সা । দণা র্সা দণা র্সর্জ্ঞা । র্মর্জ্ঞা র্সণা র্জ্ঞা র্সণা ।
দণা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা । মজ্ঞা দমা ণদা র্সণা । দণা র্সা দণা র্সা । জ্ঞমা দণা র্সা সা ।

বোলতানঃ

	+									
১।	জ্ঞমা	দণা	র্সণা	দণা	।	র্সণা	দমা	জ্ঞমা	জ্ঞসা	।
	মo	নোo	হিo	oo		মo	নোo	মেo	oo	
	o									
২।	জ্ঞমা	দমা	জ্ঞসা	ণ্সা	।	র্সণা	দমা	জ্ঞমা	জ্ঞসা	।
	দেo	oo	খোo	oo		মo	নোo	হিo	oo	
	দণা	র্সর্জ্ঞা	র্মর্জ্ঞা	র্সণা	।	দমা	জ্ঞমা	জ্ঞসা	ণ্সা	।
	মo	নোo	মেo	oo		মোo	oo	সেo	oo	

॥ রাগ-মালকোষ । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ পীরানা জানিরে বালমা দেখে তেহারি অনোখি রিত ।
অন্তরাঃ এ্যায়সো নীর মোহি ভইলা বালমা আজহুঁ না আয়ে কাঁহাকি রিত ।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
র্সা II -া ণদা -ণদা দা । মা -া -া -া ।-জ্ঞমা-দণা -র্সা ণা । দা -া -মা -জ্ঞসা I
পী ০ রা০ ০০ না জা ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ নি রে০ ০ ০০

৪ ৫ ৬ ৭
I জ্ঞা -া -সা -া । দ্‌া -ণ্‌া সা -া । -া -া -া -া । দ্‌া -ণ্‌া সা -জ্ঞা I
বা ০ ০ ০ ল ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ দে ০ খে ০

৮ ৯ ১০ ১১
I ণ্‌া সা -া সা । দ্‌া -ণ্‌া সা -মা । মা -জ্ঞা মা -দা । জ্ঞা -মা -জ্ঞসা (র্সা) II
তে হা ০ রি অ ০ নো ০ খি ০ রি ০ ত ০ ০০ (পি)

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
II জ্ঞা মা ^দা ণণা । র্সা -া -া -র্সণা । র্সা -া -া -া । র্সা -া -দণা -র্সজ্ঞা I
এ্যা য় সো নীর মো০ ০ ০০ হি ০ ০ ০ ভ ০ ০০ ০০

৪ ৫ ৬ ৭
I র্মা -র্জ্ঞা র্সা -া । ণা দা মা -া । জ্ঞা মা ^দা ণা । র্সা -া র্মা -া I
ই ০ লা ০ বা ল মা ০ আ জ হুঁ না আ ০ য়ে ০

৮ ৯ ১০ ১১
I র্জ্ঞা -র্মা র্জ্ঞা -র্সা । র্সা -ণা -দা -মা । জ্ঞা -মা -দা -মা ।-জ্ঞা-মা জ্ঞসা (র্সা) II
কা ০ হাঁ ০ কি ০ ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ ত০ (পি)

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সজ্ঞমজ্ঞা সণ্‌দ্‌ণ্‌া সজ্ঞমদা মণদমা । জ্ঞমদণা র্সণদণা দর্সণদা মদণর্সা ।
দণর্সজ্ঞা র্মজ্ঞর্সণা দমজ্ঞমা দণর্সণা । দমজ্ঞমা দণদমা জ্ঞসণ্‌সা ।

২। দদমজ্ঞা সণ্‌দ্‌ণ্‌া সজ্ঞমজ্ঞা মদণর্সা । র্জ্ঞর্সণদা মদণর্সা ণদমজ্ঞা সজ্ঞমদা ।
মজ্ঞসণ্‌া দ্‌ণ্‌সজ্ঞা মজ্ঞমদা ণর্সর্জ্ঞর্সা । র্মজ্ঞর্সজ্ঞা র্সণদণা দমজ্ঞসা ।

রাগ-ভূপালী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।
জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব	মা ও না বর্জিত।
বাদীস্বর - গান্ধার (গা)	সময়-রাত্রি প্রথম প্রহর
সমবাদীস্বর- ধৈবত (ধা	আরোহী-সা রা গা পা ধা র্সা।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	অবরোহী-র্সা ধা পা গা রা সা।
প্রকৃতি- শান্ত	পকড়-গা রা সা ধ্া, সা রা গা, পা গা,
ন্যসস্বর - সা, গা, পা ও ধা	ধা পা গা, রা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। স্যা রা গা, সরা গপা, গরা গপা, পধপা, গপা ধপা সরা গরা, গপা ধপা, গপা, গধা পগা, পরগা, ধ্প্ধ্সা, রপগা, পগা রসা।

২। পা-, পা, গা, পা ধা, গপা র্সধা, পধা গপা, র্সধা, গপা, রগা, পধা র্সধা, গপা ধপা, রপা, গরা, গরা, সধ্া, প্ধ্া, সধ্া, রসা।

৩। সরা, সরগা, পগা, গধপা, গপধর্সধা, পধা র্সর্রর্সা, ধর্সর্রর্গর্রা, র্সর্রর্গর্পর্গা, র্গর্রর্সধা, পা ধা র্রর্সা, ধপা ধর্সা, পা পা গা রসা।

৪। রসা, গরা গপা, গরা গপা, পা ধা র্সা ধা পা, র্গা র্রা র্সা ধপা, ধর্রা ধর্সা, পধপর্সা গপগধা, রগা, রপা, র্সর্গর্রর্সা ধর্সধপা, গরসা।

॥ রাগ- ভূপালী। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ ইতনো জোবন পর মান ন করিয়ে, ডরিয়ে প্রভুসোঁ আজ আলী।
অন্তরাঃ জো কোই আয়ে অপনে ঢিঙ্গবা, তা সোঁ গরব ন কীজিয়ে।
সদারঙ্গ য়েহ রীত মানে।

স্থায়ীঃ

০				১				+				৩			
II র্সা	র্সা	ধা	পা	। গা	রা	সা	সা	। পা	-গা	পা	পা	। পা	ধা	ধা	-া I
ই	ত	নো	জো	ব	ন	প	র	মা	০	ন	ন	ক	রি	য়ে	০
I গা	গা	গা	-রা	। গা	পা	ধা	-র্সা	। র্সপা	-ধা	-র্সা	র্সা	। র্সর্সা	ধপা	-গরা	সসা II
ড	রি	য়ে	০	প্র	ভু	সোঁ	০	আ০	০	০	জ	আ০	০০	০০	লী০

অন্তরাঃ

II গা -া গা গা । পা -া র্সা ধা । র্সা র্সা র্সা -া । র্সা র্রা র্সা -া ।
জো ০ কো ই আ ০ য়ে ০ অ প নে ০ টি ম্ব বা ০

I ধা -া ধা -া । র্সা র্সা র্রা র্রা । র্সা -র্রা -র্গা র্রা । র্সা -র্সা -ধা -পা I
তা ০ সোঁ ০ গ র ব ন কী ০ ০ জি য়ে ০ ০ ০

I পা গা -রা গা । -পা ধা র্সা র্সা । পা -ধা -র্সা র্সা | র্সর্সা-ধপা-গরা সসা II
স দা ০ র ০ স্ব য়ে হ রী ০ ০ ত মা০ ০০ ০০ নে০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সরা গরা ধপা গপা । র্সধা পগা রগা রসা ।
২ । পগা রসা ধপা গরা । গপা ধপা রগা রসা ।
৩ । পপা র্সর্সা পধা র্সা । ধপা গপা গরা সা ।
৪ । পধা র্সর্রা র্গর্রা র্সধা । পধা র্সধা পগা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সধা সরা গগা রসা । পগা পধা র্সর্সা ধপা । গপা ধপা গরা সা ।
২ । ধপা ধর্সা র্রর্গা র্রর্সা । ধপা গরা গপা ধপা । র্সর্সা ধপা গরা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সরা গপা গপা গরা । গপা ধর্সা ধর্সা ধপা । ধর্সা র্রর্গা র্রর্গা র্রর্সা । ধপা গরা সধা সা ।
২ । পপা গপা গরা সা । র্সর্সা ধপা গপা ধপা । র্গর্গা র্রর্সা ধর্সা র্রর্সা । ধপা গপা গরা সা ।

॥ রাগ-ভূপালী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ রুমা ঝুমা রুমা ঝুমা বাজে ঘংগরবা, গিরিধারী নাচ দিখাবে ।
অন্তরাঃ তারি দেত অব সঙ্গ সখা সব, মনমে প্রীত উপযাবে ।

০ ১ + ৩

II সা রা গা রা । সা ধা সা রা । পা -গা গা গা । পা রা গা -া I
রু মা ঝু মা রু মা ঝু মা বা ০ জে ঘুং ঘ র বা ০

I গা পা ধা র্সা । ধা -রা র্সা র্সা । পধা -র্সর্সা -ধপা -গপা । -গা -রা সা -া II
গি রি ধা রী না ০ চ দি খা০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ বে ০

অন্তরাঃ

II পা -গা পা ধা । -র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্রা র্গা র্রা । র্সা -া ধা পা I
তা ০ রি দে ০ ত অ ব স ং গ স খা ০ স ব

I পা গা পা ধা । -র্সা ধা র্সা র্সা । পধা -র্সর্সা -ধপা -গপা । -গা -রা সা -া II
ম ন মে প্রী ০ ত উ প যা০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ বে ০

॥ রাগ-ভূপালী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ জবসেঁ তুমা সন লাগলী, পীতন ওয়েলী পেয়ারে বাল্‌মা মোরী ।

অন্তরাঃ জো নৈনন না দেখোঁ তোহে, কালানা পাড়াতা মোহে

চর্চা করে সবসে লারিয়াঁ ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

॥ গা রা গা -রা । সা রা সা ধা । -া সা -া রা । পগা -া -া -া ।

জ ব সেঁ ০ তু মা স ন ০ লা ০ গ লী ০ ০ ০

। গা -া পা পা । পা -ধা পা -গা । গা পা ধা র্সা । -পধা -র্সর্সা ধপা গরা ॥

পী ০ ত ন ওয়ে ০ লী ০ পেয়া রে বাল্‌ মা ০০ ০০ মো০ রী০

অন্তরাঃ

॥ গা রা গা -রা । সা রা সা ধা । পা -া গা -া । পা পা র্সা -ধা ।

জ ব সেঁ ০ তু মা স ন জো ০ নৈ ০ ন ন না ০

। র্সা -া র্সা -া । র্সা -র্রা র্সা -া । র্সা র্রা র্গা র্রা । র্সা র্রা পা ধা ।

দে ০ খোঁ ০ তো ০ হে ০ কা লা না পা ড়া তা মো হে

। র্সা ধা -া পা । গা -রা গা পা । র্সধা -র্সা -পধা-র্সা । র্সর্সা ধপা গরা গপা ॥

চ র্চা ০ ক রে ০ স ব সে০ ০ ০০ ০ লা০ রি০ য়াঁ০ ০০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সরা গপা ধর্সা র্রর্গা । র্রর্সা ধপা গরা সা ।

২ । র্সর্সা ধপা ধর্সা র্রর্গা । র্রর্সা ধপা গরা সা ।

৩ । র্গর্গা র্রর্সা ধপা গরা । র্সর্সা ধপা গরা সা ।

৪ । গপা ধর্সা পধা র্সা । র্সা ধপা গরা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সরা গপা গরা গপা । ধর্সা ধপা ধর্সা র্রর্গা । র্রর্সা ধপা গরা সা ।

২ । পপা গপা গরা সধা । সরা গপা ধর্সা র্রর্গা । র্রর্সা ধপা গরা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । সরা গপা গরা সা । সরা গপা ধপা গরা । গপা ধর্সা পধা র্সা । র্সা ধপা গরা সা ।

২ । পগা রগা সরা গপা । ধপা গপা রগা পধা । র্সধা পধা গপা ধর্সা । ধপা গরা সধা সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

র্সর্সা ধপা গা্ -া । পগা পধা্ র্সা -া । ধা ধা র্সা -া । ধর্সা র্রর্সা র্গা র্রর্সা ।
ধর্সা র্রা র্সধা পধা । র্সা ধপা গরা সা । পগা পধা্ র্সা পধা । র্সা পধা র্সা সা ।

বোলতানঃ

+
১। সরা গপা ধর্সা র্রর্সা । ধর্সা ধপা গরা সসা।
লা০ ০০ গ০ ০০ লী০ ০০ ০০ ০০

০
২। পপা গপা গরা সসা । র্সর্সা ধপা গপা ধর্সা ।
জ০ ব০ সে০ ০০ তু০ ম০ স০ ন০
র্রগা র্রর্সা ধপা গপা । ধর্সা ধপা গরা সসা।
লা০ ০০ গ০ ০০ লী০ ০০ ০০ ০০

॥ রাগ-ভূপালী। খেয়াল। তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ জব হোঁ জানী তিহারী বাত তব মৈঁ সুরজনবা।
অন্তরাঃ মহঁমদ সা পিয়া সদারঙ্গীলে বতিয়াঁ শুনলে হো কানে।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
॥ গা্ রা সা্ -[গ]রধ্সা । [প]পা -া -গা্ -া ।-[গ]রা-গা [র]গা -া । [প]গা [প]গা -পা -া I
জ ব হোঁ ০০০ জা ০ ০ ০ ০ ০ নী ০ ত হা ০ ০

৪ ৫ ৬ ৭
I -[গ]পা -[প]ধা পা-া ।[ধ]র্সা -া -ধা -পা ।-[প]গা -া -পা -া ।-গা -রা্ সা্ -া I
০ ০ রী ০ বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত ০

৮ ৯ ১০ ১১
I গা্ পা [র্স]ধা-র্সা । র্রা র্রা র্সা র্সা ।-[র্স]ধা-পা -[প]গা্-পা ।-রা্ -া -সা -সরগা ॥
ত ব মৈঁ ০ সু র জ ন বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
।। ⁻গা পা -র্সধা র্সর্সা । র্সা -া -া র্রা । র্সা -া -া -া । ধা ধা -া র্সা I
ম হঁ ০০ মদ সা ০ ০ পি য়া ০ ০ ০ স দা ০ র

৪ ৫ ৬ ৭
I র্সা -া র্সা -র্রা । র্সা -া র্সা -া । ধা -া -পা -গা । গা গা গপা -ধা I
ঙ্গী ০ লে ০ ব ০ তি ০ য়াঁ ০ ০ ০ সু ন লে০ ০

৮ ৯ ১০ ১১
I -র্সা -া -ধসর্রর্গা -র্গা । র্রা -া -র্সা -া । পা -র্সধা -র্রা -র্সা । -ধা -পা গা -রগসরগা ।।
০ ০ ০০০০ ০ হো ০ ০ ০ কা ০০ ০ ০ ০ ০ নে ০০০০০

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। গগরগা গরস-া পপগপা পগর-া । ধধপধা ধপগ-া, র্সর্সধর্সা র্সধপ-া ।
র্সধর্রর্সা র্গর্রর্সধা পগধপা র্সধপগা । গরপগা ধপর্সধা র্রর্সধপা গরস-া ।

২। র্সধপধা পগরসা ধ্সরগা পগপধা । র্সর্সধপা গপধর্সা র্রর্গর্গর্রা র্সধপধা ।
র্সর্সধপা ধপগপা ধধপগা রগপধা । পগরসা ধ্স্ধ্সা রগপগা রসধ্সা ।

রাগ-কেদারা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর- উভয় মধ্যম(মা, হ্মা) ও বাকী সব শুদ্ধ
জাতি -ঔড়ব-খাড়ব	স্বর । অবরোহীতে অল্প কোমল 'ণা' মাঝে মাঝে বিবাদী
বাদীস্বর - মধ্যম (মা)	স্বররূপে ব্যবহার হয় । আরোহীতে রা, গা বর্জিত ।
সমবাদীস্বর - ষড়জ (সা)	অবরোহীতে গা বক্র ও দুর্বল ।
অঙ্গ - পূর্বাঙ্গের রাগ	সময়- রাত্রি প্রথম প্রহর ।
প্রকৃতি - গম্ভীর	আরোহীঃ সা মা, মা পা, ধা পা, না ধা, র্সা ।
ন্যাসস্বর- মা ও পা	অবরোহী - র্সা, না ধা, পা, হ্মা পা ধা পা, মা, রা সা ।
	পকড় -সা মা, মা পা, ধা পা মা, পা মা, রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রা, সা, মা, মা, পা, ধা, পা, ধা, হ্মপা, ধহ্মমা, গমা সমা,গম, রসা ।
২। সা ন্া সা, মা, গমা, পহ্মপা, ধপা, হ্মপা, সা, মা, গা, গা, ধপা, ধহ্মপা,ধহ্মমা, রসা ।
৩। সা, মা, গমা, রসা,মগা, পা, হ্মপা মা,পধা,হ্মপা, মা, মা গা পা, মা ধা পা ধা হ্মা পা,
মা, নধা, পধপা, হ্মপধা পধা হ্মধা, হ্মমা, সমা, গপা, মা রসা ।
৪। রসা, ন্সা, ধ্প্া ম্া, প্া, সধ্সা, মা, রসা, সমা, গপা, মা, গমা, রা, সমা গপা ধমা,
পধপা, র্সা, নধা, পধা, হ্মপমা, র্রর্সা নধা, হ্মপমা রসা ।

॥ রাগ-কেদার । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ সোচ সমঝ মন মীত পিয়ারবা, সদগুরু নাম করে সুমরণ বা ।
অন্তরাঃ ঘরি ঘরি পল পল উমর ঘটত সব, আজ হুঁ চেত মতি মন্দ চতর বা ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
।। সা -রা সা মা । মা মা মা গা । গা -পা পা পা । পক্ষা ধপা মা -া ।
সো ০ চ স ম ঝ ম ন মী ০ ত পি য়া০ র০ বা ০

। মা গা পা পা । ক্ষপা-র্সা ধা পা । মা -া ধপা পক্ষা । মা রা সা -া ।।
স দ গু রু না০ ০ ম ক রে ০ সু০ ম০ র ণ বা ০

অন্তরাঃ

।। ক্ষা পা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্রা র্সা । র্সা ধা র্সনা র্রর্সা । র্সা র্সা ধা পা ।
ঘ রি ঘ রি প ল প ল উ ম র০ ঘ০ ট ত স ব

। মা মগা পা পা ।-র্সনা র্রর্সা ধা পা । পা ক্ষা ধা পা । মা রা সা -া ।।
আ জ০ হুঁ চে ০০ ত০ ম তি ম ন্ দ চ ত র বা ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । সসা মমা পপা ধপা । ক্ষপা ধপা মমা রসা ।
২ । গমা রসা ন্সা রসা । ধপা ক্ষপা গমা রসা ।
৩ । পধা ক্ষপা র্সনা র্রর্সা । ধপা ক্ষপা মমা রসা ।
৪ । র্সর্সা র্রর্রা র্সনা ধপা । ক্ষপা ধপা মমা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ক্ষপা ধপা মমা রসা । র্সনা ধপা ক্ষপা ধপা । মমা ররা সন্া সা ।
২ । সসা মমা পপা ধপা । র্সর্সা র্রর্রা র্সর্সা ধপা । ক্ষপা ধপা মমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ ।ন্সা মমা গমা রসা । ক্ষপা নধা র্সনা ধপা । ধনা র্সনা ধপা ক্ষপা । মগা মরা সন্া সা ।
২ ।মমা গমা রসা ন্সা । মমা পপা ধপা ক্ষপা । র্সর্সা র্রর্রা র্সর্সা ধপা । ক্ষপা ধপা মমা রসা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

র্সর্সা ধনা র্সর্রা নর্সা । ক্ষপা ধনা র্সর্রা নর্সা । র্মর্মা র্রর্সা নর্সা র্রর্রা ।
র্সনা ধপা ক্ষপা ননা । ধপা ক্ষপা ধনা র্সা । ধনা র্সা ধ্ন্া সা ।

বোল তানঃ

+
১। মগা পক্ষা ধপা ক্ষপা । র্সনা ধপা মমা রসা।
মীo oo তo পিo য়o রo বাo oo

o
২। পক্ষা ধপা মমা রসা । র্সনা ধপা মমা রসা ।
সোo চo সম ঝo মo oo নo oo
ক্ষপা ধনা ধর্রা র্সনা । ধপা ক্ষপা মমা রসা ।
মীo oo তo পিo য়o রo বাo oo

॥ রাগ-কেদার । খেয়াল । তাল-একতাল(বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ মোরে বোলেরে শাওয়ানা কী রুত বন ঘন ডার ডার ।
অন্তরাঃ আজ পিয়া ঘর আয়ে মোরে সজনী লেহু বালাইয়া বার বার ।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
II সা -মপধা -পক্ষা পক্ষধপা । মা-া -া -া । রা -া -া -া । সা -া -া -া I
মো ooo oo রেooo বো o oo লে o o o রে o o o

৪ ৫ ৬ ৭
I সা -া -া সা । মা -া -া -মগা । পা -া -া -া । -ক্ষা -পা -ক্ষপা-ক্ষপধপা I
শা o o ওয়া না o o oo কী o o o রু o oo oooo

৮ ৯ ১০ ১১
I মা -া -া -া । মা মগা পক্ষা পা । ধা -া -পক্ষা পক্ষধপা । মা -া -রা সা II
তা o o o বা নাo ঘo ন ডা o oo রooo ডা o o র

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
II পা পপা পা র্সর্সা । র্সা -া -া -া । -র্রা -া -া -া । র্সা -া -া -া I
আ জপি য়া ঘর আ o o o o o o o য়ে o o o

৪ ৫ ৬ ৭
I র্সা -র্মা -র্রা র্সা । ধা -া -া ধধা । পা -া -া -া । ক্ষা -পা -র্সা ধপা I
মো o o রে সা o o oজা নী o o o লে o o হুবা

৮ ৯ ১০ ১১
I মা -া -া -মগা । পা -া -া -া । ধা -া -পক্ষা পক্ষধপা । মা -া -রা সা II
লাই o o oo য়া o o o বা o oo রooo বা o o র

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১ । মমরসা ক্ষপধপা মমরসা ননধপা । ক্ষপধনা র্সনধপা ক্ষপধপা মমরসা ।
র্ক্ষার্মার্রর্সা নর্রর্সনা ধপক্ষপা ধনর্সর্রা । ধর্রর্সনা ধপক্ষপা র্সনধপা মমরসা ।

২ । ক্ষপধপা মমরসা ক্ষপধনা র্সনধপা । ক্ষপধপা মমরসা ক্ষপধনা র্সর্রর্সনা ।
ধপক্ষপা মমরসা ক্ষপনধা র্সনর্রর্সা । র্মর্মর্রর্সা নর্রর্সনা ধপক্ষপা মমরসা ।

রাগ-বিহাগ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - বিলাবল	ব্যবহারিক স্বর-সব শুদ্ধ স্বর । শ্রুতি মধুর করবার জন্য
জাতি -ঔড়ব-সম্পূর্ণ	মাঝে মাঝে 'ক্ষা' বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হয় ।
বাদীস্বর -গান্ধার (গা)	আরোহীতে রা ও ধা বর্জিত ।
সমবাদীস্বর - নিষাদ (না)	সময় - রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ - পূর্বাঙ্গের রাগ	আরোহী - সা গা মা পা না র্সা ।
প্রকৃতি-গম্ভীর	অবরোহী -র্সা না ধা পা মা গা রা সা ।
ন্যাসস্বর -সা,গা,পা ও না ।	পকড় - ন্‌া সা গা মা পা, গা মা গা, রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । ন্‌া, সা, গা, মগা, পা ক্ষা ধা পা, সা মা গা পা ক্ষা ধা, গা মা গা সা, সা গা মা পা, গা মা পা না গা মা গা, পা ক্ষা গা মা গা, সন্‌া প্‌ন্‌া সা, ন্‌সা, প্‌ন্‌া সগা, ন্‌া সা গমা, গা রা সা ।

২ । পা, ধপা, না ধা পা, গমপনা, ধপা, সগমপা, গা মা পনা, পনধপা, পধক্ষপগমগা, মগা, পক্ষপা, নধপা, গমপনধপা, গমপমগরসা ।

৩ । ন্‌সগা, সগমগা, পক্ষপা, গমপনা, র্সনা ধপা, পনা, পধা, ক্ষপা, গপমগা, গমপনা, ধপা, সা মা গা পা মধা ক্ষপা গমগা, রসা ।

৪ । ন্‌সা রসা, ন্‌া সা গা মা, পক্ষধপা, গা মা গা, গমপনা, র্সর্গর্মর্গর্রর্সা, নর্সনা পনা র্সনা, পনা ধপা, গমপনা ধপা, গমা গা রা সা ।

॥ রাগ-বিহাগ । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ বালমুরে মোরে মনকে, চিতে হোবন দেরে, হোবন দেরে মীত পিয়রবা ।

অন্তরাঃ সদারঙ্গ জিন জাবো বিদেশবা, সুখনি দরিয়া নোবন
দেরে সোবন দেরে মীত পিয়রবা ।

স্থায়ীঃ

```
 ১                    +                    ৩                    ০
II গা -মা  পা  র্সা  । না  -া -পা -া  । পা  -া  ধপা  -ক্ষা । গা  মা  গা -া  I
   বা  ০   ল   মু   রে  ০  ০   ০    মো  ০  রে০   ০    ম   ন   কে০

I না  -া  পা  -া  । -া -া -গা -মা  । পা  -া  গা   মা  । গা  -া  সা  -া  I
  চি  ০   তে  ০    ০  ০  ০   ০    হো  ০   ব    ন    দে  ০  রে  ০

I প্া  -া  ন্া  ন্া  । সা -া  গা -মা  । পা -ক্ষা গা   মা  । গা  গরা  সা -া II
  হো  ০   ব   ন    দে ০  রে  ০    মী  ০   ত    পি    য় র০   বা ০
```

অন্তরাঃ

```
II গা  গা -মা  পা  । -া  পা  না  না  । র্সা  -া  র্সা  র্সা  । র্সা  র্রা  র্সা  -া I
   স  দা  ০   র    ০  ঙ্গ  জি  ন    জা  ০   বো  বি    দে  শ   বা  ০

I র্সা  র্সা  র্সা  -া  । না  নধা  পা  -া । পা  -া  না  না  । র্সা -না  পা  -া I
  সু   খ   নি   ০    দ  রি০  য়া  ০   সো  ০   ব   ন    দে  ০   রে  ০

I গা -মা  পা  না  । র্সা -না  পা  -া  । পা  -ক্ষা  গা  মা  । গা  গরা  সা -া II
  সো ০   ব   ন    দে  ০   রে  ০    মী  ০   ত   পি    য়   র০   বা ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ন্সা গমা পনা র্সনা । ধপা ক্ষগা মগা রসা।
২। গমা পনা ধপা র্সনা । ধপা মগা রসা ন্সা।
৩। র্সনা ধপা ক্ষপা গমা । পনা ধপা মগা রসা।
৪। র্সনা র্রর্সা র্গর্গা র্রর্সা । ননা ধপা মগা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ননা ধপা মগা রসা । ন্সা গমা পনা র্সর্রা । র্সনা ধপা মগা রসা।
২। পক্ষা গমা গরা সন্া । প্ন্া সগা মপা নধা । পক্ষা গমা গরা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ন্সা গমা পমা গমা । গমা পনা র্সনা পনা । পনা র্সর্গা র্রর্সা নর্সা । নধা পমা গরা সা।
২। পক্ষা গমা গরা সন্া । সগা মপা গমা প্না । র্সনা ধপা র্গর্গা র্রর্সা । নধা পমা গরা সা।

॥ রাগ-বিহাগ। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ যারে যারে কগাতু যা যারে কহিও, মোরা কহিও ইতনি সন্দেশবা।
অন্তরাঃ সগরী রৈন মোহে তরফত বীতি, সদারঙ্গ পিয়া ছায়ে বিদেশবা।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
।। সা মা গা মা । পা পা না -র্সা । না -া ধপক্মাপা ক্মা । গা মা গা -া ।
যা রে যা রে ক গা তু ০ যা ০ যা০০০ রে ক হি ও ০

। গমা -পধা গা -মা । গা রা ^সা -ন্া । প্া ন্া সা মা । গা গা রসন্সা -ন্া ।।
মো০ ০০ রা ০ ক হি ও ০ ই ত নি সন্ দে শ বা০০০ ০

অন্তরাঃ
।। গা মা পা না । -া র্সা না র্সা । না র্সা না র্র্সনর্সা । না -া ^পা -া ।
স গ রী রৈ ০ ন মো হে ত র ফ ত০০০ বী ০ তি ০

। র্গর্মা র্গর্রা র্সা নধা । পা -ক্মা গমা -গা । গমা-পধা গা মা । গা গা রসন্সা -ন্া ।।
স০ দা০ রং গ০ পি ০ য়া০ ০ ছা০ ০০ য়ে বি দে শ বা০০০ ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। গমা পনা র্সর্গা র্রর্সা । পনা ধপা মগা রসা।
২। র্সনা র্সর্সা পক্মা পপা । ননা ধপা মগা রসা।
৩। ননা ধপা ক্মপা গমা । পনা ধপা মগা রসা।
৪। র্সনা পনা র্সর্গা র্রর্সা । নধা পমা গরা সা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ন্সা গমা পনা র্সর্রা । র্সনা ধপা ক্মপা গমা । পনা ধপা মগা রসা।
২। ন্সা গমা পনা র্সনা । ধপা ক্মপা গমা গা । গমা পনা পনা র্সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ন্সা গমা গরা সা । পক্মা গমা গরা সা । র্সনা ধপা ক্মপা গমা । পনা ধপা মগা রসা।
২। গগা রসা পপা মগা । ধপা ক্মপা র্গর্গা র্রর্সা । নধা পনা র্সনা ধপা । ক্মপা গমা গরা সা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সা গমা পা গা । মপা না মা পনা । র্সর্রা র্সর্গা র্রর্সা নধা ।
পক্মা গমা গরা সা । গমা পনা র্সা পনা । র্সা পনা র্সা সা।

বোল তানঃ

+
১। পক্ষা গমা পনা র্সর্রা । র্সনা ধপা মগা রসা।
যা০ ০০ রে০ ০০ কা০ গা০ তু০ ০০

০
২। ন্‌সা গমা পনা র্সা । নর্সা গর্রা র্সনা ধপা ।
যা০ ০০ রে০ ০ যা০ ০০ রে০ ০০
র্সনা ধপা গমা পা । গমা পমা গরা সা।
কা০ গা০ তু০ ০ যা০ ০০ রে০ ০

॥ রাগ-বিহাগ । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ এ সাঁইয়া তোরে ঝাগাড়েমে না রাহুঙ্গি সাঁইয়া ।
অন্তরাঃ না মোরা পাংখা না মোরা পায়েলা, কিনা সাওতিনা বিরামা ইউরে ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২
II গমপনা-র্সনর্রর্সা না-নধা । পা -ক্ষা গা -মা । গা -া -া -গরা ।-সন্‌রসা-া -া -া I
এ০০০ ০০০০ সাঁই ০০ য়া ০ তো ০ রে ০ ০ ০০ ০০০০ ০ ০ ০

৩ ৪ ৫ ৬
I ন্‌া -া সা -া । গা -া -মা -মগা । -পা -র্া -া -পক্ষা । পা -া -া -া I
ঝা ০ গা ০ ড়ে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ মে ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০
I পা -া -া পক্ষা । ধা -গা -া -মা । গা -া -া গরা । সন্‌রসা -া -া -া II
না ০ ০ রা০ হু ০ ০ ০ ঙ্গি ০ ০ সাঁই য়া০০০ ০ ০ ০

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২
II গমপনা-র্সনর্রর্সা র্সর্সা র্সা । গা -মা পা না । র্সা -া -া -র্সনা । র্সা -া -া -া I
এ০০০ ০০০০ সাঁই য়া না ০ মো রা পাং ০ ০ ০০ খা ০ ০ ০

৩ ৪ ৫ ৬
I র্সা -া না ধপা । পা -পক্ষা -গা -মা । গা -া -া -গরা । সন্‌রসা -া -া -া I
না ০ মো রা০ পা ০০ ০ ০ য়ে ০ ০ ০০ লা০০০ ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০
I ন্‌া -সা গা মগা । পা পা -া নধনা । র্সনর্রর্সা -া -না -ধপা । পক্ষা-গমা গা-রসা II
কি ০ না সাও তি না ০ বি০রা মা০০০০ ০ ০০ ইউ ০০ রে ০০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। পক্ষগমা গরসন্‌ পন্‌সগা মগরসা । ন্‌সগমা পক্ষগমা সগমপা মগরসা ।
পক্ষগমা পনর্সর্রা র্সনধপা নধপক্ষা । গমপনা র্সর্গর্গর্রা র্সনধপা মগরসা ।

২।সগমপা মগরসা গমপনা র্সনধপা । নর্সর্গর্মা গর্রর্সনা পনর্সর্গা র্রর্সনর্সা ।
নধপক্ষা গমপনা র্সর্রর্সনা ধপক্ষপা । গমপনা র্সনধপা ক্ষপগমা গরসসা ।

রাগ-ভীমপলশ্রী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - কাফি	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ
জাতি - ঔড়ব-সম্পূর্ণ	স্বর। আরোহীতে রা ও ধা বর্জিত।
বাদীস্বর - মধ্যম (মা)	সময় - দিবা তৃতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর - ষড়জ (সা)	আরোহী - সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা।
অঙ্গ - পূর্বাঙ্গের রাগ	অবরোহী - র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।
প্রকৃতি- শান্ত	পকড়- ণ্‌া সা মা,মা জ্ঞা,পা মা জ্ঞা,মা জ্ঞা রা সা।
ন্যাসস্বর -সা, মা ও পা।	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। ন্‌সা, জ্ঞা, মা জ্ঞা মা, পমপা, ধপা, মপা জ্ঞমা, জ্ঞরা সণ্‌া, রসা, ণ্‌সা, জ্ঞা রা সা,
ণ্‌সজ্ঞমা, সজ্ঞা পমা, সজ্ঞা রসা।

২। পধা মপা, জ্ঞমা পণা ধপা, মপধপা, মজ্ঞমা, জ্ঞরা, সজ্ঞমপা, ণধপা, জ্ঞমা, সজ্ঞা মজ্ঞা
মপণা, পণা, র্সণা, পণধা, মজ্ঞমা, জ্ঞা রা সা।

৩। পা, মপা, সজ্ঞমা, সমা জ্ঞমা, জ্ঞপা মপা জ্ঞমা, পণা পধা, মপা, জ্ঞমা, পণর্সা, ণধা
পমা, জ্ঞমা, ণধপা, মপা, মণা ধপা, জ্ঞপমা, সমজ্ঞা, সজ্ঞরণ্‌সা।

৪। সণ্‌া পণ্‌া সা, জ্ঞমা, জ্ঞা, সজ্ঞা মপা, জ্ঞমা পণা, মপণর্সা, পণা র্সর্রা, ণর্সা, র্জ্ঞর্মা, পর্মা,
র্জ্ঞা র্মর্জ্ঞা র্রর্সা, র্জ্ঞর্রা র্সণা র্সণা ধপা, ণধপমা, ধপমজ্ঞা, সজ্ঞমপমা, মজ্ঞা রসা।

॥ রাগ-ভীমপলশ্রী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ গোরে মুখ সো মোরে মন ভাবে, লূক ছুপ দরশন অতহী সুহাবে।
অন্তরাঃ নৈনা মিরগ সম চন্দ্র মুখী, বদন কমল অতি সদারঙ্গ মন ছাড়বে।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II পণা -র্সর্রা র্সা ণা । ধা -পা জ্ঞমা -পা । মা জ্ঞা মা জ্ঞা । রা -া সা -া I

গো০ ০০ রে মু খ ০ সো০ ০ মো রে ম ন ভা ০ বে ০

I ণ্া সা মা জ্ঞা । রা রা সা সা । ণা ণা র্সা র্সা । ণধা -পা মা -পা II

নু ক ছু প দ র শ ন অ ত হী সু হা০ ০ বে ০

অন্তরাঃ

II পা -া পা মা । ণা পা জ্ঞা মা । ণা ণা ণা ণা । র্সা -া -া -া I

নৈ ০ না মি র গ স ম চ ন্ দ্র মু খী ০ ০ ০

I ণা র্সা র্মা র্জ্ঞা । র্রা র্রা র্সা র্সা । পা জ্ঞা -া মা । জ্ঞা রা সা সা I

ব দ ন ক ম ল অ তি স দা ০ র ং গ ম ন

I ণ্া -সা মা -জ্ঞা । পা -া -া -া II

ছা ০ ড় ০ বে ০ ০ ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ণ্সা জ্ঞমা পমা জ্ঞমা । পণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
২ । জ্ঞমা পণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা ।
৩ । র্সণা র্সা পধা পা । জ্ঞমা পমা জ্ঞরা সা ।
৪ । র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা ণধা পমা । পণা ধপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ণ্সা জ্ঞসা জ্ঞমা জ্ঞমা । পমা পণা পণা র্সর্রা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
২ । জ্ঞমা পণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা । ণধা পমা জ্ঞমা পণা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । ণ্সা মজ্ঞা রসা ণ্সা । ণ্সা জ্ঞমা পণা ধপা । জ্ঞমা পণা র্সণা ধপা । মজ্ঞা মজ্ঞা রসা ণ্সা ।
২ । সজ্ঞা মপা জ্ঞমা পণা । মপা ণর্সা পণা র্সর্জ্ঞা । র্মর্জ্ঞা র্রর্সা মজ্ঞা রসা । ণ্সা জ্ঞমা পণা র্সা ।

॥ ভীমপলশ্রী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ যা যারে আপ্‌নে মানদিরবা সুন পাওয়েগি সাস ননদীয়া ।

অন্তরাঃ সুনা হো সদারঙ্গ তুম্‌কো চাহাতা হ্যায়, ক্যোয়া তুম্ হাম্‌কো সাগানদীয়া ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II [ম]পা । জ্ঞা -া রা -সা । -া রা ণ্‌া সা । মা মা মা মা । মা -া জ্ঞা মা I

যা যা ০ রে ০ ০ আ প্ নে মা ন্ দি র বা ০ সু ন

I পা -ণা -র্সা র্জ্ঞা । র্রা -া র্সা -া । ণা -া র্সা র্রর্সা । ণা ধা পা, (পা) II

পা ০ ০ ও য়ে ০ গি ০ সা ০ স ন০ ন দী য়া (যা)

অন্তরাঃ

II পা পা পা পা । মা -পা [ম]জ্ঞা মা । পা ণা ণা পণা । র্সা র্সা র্সা -া I

সু না হো স দা ০ র ঙ্গ তু ম্ কো চা০ হা তা হ্যা য়

I পা ণা র্সা র্জ্ঞা । র্রা র্রা র্সা -া । ণা ণা র্সা র্রর্সা । ণা -ধা -পা, (পা) II

ক্যো য়া তু ম্ হা ম্ কো ০ সা গা ন দী০ য়া ০ ০ (যা)

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ণ্‌সা জ্ঞমা পণা ধপা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।

২ । সজ্ঞা রসা মজ্ঞা রসা । পণা ধপা মজ্ঞা রসা ।

৩ । মজ্ঞা পমা ধপা ণধা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।

৪ । র্সণা পণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ণ্‌সা জ্ঞরা মজ্ঞা রসা । জ্ঞমা পমা ধপা মজ্ঞা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।

২ । জ্ঞমা পণা র্সা ণর্সা । পণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ণর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । ণ্‌সা জ্ঞমা সজ্ঞা মপা । জ্ঞমা পণা মপা ণর্সা । পণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ণধা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।

২ । জ্ঞজ্ঞা রসা ণণা ধপা । র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা ণধা পমা । জ্ঞমা পণা র্সণা ধপা । জ্ঞমা পমা জ্ঞরা সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সা জ্ঞমা পা জ্ঞা । মপা ণা মা পণা । র্সর্রা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ণধা ।

পমা জ্ঞমা পমা জ্ঞরা । সা জ্ঞমা পণা র্সা । পণা র্সা পণ্‌া সা ।

বোল তানঃ

```
    +
১ । পমা   জ্ঞমা   পণা   র্সর্রা   । র্সণা   ধপা   মজ্ঞা   রসা ।
    যা০   ০০   যা০   রে০      আ০   প০   নে০   ০০
    ০
২ । জ্ঞজ্ঞা   রসা   পণা   মজ্ঞা   । ণধা   পমা   র্সণা   ধপা ।
    যা০   ০০   যা০   রে০      আ০   প০   নে০   ০০
    জ্ঞমা   পমা   ণধা   পমা   । জ্ঞমা   পমা   জ্ঞরা   সা ।
    মঁ০   ০ন   দি০   ০০      র০   ০০   বা০   ০
```

॥ ভীমপলশ্রী । খেয়াল । তাল-একতাল(বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ আবাতো সুনলে বনকে পাপিয়ারে মাসাওয়া ।
অন্তরাঃ আগাবাবে পিয়াবে উঠে উড়ে যাউ আটারিয়ারে ।

স্থায়ীঃ

```
   ১২                +               ২               ৩
II সা সা  রসণ্া  সমা  । মা  -া -া  -া  । -জ্ঞা  -া -া -া  । -রা  -া -সা -া I
   আ বা   তো০০ সুন্   লে  ০ ০  ০     ০  ০ ০ ০     ০  ০  ০ ০

   ৪                 ৫               ৬               ৭
I ণ্া -সা -মজ্ঞা -মা  । পা  -া  -া -পমা  । মা  -া  -া -া  । ᵐজ্ঞা -া রা -া I
   ব  ০  ০০   ০    ন  ০  ০  ০০     কে ০  ০ ০     পা  ০ পি ০

   ৮                 ৯               ১০              ১১
I সা -া -া -া  । ˢণ্া -া -ধ্া -প্া  । প্া -ˢণ্া  -সা -মজ্ঞা  । রা  -া -সা -া II
   য়া ০ ০ ০    রে ০  ০  ০     মা   ০   সা  ০০     ওয়া ০  ০ ০
```

অন্তরাঃ

```
   ১২                +               ২               ৩
II মজ্ঞা মা  পা -র্সণা  । র্সা -া -া -া  । ণা -া  র্সা -র্মজ্ঞা  । র্রা  -া -র্সা -া I
   আ০  গা  বা ০০     বে ০ ০ ০    পি ০  য়া  ০০     বে  ০  ০ ০

   ৪                 ৫               ৬               ৭
I  ণা -া -া -ধপা  । ধা -া -পা  -া  । মজ্ঞা -া মা  -া  । পা -র্সণা -র্সা -র্মজ্ঞা I
   উ ০ ০  ০০    ঠে ০  ০  ০    উ০ ০ ড়ে ০    যা  ০০  ০  ০০

   ৮                 ৯               ১০              ১১
I র্রা -া -র্সা -া  । ণা -া  ধা  পা  । মজ্ঞা -া -মা -া  । মজ্ঞা  -া -রা -সা II
   উ ০  ০ ০    আ ০  টা  রি   য়া০  ০  ০  ০    রে০  ০  ০  ০
```

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সজ্ঞসজ্ঞা মপমজ্ঞা রসজ্ঞমা জ্ঞমপণা । র্সণধপা পণপণা র্সর্রর্সর্জ্ঞা র্রর্সণর্সা ।
মর্জ্ঞর্রর্সা ণধপমা জ্ঞরসা- পণ্সজ্ঞা । রসণ্সা জ্ঞমপণা ধপমপা মজ্ঞরসা ।

২। পমজ্ঞমা জ্ঞরসরা ণ্সজ্ঞমা পমজ্ঞমা । পণধপা মপণর্সা র্জ্ঞর্রর্সণা র্সর্জ্ঞর্রর্সা ।
ণধপমা জ্ঞমপমা জ্ঞরসা-, সজ্ঞসজ্ঞা । মজ্ঞমজ্ঞা জ্ঞমপমা ণধপমা জ্ঞরসা- ।

রাগ-বিভাস ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - ভৈরব	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, দা কোমল ও বাকী সব
জাতি - ঔড়ব-ঔড়ব	শুদ্ধ স্বর । মা ও না বর্জিত । মতান্তরে 'গা'
বাদীস্বর - ধৈবত (ধা)	সমবাদী ।
সমবাদীস্বর - রেখাব (রা)	সময়- প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ ।
অঙ্গ - উত্তরাঙ্গের রাগ	আরোহী-সা ঋা গা পা দা র্সা ।
প্রকৃতি- শান্ত ও গম্ভীর	অবরোহী- র্সা দা পা গা ঋা সা ।
ন্যাসস্বর - পা দা ও র্সা	পকড়ঃ দা দা পা, গা পা গা ঋা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, দ্া, প্া, দ্সা, ঋা, ঋা,গঋা, সদ্া,সা,প্দ্া,সঋা,গঋা,পগঋা, গঋসা ।
২। সদ্া, সঋগা, ঋগা, পগঋা, গপদা,পদা,পগপা, গঋা, সঋা, সঋা, সঋসা ।
৩। গঋগা, পগপা, গঋা, সঋা, গপা, দা, দা পা, গপা, গদা, পদপা, ঋগা, গপা, পদা,
গপা গঋা, সঋা, দ্া, সঋা, পগা ঋসা ।
৪। পা, গপদা, পদা, গপা দপা, র্সদা, পদপা, গঋা, সঋগা, পদপা, পদা, পদা, পর্সা
দপা, গপা দপা, গঋগা, পদা, গপা দপা, গঋা, সদ্া ঋসা ।

॥ রাগ-বিভাস । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ শরন গয়ে প্রভু কোন উবারে জিত জিত
ভীর পরি ভক্তনকো, চক্র সুদর্শন তহাঁ সমহারে ।
অন্তরাঃ মহাপ্রসাদ ব্যঠ অম্বরীষহি, দুর্ব্বাসাকো কোপ নিবারে ।

স্থায়ীঃ

```
   ০                    ১                    +                   ৩
II পা  পা  গা  পা  । গা -ঋা  সা  সা  । ঋা  -া  সা সা  । সঋা -গপা  গা -পা I
   শ   র   ন   গ     য়ে  ০   প্র  ভু    কো  ০  ন  উ    বা০  ০০   রে  ০

I  গা  গা  পা  পা  । দা  -া  দা  পা  । দা -র্সা  র্সা -দা  । পা  দা  পা  -া I
   জি  ত   জি  ত     ভী  ০   র   প     রী  ০   ভ   ০     ক্ত  ন   কো  ০

I  গা  -া  পা  পা  । দা -র্সা র্সা  র্সা  । র্ঋা  র্সা -দা  পা  । গপ-দপা গঋা-সা II
   চ   ০   ক্র সু    দ   ০  র্শ   ন     ত   হাঁ  ০  সম্    হা০ ০০ রে০  ০
```

অন্তরাঃ

II গা গা -া গা ।পা -া দা র্সা ।-া র্সা র্সা র্সা ।র্সা ঋা র্সা -া I

ম হা ০ প্র সা ০ দ ব্য ০ ঠ অ ম্ব রী ষ হি ০

I র্সা -া র্সঋা -র্গা ।ঋা -া র্সা -া। দর্সা -ঋর্সা দা পা ।গপা -দপা গঋা -সা II

দু র্ বা০ ০ সা ০ কো ০ কো০ ০০ প নি বা০ ০০ রে০ ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সঋা গপা দপা গপা । দপা গপা গঋা সা।

২। গপা দর্সা ঋর্সা দপা ।গপা দপা গঋা সা।

৩। পদা র্সঋা র্গঋা র্সদা ।পদা র্সদা পগা ঋসা।

৪। দপা দর্সা ঋর্গা ঋর্সা । দপা র্সদা পগা ঋসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। গঋা সঋা পগা ঋগা ।দপা গপা র্সদা পদা ।ঋর্সা দপা গঋা সা।

২। দপা গপা দর্সা দপা ।দর্সা ঋর্সা দপা গপা ।গপা দপা গঋা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সঋা গগা ঋগা পপা।গপা দদা পদা র্সর্সা।দর্সা ঋঋা র্সঋা র্গর্গা।ঋর্সা দপা গঋা সা।

২। পগা ঋগা সঋা গপা।দপা গপা ঋগা পদা।র্সদা পদা গপা দর্সা।দপা গপা সঋা সা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

১। সঋা গপা দপা গপা । গপা দর্সা পদা র্সা।র্গঋা র্সঋা র্সা দপা।

গপা দপা সঋা সা ।পগা পদা র্সা পদা।র্সা পদা র্সা সা।

বোলতানঃ

+

১। সঋা গপা গপা দর্সা ।ঋর্সা দপা গঋা সা।

শ০ র০ ণ০ ০০ গা০ ০০ য়ে০ ০

০

২। গপা দপা দপা গপা ।গপা দর্সা দপা গপা।

শ০ র০ ণ০ ০০ গা০ ০০ য়ে০ ০০

দর্সা ঋর্সা দপা গপা ।র্সদা পদা পগা ঋসা।

প্র০ ০০ ভু০ ০০ কো০ ০০ ন০ ০০

॥ রাগ-বিভাস । খেয়াল । একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ রৈন গই জাগো ললনা যশোদা ঠারী তোর অঙ্গনা ।
অন্তরাঃ দেখন আয়ে বৃজ নরনারী মগ জোহত রাধা প্যারী ।

স্থায়ীঃ

১২				+				২				৩			
॥ দা	পা	গা	পা ।	দা	-া	-া	-া ।	পা	-া	-া	-া ।	গা	-া	-পা	-া ।
রৈ	ন	গ	ই	জা	০	০	০	গো	০	০	০	ল	০	০	০
৪				**৫**				**৬**				**৭**			
I -দা	-পা	গা	-পা ।	গা	-ঋা	-সা	-া ।	সা	দ্া	সা	-ঋা ।	সা	-া	ঋা	-গা I
০	০	ল	০	না	০	০	০	য	শো	দা	০	ঠা	০	রী	০
৮				**৯**				**১০**				**১১**			
I পা	-া	-দা	-া ।	দা	-া	-পা	-া ।	গা	-া	পা	-া ।	গা	-ঋা	-সা	-া ॥
তো	০	০	০	রে	০	০	০	অ	০	ঙ্গ	০	না	০	০	০

অন্তরাঃ

১২				+				২				৩			
॥ পা	-গা	পা	দা ।	র্সা	-া	-া	-দা ।	র্সা	-া	-া	-া ।	র্সা	-া	র্ঋা	-া I
দে	০	খ	ন	আ	০	০	০	য়ে	০	০	০	বৃ	০	জ	০
৪				**৫**				**৬**				**৭**			
I র্গা	-া	র্ঋা	-া ।	র্সা	-া	র্সা	-া ।	র্সা	-া	দা	-া ।	র্সা	-া	-া	-া I
ন	০	র	০	না	০	রী	০	ম	০	গ	০	জো	০	০	০
৮				**৯**				**১০**				**১১**			
I দা	-া	-গা	পা ।	দা	-া	-পা	-া ।	দা	-পা	-গা	-পা ।	গা	-ঋা	-া	সা ॥
হ	০	০	ত	রা	০	০	০	ধা	০	০	০	প্যা	০	০	রী

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা হতে শুরু করতে হবে)

১। সঋগপা দপগপা দর্সদপা গপদর্সা । র্ঋর্গর্ঋর্সা দপগপা দর্সদপা দদপদা ।
পগপপা গপগঋা সঋগপা ঋগপদা । গপদর্সা পদর্সর্ঋা র্গর্ঋর্সদা পগঋসা ।

২। সদ্প্দ্া সঋগঋা গপদপা গঋর্স-া । দপগপা দর্সদপা দর্ঋর্সদা পগঋসা ।
গঋসঋা পগঋগা দপগপা র্সদপদা । র্ঋর্সদর্সা র্গর্ঋর্সদা র্ঋর্সদপা গঋর্সা-া ।

রাগ-বাগেশ্রী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-কাফী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা ও ণা কোমল ও বাকী সব
জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ	স্বর শুদ্ধ । আরোহীতে রা ও পা বর্জিত ।
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	আঃ সা ণ্া ধ্া ণ্া সা, মা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	অবঃ র্সা ণা ধা, মা পা ধা জ্ঞা, মা জ্ঞা রা সা ।
প্রকৃতি-গম্ভীর	পকড়-সা ণ্া ধ্া সা, মা ধা ণা ধা,
ন্যাসস্বর-সা, জ্ঞা, মা ও ধা ।	মা জ্ঞা রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। ণ্সজ্ঞা, মা, জ্ঞা, মা, মপা ধজ্ঞা, মা, ধণধা, মধণধা, মপধজ্ঞা, মা সজ্ঞমধা, ণধা, মজ্ঞা, মণধা, মজ্ঞা, মপমজ্ঞা, সজ্ঞা, মজ্ঞা রসা ।

২। ণ্সা, ধ্ণ্ধ্সা, জ্ঞা, রা, সা, মজ্ঞমা, জ্ঞমধা, মধণা, ণা, ধা, জ্ঞমা, ণা ধা, র্সণধা, মা, মধপজ্ঞা, মা, ধা, মজ্ঞা, মজ্ঞা, রসা ।

৩। ধণা, ধর্সা, ণর্সর্রর্সা, ণা র্সা ণধা, মা ধা র্সণা, মা ধা ণা র্সা, ধণা, র্সর্জ্ঞা র্রর্সা র্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা, ণা র্সা র্রা র্সা, ণা ধা, মধা পজ্ঞা, মজ্ঞা, রসা ।

৪। সা মা, জ্ঞা মা, জ্ঞা মা ধা মা, মা ধণা ধা, ধণা, র্সণা, ণর্সর্রর্সা, র্জ্ঞর্রর্সা, র্মর্জ্ঞর্রর্সা, ণর্রা র্সর্রা, ণা র্সা ণধা, মধা র্সণা, ধমা জ্ঞা রা সা ।

॥ রাগ-বাগেশ্রী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ কৌন সুনেগা মোরি বিনতি পিয়ারাবা, মানো না মানো মোরি বাতে পিয়ারবা ।

অন্তরাঃ জব সং গেয়ে মোরি সুধাহঁনা লিনি, কোন সৌতন কে ঘর যাতো ।

স্থায়ীঃ

```
  ০                ১                 +                  ৩
II [র]র্সা -া ণা ণা  । ধা মা ধা পা  । [র]জ্ঞা জ্ঞা রা সা । রা রা সা -া I
  কৌ ০ ন্ সু       নে গা মো রি     বি ন তি পি         য়া র বা ০

I -া ণ্া ধ্া ণ্া  । সা সা মা মা  । পধা -ণা ধা মা  । জ্ঞা রা সা -ণ্সা II
  ০ মা নো না      মা নো মো রি     বা০ ০ তে পি      য়া র বা ০০
```

অন্তরাঃ

```
II [র]জ্ঞা মা [প]ধা ণা । র্সা -া র্সা র্সা । [র্স]ণা র্সা র্রা র্সা । [র্স]ণা-র্সা ণা -ধা I
  জ ব সং গে          য়ে ০ মো রি        সু ধা হু না            লি ০ নি ০

I ধা -া ধা ধা  ণা -া ধা -া  । [র]জ্ঞা -া মা মা । রা -া সা -া II
  কো ০ ন সৌ    তি ০ ন ০      কে ০ ঘ র           যা ০ তো ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । ণ্সা জ্ঞমা ধণা ধপা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
২ । র্সর্রা র্সণা র্সণা ধণা । ধপা মপা মজ্ঞা রসা ।
৩ । ধপা মজ্ঞা ণধা পমা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
৪ । র্সজ্ঞা র্রর্সা ণর্সা ধণা । মধা পমা জ্ঞরা সা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । ণ্সা জ্ঞসা জ্ঞমা জ্ঞমা । ধমা ধণা র্সর্রা র্সণা । ধপা মজ্ঞা রসা ণ্সা ।
২ । জ্ঞমা ধণা র্সণা ধণা । র্সজ্ঞা র্রর্সা ণধা মধা । মধা পমা জ্ঞরা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

২ ।ণ্সা জ্ঞজ্ঞা মজ্ঞা রসা । জ্ঞমা ধণা র্সণা ধপা । মধা ণর্সা র্রর্সা ণধা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
৩ ।মজ্ঞা মজ্ঞা রসা ণ্সা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা । র্সজ্ঞা র্রর্সা ণধা মধা । মধা পমা জ্ঞরা সা ।

॥ রাগ-বাগ্রেশ্রী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ পিয়া বিন জিয়া নাহি মানে হামার
বিলম রহে কৌন বৈরণ কে ঘর ।
অন্তরাঃ "আলম পিয়া" নিত সোতন কে সাথ
বিরহ সতাওয়ত মিলন আশ তার ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II মা জ্ঞা রা সা । ণ্সা রসা ণ্ধ্া ণ্া । সা মা -া ধা । মধা -(র্স)ণা ধা -া I
পি য়া বি না জিo য়াo নাo হি মা নে o হা মাo o র o

I মা মা (ণ)ধা পা । র্সণা -র্রসা ণা ধা । মধা-ণর্সা ণা ধপা । মজ্ঞা-মজ্ঞা রা সা II
বি ল ম র হেo ooকৌ ন্ বৈo oo র ণo কেo oo ঘ র

অন্তরাঃ

II মা মা (ণ)ধা ণা । র্সা -া র্সা র্সা । র্সা -ণা র্রা র্সা । ণর্সা -র্রর্সা ণা ধা I
আ ল ম পি য়া o নি ত সো o ত ন কেo oo সা থ

I সা র্মজ্ঞা র্রা র্সা । র্সণা র্রর্সা ণা ধা । মধা ণর্সা ণা ধপা । মজ্ঞা-মজ্ঞা রা সা II
বি রo হ স তাo oও য় ত মিo লo ন আo শo oo তা র

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ণ্সা জ্ঞমা ধণা র্সণা । ধপা মজ্ঞা রসা ণ্সা।
২। মপা জ্ঞমা ণধা পমা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা।
৩। র্সধা ধণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা।
৪। র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা ণর্সা ধণা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সণ্া ধ্ণ্া সজ্ঞা মজ্ঞা । মধা ণধা র্সণা ধপা । মধা পমা জ্ঞরা সা।
২। জ্ঞমা ধণা র্সা ণর্সা । ধণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ণর্সা । ণধা পমা জ্ঞরা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ণ্সা জ্ঞমা জ্ঞরা সা। মধা পমা জ্ঞরা সা। র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ণধা মধা। র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা।
২। জ্ঞমা ধণা র্সা ণর্সা। ধণা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা র্মর্জ্ঞা। র্রর্সা ণধা মধা র্সণা। ধপা মজ্ঞা রসা ণ্সা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

জ্ঞমা ধণা র্সা ধণা । র্সধা ণর্সা র্মর্জ্ঞা র্মর্জ্ঞা । র্রর্সা র্মা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্রা ।
র্সণা ধণা র্সা ণধা । মধা ণা ধমা ধপা । জ্ঞমা জ্ঞা রসা ণ্সা ।
জ্ঞমা ধণা র্সা ধণা । র্সা ধণা র্সা সা।

বোলতানঃ

	+								
১।	র্রর্সা	ণধা	মধা	ণর্সা ।	ণধা	পমা	জ্ঞরা	সা।	
	পি০	য়া০	বি০	ন০	জি০	য়া০	না০	হি	
	০								
২।	মজ্ঞা	রসা	ণ্সা	ধ্ণ্া ।	সজ্ঞা	মজ্ঞা	মধা	ণর্সা ।	
	পি০	য়া০	বি০	ন০	জি০	০০	য়া০	০০	
	ধণা	র্সর্জ্ঞা	র্রর্সা	ণর্সা ।	ণধা	পমা	জ্ঞরা	সা।	
	না০	০০	হি০	০০	মা০	০০	নে০	০	

॥ রাগ-বাগেশ্রী । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ কহ্‌গুন কাম ন আয়ে সজনী জব লাগ করম নাহী জাগে ।
অন্তরাঃ জগত সুনী হৈ বাত রঙ্গীলে রূপ জোবন গুন ভরোহী
রহতে দিন ভাগনকে আগে ।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
॥ র্সর্সা -র্রা -ণা ধধা । র্সা -া -ণা [ণ]ধধা । [ণ]ণা -া -ধা -মপধা । [র]জ্ঞা-[র]জ্ঞা মা জ্ঞা ।
কহ্‌ ০ ০ গুন কা ০ ০ মন আ ০ ০ ০০০ য়ে ০ স জ

৪ ৫ ৬ ৭
। রা -া -সা -া । রা সা ণ্‌া ধ্‌া । ধ্‌া ণ্‌া -সণ্‌া সা । ণ্‌সা -মা -া -জ্ঞা ।
নী ০ ০ ০ জ ব লা গ ক র ০০ ম না০ ০ ০ ০

৮ ৯ ১০ ১১
। -জ্ঞমা -ধা -ণা -ধা । ধণা-র্সা -র্রা -ণা । ধা -া -মধা -ণধা । মা -জ্ঞা -রা -সা ॥
০০ ০ ০ ০ হী০ ০ ০ ০ জা ০ ০০ ০০ গে ০ ০ ০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
॥ জ্ঞা মা ধা ণা । র্সা-ণধা -ণর্সা র্সা । ণা -র্সা ণর্সর্রা র্সা । ণা -র্সা ণা -ধা ।
জ গ ত সু নী ০০ ০০ হৈ বা ০ ত০০ র ঙ্গী ০ লে ০

৪ ৫ ৬ ৭
। ধা -া ণা ণা । ধা মজ্ঞা জ্ঞমা মধা । ধণা ণর্সা -া র্সা । ণর্সর্রা র্রা র্সা -া ।
রূ ০ প জো ব ন০ গু০ ন০ ভ০ রো০ ০ হী র০০ হ তে ০

৮ ৯ ১০ ১১
। ণা -া ধা -া । ধা -া ণা ণা । ধা -মা -মপা -ধা । মা -জ্ঞা রা -সা ॥
দী ০ ন ০ ভা ০ গ ন কে ০ ০০ ০ আ ০ গে ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১ । ধ্‌ণ্‌সমা জ্ঞরসণ্‌া ধ্‌ণ্‌সজ্ঞা মজ্ঞরসা । জ্ঞমধর্সা ণধমজ্ঞা মধণর্সা ধণর্স-া ।
ধণর্সর্মা র্জ্ঞর্রর্সণা ধণর্সর্জ্ঞা র্রর্সণধা । মধণর্সা ণধপমা জ্ঞরস-া সমমজ্ঞা ।
মণণধা মর্সর্সণা ধপমজ্ঞা রসণ্‌সা ।

২ । মজ্ঞমজ্ঞা রসণ্‌সা মজ্ঞরসা ণধমজ্ঞা । মধণর্সা ণধপমা জ্ঞরস-া ধ্‌ণ্‌সমা ।
জ্ঞমধণা মধণর্সা ধণর্স-া ধণর্সর্মা । র্জ্ঞর্রর্সণা ধমপধা মজ্ঞরসা মমজ্ঞমা ।
ধধমধা ণণধণা র্সণধপা মজ্ঞরসা ।

রাগ-জৌনপুরী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-আসাবরী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে জ্ঞা, দা, ণা কোমল ও বাকী সব
জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ	শুদ্ধ স্বর । আরোহীতে কেবল 'জ্ঞা' বর্জিত । অবরোহীতে
বাদীস্বর-ধৈবত (ধা)	৭টি স্বরই ব্যবহার হয় ।
সমবাদীস্বর-গান্ধার (গা)	সময়-দিবা দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	আরোহী-সা রা মা পা দা ণা র্সা ।
প্রকৃতি-গম্ভীর	অবরোহী-র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা ।
ন্যাসস্বর-জ্ঞা মা পা ও দা ।	পকড়-মা পা ণা দা পা, দা মা পা জ্ঞা,রা মা পা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ণ্সরা, সণ্া, রসা, ণ্দ্া, সণ্া রসা, রমা, জ্ঞা, রণ্া, দ্ণ্া, সরসা ।

২। সরা, মপা, রমা, পমপা, দদা, মপা, দপদা, মপা, জ্ঞা, রমজ্ঞা, সরা, মপা, রমা রপা, জ্ঞা, রসা ।

৩। মপদা, মপা দণদা, পদমপা, মা, জ্ঞা, রমপা, দণা, দপা, মপা, ণদপা, পণদা, পা, রমপা, মজ্ঞা, রা, ণ্দ্া, প্া, দ্ণ্া, দ্ণ্া, জ্ঞরসা ।

॥ রাগ-জৌনপুরী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ পরিয়ে পায়ন বাঁকে সজনী, জো না মানে গুণীয়ন কী সীখ ।
অন্তরাঃ হাথ জোর ফির ন্যারো হোবে, এয়সে নরকে পাস ন জৈয়ে
দরস কহে বা সো নিত ডরিয়ে ।

স্থায়ীঃ

০   ১   +   ৩
II মা পা র্সা -া । দা -া পা মপা । জ্ঞা -া রা -সরা । মা মা পা -া I
প রি য়ে ০ পা ০ য় ন০ বাঁ ০ কে ০০ স জ নী ০

I পা -া র্জ্ঞা -া । র্রা -া র্সা -া । ণা ণা র্সা র্সা । র্রা ণর্সা দা -পা II
জো ০ না ০ মা ০ নে ০ গু ণী য় ন কী সী০ খ ০

অন্তরাঃ

II মা -া পা দা । -া দা ণা ণা । র্সা -া র্সা -া । ণা -র্সা র্সা -া I
হা ০ থ জো ০ র ফি র ন্যা ০ রো ০ হো ০ বে ০

I দা দা দা -া । র্সা র্সা র্সা -া । র্সর্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা । র্রা -ণর্সা দা -পা I
এ য় সে ০ ন র কে ০ পা০ ০ স ন জৈ ০০ য়ে ০

I পা পা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা -া র্সা -া । ণা -া র্সা র্সা । র্রা ণর্সা দা -পা II
দ র স ক হে ০ বা ০ সো ০ নি ত ড রি০ য়ে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। রমা দপা পণা দপা । মপা দপা মজ্ঞা রসা।

২। পদা ণর্সা মপা দণা । র্সণা দপা মজ্ঞা রসা।

৩। ণণা দপা র্সণা দপা । মপা দপা মজ্ঞা রসা।

৪। র্সণা র্সর্রা দপা মপা । রমা দপা মজ্ঞা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সরা মপা রমা পদা । মপা দণা পদা ণর্সা । ণদা পমা জ্ঞরা সা।

২। দপা মপা মজ্ঞা রসা । ণণা দপা মপা দপা । র্সণা দপা মজ্ঞা রসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সরা মরা মপা দপা । মপা দর্সা র্জ্ঞর্রা র্সণা । র্রর্সা ণদা র্সণা দপা । মপা দপা মজ্ঞা রসা।

২। সরা মমা সরা মপা । রমা পপা রমা পদা । মপা দদা মপা দণা । র্সণা দপা মজ্ঞা রসা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সা রমা পা রা । মপা দা মা পদা । ণা পা দণা র্সা । দণা র্সর্রা র্জ্ঞর্রা র্সণা ।
দপা মপা ণদা পমা । জ্ঞরা সা মপা দণা । র্সা মপা দণা র্সা । মপা দণা র্সা সা।

বোলতানঃ

	+									
১।	ণদা	পমা	পদা	ণর্সা	।	ণদা	পমা	জ্ঞরা	সসা	।
	বাঁ০	০০	কে০	০০		স০	জ০	নী০	০০	
	০									
২।	মজ্ঞা	রসা	রমা	পদা	।	ণদা	পমা	পদা	ণর্সা	।
	প০	রি০	য়ে০	০০		পা০	০০	য়০	ন০	
	র্রর্জ্ঞা	র্রর্সা	ণদা	পমা	।	পণা	দপা	মজ্ঞা	রসা	।
	বাঁ০	০০	কে০	০০		স০	জ০	নী০	০০	

॥ রাগ-জৌনপুরী । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ বাজে ঝনন ঝননন বাজে পায়লিয়া, মোরি রাজে দুলারি ডোরে অঙ্গনবা মা ।

অন্তরাঃ মন মতঙ্গ মতবা রোহি ডোরে, ইন নৈনন ছবি অতিহী ছাই ।

স্থায়ীঃ

১২	+	২	৩
]॥ পদা -মা পা -র্সা	। র্সা -া ণদা দা	। পদণা ণা দা পা	। পা-মপা রমপদা-পমপা [
বা০ ০ জে ০	ঝ ০ ন০ ন	ঝ০০ ন ন ন	বা ০০ জে০০ ০০০

৪	৫	৬	৭
। জ্ঞা -া রা সা	। রা -া -সা -া	। দ্‌া -প্‌দ্‌া সা -া	। রা -মা রমপদা পমা [
পা ০ য় লি	য়া ০ ০ ০	মো ০০ রি ০	রা ০ জে০০০ ০দু

৮	৯	১০	১১
[পা -পমা পা -া	। মা -পা দা -ণা	। র্সা -া ণর্সা র্রা	। দা -া -পদণা -দপা ॥
লা ০০ রি ০	ডো ০ রে ০	অ ০ঙ্গন বা	মা ০ ০০০ ০০

অন্তরাঃ

১২	+	২	৩
]॥ মা -পা দা দা	। র্সা -া -ণর্সা র্সা	। র্সণা র্রর্সা দা -া	। ণর্সা র্সর্রা -া -র্রর্সা [
ম ০ ন ম	ত ০ ০০ ঙ্গ	ম০ ত০ বা ০	রো০ হি০ ০ ০০

৪	৫	৬	৭
। -র্সর্রা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা	। ণা -দা -পা -া	। পদা -মপা জ্ঞা -া	। রা -মা পমা পা]
০০ ০ ডো ০	রে ০ ০ ০	ই০ ০০ ন ০	নৈ ০ ন০ ন

৮	৯	১০	১১
। দা -পদণা দা -পা	। দা ণা র্সা -া	। ণর্সা -র্রা -া -র্সণা	। -দা-পদণা দা -পা ॥
ছ ০০০ বি ০	অ তি হী ০	ছা০ ০ ০ ০০	০ ০০০ ই ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১ । সরমপা দপমপা ণণদপা মপদণা । র্সর্রর্জ্ঞর্রা র্সণদপা মপদণা র্সর্রর্সণা ।
দপমপা দণর্সণা দপমপা মজ্ঞরসা । সরসমা সরমপা রমপপা রমপদা ।
মপদদা মপদণা র্সণদপা মজ্ঞরসা ।

২ । র্সণদপা মপদণা র্সর্রর্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সণর্সা । র্রর্রর্সণা দপমপা ণদপমা জ্ঞরসা-া ।
সরমপা রমপদা মপদণা পদণর্সা । দণর্সর্রা র্জ্ঞর্রর্সণা দপমপা ণদপমা ।
পদণর্সা র্রর্জ্ঞর্রর্সা ণদপমা জ্ঞরসসা ।

রাগ-ছায়ানট ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর-ইহাতে উভয় মধ্যম(মা, ক্ষা) ও বাকী সব
জাতি-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	শুদ্ধ স্বর । আরোহী-অবরোহীতে 'মা' ও কেবল আরোহীতে
বাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	'ক্ষা' ব্যবহার হয় । আরোহীতে 'না' ও অবরোহীতে 'গা'
সমবাদীস্বর-রেখাব	বক্রভাবে ব্যবহার হয় । তীব্র মধ্যম অপেক্ষা শুদ্ধ মধ্যম
(রা) মতান্তরে 'রা'বাদী	প্রবল । অবরোহীতে বিবাদীস্বর রুপে 'ণা' অল্প ব্যবহার হয় ।
ও 'পা' সমবাদী	সময়-রাত্রি প্রথম প্রহর
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	আরোহী- সা, রা গা মা পা, না ধা র্সা ।
প্রকৃতি-শান্ত	অবরোহী- র্সা না ধা পা, ক্ষা পা ধা পা, গা মা রা সা ।
ন্যাসস্বর- রা ও পা	পকড়-পা, রা, গা মা পা, মা গা, মা রা, সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, রসা,ধ্পা, সধ্সা, রগমা, গমপা, রপমা, পা, পমা, গমরসা ।

২। সধা, ধসরা, গমরা, গমপা, রা, গমপমা, রগমধপা, রগমধপা, গমরসা, ধপমা, গমা, সরগা, মরসা ।

৩। গমা রগপা, রা, সধ্ণ্ণা, সণা রসা, গরা গমা, রগমধপা, ধণপা, মপমা গমা, সরসা, ধ্ণ্পা, সধ্সা ।

৪। গমরা, গমধপা, র্সধা পরা, সা, ধ্ণ্পা, রা, গমপা, মধণপা, সরা রগা মধপা, র্সধা ণপা, রা, গমা পমা, গমরা, ধা, ণপা, গমরসা ।

॥ রাগ-ছায়ানট । খেয়াল । তাল- ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ পল পল সোচ বিচার করুঁ মৈ, কাহে পীতম অজর্হুন আয়ে ।
অন্তরাঃ ভোর ভই তব আয়ে পিয়রবা, তুম সৌতিনকে দ্বার বসায়ে ।

স্থায়ীঃ

```
  ০                ১                  +                  ৩
|| র্সা র্সা ধা পা | রা -গা গমা পা | মা -গা -মা রা | সা রা সা -া |
   প   ল   প  ল    সো ০  চ০  বি   চা  ০   ০  র    ক  রুঁ মৈঁ ০

| সা -া রা -া | রগা -মণা ধা পা | মা গা মা রা | সা -রা সা -া ||
  কা ০  হে ০   পী০  ০০  ত  ম    অ  জ  হুঁ ন   আ  ০  য়ে ০
```

অন্তরাঃ

```
|| পা -া র্সা র্সা | র্সা -া র্রা র্সা | ধা -া র্সা র্রা | র্সা র্সা ধণা -পা |
   ভো ০  র   ভ     ই  ০   ত   ব     আ  ০  য়ে  পি    য়  র  বা০  ০

| পা পা র্রা -া | র্সা র্সা ধা -পা | রা -গা গমা পা | মা -গা-মরা সা ||
  তু ম  সৌ  ০    তি  ন   কে ০     দ্বা ০  র০  ব    সা ০  ০০   য়ে
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা গমা পপা রগা । মধা পপা গমা রসা ।
২। রগা মপা ধপা ক্ষপা । রগা মপা গমা রসা ।
৩। গমা পনা র্সনা ধপা । ক্ষপা ধপা গমা রসা ।
৪। র্সনা ধপা ক্ষপা ধপা । রগা মপা গমা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। পধা পপা র্সনা র্রর্সা । র্গর্মা র্রর্সা নধা পধা । র্সনা ধপা গমা রসা ।
২। সরা গমা গমা রসা । ধপা ক্ষপা র্সনা র্রর্সা । পধা ক্ষপা গমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১।রগা মপা গমা রসা। পক্ষা ধপা র্সনা ধপা। র্সনা র্রর্সা র্গর্মা র্রর্সা। র্সর্সা পপা মমা রসা।
২।র্সর্রা র্সর্সা পধা পপা। র্গর্মা র্রর্রা র্সনা র্রর্সা। পক্ষা ধপা র্সনা ধপা। রগা মপা গমা রসা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সরা সসা গমা রসা । পধা পপা রগা মপা । র্সর্রা র্সর্সা র্গর্মা র্রর্সা ।
র্সর্সা ধপা রগা ধপা । মপা মপা র্সা মপা । র্সা মপা র্সা সা ।

বোলতানঃ

+
১। র্সর্সা র্রর্সা পক্ষা ধপা । রগা মপা গমা রসা ।
পাo লo পo লo সোo oo চo oo
o
২। রগা মপা গমা রসা । নর্রা র্সনা ধপা ক্ষপা ।
পo লo পo লo সোo oo চo oo
র্গর্মা র্রর্সা র্রর্সা নর্সা । পপা ধপা গমা রসা ।
বিo oo চাooo রo oo oo oo

॥ রাগ-ছায়ানট । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ এরি অব গুন্দলা বোরি মালনিয়াঁ, নৌশে বনে কেসী সসেরা ।

অন্তরাঃ লাগী লগন সুলতান সলেমকী, বনরে বনী সঙ্গ লাগী নেহা ।

স্থায়ীঃ

১২ + ২

II গমধা পা । গমা রা সপ্‌রা সা । সা -সা -া -া । -ধ্‌া -প্‌া -প্‌া -া I

এoo রি অo ব গুoo ন্দ লা o o o o o o o

৩ ৪ ৫ ৬

I ধা -া সা -া । রা -া -গা মপা । মা -া -গা -মা । -রা -া -সা -া I

বো o রি o মা o o লনি য়াঁ o o o o o o o

৭ ৮ ৯ ১০

I সা মা-গা মা । পা-পক্ষা ধা-পা । ক্ষপধনা-র্সা র্সা-র্সা । ধা-পা-পা-রা । গা-া II

নৌ শে o ব নে oo কে o সীooo o স o সে o o o রা o

অন্তরাঃ

১২ + ৩ ৪

II পা -া র্সা -া । র্সা -া র্সা র্সনা । র্রা -া র্সা -া । র্রা -া -র্গা -া I

লা o গী o ল o গ নo সু o ল o তা o o o

৫ ৬ ৭ ৮

I -র্মা -া -র্রা র্সা । র্সা -া র্সা -া । ধা -পা পা -া । সা সা মা মগা I

o o o ন স o লে o ম o কো o ব ন রে বo

৯ ১০ ১১ ১২

I পা -পক্ষা ধা পা । ক্ষপধনা -র্সা -র্সা -া । ধা -পা রা -গা । মা -া II

নী oo স ঙ্গ লাooo o o o গী o নে o হা o

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১ । ক্ষপধক্ষা পধক্ষপা রগমপা গমরসা । নর্সর্রনা র্সর্রনর্সা নধপক্ষা ধপক্ষপা ।
রগমপা গমরসা ন্‌রসন্‌া ধ্‌প্‌রসা । পধক্ষপা র্সনর্রর্সা র্রর্রর্সনা ধপক্ষপা ।
রগমপা গমরসা ।

২ । রগমপা ধপক্ষপা র্সনধপা ক্ষপর্রর্সা । র্রর্গর্মর্রা র্সনর্রর্সা ধপক্ষপা রগমপা ।
গমরসা রগমপা ধপক্ষপা ধক্ষপর্সা । র্রর্সনর্সা র্গর্মর্রর্সা নর্রর্সনা ধপক্ষপা ।
রগমপা গমরসা ।

রাগ-মিয়া কি মল্লার ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - কাফী জাতি - সম্পূর্ণ-খাড়ব বাদীস্বর - মধ্যম (মা) সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা) মতান্তরে 'সা' বাদী ও 'পা' সমবাদী অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ প্রকৃতি-শান্ত ও গম্ভীর ন্যাসস্বর -সা রা পা ও না	ব্যবহারিক স্বর-ইহাতে জ্ঞা কোমল, উভয় ণা,না ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর । আরোহীতে 'ধা' বর্জিত । ইহা মৌসুমী রাগ । বর্ষা ঋতুর রাগ । সময় - মধ্যরাত্রি আঃ সা, রা মা রা সা,মা রা,পা,ণা ধা না র্সা । অবঃ র্সা ণা পা, মা পা, জ্ঞা মা, রা সা । পকড়ঃ রা মা রা সা, ণ্‌া প্‌া ম্‌া প্‌া, ণ্‌া ধ্‌া ন্‌া সা, পা, জ্ঞা মা রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, সরা সা, [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা মা রা সা, সা ধ্‌ণ্‌া ম্‌প্‌া, ণ্‌া [ন]ন্‌া সা ।
২ । সা, মা রা পা, [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা মা রা পা,পা [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা মা রা সা, ণ্‌া ধ্‌া ন্‌া সা ।
৩ । মরা পা, মপা ধণা মপা, [ম]জ্ঞা মা রা পা,পা [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা মা রা, ণ্‌া [ন]ন্‌া সা ।
৪ । মরপা, ণা ধণা মপা, মপা ণা [ন]না র্সা,ণা মা পা, [ম]জ্ঞা মা রা পা, পা [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা মা রা সা, ম্‌প্‌া ণ্‌া [ন]ন্‌া সা ।

॥ রাগ- মিঁয়া কি মল্লার । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ গরজত বরষত বদরা আয়ে, চমকত দমকত চারয়োর ছায়ে ।
অন্তরাঃ উমড়ি ঘুমড়ি ঘটা সারে নভকে, যোরসোর কর বিজুলিয়া চমকে ।

স্থায়ীঃ

	০					১					+					৩					
॥	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	মা	।	রা	রা	সা	সা	।	ম্‌া	প্‌া	ণ্‌া	-ধ্‌া	।	ন্‌া	-া	সা	-া	I
	গ	র	জ	ত		ব	র	ষ	ত		ব	দ	রা	০		আ	০	য়ে	০		
I	মা	রা	পা	পা	।	ণা	ধা	না	র্সা	।	[ম]রা	রা	রা	পা	।	জ্ঞা	-মা	রা	-সা	॥
	চ	ম	ক	ত		দ	ম	ক	ত		চা	র	য়ো	র		ছা	০	য়ে	০		

অন্তরাঃ

॥	মা	পা	ণা	ধা	।	না	না	র্সা	না	।	র্সা	-া	-া	র্সা	।	না	না	র্সা	-া	I
	উ	ম	ড়ি	ঘু		ম	ড়ি	ঘ	টা		সা	০	০	রে		ন	ভ	কে	০		
I	র্রা	-র্পা	র্মা	র্পা	।	-র্জ্ঞা	র্মা	র্রা	র্সা	।	ণা	ণা	ধা	ধা	।	না	না	র্সা	-া	॥
	যো	০	র	সো		০	র	ক	র		বি	জু	লি	য়া		চ	ম	কে	০		

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা মপা ণধা নর্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা।
২। মপা ণধা নর্সা ণধা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা।
৩। মরা পপা ণধা নর্সা । ণপা পমা জ্ঞমা রসা।
৪। মপা ধনা র্সর্রা নর্সা । ধপা মপা জ্ঞমা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। রমা পপা মণা পপা । ধনা র্সর্সা ণধা ণপা। মপা জ্ঞমা রসা ন্সা।
২। সরা পপা রমা ণপা । মপা ধনা র্সনা র্সর্সা । ণপা মপা ধনা র্সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সসা পপা জ্ঞমা রসা। ররা ণণা ধণা পমা। পপা র্রর্রা র্সধা ণপা। মপা জ্ঞমা রসা ন্সা।
২। ণ্ধা ন্সা রসা ন্সা। মমা রপা জ্ঞমা রসা। মরা পমা ণধা নর্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

মপা ণধা ণপা মপা । জ্ঞমা রসা ণ্ধা ন্সা । রসা ন্সা মমা রপা ।
জ্ঞমা রসা মপা ধনা । র্সা মপা ধনা র্সা । ণপা মপা জ্ঞমা রসা ।

বোলতানঃ

১। +

নর্সা	র্রর্রা	র্সনা	র্সর্সা	।	ধণা	পমা	জ্ঞমা	রসা।
গo	রo	জo	তo		বo	রo	যo	তo

২। o

সরা	মমা	জ্ঞমা	রসা	।	রমা	পপা	মপা	মরা।
গo	oo	রo	oo		জo	oo	তo	oo
জ্ঞমা	ণণা	ধণা	পমা	।	র্সণা	পমা	জ্ঞমা	রসা।
বo	oo	রo	oo		যo	oo	তo	oo

॥ রাগ-মিঁয়া কি মল্লার । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ করীম নাম তেরো তু সাহেব সত্তার ।
অন্তরাঃ দুখ দরিদ্র দূর কীজে সুখ দেহো সবন কো,
অদারঙ্গ বিনতি করত সুন লেহো সত্তার ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২
II ন্সা -রমা রা সা । (ধ)ণ্া -া -ম্া প্া । -ণ্া -া -া -ধ্া । -ন্া -া -া -া I
ক০ ০০ রী ম না ০ ০ ম তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৩ ৪ ৫ ৬
I -সা -ন্া সা -া । ন্া -া -সা -া । র্া -া -া -া । -সা -া -া -া I
০ ০ রো ০ তু ০ ০ ০ সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০
I রা -রসা -রা পা । পা -া -ণণপমা -পা । জ্ঞা -(ম)জ্ঞা -(ম)জ্ঞা -মা । -রা -া সা -া II
হে ০০ ০ ব স ০ ০০০০ ০ ত্তা ০ ০ ০ ০ ০ র ০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
II মপা পণধা -ণধা না । র্সা -া -া র্সা । নর্সা -র্রা র্সা -া । ণধা ণধা -ণধা না I
দুখ দরি০ ০০ দ্র দূ ০ ০ র কী০ ০ জে ০ সু০ খ০ ০০ দে

৪ ৫ ৬ ৭
I -র্সা র্সা র্রা র্সা । র্সা ধা -ণা -পা । মা পা ণধণা পা । জ্ঞা জ্ঞা মা রা I
০ হো স ব ন কো ০ ০ অ দা র০০ ঙ্গ বি ন তি ক

৮ ৯ ১০
I রা সা মা পা । -মপা ণধা -না র্সা । (ম)পা (ম)জ্ঞমা রা -সা II
র ত সু ন ০০ লে০ ০ হো স ত্তা০ র ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। ন্সরমা রসণ্ধ্া ন্সরপা, জ্ঞমরসা । মপণধা ণপমপা জ্ঞমরসা, মমরপা ।
পমণধা নর্সর্রর্সা র্জ্ঞর্মর্রর্সা ণধণপা । মপধনা র্সধণপা মপজ্ঞমা রসণ্সা ।

২। মমরমা মরমমা রসন্সা ণণপণা । ণপণণা পমজ্ঞমা রসর্সর্রা র্সর্রর্রর্সা ।
র্রর্রর্সণা ধণপমা জ্ঞমরসা ন্সরমা । পণধনা র্সর্রনর্সা ণপমপা জ্ঞমরসা ।

রাগ-গৌড়মল্লার ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - খাম্বাজ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় 'ণা' 'না'ব্যবহার হয় ।
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	আরোহীতে শুদ্ধ 'না' ও অবরোহীতে ধৈবতযুক্ত হয়ে কোমল
বাদীস্বর - মধ্যম (মা)	"ণা" এর প্রয়োগ । যেমন-ধা, ণা, পা । বাকী সব শুদ্ধস্বর ।
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	সময় - রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	আরোহীঃরা গা রা মা গা রা সা,রা পা মা পা ধা র্সা ।
প্রকৃতি-শান্ত	অবরোহীঃ র্সা ধা ণা পা, মা গা মা রা সা ।
ন্যাস স্বর-সা,গা,মা ও পা	পকড়- রা গা রা মা গা রা সা, পা মা পা ধা র্সা, ধা পা মা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, রসা, রগমা, মপগা, গমা, রগা, রপমা, গরা সরা গমা, রসা ।

২ । রসা, ধ়ণ়প়া, সধ়সা, গরগমা, সরসা, রগমা, পমা, রপা, মগা, মরসা ।

৩ । গরা, সরসা, ন়সরসা, মগমা, সসা রগমা, পধণপা, মপমা, গমা, রগমপা, মগা, মরসা, ধ়ণ়প়া, ম়প়ধ়সা ।

৪ । মগমা, রগমা, পমা, গমা, ধপা, মপমা, ধণা, পধা, মপমা, গরগমা, গরসা, রা, পা, মপধর্সা, ধপমা, গরা, সরা, পমা, গমা, রগমা, রসা ।

॥ রাগ-গৌড়মল্লার । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ রুম ঝুম বরষে বদরা আই, আই বদরিয়া শাবন কি ।
অন্তরাঃ বরবন কি ঝুকি শাবনকি, বদরা আই সননন কি ।

স্থায়ীঃ

```
  ০              ১                +               ৩
II মা পা ধা র্সা । ধা পা মা -া । রা গা সা -া । রা -গা মা -া I
  রু ম  ঝু  ম    ব  র  ষে ০    ব  দ  রা ০    আ  ০  ই  ০

I মা -রা পা পা । পা মা পা -া । ধা -র্সা ধা পা । মা -া -া -া II
  আ  ০  ই  ব   দ  রি য়া ০    শা  ০  ব  ন    কি ০  ০  ০
```

অন্তরাঃ

```
II পা পা পা পা । র্সা -া -র্সা র্সা । র্সা -া -া -া । র্সা র্রা র্সা -া I
  ব  র  ব  ন    কি  ০   ঝু  কি    শা  ০  ০  ০    ব   ন   কি  ০

I মা রা পা -া । পা -মা পা -া । র্সা র্সা ধা পা । মা -া -া -া II
  ব  দ  রা ০    আ  ০  ই  ০    স   ন   ন  ন    কি ০  ০  ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১। পধা মপা ধর্সা র্র্সা ।ধণা পমা গমা রসা।

২। মপা মম পমা পপা ।র্সর্সা পপা মগা রসা।

৩। র্সর্রা র্সর্সা ধপা মগা ।রগা রসা রগা মা।

৪। ধনা র্সর্রা নর্সা ধপা ।গমা গরা সন্া সা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। গরা সসা মগা রমা ।পমা পধা র্পপা মপা ।গমা গরা সন্া সা।

২। সসা রগা মমা ররা ।পপা মপা ধনা র্সর্রা ।র্সণা পমা গমা রসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। মরা পপা ধমা পধা ।র্সর্সা ধণা পপা ম্পা ।ধনা র্সর্রা র্সনা ধণা ।পপা মপা গমা রসা।

২। মপা ধপা গমা গমা ।পধা র্সর্সা ধপা মমা ।সরা গরা গমা গমা ।পমা গমা রসা ন্সা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

রগা রমা গরা সা ।রগা মপা মগা রসা ।রগা মমা ররা পপা ।
মপা ধনা র্সা র্সা ।মপা ধর্সা ধপা মগা ।রগা রমা গরা সা।

বোলতানঃ

    +
১। ধণা মপা র্সনা র্র্সা ।ধপা মগা মমা রসা।
    রু০ ম০ ঝু০ ম০ ব০ র০ ষে০ ০০
    ০
২। গরা সরা পমা গমা ।ধপা মপা ধর্সা র্র্সা ।
    রু০ ০০ ম০ ০০ ঝু০ ০০ ম০ ০০
    র্গা র্মর্রা র্সনা ধপা ।ধণা পমা গমা রসা।
    ব০ ০০ র০ ০০ ষে০ ০০ ০০ ০০

॥ রাগ-গৌড় মল্লার । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ মুরলা বোলে বনমে কলন পরে সাবন নৈ ।
অন্তরাঃ আস লগায়ে ঠারী মগ মৈ পিয়া আয়ে মেঁহা বরসন নৈ ।

স্থায়ীঃ

১১ | ১২ | + | ২
॥ মগা -রগা সা -া । রগা -মা -রা -গা । মা -া -া -া । মা -রা -পা -া ।
মু০ ০০ র ০ লা০ ০ ০ ০ বো ০ ০ ০ লে ০ ০ ০

৩ | ৪ | ৫ | ৬
। মা -পা -ধা -ণা । পা -া মা -গা । পপা -মগা রগা -গা । সা -া রগা -মগা ।
ব ০ ০ ০ ন ০ মে ০ ক০ ০০ ল০ ০ ন ০ প০ ০০

৭ | ৮ | ৯ | ১০
। মা -া -া -া । মা -রা -পা -া । মপধনা -র্সা -র্সা -া । ধা -পা মা -গা ॥
রে ০ ০ ০ সা ০ ০ ০ ব০০০ ০ ০ ০ ন ০ মে ০

অন্তরাঃ

১১ | ১২ | + | ২
॥ মা -া -রা -া । পা -া র্সা ধা । র্সা -া -া -া । ণা -র্সা র্সা -া ।
আ ০ ০ ০ স ০ ল গা য়ে ০ ০ ০ ঠা ০ রী ০

৩ | ৪ | ৫ | ৬
। র্রা -র্গা র্রা -র্মা । র্গা -র্রা -র্সা -া । ধা -া পা -া । মপধনা -র্সা -র্সা -া ।
ম ০ গ ০ মৈঁ ০ ০ ০ পি ০ য়া ০ আ০০০ ০ ০ ০

৭ | ৮ | ৯ | ১০
। ধা -া -ণা -পা । মা -া -পা -া । পপমগা -রগা রা মা । গা রা সা -া ॥
য়ে ০ ০ ০ মেঁ ০ ০ ০ হা০০০ ০০ ব র স ন নৈ ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। মগরসা রগমা-া রগমপা মগরসা । রগম-া রগমপা ধপমপা ধণপপা ।
মগরসা রগম-া মপধনা র্সর্রসনা । ধণপপা মপধর্সা ধপমগা রগম-া ।

২। মগরগা মগরসা রপমপা ধণপপা । মগরসা র্সর্রসনা ধপমপা ধনর্সনা ।
ধপমগা রগমপা মগরসা মপমপ । ধর্সর্রর্গা র্রর্মর্গর্রা র্সনধপা মপমা-া ।

রাগ-জয়জয়ন্তী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - খাম্বাজ	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় জ্ঞা, গা ও উভয় ণা,
জাতি_ সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	না , প্রয়োগ হয়ে থাকে । আরোহীতে শুদ্ধ গা, না ও
বাদীস্বর - রেখাব (রা)	অবরোহীতে কোমল জ্ঞা, ণা, ব্যবহার হয় ।
সমবাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	সময় - রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	আরোহীঃ সা, ণ্া ধ্া প্া, রা, গা মা পা, না র্সা ।
প্রকৃতি- শান্ত	অবরোহীঃ র্সা ণা ধা পা, ধা মা, রা জ্ঞা রা সা ।
ন্যাস স্বর-রা, মা ও পা ।	পকড়ঃ রা জ্ঞা রা সা, ণ্া ধ্া প্া, রা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, সরন্সা, ধ্ণ্রা, গরা ন্সা, সণ্ধ্পা, গরা, রজ্ঞরা ন্সা ।
২ । রন্সা ধ্ণ্রা, রগা, গমা, মগরা, রগমগরা, রজ্ঞরসা, ন্সা ধ্ণ্া গরা সা ।
৩ । ন্সা ধ্ণ্রা, রগা, গমা, মপা, মগরা, রগমপা, মগরা, রজ্ঞরা ন্া সা ।
৪ । ন্সা রগমপা, রগা গমা মপা, ধপা ধমা, ধপা ধগা মগরা, রজ্ঞরা সা, ণ্ধ্প্া র্া,
রন্সা ।

॥ রাগ-জয়জয়ন্তী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ নীদরিয়া কাহে কো মোরি আই, জাগ পরী রহি পচতাই ।
অন্তরাঃ বহুত দিনন পর পিয়া ঘর আয়ে, ফির গয়ে জব মোহে সোবত পায়ে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II জ্ঞা -া রা জ্ঞা । রা -সা রা ন্া । সা -া সা সা । ন্সা -রসা ণ্ধ্া -ণ্া I
নী ০ দ রি য়া ০ কা হে কো ০ মো রি আ০ ০০ ই০ ০

I গা -া গা গা । রা -গা মা -পা । মা -া গা মা । রা -জ্ঞা রা -সা II
জা ০ গ প রী ০ র ০ হি ০ প চ তা ০ ই ০

অন্তরাঃ

II মা পা না না । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা । ণা -া ধা -পা I
ব হু ত দি ন ন প র পি য়া ঘ র আ ০ য়ে ০

I গা গা গা গা । রা গা মা পা । মা -া গা মা । রা -জ্ঞা রা -সা II
ফি র গ য়ে জ ব মো হে সো ০ ব ত পা ০ য়ে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সরা গমা পমা গরা ।পমা গমা রজ্ঞা রসা।
২। রগা মপা ধণা ধপা ।মগা রজ্ঞা রসা ন্সা।
৩। মপা নর্সা র্রর্সা ণধা ।পমা গমা রজ্ঞা রসা।
৪। পনা র্সরা র্সণা ধপা ।মমা গগা রজ্ঞা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। মপা নর্সা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা ।নর্সা ণধা পমা ধপা ।ধপা মগা রজ্ঞা রসা।
২। মগা রজ্ঞা সরা মপা ।ণণা ধপা মপা নর্সা ।র্সণা ধপা রজ্ঞা রসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ন্‌না সরা সরা মপা।ররা মপা রমা পণা।মমা পধা মপা নর্সা।পপা মগা রজ্ঞা রসা।
২। রগা মপা মগা রজ্ঞা।রসা ণণা ধপা মপা।নর্সা র্রর্রা র্সণা ধপা।মগা রজ্ঞা রসা ন্সা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

রগা মপা ধণা ধপা ।মগা রজ্ঞা রসা ন্সা।ধ্ণ্া রা ণ্ধা প্া ।রা গমা পা মপা ।
নর্সা র্রর্রা র্সণা ধপা ।মগা রজ্ঞা রসা ন্সা ।ধ্ণ্া রা ন্সা ধ্ণ্া ।রা ন্সা ধ্ণ্া রা।

বোলতানঃ

	+							
১।	র্সণা	ধপা	মপা	ণধা	।পমা	গমা	রজ্ঞা	রসা।
	কো০	০০	মো০	রি০	আ০	০০	ই০	০০
	০							
২।	মগা	রজ্ঞা	রসা	ন্সা	।রগা	মপা	র্সণা	ধপা।
	নী০	দ০	রি০	য়া০	কা০	হে০	কো০	০০
	নর্সা	র্রর্জ্ঞা	র্রর্সা	ণধা	।পমা	গমা	রজ্ঞা	রসা।
	মো০	০০	রি০	০০	আ০	০০	ই০	০০

॥ রাগ- জয়জয়ন্তী । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ নরা মাই সজনী উন বিন কহো ক্যায়সে কটে দিন রতিয়া ।

অন্তরাঃ কৌন গুনে কহো ক্যায়সে আলী দুখকী বতিয়া ।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩

রা ॥[সা -সা ধ্া ণ্া । রা -া রা -গা । রগমা -পা -মা -গা । মা রজ্ঞা রা সা [

ন রা ০ মা ই স ০ জ ০ নী০০ ০ ০ ০ উ ন০ বি ন

৪ ৫ ৬ ৭

[ন্া ন্সা -া -া । রা জ্ঞা রা -সা । -ন্সা -রা -ণ্া ধ্া । ণ্া -ধ্া -প্া -া [

ক হো০ ০ ০ ক্যা য় সে ০ ০০ ০ ০ ক টে ০ ০ ০

৮ ৯ ১০ ১১

[গা -া মা -রা । রা -গা -মা পা । মা -া -গা -মরা । -রা -সরজ্ঞা -রা ॥

দি ০ ন ০ রা ০ ০ তি য়া ০ ০ ০০ ০ ০০০ ০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩

॥ মা -পা না না । র্সা -া -না -র্সা । না ন র্সা -া -া । র্রা র্জ্ঞা র্রা-র্সা [

কৌ ০ ন গু নে ০ ০ ০ ক হো০ ০ ০ ক্যা য় সে ০

৪ ৫ ৬ ৭

[না -র্সা -নর্সর্রা -ণা । -ধা ণা -ণধা -পা । মা গা মা -পা । মপা -র্সা -া -া ।

আ ০ ০০০ ০ ০ লী ০০ ০ দু খ কী ০ ব০ ০ ০ ০

৮ ৯ ১০ ১১

[নর্সা -র্রা -ণা -ধা । ণধা -পা -ধা -মা । -গমা -রগমপা -মগা -মরা । -সরা -জ্ঞা -রা ॥

তি০ ০ ০ ০ য়া০ ০ ০ ০ ০০ ০০০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। ন্সররা ন্সধ্ণ্া রগমগা রজ্ঞরসা । গমপপা মপরগা মপমগা রজ্ঞরসা ।
মপধধা পমধণা ধপমগা রজ্ঞরসা । র্সণধপা মপনর্সা র্রর্রর্সণা ধপমগা ।
রগমপা মগরজ্ঞা রসন্সা ।

২। মগরজ্ঞা রসন্সা পপমগা রজ্ঞরসা । ণণধপা মগরজ্ঞা রসন্সা র্রর্জ্ঞর্রর্সা ।
নর্সর্রর্রা র্সণধপা মপণণা ধপমপা । ধধপমা গমরগা মপধপা মগরগা ।
মপমগা রগমগা রজ্ঞরসা ।

রাগ-গৌড় সারং ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - কল্যাণ	ব্যবহারিক স্বর- উভয় মধ্যম (ক্ষা, মা) ব্যবহার হয়। 'মা'
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	আরোহী-অবরোহীতে ও 'ক্ষা' কেবল আরোহীতে অল্প
বাদীস্বর- গান্ধার (গা)	প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন-ক্ষা পা না ক্ষাধাপা। গা ও না
সমবাদীস্বর- ধৈবত (ধা)	বক্রভাবে ব্যবহার হয়। এই রাগের চলন বক্র।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	সময় - দিবা দ্বিতীয় প্রহর
প্রকৃতি-শান্ত	আরোহীঃ সা,গা রা মা গা,পা ক্ষা ধা পা, না ধা র্সা।
ন্যাসস্বর-সা,গা ও পা।	অবরোহীঃর্সা ধা না পা,ধা ক্ষা পা গা,মা রা,পা,রা সা।
	পকড়ঃ সা, গা রা মা গা , পা, রা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ধ্ন্ধ্া, সা, রসা, গরমগা, রমগা, গমা, রমা, গা, পা, রসা।
২। সরসা, গরমগা, গমা, রমগগা, ক্ষপধপা, পধক্ষাপা, গমা, রমগা, পরসা।
৩। সন্া, ধ্ন্পা্ , ন্ধ্া সন্া রসা, রগমগা, গমগা, ক্ষপধপা, মগা, পরসা।
৪। সরা,সগা,রমা,গপা, ধপা ক্ষপা, ধনা পধা ক্ষপা, নধনা পা মগা,গপা রসা।

॥ রাগ-গৌড় সারং। খেয়াল। তাল- ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ পলন লাগি মোরি আঁখিয়া আলি বিন,পিয়ু মোরা জিয়া
ঘবরাবে চৈন নাহি আবে ঘরি পল ছিন দিনা রৈন।
অন্তরাঃ বীর পথিক বালে জাবো সন্দেসবা পিয়া সন কহিয়ো
মোর বিথা তুমরে দরস বিন পরত নাহি বিরহিনকো কল।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
[| গা মা রা সা। -া রা সা সা। গা রা মা -গা। পা ক্ষা ধা পা |
প ল ন লা ০ গি মো রি আঁ খি য়া ০ আ লি বি ন

| ধা না র্সা র্রা। র্সা না ধা পা। মা -গা রা গমা। -পা রা সা সা |
পি য়ুঁ মো রা জি য়া ঘ ব রা ০ বে চৈ০ ০ ন ন হি

| ধ্া -ণ্া প্া -া। প্া পা মা পা। গা মা রা গমা। -পা রা -া সা ||
আ ০ বে ০ ঘ রি প ল ছি ন দি না০ ০ রৈ ০ ন

অন্তরাঃ

।। মা -া মগা পা । পা পা র্সা ধা । র্সা র্সা -া র্সা । র্সা র্রা র্সা -া ।
বী ০ র০ প থি ক বা লে জা বো ০ স ন্দে স বা ০

। র্সা র্সা ধা ধা । র্সা র্সা র্সা -া । র্সা -র্রা র্সা র্সা । ধা -া -ণা -পা ।
পি য়া স ন ক হি য়ো ০ মো ০ র বি থা ০ ০ ০

। মা মা রা মা । মা রা সা সা । মা মা সা সা । -মা গা পা পা ।
তু ম রে দ র স বি না প র ত না ০ হি বি র

। ক্ষপধা ক্ষপা -া গা । -মা রা সা -া ।।
হি০০ ন০ ০ কো ০ ক ল ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। পধা ক্ষপা র্সনা র্রর্সা । ধনা পপা গমা রসা ।
২। গরা মগা পক্ষা ধপা । র্সধা নপা গমা রসা ।
৩। র্সনা ধনা পধা ক্ষপা । ধপা ক্ষপা গমা রসা ।
৪। র্সর্গা র্রর্মা র্গর্মা র্রর্সা । নধা পমা গমা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। গরা মগা রসা ন্‌সা । র্সনা র্রর্সা ধপা ক্ষপা । নধা পধা গমা রসা ।
২। মগা মগা পক্ষা পপা । ধপা ক্ষপা নর্সা ধনা । পধা ক্ষপা গমা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সগা রমা গপা ক্ষধা । পনা ধর্সা নর্রা র্সর্গা । র্মর্গা র্মর্রা র্সর্রা নর্সা । পধা ক্ষপা গমা রসা ।
২। সসা পপা গরা মগা । পপা র্সর্সা র্গর্রা র্মর্গা । র্মর্মা র্রর্সা ধনা পধা । পপা ক্ষপা গমা রসা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সরা মগা পক্ষা ধপা । নধা র্সনা ধপা মগা । রমা গরা সন্‌া ধ্‌প্‌া ।
ন্‌ধ্‌া সন্‌া রসা গরা । মগা পক্ষা ধপা র্সা । ধপা র্সা র্সা সা ।

বোলতানঃ

+
১। র্সনা ধপা ক্ষপা ধপা । মগা রমা গরা সা ।
প০ ন০ ন০ ০০ লা০ ০০ গি০ ০
০
২। ন্‌সা গরা মগা পক্ষা । ধপা ক্ষপা নধা র্সনা ।
প০ ০০ ন০ ন০ লা০ ০০ গি০ ০০
র্রর্সা র্গর্রা র্সনা ধপা । মগা রমা গরা সা ।
মো০ ০০ রি০ ০০ আঁ০ খি০ য়া০ ০

॥ রাগ-গৌড়সারং । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ পাতী ঝর গৈয়াঁ বেললিয়াঁ এরী মা ।

অন্তরাঃ সব বন ফুলে অম্বুবা মোরলা, বেগি বুলাবো মোরে সৈয়াঁ এরী মা ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২

II পা -া মা -া । -গরা -গা সরা সা । গা -া -া -মা । -রা -গা -রা -মা I

পা ০ তী ০ ০০ ০ ঝ০ র গৈ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৩ ৪ ৫ ৬

I গা -া -রা -সা । -া সা মা গা । পা -া -া -া । -পা -পা -মা -া I

য়াঁ ০ ০ ০ ০ বে ল রি য়াঁ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০

I -গা -া -া -মা । -রা -গা -রা -মা । -গা -া পা -পা । রা -া সা -া II

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ ০ রী ০ মা ০

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২

II পা -া পা -া । র্সা -া র্সা -া । র্রা -া র্সা -া । না না নর্সা -ধনা I

স ০ ব ০ ব ০ ন ০ ফু ০ লে ০ অ ম্বু বা০ ০০

৩ ৪ ৫ ৬

I র্সা র্রা র্সনা -ধপা । -া সা মা গা । পা -পক্ষা পা -া । ক্ষাপধনা-র্সর্রা র্সনা-ধপা I

মো র লা০ ০০ ০ বে গি বু লা ০০ বো ০ মো০০০ ০০ রে০ ০০

৭ ৮ ৯ ১০

I পা -পা -মা -গা । রা -গা -রা -মা । -গা -া -পা -পা । রা -া সা -া II

সৈ ০ ০ ০ য়াঁ ০ ০ ০ ০ ০ এ ০ রী ০ মা ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সগগরা মগপক্ষা ধপক্ষপা ধনধর্সা । নর্রর্সনা ধনপধা ক্ষপমগা রমগা-া ।
পক্ষধপা নধর্সনা র্রর্সনর্সা গর্রর্মর্গা । র্রর্সনর্রা র্সনধপা ক্ষপমগা রমগা -া ।

২। সন্‌ধ্‌প্‌া ক্ষ্‌প্‌ন্‌ধ্‌া সন্‌র্‌সা ন্‌সগরা । মগরসা পক্ষধপা মগনধা র্সনধপা ।
ক্ষপধনা পধক্ষপা নধর্সনা র্রর্সনর্সা । নধপক্ষা ধপমগা রগরমা সরসা-া ।

রাগ-পুরিয়া ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট-মারবা জাতি - খাড়ব-খাড়ব বাদীস্বর - গান্ধার (গা) সমবাদীস্বর -নিষাদ (না) অঙ্গ - পূর্বাঙ্গের রাগ প্রকৃতি- গম্ভীর ন্যাসস্বর-গা ও না।	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে 'ঋা' কোমল, 'ক্মা' তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর। 'পা' বর্জিত। সময়- সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। আরোহীঃ ন্‌া ঋা সা, গা, ক্মা ধা, না র্ঋা র্সা। অবরোহীঃ র্সা না ধা, ক্মা গা, ঋা সা পকড়ঃ গা, ন্‌া ঋা সা, ন্‌া ধ্‌া ন্‌া, ক্ম্‌া ধ্‌া, ঋা সা।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। ন্‌ঋগা, ন্‌ঋসা, ন্‌ধ্‌ন্‌া, ক্ম্‌া, ধ্‌ন্‌া, ঋসা, ঋসন্‌া, ঋগা, ঋসা।

২। সা, ন্‌ঋগা, ক্মগা, ঋগা, ক্মগা, ঋসন্‌া, ধ্‌ন্‌া, ক্ম্‌ধ্‌ন্‌া, ক্ম্‌ন্‌া ধ্‌ন্‌া, ক্ম্‌ধ্‌ন্‌ধ্‌সা, ন্‌ঋগা, ন্‌ঋা সঋগা, ঋক্মগা, ঋসা, ন্‌ঋসা।

৩। গঋগা, ন্‌ঋা গঋগা, গঋা,ক্মগা, ঋক্মগা, ন্‌ঋগক্মা,ঋগক্মগা, ক্মগঋগা, ঋনা, ক্ম্‌ধ্‌া, ন্‌ঋগা, ক্মগক্মা, নধক্মগা, ঋগক্মগা, ঋসন্‌া ক্মগা ঋসা।

৪। ন্‌ঋগক্মগা, গক্মধগক্মগা, ক্মধনা ক্মনধা ক্মগা, ধক্মগা, ঋগক্মগা, ন্‌ঋা গঋা, ন্‌ধ্‌ন্‌া, গঋা ক্মগা, ধক্মা, নধা ক্মনা ধক্মগা, গক্মা গনা ধক্মগা, ঋক্মা গঋন্‌া, ঋসা।

॥ রাগ-পুরিয়া। খেয়াল। তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ মধুর মুরত অ্যতি ন্যায়না পিয়ারি, শ্যাম সুন্দরওয়া রুপ তোহারি।
অন্তরাঃ জিয়া না রহত ঘর ঘড়ি পল ছিন লিন, দরস দিখাও কৃষ্ণ মুরারী।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

॥ ন্‌া ঋা গা গা । ধক্মা ধা ক্মগা ক্মা । গা -া গা গা । ক্মগা -ক্মগা ঋা -সা I
ম ধু র মু র০ ত অ্য০ তি ন্যা ০ য় না পিয়া ০০ রি ০

। গা -ঋা গা গা । ক্মা ঋা গা -া । গক্মা -ধা গা ক্মা । গঋা -ঋা সা -া ॥
শ্যা ০ ম সুন্ দ র ওয়া ০ রু০ ০ প তো হা০ ০ রি ০

অন্তরাঃ

॥ গা ক্মা গা গা । ধক্মা ধা ক্মা ধা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সনা র্ঋা র্সা র্সা I
জি য়া না র হ০ ত ঘ র ঘ ড়ি প ল ছি০ ন লি ন

। র্সা র্সা না ধা । ক্মা -গা ধা -ক্মা । গক্মা -ধা গা ক্মা । গঋা -ক্মগা ঋা -সা ॥
দ র স দি খা ০ ও ০ কৃ০ ষ্ না মু রা০ ০০ রী ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ক্ষগা ক্ষধা নর্ঋা র্গর্ঋা ।র্সনা ধক্ষা গঋা সা ।
২। ক্ষগা র্ঋগা ক্ষধা নর্সা ।নধা ক্ষগা ক্ষগা ঋসা ।
৩। ক্ষধা নর্ঋা র্গর্ঋা র্সনা ।ধক্ষা গক্ষা গঋা সা ।
৪। র্সনা ধধা নধা ক্ষক্ষা ।ধক্ষা গগা ক্ষগা ঋসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ন্ঋা গঋা গক্ষা গঋা ।গক্ষা ধক্ষা ধনা র্ঋর্সা ।নধা ক্ষধা ক্ষগা ঋসা ।
২। ক্ষগা ধক্ষা নধা র্সনা ।র্ঋর্সা র্গর্ঋা র্সনা ধনা ।ধক্ষা গক্ষা গঋা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ক্ষগা ক্ষগা গক্ষা গঋা ।ধক্ষা ধক্ষা ধনা ধক্ষা ।
র্ঋনা র্ঋনা র্ঋর্গা র্ঋর্সা ।নধা ক্ষগা ক্ষগা ঋসা ।
২। ন্ঋা ক্ষক্ষা ঋগা ধধা ।গক্ষা ননা ক্ষধা র্ঋর্ঋা ।
ধনা র্গর্গা নর্ঋা র্সনা ।ধক্ষা গক্ষা গঋা সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সন্া ঋা ক্ষগা ক্ষা ।গঋা গা ধক্ষা ধা ।ক্ষগা ক্ষা নধা না ।
ধক্ষা ধা র্ঋনা ধা ।নধা না র্গর্ঋা র্গা ।র্ঋনা ধক্ষা গঋা সা ।

বোলতানঃ

\+
১। নর্ঋা র্গর্ঋা র্সনা ধক্ষা ।গক্ষা ধক্ষা গঋা সা ।
মo ধুo রo oo মুo রo তo o
o
২। ন্ঋা গক্ষা ক্ষগা ঋসা ।ঋগা ক্ষধা ধক্ষা গঋা ।
মo oo ধুo রo মুo oo রo তo
গক্ষা ধনা নধা ক্ষগা ।ক্ষধা ক্ষগা ক্ষগা ঋসা ।
অo oo তিo oo ন্যাo য়াo নীo oo

॥ রাগ-পুরিয়া । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ তুহী করতার দাতা সবনকো, জগত উচরত তেরো নাম।
অন্তরাঃ ইতনী বিনতি মোরি কর দীজো পুরী, তুহী করেগো মেরে কাম।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২
|| ন্ঋগহ্মা -ধগা -হ্মা গা । -ঋা -সা ন্া ধ্া । সসন্ধ্া -ন্া -া -া । -হ্মা -ন্ধ্া -সা সা ।
তু০০০ ০০ ০ হী ০ ০ ক র তা০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র

৩ ৪ ৫ ৬
। সা -সন্া ঋা -সা । ন্া ঋা -গা গা । হ্মা -গা -ঋা -সা । ন্া ঋা -গা গা ।
দা ০০ তা ০ স ব ০ ন কো ০ ০ ০ জ গ ০ ত

৭ ৮ ৯ ১০
। -া গা হ্মাহ্মাহ্মগা -হ্মা । -ধা -া নর্ঋা নধা । না -া হ্মা -গা । -গহ্মধা হ্মগা-ঋা -া ।
০ উ চ০০০ ০ ০ ০ র০ ত০ তে ০ রো ০ ০০০ না০ ০ ম

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২
|| হ্মা ধা র্সা -া । র্সা -া র্সা র্সনা । র্ঋা -র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সর্সনধা -না ।
ই ত নী ০ বি ০ ন তি০ মো ০ রি ০ ক ০ র০০০ ০

৩ ৪ ৫ ৬
। ধা -র্সনা -র্ঋা না । হ্মা -ধা হ্মা -গা । হ্মা -া গা -া । হ্মা -ধা হ্মধনর্সা-না ।
দী ০০ ০ জো পু ০ রী ০ তু ০ হী ০ ক ০ রে০০০ ০

৭ ৮ ৯ ১০
। র্ঋা -র্সা -া -া । ধা -র্সনা -র্ঋা -না । হ্মা -ধা -হ্মা -গা । -গহ্মধা হ্মগা -ঋা সা ||
গো ০ ০ ০ মে ০০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০০০ ০কা ০ ম

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। ন্ঋগগা ঋসন্ঋা গহ্মধগা হ্মগঋসা । গহ্মধনা র্ঋনধহ্মা নধহ্মধা হ্মগঋসা ।
হ্মগহ্মধা ননধহ্মা গহ্মধনা র্ঋর্গর্ঋর্সা । নধর্ঋনা ধননধা হ্মগঋসা ন্ঋসা-া ।

২। গগঋসা ন্ধ্ন্ঋা গহ্মধগা হ্মগঋসা । ননধহ্মা গহ্মধনা হ্মধগহ্মা গঋসা-া ।
র্গর্গর্ঋর্সা নধর্ঋনা ধহ্মগঋা গহ্মধনা । র্ঋনধনা হ্মধগহ্মা হ্মগঋসা ন্ঋসা -া ।

ঠাট-পূরবী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, দা, কোমল, হ্মা তীব্র ও
জাতি - সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।
বাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	সময়- সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।
সমবাদীস্বর -রেখাব (রা)	আরোহীঃ ন্‌া ঋা গা হ্মা পা, দা পা, না র্সা।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	অবরোহীঃ র্ঋ না দা পা,হ্মা গা, হ্মা ঋা গা, ঋা সা।
প্রকৃতি-গম্ভীর	পকড়ঃ ন্‌া ঋা গা, হ্মা পা, দা পা, হ্মা গা, হ্মা ঋা গা, দা
ন্যাসস্বর-সা,গা ও পা।	হ্মা গা, ঋা সা।।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ন্‌া ঋা গা, গঋা গা, ন্‌দ্‌া সন্‌া গঋা গা, দহ্মা ন্‌দ্‌া ঋন্‌া গঋা গা, হ্মা ঋা গা, গঋা গা ঋা সা।

২। সা ন্‌ঋা ন্‌ঋগা, ন্‌দ্‌া সন্‌া ঋন্‌া গঋা গা, দ্‌ন্‌া, ন্‌দ্‌া সন্‌া গঋা গা, ঋহ্মা ঋা গা, সা হ্মা ঋা গা ঋা সা।

৩। সা, ন্‌া ঋা গা হ্মা পা, সন্‌া গঋা হ্মগা পহ্মা পা, হ্মগা হ্মা ঋা গা হ্মগা পহ্মা পা, ন্‌ঋগা ঋগহ্মা গহ্মপা, হ্মদপা, হ্মপা হ্মঋগা, হ্মঋা গা ঋা সা।

৪। ন্‌ঋা গা হ্মা দা পা, ন্‌ঋা ঋগা গহ্মা হ্মদা পা, গঋা হ্মগা পহ্মা দা পা, ন্‌া গঋা ঋা হ্মগা গা পহ্মা হ্মা দপা, হ্মগা হ্মঋগা ঋা সা।

॥ রাগ-পুরিয়াধনাশ্রী। খেয়াল। ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ বিতে ন্যা তুমা বিন সারি রাতিয়া, শুন যা দুখ ভরি মন কি বাতিয়া।

অন্তরাঃ যুগসি বিতত চ্যায়না চুরায়ে, প্রীত কি আস বুঝা যা রসিয়া।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩

II -া পা পা পা। হ্মা পা গা হ্মা। পা -া -া পা। হ্মা গা ঋা -সা I

০ বি তে না তু মা বি ন সা ০ ০ রি রা তি য়া ০

I ন্‌া ঋা গা -া। হ্মা গঋা গা গা। হ্মা গা পা -হ্মা। গা ঋা সা -া II

শু ন যা ০ দু খ ভ রি ম ন কি ০ বা তি য়া ০

অন্তরাঃ

II হ্মা হ্মা গা -া। গহ্মা -া দা দা। র্সা র্সা র্সা র্সা। না -র্সর্ঋা র্সা -া I

যু গ সি ০ বি ০ ত ত চ্যা য় না চু রা ০০ য়ে ০

I র্সা -া না দা। পা -া হ্মা গা। হ্মহ্মা-ঋা গা -া। হ্মা গা ঋা -সা II

প্রী ০ ত কি আ ০ স বু ঝা০ ০ যা ০ র সি য়া ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ন্ঋা গহ্মা গঋা গপা । হ্মদা পহ্মা গঋা সা।

২। গহ্মা দনা র্ঋনা দপা । দপা হ্মগা হ্মগা ঋসা।

৩। পপা হ্মদা র্সনা র্ঋনা । হ্মদা হ্মগা ঋঋা সা।

৪। নদা ননা র্ঋনা দপা । হ্মদা হ্মগা হ্মগা ঋসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ন্ঋা গহ্মা পহ্মা পদা । পনা দপা র্ঋনা দপা । হ্মগা হ্মদা হ্মগা ঋসা।

২। হ্মগা হ্মঋা গহ্মা দনা । র্সনা দপা নদা পহ্মা । হ্মদা হ্মগা হ্মঋা সা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ন্ঋা গহ্মা পদা পহ্মা ।গহ্মা দনা র্ঋনা দপা । হ্মগা হ্মদা নর্ঋা নদ ।হ্মদা হ্মগা ঋগা ঋসা

২। পহ্মা দপা হ্মগা ঋসা ।নর্ঋা র্সনা দপা হ্মদা । র্গর্গা র্ঋর্সা নর্ঋা র্সনা । দপা হ্মগা হ্মঋা সা।

॥ রাগ-পুরিয়াধনাশ্রী । খেয়াল । তাল- ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ পায়লিয়া ঝনকার মোরি, ঝনন ঝনন বাজে ঝনকারী।
অন্তরাঃ পিয়া সমঝাউ সমঝত নাহী, সাস ননদ মোরী দেগি গারি।

স্থায়ীঃ

```
  ০              ১                +               ৩
|| পা  -া  দা  গা  । হ্মা -দা  র্ঋা  না  । দা -া -পা  পা  । -া  পা  -া  পা  I
   পা  ০  য়  লি    য়া  ০   ঝ   ন    কা ০  ০   র    ০  মো  ০  রি

I হ্মা  হ্মদা  হ্মা  গা  । হ্মা  ঋা  গা  -া  । হ্মা  -ঋা  গা  হ্মা  । গা  -ঋা  সা  -া ||
  ঝ   ন০   ন   ঝ    ন   ন   বা  ০    জে   ০   ঝ   ন     কা  ০   রী  ০
```

অন্তরাঃ

```
|| হ্মা  হ্মা  গা  গা  । হ্মা  -া  দা  -া  । র্সা  র্সা  র্সা  র্সা  । র্ঋা  -া  র্সা  -া  I
   পি  য়া  স   ম    ঝা   ০   উ   ০    স    ম    ঝ    ত     না   ০   হী   ০

I না  -র্ঋা  র্গা  র্ঋা  । না  র্ঋা  র্সা  -া  । না  -দা  না  -র্ঋা  । না  ন্না  -দা  পা ||
  সা   ০    স    ন     ন   দ    মো   ০    রী   ০   দে   ০     গি  গা   ০   রি
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১। ন্ঋা গহ্মা ঋগা পহ্মা । গহ্মা ঋগা হ্মগা ঋসা।

২। হ্মগা ঋসা হ্মগা পহ্মা । দপা হ্মগা হ্মগা ঋসা।

৩। হ্মগা হ্মদা নর্ঋা র্সনা । দপা হ্মগা ঋগা ঋসা।

৪। র্সনা দর্সা নদা র্সনা । দপা হ্মগা ঋগা ঋসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। ক্ষগা ক্ষগা ঋসা দপা । দপা ক্ষগা র্সনা র্সনা । দপা ক্ষগা ক্ষগা ঋসা।

২। সন্া দন্া ঋগা ক্ষগা । ক্ষগা ক্ষদা গর্ঋা র্সনা । দপা ক্ষগা ক্ষগা ঋসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ন্ঋা গক্ষা গক্ষা গঋা ।গক্ষা দনা দনা দক্ষা । দনা ঋর্গা ঋর্গা ঋর্সা । নদা পক্ষা গঋা সা।

২। ন্ঋা গক্ষা দক্ষা গক্ষা ।দনা ঋর্না দনা ঋর্গা ।ঋর্সা নদা পক্ষা গক্ষা ।পক্ষা গক্ষা ঋগা ঋসা

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

গা ঋসা ন্ঋা গক্ষা । ঋগা পা ক্ষগা ক্ষদা । না দপা ক্ষদা নর্ঋা ।

গর্ঋা র্সনা দপা ক্ষগা । ন্ঋা গক্ষা পা ক্ষপা । ক্ষগা ক্ষগা ঋগা ঋসা।

বোলতানঃ

	+							
১।	গক্ষা	দনা	ঋর্না	দপা	। ক্ষদা	পক্ষা	ঋগা	ঋসা ।
	পা০	০০	য়০	০০	লি০	০০	য়া০	০০
	০							
২।	নর্ঋা	গর্গা	ঋর্সা	নর্ঋা	। র্সনা	দপা	ক্ষদা	নর্সা ।
	পা০	০০	০০	০য়	লি০	০০	য়া০	০০
	ঋর্সা	নদা	পক্ষা	দপা	। ক্ষগা	ক্ষগা	ঋসা	ঋসা।
	ঋ০	ন০	কা০	র০	মো০	০০	রি০	০০

॥ রাগ-পুরিয়াধনাশ্রী । খেয়াল । একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ বলি বলি জাউঁ মীতা মোরে তোরে কারণ লোগবা বুরেরে।

অন্তরাঃ লে চল অপনে দেশ সদারঙ্গ পাছে পরে নিগুরে রে।

স্থায়ীঃ

১২				+				২				৩			
[[ক্ষদা	ক্ষা	-গা	গক্ষা	। ঋা	-া	-জ্ঞা	-া	। ঋা	-া	-সা	-া	। ঋঋসা	-ন্া	সা	-ঋা।
ব০	লি	০	বলি	জা	০	০	০	উঁ	০	০	০	মী০০	০	তা	০

৪				৫				৬				৭			
[গা	-া	-ক্ষক্ষক্ষগা	-ঋা	। গা	-া	-া	-া	। পা	-ক্ষা	দা	-পা	। ক্ষদা	-না	-ঋা	না [
মো০	০০০০		০	রে	০	০	০	তো	০	রে	০	কা০	০	০	র

৮				৯				১০				১১			
I ^নগা	-া	-দা	-পা	। ক্ষা	দা	ক্ষা	-গা	। ক্ষা	-ঋা	গা	-া	। ক্ষদা	-নর্ঋা	-^নদা	-পা II
ন	০	০	০	লো	গ	বা	০	বু	০	রে	০	রে০	০০	০	০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
II ক্ষা -দা র্সা র্সা । র্সা র্সা -া র্সনা । ঋঁা -র্সা -নর্সা র্সা । না -ঋঁা র্জ্ঞা -া]
লে ০ চ ল অ প ০ নে০ দে ০ ০০ শ স ০ দা ০

৪ ৫ ৬ ৭
] ঋঁা -া র্সা -া । না -দা -ঋঁা না । না -দা পা -া । না -ঋঁা -র্জ্ঞা -া I
র ০ ঙ্গ ০ পা ০ ০ ছে প ০ রে ০ নি ০ ০ ০

৮ ৯ ১০ ১১
I -র্ঋা -ঋঁর্গা -ঋঁা -র্সা । না -দা -নর্ঋা -নদা । না -দা -পা -া ।-ক্ষা -দা -ক্ষা -গা I
০ ০০ ০ ০ ও ০ ০০ ০০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১২
I -ক্ষক্ষা -গঋা গা -া II
০০ ০০ রে ০

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। গগঋসা ন্ঋগক্ষা পক্ষদপা ক্ষগঋসা । গক্ষদনা নদপক্ষা গক্ষঋগা ঋসন্ঋা ।
গক্ষদনা ঋঁনদপা ক্ষগঋসা গক্ষদনা । ঋঁর্গঋঁর্সা নদপক্ষা দপক্ষপা ক্ষগক্ষদা ।
নর্ঋর্সনা দপক্ষদা পক্ষগক্ষা ঋগঋসা ।

২। পক্ষদপা ক্ষগক্ষদা নর্ঋর্গর্ঋা র্সনদপা । ক্ষগক্ষদা নদপক্ষা গক্ষদনা ঋঁনদপা ।
ক্ষগঋসা গগঋগা ক্ষক্ষগক্ষা দদক্ষদা । ননদনা ঋঁনদপা ক্ষদনর্ঋা নদপক্ষা ।
গক্ষদনা দপক্ষদা পক্ষগক্ষা ঋগঋসা ।

রাগ-শ্রী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট- পূরবী	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে ঋা, দা, কোমল, হ্মা তীব্র ও
জাতি - ঔড়ব-সম্পূর্ণ	বাকী সব শুদ্ধ স্বর । আরোহীতে গা, দা বর্জিত ও
বাদীস্বর - রেখাব (ঋা)	অবরোহীতে ৭টি স্বর ব্যবহার হয় ।
সমবাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	সময় সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ ।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গের রাগ	আরোহীঃ সা ঋা ঋা, সা ঋা, হ্মা পা না র্সা ।
প্রকৃতি -গম্ভীর	অবরোহীঃ র্সা, না দা,পা হ্মা গা ঋা,গা ঋা,ঋা,সা ।
ন্যাসস্বর- সা ঋা ও পা ।	পকড়ঃ সা, ঋা ঋা, সা, হ্মা গা ঋা, গা ঋা, সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, ন্সঋা, ন্দ্প্া, ন্সঋা, গঋা, হ্মগঋা, গঋা, সন্সা, দ্প্া ন্সা ।
২ । ন্সঋা, ন্দ্প্া, হ্মপ্ন্সা, ঋগা ঋহ্মা গঋা, সন্া সঋা ন্দ্া, প্প্া সন্ঋসা ।
৩ । ঋসা, ঋগঋা, হ্মগা ঋসা, ন্সঋহ্মা, গঋা হ্মপা, হ্মপা হ্মগঋা, ঋহ্মপা, ঋহ্মা গঋা,
সঋা হ্মপা, হ্মগঋা, গঋা হ্মগঋা, পহ্মা, দপা, ঋহ্মা পদা, হ্মগা ঋসা ।
৪ । সন্া ঋসা, গঋা পহ্মা দপা, হ্মপা, ঋহ্মা পদা হ্মপা দপা, হ্মগা ঋগা, ঋসন্ঋা,
সন্দ্প্া, ন্সঋা, হ্মপা দপা, ঋহ্মপা ঋহ্মা ঋপা দহ্মা পঋসা ।

॥ রাগ-শ্রী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ এরি হুঁতো আসন গৈলী পাসন, গৈলী লুগ বাধরে মৈকা নাম ।
অন্তরাঃ জবতে পী পরদেশ গবন কীনো, তবতেঁ দেহরিন দীনো পাঁব ।

স্থায়ীঃ

১ + ৩ ০
II হ্মা পা না র্সা । ঋা -া র্সা র্সা । না -া -র্সা -া । না -দা পা পা ।
এ রি হুঁ তা আ ০ স ন গৈ ০ লী ০ পা ০ স ন

I হ্মা -া পা -দা । হ্মা গঋা গা ঋসা । সা -পা হ্মা গঋা । গা -ঋা সা -া II
গৈ ০ লী ০ লু গ০ বা ধ০ রে ০ মৈ কা০ না ০ ম ০

অন্তরাঃ

II হ্মা পা না -া । র্সা -া র্সা র্সা । না -র্সা ঋা র্সা । না নর্সা নদা পা ।
জ ব তে০ পী ০ প র দে ০ শ গ ব ন০ কী০ নো

। হ্মা পা না -র্সা । ঋা ঋা র্সা র্সা । হ্মপা-হ্মপদা হ্মা -গঋা । হ্মা -ঋা -া -সা II
ত ব তেঁ০ দে হ রি ন দী০ ০০০ নো ০০ পাঁ ০ ০ ব

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । পক্ষা দপা র্সনা র্সনা । দপা ক্ষগা ক্ষগা ঋসা ।
২ । ক্ষপা নর্সা ঋর্সা নদা । পক্ষা গঋা ক্ষগা ঋসা ।
৩ । ক্ষপা নর্সা র্গর্গা ঋর্সা । নদা পক্ষা গঋা সা ।
৪ । পনা র্সঋা র্গঋা র্সনা । দপা দপা ক্ষগা ঋসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । সঋা ক্ষপা দপা ক্ষপা । নর্সা ঋর্সা র্গঋা র্সনা । দপা দপা ক্ষগা ঋসা ।
২ । পক্ষা পনা র্সঋা র্গঋা । র্সনা দপা ক্ষদা পক্ষা । ঋগা ঋক্ষা গঋা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । ক্ষপা নর্সা ঋর্সা নর্সা । ননা দপা ক্ষদা পক্ষা । গঋা পক্ষা দপা ক্ষগা । ঋগা ঋক্ষা গঋা সা
২ । পক্ষা গঋা ক্ষগা ঋসা । ক্ষপা দপা ক্ষপা নর্সা । নদা পক্ষা দপা ক্ষপা । ক্ষগা ঋক্ষা গঋা সা

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

গা ঋস্মা ক্ষা গঋা । পা ক্ষপা দপা ক্ষগা । ক্ষপা নর্সা ঋর্সা নর্সা ।
ননা দপা ক্ষদা পা । ক্ষপা নর্সা পনা র্সা । পনা র্সা র্সা সা ।

বোলতানঃ

	১								
১ ।	পক্ষা	দপা	র্সনা	দপা	। ক্ষগা	ঋক্ষা	গঋা	সা ।	
	এo	oo	রিo	oo	হুo	oo	তোo	o	
	৩								
২ ।	র্সনা	দপা	ক্ষপা	নর্সা	। ঋর্ঋা	র্সনা	দপা	ক্ষপা ।	
	এo	oo	রিo	oo	হুo	oo	তোo	oo	
	ননা	দপা	র্সনা	দপা	। ক্ষগা	ঋক্ষা	গঋা	সা ।	
	আo	oo	সo	oo	নo	oo	oo	o	

॥ রাগ-শ্রী । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ বাজন লাগে গজরবা, সাঁঝ ভই আয়ে মন্দিরবা।
অন্তরাঃ কানন সোহে কুন্ডলবা, মো মন মোহে সুন্দরবা।

স্থায়ীঃ

১২ + ২ ৩
II সঋা -সা সা ঋা । পা -া -া -া । ক্ষা -া -পা -া । ক্ষপা -দা ক্ষা -া I
বা০ ০ জ ন লা ০ ০ ০ গে ০ ০ ০ গ০ ০ জ ০

৪ ৫ ৬ ৭
I গা -া -ঋা -গা । ঋা -া -সা -া । ঋা -া -ক্ষা -া । পা -া দা পা I
র ০ ০ ০ বা ০ ০ ০ সাঁ ০ ০ ০ ঝ ০ ভ ই

৮ ৯ ১০ ১১
I না -ঋঁা না -দা । পা -া দা -া । ক্ষা -া -গা -ঋা । গা -া ঋা -সা II
আ ০ য়ে ০ ম ০ ন্দি ০ র ০ ০ ০ ০ ০ বা ০

অন্তরাঃ

১২ + ২ ৩
II ক্ষা -পা না না । ঋঁা -া -া -া । র্সা -া -া -া । না -া -ঋঁা -া I
কা ০ ন ন সো ০ ০ ০ হে ০ ০ ০ কু ০ ০ ০

৪ ৫ ৬ ৭
I গঁা -া ঋঁা -া । র্সা -া -া -া । না -ঋঁা না দা । পা -া -া -া I
ন্ড ০ ল ০ বা ০ ০ ০ মো ০ ম ন মো ০ ০ ০

৮ ৯ ১০ ১১
I না -া -দা -া । পা -া -দা -া । পা -ক্ষা -গা -া । ঋা -গা ঋা -সা II
হে ০ ০ ০ সু ০ ০ ০ ন্দ ০ ০ ০ র ০ বা ০

বিলম্বিত তানঃ (৮ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সঋক্ষপা দপক্ষগা ঋক্ষপদা ক্ষপনর্সা । পনর্সঋঁা গঁগঁঋঁর্সা নদপক্ষা দপক্ষপা ।
ক্ষগঋক্ষা পনদপা ক্ষপনর্সা ঋঁঋঁর্সনা । দপক্ষপা ননদপা ক্ষগঋক্ষা গঋসা-া ।

২। ক্ষপদপা ক্ষপনদা পক্ষপনা র্সনদপা । ক্ষপনর্সা নঋঁর্সনা দপক্ষপা নদপক্ষা ।
গঋপক্ষা দপক্ষগা ঋক্ষপনা র্সঋঁর্সনা । দপক্ষপা ননদপা ক্ষপদপা ক্ষগঋসা ।

রাগ-রাগেশ্রী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - খাম্বাজ জাতি - ঔড়ব-খাড়ব বাদীস্বর- গান্ধার (গা) সমবাদীস্বর - নিষাদ (না) বাদী ও সমবাদী স্বর নিয়ে মতান্তর আছে । অঙ্গ-পুর্বাঙ্গের রাগ প্রকৃতি-শান্ত ন্যাসস্বর- সা, গা, ধা ও না ।	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় না, ণা ও বাকী সব স্বর শুদ্ধ । আরোহীতে শুদ্ধ 'না' ও অবরোহীতে কোমল 'ণা' । শুদ্ধ 'না' সামান্য । আরোহীতে রা, পা বর্জিত ও অবরোহীতে কেবল 'পা' বর্জিত । সময় - রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর আরোহীঃ সা গা মা ধা না র্সা । অবরোহীঃ র্সা ণা ধা মা গা রা সা । পকড়ঃ ধা ণা সা গা, মা গা রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সা, নসরা, সা, ণা ধা, সনরসা, ধণা সগা, মা গা রা ণধা সা,ধা না ধা সা ।

২ । সা, ধণা সগা, মা গা মরা সণা, ধা না সা গা মরসা, সা গা মা গা মা, সরা না সা গা মা, সা মা গা মা রা সা, ণধা মধা ণধা সা ।

৩ । রণা, ধনা সা গা মা, গা মা ধা মা গা, সা মা গা মা গা, সরা নসা ধণধা, সগা, সমা গমা, ধা মা গা, সা গা মা ধা গা মগা, গমরা, সণা ধা সা ।

॥ রাগ- রাগেশ্রী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ বালমা মোরা ঘর আয়ে (আয়ে),পিয়া দরশন মন অতি সুখ পাওয়ে ।
অন্তরাঃ রাত সোহানী বন ঠন আই,সব সখীয়ন মিল মঙ্গল গাওয়ে ।

স্থায়ীঃ

০ ১ + ৩
II (ম)গা মা রা -সা । ণা সা গা গা । মা -া -া মা । (ম)গা -মা -গা -া I
বা ল মা ০ মো রা ঘ র আ ০ ০ য়ে আ ০ ০ য়ে

I গা মা ধা মা । ণা ধা র্সা ণা । ধা মা গা মা । রা -ণা সা -া II
পি য়া দ র শ ন ম ন অ তি সু খ পা ০ ওয়ে ০

অন্তরাঃ

II মা -মা ণা ধা । র্সা -র্সা র্সা -র্সা । র্সা র্সা ণা ধা । র্সা -া র্সা -া I
রা ০ ত সো হা ০ নী ০ ব ন ঠ ন আ ০ ই ০

I (র্ম)র্গা র্মা র্রা র্সা । র্সণা র্রর্সা ণা ধা । র্সা -া ণা ধা । মগা -মা রা -সা II
স ব স খী য়০ ন০ মি ল মং০ গ ল গা০ ০ ওয়ে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। গমা ধনা র্সণা ধমা ।গমা ধমা গরা সা।
২। মগা মধা পধা র্সণা ।ধণা ধমা গরা সা।
৩। র্সণা ধণা ধমা পধা ।র্সণা ধমা গরা সা।
৪। গমা ধনা র্সনা র্সনা ।ধণা ধমা গমা রসা।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সগা মগা মধা মধা ।পধা নর্সা নর্সা ধণা ।ধণা ধমা গমা রসা।
২। সগা সমা গমা গমা ।গধা মধা মধা মণা ।ধণা ধমা গমা রসা।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। ধ্ণ্া সগা মগা রসা।গমা ধনা র্সণা ধমা।ধনা র্সগা র্মগা র্রর্সা।পধা মধা গমা রসা।
৩।নর্সা র্রর্সা পধা পধা।মগা রগা মগা রসা।গমা রসা ন্সা রসা।ধ্ণ্া সগা মগা রসা।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

সগা মগা সমা গমা ।গমা ধমা গধা মধা ।মধা পধা মণা ধণা ।
ধণা র্সণা ধর্সা নর্সা ।ধনা র্সা মধা নর্সা ।ধনা র্সা র্সা সা।

বোলতানঃ

	+								
১।	র্সণা	ধমা	গমা	রসা	।ধ্ণ্া	সগা	মগা	রসা।	
	বাo	লo	মাo	oo	মোo	oo	রাo	oo	
	o								
২।	সগা	মধা	মগা	মধা	।পধা	মগা	মধা	নর্সা।	
	বাo	লo	মাo	oo	মোo	oo	রাo	oo	
	র্রর্সা	পধা	মধা	নর্সা	।পধামধা	মগা	রসা।		
	ঘo	oo	রo	oo	আo	oo	য়েo	oo	

॥ রাগ-রাগেশ্রী । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ সবহি হ্যায় রাম উন বিন ঔর সকল বেকাম ।
অন্তরাঃ মন সুমরলে রঘুরাজ জাসো সফল হয়ে সব কাম ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২
II -া -া গমা রা । সা -ন্সা ধা ণা । সা -া -গা -া । -গা -মা রা -সা I
০ ০ স০ ব হি ০০ হ্যা য় রা ০ ০ ০ ০ ০ ম ০

৩ ৪ ৫ ৬
I গা -া মা -গা । গমা -ধা -া -া । গা -া -মা -গা । গমা -ধা -ণা -া I
উ ০ ন ০ বি০ ০ ০ ০ ন ০ ০ ০ ঔ০ ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০
I ধা -া -মা -গা । গমা ধা না -র্সা । নর্সা -র্রা ণা -া ।-ধা -া -গা -মা II রা-সা
র ০ ০ ০ স০ ক ল ০ বে০ ০ কা ০ ০ ০ ০ ০ ম ০

অন্তরাঃ

১২ + ২
গা মা II ধা ধা ধনা -র্সা । র্সা -া -া -া । না -র্সা র্গা -র্মা I
ম ন সু ম র০ ০ লে ০ ০ ০ র ০ ঘু ০

৩ ৪ ৫ ৬
I র্রা -া -র্সা -া । -না -র্সা ণা -ধা । মা -ধা -ণা -ধা । ধনা-র্সা -া -া I
রা ০ ০ ০ ০ ০ জ ০ জা ০ ০ ০ সো০ ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০ ১১
I নর্সা -র্রা র্রা -র্সা । না -র্সা -ণা -ধা । ধা -ণা ধা -মা । গা মা রা -া II সা -া
স০ ০ ফ ০ ল ০ ০ ০ হ ০ য়ে ০ স ব কা ০ ম০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সণ্ধ্ণ্ সগরসা ন্সগমা গরর্সা- । মমগমা গরসণ্ ধ্ণ্সগা মগরসা ।
ণণধণা ণধমগা মধনর্সা ধনর্সর্রা । নর্সণধা মধনর্সা র্গর্মর্গর্রা র্সণধণা ।
ধমগমা গরসা- ।

২। ধধমগা সগমধা ণধমধা নর্সর্রর্সা । ণধমগা মগরসা গমধমা ণধর্সনা ।
র্রর্সণধা মধণধা মগমধা নর্সধনা । র্সর্গর্মর্গা র্রর্সণধা মগমধা ণধর্সণা ।
ধমগমা গরসা- ।

রাগ-মালগুঞ্জী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - কাফী জাতি -খাড়ব-সম্পূর্ণ বাদীস্বর - মধ্যম (মা) সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা) অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ প্রকৃতি-শান্ত ন্যাসস্বর - সা গা মা ও ধা ।	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে উভয় জ্ঞা, গা ও উভয় ণা, না ব্যবহার হয় । আরোহীতে শুদ্ধ গা ও অবরোহীতে কোমল জ্ঞা ব্যবহার হয় । কিন্তু কোমল 'ণা' আরোহী অবরোহীতে ব্যবহার হয় । শুদ্ধ 'না' ইহাতে খুব কমই প্রয়োগ হয় । আরোহীতে 'পা' বর্জিত ও অবরোহীতে ৭টি স্বর ব্যবহার হয় । সময় - মধ্য রাত্রি আরোহীঃ ধ্া ণ্া সা রা গা, মা ধা না র্সা । অবরোহীঃ র্সা ণা ধা পা মা, গা, মা জ্ঞা রা সা । পকড়ঃ ধ্া ণ্া সা রা গা মা, মা জ্ঞা রা সা ।

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১। সা, ধ্ণ্া সা, ধ্ণ্া সরা, গমা গমা, জ্ঞা, রসা, ন্া সা ণ্া ধ্া, ম্ধ্া ন্সা ।

২। রণ্া, সরগমা,জ্ঞা,রসা,রা গা মা, পমা, গা মা ধা, মা পা গা মা, জ্ঞা, রা সা ।

৩। [illegible] গা মা পা মা, মধা পা ণধা, পা মা পা গা মা, সা রা ণ্া, সরগমা, ধণধা পমা, গমা [illegible] রা সা ।

৪। [illegible] জ্ঞা রা সা, ণ্া ধ্া, ম্ধ্া ন্সা, রা মজ্ঞা রসা, গমধণা, ধা পা মা, ণধা পমা, ধনা র্সা [illegible] ধা, পা ণধা পা, মপা গমা, জ্ঞা, রা সা, রণ্া সরগমা ।

॥ রাগ-মালগুঞ্জী । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ মোহন মুরলিয়া বাজে রে, বাজেরে সুন্দর লালকে ।
অন্তরাঃ কৃষ্ণ মুরারী গোকুল চারী, মুরলী বাজি রহি সুন্দরকে ।

স্থায়ী

```
  ০              ১                 +                  ৩
II মা জ্ঞা রা সা  । রা  সা  ধ্া -ণ্া । সা  -া  গা  -া  । রা  -গা -মা  -া  I
  মো হ  ন  মু    র   লি  য়া  ০    বা  ০   জে  ০    রে  ০   ০    ০

I মা -া  ধা -া  । র্সা -া  ণা -ধা । পা  মা  -া  গা  । -রা গা  মা  -া  II
  বা ০   জে ০    রে  ০   সু  ০    ন্দ  র   ০   লা    ০   ল   কে  ০
```

অন্তরাঃ

```
II মা  -া ধা  না  । র্সা -া  র্সা -া  । র্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা । না -র্সা ণা  -ধা I
  কৃ  ০  ষ্ণ মু    রা  ০   রী  ০    গো ০    কু  ল    চা  ০   রী  ০

I ধা  ধা ধা  ধা  । পধা -নর্সা ণা ধা । পা -মা  গা -া  । রা -গা  মা  -া II
  মু  র  লী  বা   জি০ ০০   র  হি   সু  ০   ন্দ ০    র   ০   কে  ০
```

তানঃ ৮ মাত্রার

১ । গমা ধনা র্সর্রা র্সণা । ধপা মগা মজ্ঞা রসা ।
২ । মগা মধা নর্সা র্জ্ঞর্রা । র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
৩ । ধণা ধপা মধা নর্সা । ধণা ধপা মজ্ঞা রসা ।
৪ । ধনা র্সর্রা মধা নর্সা । ণধা পপা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১ । মজ্ঞা রসা ধ়ণ়া সরা । গমা গমা ধনা র্সণা । ধপা মগা মজ্ঞা রসা ।
২ । জ্ঞরা সণ়া সগা মপা । মজ্ঞা রসা গমা ধণা । ধপা মগা মজ্ঞা রসা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১ । গমা জ্ঞরা সা ণধা । পমা গমা জ্ঞরা সা । র্জ্ঞর্রা র্সণা র্সণা ধপা । ধপা মগা মজ্ঞা রসা ।
২ । গগা মধা মমা ধণা । ধধা নর্সা ননা র্সর্গা । র্সর্গা র্মর্জ্ঞা র্রর্সা ণধা । পমা গমা জ্ঞরা সা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

ধ়ণ়া সগা মগা মজ্ঞা । রসা গমা ধণা ধমা । গমা ধনা র্সর্গা র্মর্গা ।
র্মর্জ্ঞা র্রর্সা ণধা পমা । গমা ধনা র্সা ধনা । র্সা ধনা র্সা সা ।

বোলতানঃ

+
১ । গমা ধণা মধা নর্সা । মপা ধপা মজ্ঞা রসা ।
মো০ হ০ ন০ ০০ মু০ র০ লি০ য়া০
০
২ । র্সণা ধপা মগা মজ্ঞা । রসা ধ়ণ়া সরা গমা ।
মো০ হ০ ন০ ০০ মু০ র০ লী০ য়া০
ধপা মগা মধা নর্সা । ণধা পপা মজ্ঞা রসা ।
বা০ ০০ জে০ ০০ রে০ ০০ ০০ ০০

॥ রাগ-মালগুঞ্জী । খেয়াল । তাল-একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ বোলত নাহী মোসে সৈয়াঁ, পরত হৈ উনকে পৈয়াঁ ।
অন্তরাঃ মানত নাহী বতিয়া মোসে করত লরকৈঁয়া ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২
II মা -জ্ঞা রা সা । রা -া ণ্া -সা । গা -া -া -া । রা -গা -রগা -মা I
বো ০ ল ত না ০ হী ০ মো ০ ০ ০ সে ০ ০০ ০

৩ ৪ ৫ ৬
I মা -া -া -া । গা -া মা -া । মা -া ধা -া । ধনা -র্সা র্সা -ণা I
সৈঁ ০ ০ ০ য়া ০ ০ ০ প ০ র ০ ত০ ০ হৈঁ ০

৭ ৮ ৯ ১০
I র্সা -া -া -া । ণা -া ধা -া । মা -া -গা -া । রা -গা রগা -মা II
মৈঁ ০ ০ ০ উ ০ ন ০ কে ০ ০ ০ পৈঁ ০ য়া০ ০

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২
II ধা -া -মা -া । ধনা -র্সা -া না । র্সা -া -া -া । ধা -না -র্সা -র্রা I
মা ০ ০ ০ ন০ ০ ০ ত না ০ ০ ০ হী ০ ০ ০

৩ ৪ ৫ ৬
I -র্গা -র্মা র্জ্ঞা -া । র্মা -র্জ্ঞা র্রা -র্সা । র্রা -া -না -র্সা । ণা -া -ধা -া I
০ ০ ব ০ তি ০ য়া ০ মো ০ ০ ০ সে ০ ০ ০

৭ ৮ ৯ ১০
I ধনা -র্সা ণা -া । ধা -পা গা মা । রা -া -গা -া । রগা -মা -গা -মা II
ক০ ০ র ০ ত ০ ল র কৈ ০ ০ ০ য়া০ ০ ০ ০

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। মগমজ্ঞা রসণ্সা ধ্ণ্সরা গমধণা । ধপমগা মজ্ঞরসা মধণধা পমগমা ।
ধনর্সর্গা র্মর্গর্মর্জ্ঞা র্রর্সণধা মধনর্সা । ণধপমা গমধণা ধপমগা মজ্ঞরসা ।

২। র্সণধপা মগমজ্ঞা রসর্রর্সা ণধমধা । নর্সণধা পমগমা ধণধপা মগমধা ।
নর্সর্গর্মা র্জ্ঞর্রর্সণা ধপমগা মধণধা । পমগম ধনর্সণা ধপমগা মজ্ঞরসা ।

রাগ-শঙ্করা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাট - বিলাবল	ব্যবহারিক স্বর- ইহাতে সব স্বর শুদ্ধ । আরোহীতে রা,
জাতি - ঔড়ব-খাড়ব	মা বর্জিত ও অবরোহীতে কেবল মা বর্জিত ।
বাদীস্বর- গান্ধার (গা)	সময় - রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
সমবাদীস্বর - নিষাদ (না)	আরোহীঃ সা গা, পা না ধা র্সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	অবরোহীঃ র্সা না পা,না ধা,র্সা না পা,গা পা,গা সা ।
প্রকৃতি-গম্ভীর	পকড়ঃ র্সা, না পা, না ধা,র্সা, না পা, গা পা গা সা ।
ন্যাসস্বর-সা,গা,পা ও না	

আলাপ ও স্বরবিস্তারঃ

১ । সগা,পা রগা রাসা,সন্া ধ্পা,প্ন্া ধ্সন্া,রন্া সন্া,প্ন্া সা গা পা রগা রা সা ।

২ । সগা, পা রগা, রসন্া প্ন্া সগা, রসন্া প্ন্ধ্স্ন্া সগা, পা রগা, সগপা রগা গপা রগা, রসা ।

৩ । গা পগা পা, সগপা, রন্সন্া প্ন্া সা পগা পা, না ধপা, নধা র্সনা ধপা, গপা নধা র্সনা ধপা, গপা রগা রসা ।

৪ । সা পগা পা, গপা না, নধা র্সনা, পনা ধর্সা, র্সা র্সর্রর্সনা, না ধপা, নধা র্সনা ধপা, পগপনধা র্সনা, না ধপা, পা রগা রসা ।

॥ রাগ-শঙ্করা । খেয়াল । তাল-ত্রিতাল ॥

স্থায়ীঃ করনা হো সো করলে প্যারে, জনম জাত দিন রৈন সবারে ।
অন্তরাঃ ধন জোবন কছু থীর নহী হৈ, চেতন হো তো চেত সবারে ।
মনরঙ্গ প্রভু যত ভুল জগত সঙ্গ, কাহেকো সির পর লেত তু ভারে ।

স্থায়ীঃ

```
  ০              ১                 +                ৩
II সা  সা  পগা  -া  । পা  -া  র্সা  -না  । পা  পা  গা  -পা  । -গা  -া  সা  -া  I
   ক   র   না   ০     হো  ০   সো   ০     ক   র   লে   ০     প্যা  ০   রে   ০

I  সা  প্া  প্া  সা  । -া  রা  সা  সা  । পা  -া  গা  ্পা  । গা  -া  সা  -া II
   জ   ন   ম   জা    ০   ত   দি   ন    রৈ   ০   ন   স     বা   ০   রে   ০
```

অন্তরাঃ

II পা পা র্সা -া । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -র্সা না পা । পা -নধা র্সা -না I

ধ ন জো ০ ব ন ক হু শ্রী ০ র ন হী ০০ হৈ ০

I গা -া পা পা । র্সা -না পা -া । পা -া গা পা । গা -া সা -া I

চে ০ ত ন হো ০ তো ০ চে ০ ত স বা ০ রে ০

I পা পা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা । নর্সা -র্রর্সা না পা । পা নধা র্সা না I

ম ন র ঙ্গ প্র ভু ম ত ভু০ ০০ ল অ গ ত০ স ঙ্গ

I গা -া পা পা । র্সা না পা পা । পা -া গা পা । গা -া সা -া II

কা ০ হে কো সি র প র লে ০ ত তু ভা ০ রে ০

তানঃ ৮ মাত্রার

১। সগা পপা নধা র্সনা । পপা গগা পগা রসা ।

২। সগা পনা ধর্সা নধা । পপা গপা গগা রসা ।

৩। পপা র্সর্সা পনা র্রর্সা । নধা র্সনা পগা রসা ।

৪। পনা র্সর্গা র্রর্সা নধা । র্সনা পপা গগা রসা ।

তানঃ ১২ মাত্রার

১। সগা পনা ধর্সা না । র্গর্গা র্রর্সা নধা র্সা । পপা গপা গরা সা ।

২। সরা সসা পপা গরা । র্সর্সা ননা ধর্সা না । গপা গপা গরা সা ।

তানঃ ১৬ মাত্রার

১। সগা সসা পগা রসা । ননা পপা গরা সা । গগা পপা নধা র্সর্সা । ননা পপা গগা রসা ।

২। পপা গপা গগা রসা । নধা র্সনা পপা গপা । র্গর্গা র্রর্সা নধা র্সনা । পপা গপা গগা রসা ।

শুধু সার্গাম দিয়ে গাইতে হবেঃ

নর্সা র্গর্গা র্রর্সা নর্সা । র্রর্রা র্সনা পপা গপা । নধা র্সনা পপা গপা ।

গরা সা গপা নর্সা । পনা র্সা গপা নর্সা । পনা র্সা র্সা সা ।

বোলতানঃ

\+

১। র্সনা পপা গপা নর্সা । ননা পপা গগা রসা ।

ক০ ০র লে০ ০০ প্যা০ ০০ রে০ ০০

০

২। পপা গপা গগা রসা । গপা নধা র্সনা পপা ।

ক০ ০র না০ ০০ হো০ ০০ সৌ০ ০০

গপা নর্সা র্গর্রা র্সনা । পপা গপা গগা রসা ।

ক০ ০র রে০ ০০ প্যা০ ০০ রে০ ০০

॥ রাগ-শঙ্করা । খেয়াল । একতাল (বিলম্বিত) ॥

স্থায়ীঃ কীনোরে করতার মহাবলি ঔরঙ্গজের ভয়ো তোপে পুরী পর তাপ ।
অন্তরাঃ আপ বলী তপ বলী নৌখন্ড মহাবলি সদারঙ্গ ছাঁড়ো পরতাপ ।

স্থায়ীঃ

১১ ১২ + ২
II র্সা -া র্সা -া । না -ধপা না র্সা । না -া -পা পগা । পা গপা গা সা I
কী ০ নো ০ রে ০০ ক র তা ০ ০ র০ ম হা০ ব লি

৩ ৪ ৫ ৬
I সা -া প্া প্া । সা -া -গা গা । পা -গপা গা -সা । সা -গা পা -া I
ঔ ০ র ঙ্গ জে ০ ০ র ভ ০০ য়ো ০ তো ০ পে ০

৭ ৮ ৯ ১০
I র্সা -া -র্সা -া । না -ধপা না র্সা । না -া -পা -গা । -পা -গপা -গা সা II
পু ০ ০ ০ রী ০০ প র তা ০ ০ ০ ০ ০০ ০ প

অন্তরাঃ

১১ ১২ + ২
II পা -া র্সা র্সা । র্সা -া না না । র্রা র্সা -া -নর্সা । র্সা র্গা র্গা র্পা I
আ ০ প ব লী ০ ত প ব লী ০ ০০ নৌ খন্ ড ম

৩ ৪ ৫ ৬
I র্গা -র্পা র্গা -া । র্সা -া র্সা -া । র্সা -া -া না । -া পা গা -পা I
হা ০ ব ০ লী ০ স ০ দা ০ ০ র ০ ঙ্গ ছা ০

৭ ৮ ৯ ১০
I র্সা -া না -া । -পা -া র্রা র্সা । না -া -পা -গা । -গা -পা -গা সা II
০ ০ ড়ো ০ ০ ০ প র তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ প

বিলম্বিত তানঃ (৭ মাত্রা থেকে শুরু করতে হবে)

১। সগপনা ধর্সনপা গপনধা র্সনপপা । গপনর্সা র্গর্রর্সনা পপগপা গগরসা ।
গগরপা পগননা পর্সর্সনা র্রর্রর্সর্গা । র্গর্রর্সনা র্রর্সননা পপগপা গগরসা ।

২। গপনধা র্সনপপা গপগগা রসগপা । নধর্সনা র্রর্সনর্সা র্গর্গর্রর্সা নধর্সনা ।
পপগপা গগরসা, পপগসা ননপগা । র্সর্সনপা র্রর্রর্সনা পপগপা গগরসা ।

অষ্টম অধ্যায়

তাল বিভাগ

তালের উৎপত্তি

সঙ্গীত ও তালের উৎপত্তি সমন্ধে গবেষণার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা বিরাট ব্যাপার। তবুও এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। প্রথমে মানুষ যখন আদিম অবস্থায় বন্য জীব জন্তুর সঙ্গে বনে বা গুহায় বসবাস করত সেই সময় বন্য জীব জন্তুকে হত্যা করে তাদের চর্ম দিয়ে ঢাক জাতীয় বাদ্য যন্ত্র তৈরী করে শিকার করার সময় বাজাতো। প্রথমে জীব জন্তুর ভয়ে বাজাতো তারপর শিকারের আনন্দে বাজাতো, এইভাবে আদিম অবস্থা থেকে আর্য্য অবস্থায় মানুষের সামাজিক জীবন শুরু হলো, উল্লাসে, আনন্দে, বিবাহে, উৎসবে, মিলনে নর-নারী পুলকিত হয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্য করে আনন্দের মুর্হুতগুলোকে প্রকাশ করতো, সেই সময় থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ তালের সৃষ্টি হলো, পুরাণে কথিত আছে দেবাদিদেব মহাদেব সঙ্গীতের সৃষ্টি কর্তা, নটরাজ নৃত্যের ছন্দ তৈরী করার সময় বিভিন্ন ছন্দময় আনন্দ লহরী তৈরী করেছেন, সেই ছন্দ, তাল আমাদের সঙ্গীতকে বিকাশ করেছে, সুর ও বাণীকে প্রকাশ করতে এবং ধরে রাখার জন্য তাল সৃষ্টি হলো। রাধা-শ্রীকৃষ্ণের মিলন, যুগল মিলনের নৃত্য, নটরাজ মহাদেবের নৃত্য ভঙ্গিমা মহাদেবের জটাজাল থেকে গঙ্গার মর্ত্য লোকে আগমনের সময় বিভিন্ন ছন্দ লহরী, সরস্বতী দেবীর ভাবমূর্তি ও বীণার সুর ঝংকার ছন্দ তাল সৃষ্টি করলেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগনের নানা রকম মতপার্থক্য আছে।

তাল বিষয়ক সংজ্ঞা

১। **তালঃ** গীত, বাদ্য বা নৃত্যের গতি তথা লয়ের স্থিতি নিরুপণ করাকেই বলা হয় তাল। বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ মাত্রা সমষ্টি সহযোগে তাল গঠিত হয় এবং তাল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। গীত, বাদ্য বা নৃত্য কোন তালে নিবদ্ধ থাকবেই, তাই সঙ্গীতে তাল একটি অপরিহার্য অঙ্গ অর্থাৎ এক কথায় তালকে সঙ্গীতের প্রাণ বলা হয়। তাল ২(দুই) প্রকার। যথাঃ সমপদী তাল ও বিষমপদী তাল।

(ক) সমপদী তালঃ যে তালের প্রত্যেকটি তাল বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান হয় তাকে সমপদী তাল বলা হয়। যেমনঃ কাহারবা, দাদ্‌রা, ত্রিতাল, একতাল ইত্যাদি।

(খ) বিষমপদী তালঃ যে তালের প্রতি বিভাগে সমান সংখ্যক মাত্রা থাকে না তাকে বিষমপদী তাল বলে। যেমনঃ ঝাঁপতাল, তেওড়া, নবতাল, ঝম্পক ইত্যাদি।

২। **সম্‌ঃ** সম্‌ অর্থে আরম্ভ- তালে সর্ব্বাপেক্ষা ঝোঁকের স্থান। গানে সর্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁকের স্থানে সম্‌ চিহ্ন (+) বসে। অথবা তালের বিশ্রাম স্থানকে সম্‌ বলে।

৩। ফাঁকঃ ফাঁক (০) অর্থে অনাঘাত (তালিহীন)। অর্থাৎ তালের যে বিভাগে তাল দেওয়া হয় না, তাকে খালি বা ফাঁক বলে। প্রধানতঃ সমের স্থানকে নির্দিষ্ট রাখার সুবিধার জন্য ফাঁকের প্রয়োজন।

৪। তালিঃ যে কোন গানের তাল বিভাগ দেখাতে হলে যে বিভাগে হাতে তাল দেওয়া হয় তাকে তালি বলে।

৫। লয়ঃ মাত্রার সমতার নাম লয়। লয় তিন প্রকার যথাঃ (১) বিলম্বিত লয় (২) মধ্য লয় ও (৩) দ্রুত লয়। (১) বিলম্বিত লয়ঃ ইহাকে চলতি কথায় ধীমা লয় বলে। যেমনঃ সা-া, রা-া, গা-া, মা-া, পা-া, ধা-া, না-া, র্সা-া = ১৬ মাত্রা। (২) মধ্য লয়ঃ ইহাকে বরাবর লয়ও বলা হয়। যেমনঃ সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না, র্সা = ৮ মাত্রা। (৩) দ্রুত লয়ঃ ইহাকে চলতি কথায় জলদ লয় বলা হয়। যেমনঃ সরা, গমা, পধা, নর্সা = ৪ মাত্রা।

৬। মাত্রাঃ মাত্রা হলো লয় মাপিবার মাপকাঠি। তাল মাপিবার একক সংখ্যাকে মাত্রা বলা হয় অর্থাৎ সমান গতির এক একটি শব্দকে মাত্রা বলে। যেমনঃ এক মাত্রা = -া। সা = ষড়জ এক মাত্রা। এক মাত্রায় একাধিক স্বররের ক্ষেত্রে সর্ব্বশেষ স্বররের পরে -া বসে। যেমনঃ সরা, সরগা, সরগমা ইত্যাদি। অর্থাৎ সরা = প্রত্যেকটি স্বর অর্ধ মাত্রা, সরগা = প্রত্যেকটি স্বর এক তৃতীয়াংশ মাত্রা, সরগমা = প্রত্যেকটি স্বর এক চতুর্থাংশ মাত্রা ইত্যাদি।

৭। বোলঃ বাদ্যযন্ত্রের আঘাত প্রকাশ করার জন্য কতগুলো নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে বোল্ বলে। যথাঃ ধা, ধিন, কৎ গদিঘন ইত্যাদি শব্দগুলোও বোল্। প্রাচীনকালের তালবাদ্যের বোল্গুলোকে পাটাক্ষর বলা হতো এবং বোলের সমন্বয়ে তৈরী হতো হস্তপট। মুসলিম যুগ থেকে তালবাদ্যের ক্ষেত্রে নানা পরিভাষার উদ্ভব হয়েছে যেমন- বোল্, কায়দা, গৎ, দমদার, বেদম্দার ইত্যাদি।

৮। ঠায়ঃ ঠায় শব্দটি সম্ভবতঃ "স্থায়" শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি, যার অর্থ স্থির। প্রত্যেকটি তালের স্বাভাবিক বা স্থির গতি অর্থাৎ মধ্যলয়ের গতিকেই 'ঠায়' বলে। অংকের হিসেবে ঠায়কে একগুনও বলে।

৯। ঠেকাঃ তালের বিশুদ্ধ রুপ প্রদর্শনের জন্য তবলায় নির্দিষ্ট কিছু বোল দ্বারা প্রস্থন, যতি, অঙ্গ, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদি দেখানো হয় তাকে 'ঠেকা' বলে। পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গে এই রুপ ক্রিয়াকে 'থাপিয়া' বলে।

১০। আবর্তন বা আর্বতঃ যে কোন তালের ঠেকা প্রথম মাত্রা থেকে শুরু করে শেষ মাত্রা পর্যন্ত একবার বাজান হলে সম্পূর্ণ তাল মাত্রাকে এক আর্বতন বা আবর্ত বলা হয়। এইভাবে দুইবার বাজালে দুই আবর্তন হবে। যতবার বাজবে তত আর্বতন হবে।

১১। ছন্দঃ মাত্রা সমষ্টি তালে নিয়মিতভাবে গুচ্ছে গুচ্ছে যেমন গ্রথিত থাকে, সেই নিয়মিত গ্রন্থণাকে ছন্দ বলে।

১২। **প্রকারন্ত ঠেকাঃ** মূল ঠেকা বা বোলকে বিভিন্ন অলঙ্কারযুক্ত করে প্রকাশ করাকে প্রকারন্ত ঠেকা বলা হয়ে থাকে।

১৩। **রেলাঃ** নির্দিষ্ট বোলের বাণীর মধ্যে অন্যান্য বোলের অক্ষরগুলো একইভাবে যোগ করে দ্রুত বাজানোকে রেলা বলা হয়। রেলা পরিবেশনে হাত খুব তৈরী থাকা প্রয়োজন। বোলের বিশেষত্ব এই যে, রেলা বাজানোর সময় বাণী সমূহের মধ্যে কোন স্থান বিরাম থাকবে না অর্থাৎ রেলা আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত বিরামহীনভাবে বাজবে।

১৪। **তালের প্রস্তারঃ** লয়কারী ও বিভিন্ন ছন্দযুক্ত তালের বিস্তারকে ক্রিয়াত্মক ক্ষেত্রে প্রস্তার বলে।

১৫। **মহড়াঃ** নির্দিষ্ট বোল বা ঠেকা বাজানোর পূর্ব মুহূর্তে ফাঁক অথবা খালি হতে চার বা আট মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বিরামহীনভাবে বাজিয়ে সমে আসাকে মহড়া বলা হয়ে থাকে।

১৬। **তিহাইঃ** যে তালের ঠেকার বিশেষ অংশ সম বা ফাঁক থেকে আরম্ভ করে যে বোল তিনবার বাজাবার পর সমে এসে সমাপ্ত হয় তাকে তিহাই বলে। খেয়াল গানেও তিহাই হয়। তবলার ঠেকাতে তিহাই বাজায়।

১৭। **আড়ঃ** বরাবর বা ঠায় লয়ের দেড়গুন গতিকে আড় বলা হয় অর্থাৎ তিন মাত্রাকে দুই মাত্রার মধ্যে গাওয়া বা বাজন হলে তাকে আড় বলে।

১৮। **বিভাগঃ** মাত্রা সমষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করাকে বিভাগ বলে। যেমন- ত্রিতাল ৪ মাত্রা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ৪ × ৪ = ১৬ মাত্রা অর্থাৎ তবলার প্রতিটি ঠেকার এক ভাগে ৪ মাত্রা করে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি তালে বিভাগ দেওয়া আছে।

১৯। **যতিঃ** আমরা যখন কবিতা, পদ্য রচনা, গদ্য রচনা, শ্লোকদি পাঠ করি তখন কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়, যেমন কমা, ছেদ, পূর্ণ ছেদ ইত্যাদি দ্বারা গানের বাণীর গতিকে সংযত করা হয়। সেই রুপ তালের ক্ষেত্রেও তবলা বা বাদ্যযন্ত্রের যে বাণী, ঠেকার বোল আছে, সেই বাণীগুলো দক্ষিণ হস্তের ডায়না তবলায় কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাদের নির্দেশ থাকে। যতির দ্বারা তবলার ঠেকা, বোল, মাত্রার অবস্থানের গতিকে সংযত করা হয়।

২০। **জবাবী বোলঃ** জবাবী বোলের অর্থ হচ্ছে উত্তর দেয়া। গায়ক সঙ্গীত পরিবেশন মুহূর্তে তান, স্বরগম, বাট, তেহাই এবং বিভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহার করে থাকেন, ঐ অলঙ্কারের প্রকৃত ছন্দকে অনুসরণ করে তবলায় যে বোল বাজানো হয়ে থাকে তাকে জবাবী বোল বলা হয়।

২১। **মুখড়াঃ** বোলের সোম থেকে তেহাই শুরু করে পরবর্তীতে সমে শেষ করাকে মুখড়া বলা হয়ে থাকে।

২২। **তাললিপিঃ** তবলার বোলকে মাত্রা, বিভাগ, সম, ফাঁক ইত্যাদি স্পষ্টভাবে লিখে বোঝানোকে তাললিপি বলে।

২৩। **আলঙ্কারিক লয়ঃ** লয়ের নানাবিধ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করাকে আলঙ্কারিক লয় বলা হয়।

২৪। **তালফেরতাঃ** একই গানে একাধিক তাল ব্যবহৃত হলে তাকে তালফেরতা বলা হয়। তালফেরতা পদ্ধতি গানে বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দের সমাবেশ ঘটে।

২৫। **বরাবর লয়ঃ** লয়ের এক প্রকার অবস্থা। একে লয়ের প্রাথমিক অবস্থাও বলা যেতে পারে। এক মাত্রায় একটি করে বোল বাজানো হলে বা স্বর উচ্চারণ করলে যে লয় হয় তার নাম বরাবর লয়। একে ঠায় বা একগুন লয়ও বলা হয়। যেমনঃ

১	২	৩	৪
ধা	গে	না	তি
সা	রা	গা	মা

এখানে প্রতি এক মাত্রায় একটি করে বোল বা স্বর আছে।

২৬। **বাদ্যস্থায়ঃ** তবলায়, খোলে বা অন্য প্রকার অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্রে গানের ফাঁকে নানা ধরণের বোল বাজিয়ে গান জমিয়ে রাখার পদ্ধতিকে বাদ্যস্থায় বলা হয়।

২৭। **লগ্গীঃ** দাদ্‌রা, কাহারবা, রূপক প্রভৃতি তালে কায়দার মত করে যে ছন্দ বৈচিত্র্য সম্পন্ন বর্ণ সমষ্টি প্রয়োগ করা হয়, তার নাম লগ্গী। লগ্গীর আকার ক্ষুদ্র হয়। এতে বিস্তারের কাজও চলে। ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি শ্রেণীর গানের তাল বাদনকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য লগ্গী প্রয়োগ করা হয়।

২৮। **লহরাঃ** একক তবলা বাদনে কায়দা, পেশকার, রেলা প্রভৃতি সহযোগে বিভিন্ন লয়কারীতে বোল বাদনকে লহরা বলা হয়। লহরা বাজানার সময় সুরযন্ত্রে কোন একটি গৎ'এর মুখ বাজানো হয়ে থাকে।

২৯। **কায়দাঃ** তালের রূপ বজায় রেখে ঠেকা অনুযায়ী কিছু কিছু অতিরিক্ত বর্ণের মিশ্রণ গৎ প্রয়োগকে বলা হয় কায়দা। আবার ঠেকার বোল দ্বিগুন লয়ে বাদিত হলে অর্থাৎ তালের একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঠেকা দু'বার বাজানো হলে তাকেও কায়দা বলতে দেখা যায়। কায়দা বাদন কয়েকটি আবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তাল বিষয়ক কিছু প্রশ্ন

১। তালের প্রয়োজন কি?

সঙ্গীতের বিলম্বিতলয়, মধ্যলয়, দ্রুত লয়, অতি দ্রুত লয়কে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করার জন্য তালের প্রয়োজন। বেতালা হলে গানের গতি, লয়, ছন্দ, মাত্রা ঠিক থাকে না। গান তখন সঙ্গত থেকে এবং তাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন গান হবে শ্রুতি কটূ ও বিকৃত। গানের সুর ও গতিকে ঠিক রাখার জন্য তালের একান্ত প্রয়োজন। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ"।

২। সঙ্গত কাকে বলে?

কোন সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে একজন তবলা বাদক যখন মিলিত হয়ে তালের মাত্রা গতি সময়ের দূরত্ব সম ও ফাঁক ঠিক রেখে ক্রমাগত আর্বতন করেন, বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমে গানের গতিকে ঠিক রাখেন এবং গানকে শ্রুতি মধুর রস সৃষ্টি করে আনন্দ দান করেন তখন তাকে 'সঙ্গত' বলে।

৩। সম বা ফাঁক ছাড়া কি কোন তাল উৎপাদন হয়?

সম বা ফাঁক ছাড়া তাল উৎপাদন হয় না। তালের জন্য সম এবং ফাঁক থাকা শাস্ত্রীয় নিয়ম। সম ছাড়া কোন শাস্ত্রীয় তাল হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ফাঁক নিঃশব্দ থাকে।

৪। তাল ছাড়া কি গান গাওয়া সম্ভব?

তাল ছাড়া কোন সম্পূর্ণ গান বা সঙ্গীত হয় না, তাল ছাড়া গানের কোন কোন অংশকে ব্যাখ্যা করা চলে যেমন রাগের আলাপ, কাব্য সঙ্গীতের দৃশ্যপট অনুসারে সুর, গজলের শয়েরী ইত্যাদি।

৫। তালের কয়েক প্রকার অলংকার নাম বলো?

ঠেকা, মহড়া, তেহাই, গদ বা পরণ ইত্যাদি।

৬। মাত্রার বা তালের গুনন কি?

যেমন একটি সংখ্যার সহিত আরেকটি সংখ্যা গুন করলে সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সমতা রক্ষা করে সেইরুপ মাত্রায় একগুন বা ঠায়, দ্বিগুন, ত্রিগুন, বা চৌগুন করলে গানের লয়ের গতি বৃদ্ধি পায়। ১ মাত্রায় একটি তালের বাণী বা গানের বাণী বলাকে ঠায় বা এক গুন বলে। তেমননি ১ মাত্রায় দুইটি তবলার বাণী বা গানের বাণী বলাকে দ্বিগুন, ১ মাত্রায় তিনটি তবলার বাণী বা গানের বাণী বলাকে ত্রিগুন, ১ মাত্রায় চারটি তবলার বাণী বা গানের বাণী বলাকে চৌগুন বলে। যেমনঃ

	১মাত্রা	২ মাত্রা	৩ মাত্রা	৪ মাত্রা
	একগুন	দ্বিগুন	ত্রিগুন	চৌগুন
তবলার বাণী-	ধা,গে,না,তি	ধাগে,নাতি	ধাগেনা,তিনক	ধাগে নাতি, নক ধিন
গানের বাণী-	সা,রা,গা,মা	সরা, গমা	সরগা, রগমা	সরগমা, রগমপা

৭। তবলার বাণী ও ঠেকা কি?

গানের যেমন সরগম আছে তবলার বোল বা ঠেকাতে সেইরূপ তালের বাণী আছে। ধা, ধীন, গদি, গন, কৎ, তে, তেটে, কেটে, ধিনা ইত্যাদি তবলার বাণী দিয়ে তালের সম্‌ ও ফাঁক এবং মাত্রার নির্দেশ করা হয়।

৮। সব তালের প্রথমেই কি সম থাকে?

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সব তালের প্রথমে সম থাকে না। তবে অধিকাংশ তালের প্রথমে সম এবং প্রথম মাত্রায় সম ধরা হয়। যেমনঃ রূপক তালে ফাঁক থেকে তালের শুরু।

রূপক -৭ মাত্রা

বিভাগ-৩টি, ছন্দ- ৩+২+২, তালি- ২, ৩ মাত্রায় এবং ফাঁক-১ মাত্রায়।

০				২			৩		
১	২	৩	|	৪	৫	|	৬	৭
তী	তী	না		ধী	না		ধী	না

৯। তাল ঠিক রেখে গান গাইতে হলে শুধু গানের মাত্রা ও তালের বিভাগ ঠিক হলেই গানের তাল ঠিক হবে কি?

না, তবলার বোল, ঠেকা, সম ও ফাঁক চিনতে হবে, তবলার সঙ্গে গান গাইতে হবে এবং তবলার বোল, ঠেকা শুনে বুঝতে হবে কি তালে তবলা বাজছে তা না হলে গানের সম ও ফাঁক ঠিক থাকবে না, অনেকে তবলার ছন্দে গান গাইতে পারেন কিন্তু সম ও ফাঁক চেনেন না, গায়ক-গায়িকা ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে এইরূপ ভাবে গান গাওয়া চলে না। তাতে প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা হয় না।

হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী তাল-পদ্ধতির তুলনা

আমরা জানি উত্তরী ও দক্ষিনী পদ্ধতির সঙ্গীত প্রচলিত। পৃথক পদ্ধতি হওয়ার জন্য, স্বভাবতই উভয় পদ্ধতিতেই কিছু সাম্য ও কিছু বৈষম্য আছে। আমাদের আলোচ্য উভয় পদ্ধতিতে তালের তুলনা। নীচে সেটি দেখান হলোঃ

সাম্য বা সমতা

১। উভয় পদ্ধতিতেই তাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। উভয়েরই উৎস এক।

৩। উভয় পদ্ধতির তালই কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত।

৪। উভয় পদ্ধতিতেই তালি দিয়ে বিভাগ বোঝান হয়।

৫। উভয় পদ্ধতিতেই 'সম' থেকে তাল আরম্ভ হয়।

বৈষম্য বা বিভিন্নতা

উত্তরী পদ্ধতি	দক্ষিনী পদ্ধতি
১। এই পদ্ধতির তাল অসংখ্য।	১। এতে তালের সংখ্যা সীমিত।
২। প্রতিটির রূপই ভিন্ন। তাই পৃথকীকরণ হয় না।	২। জাতিভেদ অনুসারে মোট ৩৫টি তাল ৫টি জাতিতে বিভক্ত।
৩। তাল-বিভাগের কোন নাম নেই, বিভাগের নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।	৩। তাল-বিভাগ ৬টি অঙ্গের অক্ষর কাল হিসেবে নিয়ন্ত্রিত।
৪। তালের ঠেকা নির্দিষ্ট থাকে।	৪। কোন তালেই নির্দিষ্ট ঠেকা নেই।
৫। এতে খালি বা ফাঁক দেখান হয়।	৫। এতে কোন ফাঁক থাকে না।
৬। এতে বিসর্জিতম দেখান হয় না।	৬। এতে বিসর্জিতম বোঝান হয়।
৭। তাল-গঠনে জাতির ব্যাপার নেই।	৭। জাতির আধারে তাল রচিত হয়।

আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে তাল লিখন

আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির মতোই ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি প্রকারের তাল চিহ্ন দেওয়া হয়। তবে প্রথম পদ্ধতিতে তাল চিহ্ন থাকে ঠেকার উপরি ভাগে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে থাকে ঠেকার নিম্ন ভাগে। আকারমাত্রিকে 'সম' চিহ্ন দেওয়া হয় তালাঙ্কের উপর সংখ্যার শিরোদেশে রেফ্-চিহ্ন দ্বারা, যেমন- ১ঁ বা ২ঁ। আকারমাত্রিক পদ্ধতির তাল বিভাগের চিহ্নাদি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির মত ক্রমিক নিয়মানুসারে দেওয়া হয় না। নিম্নে ঝাঁপতাল এবং ত্রিতাল আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে লিখে দেখান হলো।

ঝাঁপতালঃ +   ৩   ০   ১

ধি না | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না

ত্রিতালঃ

+				৩				০				১			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	না	তিন্	তিন্	না	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

সাধারণত '×' চিহ্নটি সমের চিহ্ন। আবার কেউ কেউ উক্ত স্থলে + বা ১́ চিহ্নও ব্যবহৃত হয় এবং কেউ কেউ কোন কোন তালের ক্ষেত্রে ২́ চিহ্নও ব্যবহার করে থাকেন। গানে সর্বাপেক্ষা ঝোঁকের স্থানে সম্ চিহ্ন বসে এবং তদনুযায়ী অন্যান্য তালাঙ্কগুলো বিন্যস্ত হয়। এই '০' (শূন্য) দ্বারা অনাঘাত সূচিত হয়।

তালের ঠেকা

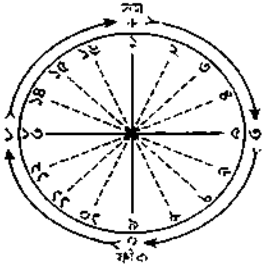

চিত্রের সাহায্যে ত্রিতালের সম, ফাঁক দেখানো হলো।

১। ত্রিতাল - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ- ৪+৪+৪+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+				৩				০				১			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	না	তিন্	তিন্	তা	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

২। একতাল - ১২ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+৩+৩+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+			৩			০			১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধিন	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	থুন	না	কৎ	তা	ধাগে	তেটে	ধিন্	ধাধা

৩ । চৌতাল - ১২ মাত্রা

বিভাগ- ৬টি, ছন্দ- ২+২+২+২+২+২, তালি-৪টি, ফাঁক-২টি ।

+		০		২		০		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দেন্	তা	কিট	ধা	দেন্	তা	তিট	কত	গদি	গন

৪ । সুরফাঁক্তা বা সুলতান - ১০ মাত্রা

বিভাগ- ৫টি, ছন্দ- ২+২+২+২+২, তালি-৩টি, ফাঁক-২টি ।

+		০		২		৩		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দিন্	তা	কিট	ধা	তিট	কত	গদি	গন

৫ । রূপক - ৭ মাত্রা

বিভাগ- ৩টি, ছন্দ- ৩+২+২, তালি-২টি, ফাঁক-১টি ।

০			১		২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তি	তি	না	ধি	না	ধি	না

৬ । ঝুমরা - ১৪ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+৪+৩+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+			৩				০			১			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধিন	ধিন্	ধা	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	তিন্	তিন্	তা	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে

৭ । আদ্ধা -১৬ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন্	-	ধা	ধা	ধিন্	-	ধা	ধা	তিন্	-	তা	তা	ধিন্	-	ধা

৮ । তিলওয়াড়া - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	তেরেকেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তিন্	তিন্	তা	তেরেকেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্

৯। খেমটা - ১২ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+৩+৩+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+			২			০			৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	কে	টে	না	ধি	না	তে	টে	ধি	না	ধি	না

১০। দীপচন্দী -১৪ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+৪+৩+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+			২				০			৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধা	ধিন্	-া	ধা	গে	তিন্	-া	তা	তিন্	-া	ধা	গে	ধিন্	-া

১১। ধামার - ১৪ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৫+২+৩+৪,তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+					২		০			৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক	ধি	ট	ধি	ট	ধা	আ	গ	তি	ট	তি	ট	তা	আ

১২। আড়া চৌতাল - ১৪ মাত্রা

বিভাগ- ৭টি, ছন্দ-২+২+২+২+২+২+২, তালি-৪টি, ফাঁক-৩টি।

+		২		০		৩		০		৪		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধিন্	তেরেকেটে	ধি	না	তু	না	কৎ	তা	তেরেকেটে	ধি	না	ধি	ধি	না

১৩। পশতু - ৫ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-৩+২, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

০			+	
১	২	৩	৪	৫
তি	ইন্	তাক্	ধিন্	ধাধা

১৪। লোফা - ৬ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ- ৩ + ৩, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+			০		
১	২	৩	৪	৫	৬
ধা	গে	দা	দা	ঘি	না

১৫ । যৎ - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪,তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	-	ধিন্	-	ধা	ধা	ধিন্	-	তা	-	তিন্	-	ধা	ধা	ধিন্	-

১৬ । ঠুংরী - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪,তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন্	-ক্রে	ধিন্	ধা	ধিন্	-ক্রে	ধিন্	ধা	তিন্	-ক্রে	তিন্	তা	ধিন্	-ক্রে	ধিন্

১৭ । টপ্পা - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪,তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন্	-তা	ধিন্	ধা	ধিন্	-তা	ধিন্	তা	কৎ	-ক	-ত	না	ধিন	-তা	ধিন্

১৮ । পঞ্চম সওয়ারী বা ছোট সওয়ারী - ১৫ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+৪+৪+৪,তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+			২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধি	না	ধিধি	কত	ধিধি	নাধি	ধিনা	তীক্র	তীনা	তিরকিট	তুনা	কত্তা	ধিধি	নাধি	ধিনা

১৯ । গজঝম্পা - ১৫ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৩+৪,তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+				২				০			৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধা	ধিন্	নক	তক	ধা	ধিন্	নক	তক	তিন্	নক	তক	তিট	কত	গদি	গন

২০ । পাঞ্জাবী - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	-ধি	-ক	ধা	ধা	-ধি	-ক	ধা	ধা	-তি	-ক	তা	তা	-ধি	-ক	ধা

২১। মত্ততাল - ১৮ মাত্রা

বিভাগ- ৯টি, ছন্দ-২+২+২+২+২+২+২+২+২, তালি-৬টি, ফাঁক-৩টি।

+ ০ ২ ৩ ০ ৪
১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২ |
ধা - ঘি ড় ন ক ঘি ড় ন ক তি ট

৫ ৬ ০
১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ | ১৭ ১৮ |
ক ত গ দি গ ন

২২। রুদ্রতাল-১১ মাত্রা

বিভাগ- ৮টি, ছন্দ-২+১+১+২+১+১+১+২, তালি-৮টি, ফাঁক-নেই।

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
১ ২ | ৩ | ৪ | ৫ ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ ১১
ধা তেৎ ধা তিরকিট ধি না তিরকিট তু না ক ত্তা

২৩। পঞ্চ বাহার - ১৪ মাত্রা

বিভাগ- ৬টি, ছন্দ-৩+৩+২+২+২+২, তালি-৪টি, ফাঁক-২টি।

+ ২ ০ ৩ ০ ৪
১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২ | ১৩ ১৪
ধিন্ তেটে তেটে ধাগে কটে তেটে তিন্ তেটে ধাগে ধিন্ ধেৎ তিন্ তেৎ ধিন্

২৪। লক্ষ্মীতাল - ১৮ মাত্রা

বিভাগ- ১৫টি, ছন্দ-১+১+২+১+১+২+১+১+১+১+১+১+১+১+২, তালি-১৫টি, ফাঁক- নেই।

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
১ | ২ | ৩ ৪ | ৫ | ৬ | ৭ ৮ |
ধিননা ধিনধা তিরকিট ধিননা ধিনধা তিরকিট ধাধা তিরকিট

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ ১৮ |
ধাধা তিরকিট ধিন্না ধিন্ধা তিরকিট তুনা কিড়নগ তাগে তা তিরকিট

২৫। সেতারখানি বা আদ্ধা কাওয়ালী - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+ ৩ ০ ১
১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা ধি ন্ ধা ধা ধি ন্ ধা ধা তি ন্ তা তা ধি ন্ -ধা

২৬। ব্রহ্মতাল - ২৮ মাত্রা

বিভাগ- ২৮টি, ছন্দ-২+২+২+২+২+২+২+২+২+২+২+২+২+২,
তালি-১০টি, ফাঁক-৪টি।

+		০		২		৩		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ত্রেক	ধিন্	ধিন্	ধা	ত্রেক	ধিন্
৪		৫		৬		০		৭	
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ধিন্	ধা	তি	তি	তা	তি	তি	না	থুন্	না
৮		৯		১০		০			
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
ক	ত্তা	ধাগে	নাধা	ত্রেক	ধিন্	গদি	গিন্		

২৭। ফরোদস্ত - ১৪ মাত্রা

বিভাগ- ৭টি, ছন্দ-২+২+২+২+২+২+২, তালি-৫টি, ফাঁক-২টি।

+		২		৩		৪		০		৫		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধিন্	ধিন্	ধা	কেটে	তাগ্	ধিন্	ধা	গদি	ইন্	তা	তে	কত্তা	গদি	ঘেনে

২৮। ছন্দ বাহার-১৩ মাত্রা

বিভাগ- ৫টি, ছন্দ-৩+৩+৩+২+২, তালি-৪টি, ফাঁক-১টি।

+			২			০			৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ধা	ধিন্	না	ধিন্	না	না	তা	তিন্	না	ধিন্	না	ধিন্	না

২৯। লাউনী - ৮ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-৪+৪, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+				০			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাগে	ধিন্	ধাগে	ধিন্	নাগে	ধিন্	ধাগে	তেটে

৩০। উল্টো ষষ্ঠী - ৬ মাত্রা

বিভাগ- ২ টি, ছন্দ-৪+২, তালি-২টি, ফাঁক-নেই।

+				২	
১	২	৩	৪	৫	৬
ধাগে	তেটে	ধিন্	না	ধা	তেটে

৩১। ষষ্ঠী - ৬ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-২+৪, তালি-২টি, ফাঁক-নেই।

+		২			
১	২	৩	৪	৫	৬
ধি	না	ধি	ধি	নাগে	তেটে

৩২। রূপকড়া - ৮ মাত্রা

বিভাগ- ৩টি, ছন্দ-৩+২+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-নেই।

+			২		৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধিন্	ধিন্	ধাগে	তিন্	তাগে	ধিন্	ধিন্	তেটে

৩৩। নবতাল-৯ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+২+২+২, তালি-৪টি, ফাঁক-নেই।

+			২		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধা	ধেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে	ধাগে	তেটে

৩৪। একাদশী -১১ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+২+২+৪, তালি-৪টি, ফাঁক-নেই।

+			২		৩		৪			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ধিন্	ধিন্	না	ধিন্	না	ধিন্	না	ধিন্	ধিন্	নাগে	তেটে

৩৫। নব পঞ্চমী -১৮ মাত্রা

বিভাগ- ৫টি, ছন্দ-২+৪+৪+৪+৪, তালি-৫টি, ফাঁক-নেই।

+		২				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	তেরেকেটে	ধিন্	ধা	ধাগে	ধিন্	ধিন্	ধা	ধাগে	তেটে

৪				৫			
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তিন্	তা	কৎ	তাগে	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

৩৬। ঝম্পক - ৫ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-৩+২, তালি-২টি, ফাঁক-নেই।

+				২	
১	২	৩	|	৪	৫
ধি	ধি	না		ধি	না

নজরুলের সৃষ্ট তাল

৩৭। প্রিয়াছন্দ--উত্তরী পদ্ধতিতে ৭ মাত্রা প্রচলিত তিনটি তাল হলো- তেওড়া, রুপক ও পস্তো। পস্তো অবশ্য স্বল্প-পরিচিত তাল। তিনটিরই ছন্দ ৩+২+২=৭ মাত্রা। নজরুলের ৭ মাত্রা বিশিষ্ট "প্রিয়াছন্দ" সম্পূর্ণ আলাদা। এর ছন্দ (২+৩+২)=৭ মাত্রা। গান-"মহুয়া বনে বন পাপিয়া, একেলা ঘুরে নিশি জাগিয়া"।

৩৮। নবনন্দন-২০ মাত্রা

বিভাগ- ৫টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪+৪, তালি-৫টি, ফাঁক-নেই।

+					২					৩				
১	২	৩	৪	|	৫	৬	৭	৮	|	৯	১০	১১	১২	|
ধা	ধিন্	ধাগে	ধিন্		ধা	ধিন্	ধাগে	ধিন্		ত্রেকেটে	ধিন্	ধাধা	ধিন্	

৪					৫			
১৩	১৪	১৫	১৬	|	১৭	১৮	১৯	২০
তা	তিন্	তাগে	তিন্		তেটে	ধিন্	ধাধা	ধিন্

গান-"দেবযানীর মনে"

৩৯। স্বগতা - ১৬ মাত্রার হলেও, প্রচলিত কোন ১৬ মাত্রার তালের সঙ্গে এ তালের ছন্দ মেলেনা। এটি সম্পূর্ণ আলাদা ছন্দের তাল। যেমন, (৩+৫+৪+২+২) =১৬ মাত্রা। গান-"স্বাগতা কণক চম্পা"।

৪০। মন্দাকিনী- এটিও ১৬ মাত্রার ভিন্ন ছন্দের তাল। এর ছন্দ-বিভাগ প্রচলিত তিনতালেরই মতো ৪+৪+৪+৪+=১৬ মাত্রা। গান-"জল ছল ছল এস মন্দাকিনী"।

৪১। মঞ্জুভাষিনী-১৮ মাত্রার তাল। উত্তরী বা হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে ১৮ মাত্রার একটি তাল আছে-মত্ততাল। এর দু'রকম ছন্দ-বিভাগ প্রচলিত। একটি দ্বিমাত্রিক সমবিভাগীয়, অপরটি ৪+২+৪+২+২+৪=১৮ মাত্রার। ভিন্নমতে ২+১+২+১+১+২=৯ মাত্রা। নজরুল-ছন্দ-২+৩+৫+৩+৩+২=১৮ মাত্রা। গান-"আজ ফাগুনে বকুল"।

৪২। মণিমালা-এটি ২০ মাত্রার তাল। ছন্দ-বিভাগ
২+৩+২+৩+২+৩+২+৩=২০ মাত্রা। গান-"মঞ্জুল মধুছন্দা"।

বিস্ময়ের বিষয়, নজরুলোত্তর কালের গীতিকার ও সুরকারদের এই রাগ ও তালের গীত রচনায় উৎসাহ দেখা যায় না। নজরুলসঙ্গীত-শিল্পীরাও বোধ হয় কৃচিৎ নজরুল সৃষ্ট রাগ-তালের গান পরিবেশন করেন।

৪৩। অর্ধঝাঁপ - ৫ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-২+৩, তালি-২টি, ফাঁক-নেই।

+		২		
১	২ |	৩	৪	৫
ধি	না	ধি	ধি	না

৪৪। বিলম্বিত ত্রিতাল - ১৬ মাত্রা (বিলম্বিত গানের জন্য)

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+				২				
১	২	৩	৪ |	৫	৬	৭	৮	|
ধা	তেরেকেটে	ধিন্‌ধিন্	ধাতে	ধা-ধাগে	ধিন্‌ক্রে	ধিন্	ধিন্	

০				৩			
৯	১০	১১	১২ |	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা-ধা-	ধা তিনক্রে	তিন্‌তিন্	তাতেৎ	তাগেত্রেকে	ধিন্‌ক্রে	ধিন্‌ধিন্	ধাতে

'

৪৫। সবারী - ১৬ মাত্রা

বিভাগ- ৫টি, ছন্দ-৪+৪+৪+২+২, তালি-৫টি, ফাঁক-নেই।

+				২				৩				৪		৫	
১	২	৩	৪ |	৫	৬	৭	৮ |	৯	১০	১১	১২ |	১৩	১৪ |	১৫	১৬
ধা	আ	কে	টে	ধু	মা	কে	টে	তা	আ	কে	টে	ধু	মা	কে	টে

৪৬। ইন্দ্রতাল - ১৫ মাত্রা

বিভাগ- ৫টি, ছন্দ-৩+৩+৩+৩+৩, তালি-৫টি, ফাঁক-নেই।

\+ ২ ৩ ৪ ৫

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ | ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫

ধাগে তেটে ধুমাকেটে গদি ঘেনে ধিন্ নাক্ তেটে কতা গদি ঘেনে কেটে তাক্ তাক্

৪৭। সরস্বতী তাল - ১৬ মাত্রা

বিভাগ-৮টি, ছন্দ-২+২+২+২+২+২+২+২, তালি-৫টি, ফাঁক-৩টি।

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫

১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২ | ১৩ ১৪ | ১৫ ১৬

ধা ত্রেক ধেন কধা কৎ ধাগে দি তা কিট ধা গে ধাগে তেটে কত গদি গন

৪৮। অর্জুন তাল - ২০ মাত্রা

বিভাগ-৭টি, ছন্দ-৪+২+৪+২+২+৪+২, তালি-৭টি, ফাঁক-নেই।

+ ২ ৩ ৪

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ |

ধা - তেরে কেটে ধি না ধা - ধি না ধাগে ত্রেকে

৫ ৬ ৭

১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ | ১৯ ২০

ধিন্ - ধা - থু না তেরে কেটে

৪৯। শক্তি তাল - ১০ মাত্রা

বিভাগ-৭টি, ছন্দ- ২+১+২+১+১+১+২, তালি-৭টি, ফাঁক-নেই।

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ ২ | ৩ | ৪ ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ ১০

ধা - ধিন ধা - ধিন ধাগে ত্রেকে থুন -

৫০। কন্দর্প তাল - ৯ মাত্রা

বিভাগ-৯টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৫টি, ফাঁক-৪টি।

+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৫

১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯

ধাঘেনে নাগধা ঘেনেনাগ ঘেনেনাগ ধাধা ঘেনেনাগ ধাধা ঘেনেনাগ ঘেনেনাগ

৫১। কুল তাল - ৯ মাত্রা

বিভাগ-৩টি, ছন্দ-২+৪+৩, তালি-২টি, ফাঁক-১টি।

+ ২ ০

১ ২ | ৩ ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯

ধিন - ধা ধা ধিন্ - তা তিন -

৫২। জয়মঙ্গল তাল - ৮ মাত্রা

বিভাগ-৮টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৫টি, ফাঁক-৩টি।

+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫

১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮

তাগে তেটে ধিন নাক কেটে তাক ধিন নাক

৫৩। ছোট লোফা - ৬ মাত্রা

বিভাগ-২টি, ছন্দ-৩+৩, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+			০		
১	২	৩ |	৪	৫	৬
ধিন্	-	তা	-	ধি	ধা

৫৪। চক্রতাল - ৫ মাত্রা

বিভাগ-২টি, ছন্দ-২+৩, তালি-২টি, ফাঁক-নেই।

+		২		
১	২ |	৩	৪	৫
ধা	ধিন	ধাগে	ত্রেকেট	ধিন

৫৫। করালমঞ্চ তাল - ৫ মাত্রা

বিভাগ-৩টি, ছন্দ-১+২+২, তালি-৩টি, ফাঁক-নেই।

+ |	২		৩	
১ |	২	৩ |	৪	৫
ধা	ধিন	-	ধা	ত্রেকে

৫৬। নিঃসারক তাল - ৪ মাত্রা

বিভাগ-২টি, ছন্দ-২+২, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+		০	
১	২ |	৩	৪
ধাধেনে	কেটেতাক	গদ্দি	ঘেড়েনাগ

৫৭। কাশ্মীরী খেমটা - ৬ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-৩+৩, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+			০		
১	২	৩ |	৪	৫	৬
ধি	গ্	না	ধা	তি	না

৫৮। ছেপ্কা - ৮ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-৪+৪, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+				০			
১	২	৩	৪ |	৫	৬	৭	৮
ধিক্	নাতে	কেটে	তাগ্	তিক্	নাতে	কেটে	তাগ্

৫৯। পট তাল- ৮ মাত্রা

বিভাগ- ২টি, ছন্দ-৪+৪, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+					০			
১	২	৩	৪	|	৫	৬	৭	৮
ধা	গে	ধা	গে		দিন্	তা	ক	তা

৬০। আড় খেম্‌টা - ১২ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৩+৩+৩+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+				২				০				৩		
১	২	৩	|	৪	৫	৬	|	৭	৮	৯	|	১০	১১	১২
ধা	তেটে	ধিন্		ধা	ধা	ধিন্		তা	তেটে	তিন্		তা	তা	তিন্

৬১। শিখর - ১৭ মাত্রা

বিভাগ- ৪টি, ছন্দ-৬+৬+২+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+							০						
১	২	৩	৪	৫	৬	|	৭	৮	৯	১০	১১	১২	|
ধা	তেরেকেটে	ধিন্	নাক	থুন	না		ধিন্	নাক	ধুম	কেটে	তাক	ধেৎ	

২			৩		
১৩	১৪	|	১৫	১৬	১৭
তা	তেটে		কতা	গদি	ঘেনে

৬২। সুদর্শন - ২০ মাত্রা

বিভাগ- ৭টি, ছন্দ-২+২+২+২+২+২+৮, তালি-৭টি, ফাঁক-নেই।

+			২			৩			৪			৫		
১	২	|	৩	৪	|	৫	৬	|	৭	৮	|	৯	১০	|
ধা	আ		কে	টে		তা	ক		ধু	মা		কে	টে	

৬			৭							
১১	১২	|	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
তা	ক		ধি	না	তা	আ	গ	দি	ঘে	নে

৬৩। মহেশ - ৯ মাত্রা

বিভাগ- ৩টি, ছন্দ-৪+২+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-নেই।

+					২			৩		
১	২	৩	৪	|	৫	৬	|	৭	৮	৯
ধা	ধেটে	ধেটে	ধা		তেটে	কতা		গদি	ঘেনে	তা

৬৪। ছোট ঠুংরী বা গজল অঙ্গের তাল

ঠুংরী বা অর্দ্ধ ধুমালী ৪ মাত্রার তাল

বিভাগ-২, ছন্দ- ২+২, তালি-১টি, ফাঁক-১টি।

+		০	
১	২	৩	৪
ধা	ধিন্	না	তিন্

৬৫। আড় ঠেকা - ১৬ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-৪+৪+৪+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	-া	ধা	গি	-া	ঘি	তা	-া	কি	-া	তা	গি	-া	ঘি	ধা	-া

৬৬। একতাল (বিলম্বিত লয়)

একতালের ১২ মাত্রার প্রতিটি মাত্রাকে ৪ ভাগে ভাগ করে অর্থাৎ

(১২ মাত্রা × ৪ = ৪৮ ভাগ হিসেবে) বোলসহ দেখানো হলো।

	+			
১।	ধিন্	ইন্	ইন্	তেটে
২।	ধিন্	ইন্	ইন্	তেটে
৩।	ধা	আ	ধা	ধাগে
৪।	তে	রে	কে	টে
৫।	থুন্	উন্	উন্	তেটে
৬।	না	আ	না	নানা
৭।	কৎ	আ	আ	তেটে
৮।	তা	আ	আ	তেটে
৯।	ধা	আ	ধা	ধাগে
১০।	তে	রে	কে	টে
১১।	ধিন্	ইন্	ইন্	তেটে
১২।	ধিন্	ইন্	ধিন্	ধাধা

৬৭। শূল - ১০ মাত্রা

বিভাগ-৫টি, ছন্দ-২+২+২+২+২, তালি-৩টি, ফাঁক-২টি।

+		০		২		৩		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ঘেড়ে	নাগ	দি	ঘেড়ে	নাগ	গ	দ্দি	ঘেড়ে	নাগ

৬৮ । উপরাল - ৮ মাত্রা

বিভাগ-২টি, ছন্দ-৪+৪, তালি-১টি, ফাঁক-১টি ।

+				০			
১	২	৩	৪ |	৫	৬	৭	৮
তা	তা	কেনে	কাৎ	ধা	ঘেনে	তেরেকেট	ঘেনে

৬৯ । ভরতঙ্গা - ১২ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-৩+৩+৩+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+			২			০			৩		
১	২	৩ |	৪	৫	৬ |	৭	৮	৯ |	১০	১১	১২
ঘে	নে	না	গে	ধে	নে	কে	ট	তা	গে	ধে	নে

৭০ । ধুমালী - ৮ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+২+২+২, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি ।

+		২		০		৩	
১	২ |	৩	৪ |	৫	৬ |	৭	৮
ধা	ধিন্	ধা	তিন্	না	ধিন্	ধাগে	তেরকেট

৭১ । বীরপঞ্চ - ১৬ মাত্রা

বিভাগ-৮টি,ছন্দ-২+২+২+২+২+২+২+২, তালি-৫টি, ফাঁক-৩টি ।

+		০		২		৩	
১	২ |	৩	৪ |	৫	৬ |	৭	৮ |
ধাগেৎ	-ধা	ধিন্	ঘেনে	তেরে	কেটে	থুন্না	তেটে
০		৪		০		৫	
৯	১০ |	১১	১২ |	১৩	১৪ |	১৫	১৬
ত্রেনধেৎ	-ধা	গিন	ধা	কতা	কতা	গদি	ঘেনে

৭২ । বসন্ত - ৯ মাত্রা

বিভাগ-৯টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৬টি, ফাঁক-৩টি ।

+	২	৩	৪	০	৫	০	৬	০
১ |	২ |	৩ |	৪ |	৫ |	৬ |	৭ |	৮ |	৯
ধা	দেৎ	দেৎ	থুন্	না	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে

৭৩। ঝম্পা - ১০ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+৩+২+৩, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+		২			০		৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন	-	ধা	গে	তিন্	তেটে	ধা	তেটে	কতা	গদি

৭৪। মণি - ১১ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-৩+২+৩+৩, তালি-৪টি, ফাঁক-নেই।

+			২		৩			৪		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ধা	ধি	টে	কে	টে	ধা	কে	টে	তা	কে	টে

৭৫। কুম্ভ - ১১ মাত্রা

বিভাগ-১১টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৮টি, ফাঁক-৩টি।

+	০	২	৩	৪	০	৫	৬	৭	৮	০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ধি	না	তেটে	কতা	ধি	না	তাক	তেটে	কতা	গদি	গন

৭৬। বিক্রম - ১২ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+৩+৩+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+		২			০			৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	-	ধি	তা	-	ক	-	ত্তা	তিট	কৎ	গদি	গন

৭৭। যতি শেখর - ১৫ মাত্রা

বিভাগ-১০টি, ছন্দ-১+২+২+১+১+২+১+১+১+৩, তালি-১০টি, ফাঁক-নেই।

+	২		৩		৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধা	তেৎ	ধিন্	না	ত্রক	ধিন	ধিন	না	তেৎ	ধাগে	নধা	ত্রক	ধিনা	গদি	ঘেনে

৭৮। চিত্রা - ১৫ মাত্রা

বিভাগ-৫টি, ছন্দ-২+৩+৪+৪+২, তালি-৩টি, ফাঁক-২টি।

+		২			০				৩				০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধি	না	ধি	ধি	না	থুন	না	কৎ	তা	তেরেকেটে	ধি	না	ধি	ধি	না

৭৯। বিষ্ণুতাল - ১৭ মাত্রা

বিভাগ-৫টি, ছন্দ- ২+৩+৪+৪+৪, তালি-৪টি, ফাঁক-১টি।

+		২			৩				৪				০			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ধিন্	না	ধিন্	ধিন্	না	ধিন্	এক	ধি	না	ধিন্	ধিন্	না	ধিন্	ধি	না	ধি	না

৮০। সওয়ারী - ১৫ মাত্রা

বিভাগ-৭টি, ছন্দ-৩+২+২+২+২+২+২, তালি-৪টি, ফাঁক-৩টি।

+			২		০		৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধিন্‌তা	কধিন	তাক	কৎ	থুনা	তেটে	থুনা	ধা	থুনা

০		৪		০	
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
তেরেকেটেতাক	থুনা	কেটে	ধাধি	ধিধা	তেরেকেটেতাক

৮১। মোহন - ১২ মাত্রা

বিভাগ-১২টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৭টি, ফাঁক-৫টি।

+	২	০	৩	০	৪
১	২	৩	৪	৫	৬
কৎতেটে	ধেৎতা	ধিন্‌ধা	ধেটেতা	ধিনধা	ধেটেতা

০	৫	৬	০	৭	০
৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধেটেধা	ধেটেধা	তাধা	দিনতাক	তেরেকেটতাতা	গদিঘেনে

৮২। রাশ - ১২ মাত্রা

বিভাগ-১২টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১,তালি-৮টি, ফাঁক-৪টি।

+	০	২	৩	০	৪
১	২	৩	৪	৫	৬
কৎধেটেধা	কতাঘেনে	কতাকতাকতা	ধুমাকেটে	গদিঘেনে	তেরেকেটতাতা

৫	৬	০	৭	৮	০
৭	৮	৯	১০	১১	১২
গদিঘেনে	তাধা	নেধা	তাকেটে	তাধা	ধিনতা

৮৩। লীলা বিলাস - ১৮ মাত্রা

বিভাগ-৫টি, ছন্দ- ৪+২+৪+৪+৪, তালি-৪টি, ফাঁক-১টি।

+				২		৩				০				৪			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ধা	ধি-	ন	ধা	ধিন	ধা	ধা	তি	ন	ক	না	তি-	ন	তা	তা	ধি-	ন	ধা

৮৪। খামশা - ৮ মাত্রা

বিভাগ-৮টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৫টি, ফাঁক-৩টি।

+	০	২	৩	০	৪	৫	০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কৎতেটে	ধাধা	ধিন্তা	ক্রেন্ধাতেটে	ধাধা	ধিন্তা	কৎধা	দিনতা

৮৫। সাস্তি - ১০ মাত্রা

বিভাগ-১০টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৭টি, ফাঁক-৩টি।

+	০	২	৩	০	৪
১	২	৩	৪	৫	৬
কৎতেটে	ধাগদ্দি	ঘেনেনাক	গদ্দি	ধেনেতাগ	তাতেটেধা

৫	৬	৭	০
৭	৮	৯	১০
ধেনেতেটে	ধেটেতেটে	ধাগতেটে	গদিঘেনে

৮৬। ত্রিপুট তাল - ৮ মাত্রা

বিভাগ-৩টি, ছন্দ-৪+২+২, তালি-২টি, ফাঁক-১টি।

+				০		২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধিন্	তেন	-	তা	ঝিৎ	তা	ধেন	তা

৮৭। কৈদ ফোরদস্ত - ১৯ মাত্রা

বিভাগ-৭টি,ছন্দ-৩+৩+২+২+২+৩+৪, তালি-৬টি, ফাঁক-১টি।

+			০			২		৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন্	ধিন্	ধাগে	থুন্	না	কেটে	ধেৎ	তা	কৎ	তা

৪		৫			৬			
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
ধাগে	তেরেকেটে	তাগে	নেতা	ঘেনে	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে

৮৮। নন্দন তাল - ৮ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+২+২+২, তালি-২টি, ফাঁক-২টি।

+		০		২		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গেদ্দা	-ঘি	নেদা	ঘি	গেদ্দা	-গি	নেতা	ঘি

৮৯। গনেশ - ২১ মাত্রা

বিভাগ-১০টি, ছন্দ-৪+১+৪+১+১+৪+১+১+১+৩, তালি-১০টি, ফাঁক-নেই।

+			২	৩				৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দেন	তা	কৎ	তাগে	ধা	দেন	তা	কৎ

৫	৬				৭	৮	৯	১০		
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
তিট	তা	ধাগে	দেন	তা	থুন	না	তিট	কতা	গদি	গেন

৯০। দোবাহার - ১৩ মাত্রা

বিভাগ-১৩টি,ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৯টি,ফাঁক-৪টি।

+	০	২	৩	৪	০	৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধাকেটে	তেৎধা	ঘেনেনাক	গদিঘেনে	তাধা	দিনতা	ত্রেকেটেতাক

০	৬	৭	৮	৯	০
৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ত্রেকেটেতাক	তেৎধাগে	ধিনতাক	ধিতাগে	কতাকতা	গদিঘেনে

৯১। ব্রহ্মযোগ - ১৭ মাত্রা

বিভাগ-১৭টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১+১,
তালি-১২টি, ফাঁক-৫টি।

+	০	২	০	৩	৪	৫	৬	০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কৎ	তেরে	কেটে	ধাগে	ধাতা	কেটেধাগে	তাগতেরে	কেটেধাগ	ধা

৭	৮	৯	১০	০	১১	১২	০
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
তেরেকেটতাক	তাকতেরে	কেটেতাক	কতাঘেনে	ধাগদেৎ	কধেন	তা	কৎ

৯২। ঝাতি তাল - ৮ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+২+২+২, তালি-২টি, ফাঁক-২টি।

+			০			২			০	
১	২	|	৩	৪	|	৫	৬	|	৭	৮
ধিন্	-তা		-	ধি		-	ধা		গে	ধা

৯৩। লঘু শেখর - ৭ মাত্রা

বিভাগ-২টি, ছন্দ-৪+৩, তালি-২টি, ফাঁক-নেই।

+					২		
১	২	৩	৪	|	৫	৬	৭
ধিন্	ধিন্	ধা	ত্রেকে		ধিন্	ধিন্	না

৯৪। ঝুলুম - ৬ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+১+১+২, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+			২		০		৩	
১	২	|	৩	|	৪	|	৫	৬
ধাক্রে	ধে		ধাগেনা		তাক্রে		তে	তাকেনা

৯৫। খয়েরা তাল - ৬ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+১+১+২, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+			২		০		৩	
১	২	|	৩	|	৪	|	৫	৬
ধেনে	ধেনে		ধাগে		ধাগে		তেনে	তাগে

৯৬। হংসতাল - ১১ মাত্রা

বিভাগ-৪টি, ছন্দ-২+৩+২+৪, তালি-৩টি, ফাঁক-১টি।

+			২				০			৩			
১	২	|	৩	৪	৫	|	৬	৭	|	৮	৯	১০	১১
ধিন্	না		ধিন্	ধিন্	ধাগে		তিন	না		ধিন	ধিন	ধাগে	তেরেকেটে

৯৭। জগপাল - ১১ মাত্রা

বিভাগ-৫টি, ছন্দ-২+৩+২+২+২, তালি-৪টি, ফাঁক-১টি।

+			০				২			৩			৪	
১	২	|	৩	৪	৫	|	৬	৭	|	৮	৯	|	১০	১১
ধা	ধিন		নক	থুন	না		ধুম	কেটে		তেটে	কতা		গদি	ঘেনে

৯৮। শঙ্কর তাল - ১১ মাত্রা

বিভাগ-৮টি, ছন্দ-১+২+১+১+২+১+১+২, তালি-৮টি, ফাঁক-নেই।

+	২		৩	৪	৬		৭	৮		
১ |	২	৩ |	৪ |	৫ |	৬	৭ |	৮ |	৯ |	১০	১১
ধা	ধিন	-	ধা	ধা	ধিন	-	ধা	ঘেনে	ধাগে	তেটে

৯৯। কুন্ডল তাল - ১০ মাত্রা

বিভাগ-১০টি, ছন্দ-১+১+১+১+১+১+১+১+১+১, তালি-৬টি, ফাঁক-৪টি।

+	২	০	৩	০	৪
১ |	২ |	৩ |	৪ |	৫ |	৬ |
তেটেকতা	গদিঘেনে	ধাঘেনে	তেটেতেটে	গদিঘেনে	ঘেনেনাগ

০	৫	৬	০
৭ |	৮ |	৯ |	১০
কেটেতা	ঘেনেনাগ	দীঘেনে	ঘেনেনাগ

১০০। শঙ্খতাল - ১০ মাত্রা

বিভাগ-৫টি, ছন্দ-১+১+৪+১+৩, তালি-৫টি, ফাঁক-নেই।

+	২	৩				৪	৫		
১ |	২ |	৩	৪	৫	৬ |	৭ |	৮	৯	১০
ধিন	ধিন	ধা	ত্রেকে	থুন	না	ধিন	ধাগে	ত্রেকে	থুনা

বিভিন্ন তালের মধ্যে তুলনা

১। দাদ্‌রা - কাহারবা

দাদ্‌রা	কাহারবা
১। ৬ মাত্রার তাল।	১। ৮ মাত্রার তাল।
২। ১টি তালি এবং ১টি ফাঁক।	২। ১টি তালি এবং ১টি ফাঁক।
৩। ৪র্থ মাত্রায় ফাঁক।	৩। ৫ম মাত্রায় ফাঁক।
৪। ৩।৩ করে ২টি বিভাগ।	৪। ৪।৪ করে ২টি বিভাগ।
৫। দাদ্‌রা তালে বিশেষ এক শ্রেণীর গানকে 'দাদ্‌রা' বলা হয়।	৫। কাহারবা তালে 'দাদ্‌রা'র মত কোন বিশেষ শ্রেণীর গান নেই।
৬। শাস্ত্রীয় অপেক্ষা লঘু সঙ্গীতে বেশী ব্যবহৃত হয়।	৬। লঘু সঙ্গীতের তাল।

২। একতাল - চৌতাল

সমতাঃ ক) মাত্রা সংখ্যা-১২; খ) চারটি তালি এবং দুইটি ফাঁক; গ) প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা; ঘ) বিভাগ ছয়টি এবং ঙ) ১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্রায় (১ম, ৩য় ৫ম ও ৬ষ্ঠ বিভাগে) তালি এবং ৩য় ও ৭ম মাত্রায় (২য় ও ৪র্থ বিভাগে) খালি।

বিভিন্নতা

একতাল	চৌতাল
১। মতান্তরে প্রতি বিভাগে ৩টি করে মাত্রা ও চারটি বিভাগ।	১। বিভাগ নিয়ে কোন মতান্তর নেই।
২। বিলম্বিত এবং দ্রুত- এই দুই লয়ে প্রযোজ্য।	২। বিলম্বিত ও মধ্য লয়ে প্রযোজ্য।
৩। তবলার তাল।	৩। পাখোয়াজের তাল, তবে তবলাতেও বাজান হয়।
৪। মূলতঃ খেয়াল এবং বাংলা গানে প্রয়োগ করা হয়।	৪। মূলতঃ ধ্রুপদ এবং ধ্রুপদাঙ্গ বাংলা গানে প্রয়োগ করা হয়।
৫। প্রচলন বেশী।	৫। একতাল অপেক্ষা কম প্রচলিত।
৬। চঞ্চল প্রকৃতির তাল।	৬। গম্ভীর প্রকৃতির তাল।

৩। কাহারবা-খেমটা

সমতাঃ ক) উভয় তালেই একটি ফাঁক।

বিভিন্নতা

কাহারবা	খেমটা
১। আট মাত্রার তাল।	১। বার মাত্রার তাল।
২। প্রতি বিভাগে চারটি করে মাত্রা।	২। প্রতি বিভাগে তিনটি করে মাত্রা।
৩। দুইটি বিভাগ।	৩। চারটি বিভাগ।
৪। একটি তালি।	৪। তিনটি তালি।
৫। মতান্তরে নেই।	৫। মতান্তরে নয় মাত্রার খেমটার উল্লেখ পাওয়া যায়।
৬। প্রচলিত তাল।	৬। অপ্রচলিত তাল।

৪। ত্রিতাল- তিলোয়ারা

সমতাঃ ক) মাত্রাসংখ্যা ১৬; খ) প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা নিয়ে মোট ৪টি বিভাগ; গ) ৩টি তালি এবং ১টি ফাঁক; ১ম, ২য় ও ৪র্থ বিভাগে তালি এবং ৩য় বিভাগে ফাঁক; ঙ) মাত্রাসংখ্যা, বিভাগ, তালি ও ফাঁক নিয়ে কোন মতান্তর নেই।

বিভিন্নতা

ত্রিতাল	তিলোয়ারা
১। ঠেকা নিয়ে মতভেদ নেই।	১। ঠেকা নিয়ে মতান্তর আছে।
২। ঠেকায় কোন আড়ি নেই।	২। মতান্তরে ঠেকায় আড়ি আছে।
৩। মধ্য এবং দ্রুত লয়ে প্রযোজ্য।	৩। বিলম্বিত লয়ে প্রযোজ্য।
৪। বহুল প্রচলিত তাল।	৪। ত্রিতাল অপেক্ষা কম প্রচলিত।
৫। সকল প্রকার গান প্রযোজ্য।	৫।কেবলমাত্র বিলম্বিত খেয়ালে প্রযোজ্য।

৫। সুরফাঁক তাল - ঝাঁপতাল

সমতাঃ ক) মাত্রাসংখ্যা ১০; খ) ৩টি খালি; গ) ১ম এবং ৩য় বিভাগে ২টি করে মাত্রা এবং ঘ) উভয়েই শাস্ত্রীয় তাল।

বিভিন্নতা

সুরফাঁকতাল	ঝাঁপতাল
১। ৫টি বিভাগ।	১। ৪টি বিভাগ।
২। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা,৫টি বিভাগ।	২। ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা।
৩। মতান্তরে ৪ ।২ ।৪ করে ৩টি বিভাগ।	৩। বিভাগ নিয়ে মতান্তর নেই।
৪। দুইটি ফাঁক।	৪। ১টি ফাঁক।
৫। ১ম, ৫ম ও ৭ম মাত্রায় তালি।	৫। অন্য কোনও নাম নেই।
৬। 'সূলতাল' নামেও পরিচিত।	

৬। দাদ্‌রা - লোফা

সমতাঃ ক) উভয় তালেই একটি মাত্র ফাঁক।

বিভিন্নতা

দাদ্‌রা	লোফা
১। ছয় মাত্রার তাল।	১। আট মাত্রার তাল।
২। দুইটি বিভাগ।	২। চারটি বিভাগ।
৩। প্রতি বিভাগে তিন মাত্রা।	৩। প্রতি বিভাগে দুইটি মাত্রা।
৪। একটি তালি একটি ফাঁক।	৪। তিনটি তালি একটি ফাঁক।
৫। শাস্ত্রীয় তাল।	৫। কীর্তনাঙ্গ তাল।
৬। সকল প্রকার গানেই প্রযোজ্য।	৬। কেবল মাত্র কীর্তন গানে প্রযোজ্য।

৭। ঝাঁপতাল - একতাল

সমতাঃ ক) উভয়েই শাস্ত্রীয় তাল; খ) উভয় তালের প্রথম বিভাগে দুইটি মাত্রা এবং গ) উভয় তালই সমমাত্রিক।

বিভিন্নতা

ঝাঁপতাল	একতাল
১। ১০ মাত্রার তাল।	১। ১২ মাত্রার তাল।
২। ৩টি তালি ও ১টি ফাঁক।	২। ৪টি তালি, ২টি ফাঁক।
৩। ২। ৩। ২। ৩ করে ৪টি বিভাগ।	৩। ৬টি বিভাগে প্রতি বিভাগেই ২ মাত্রা।
৪। ৩য় মাত্রায় ২য় তালি এবং ৮ম মাত্রায় ৩য় তালি।	৪। ৫ম মাত্রায় ২য় তালি এবং ৯ম মাত্রায় ৩য় তালি।
৫। ১টি ফাঁক ৬ষ্ঠ মাত্রায়।	৫। ২টি ফাঁক ৩য় ও ৭ম মাত্রায়।
৬। ১ম ও ২য় তালির পর ফাঁক।	৬। ১ম তালির পর ১ম ফাঁক এবং ২য় তালির পরে ২য় ফাঁক।

৮। তেওড়া - রূপক

সমতাঃ ক) উভয় তালের মাত্রাসংখ্যা ৭; খ) ২টি তালেই ৩।২।২ করে ৩টি বিভাগ; গ) উভয়েই ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ মাত্রার তালি আছে এবং ঘ) দুইটিই শাস্ত্রীয় তাল।

বিভিন্নতা

তেওড়া	রূপক
১। ১ম মাত্রায় সম।	১। ১ম মাত্রায় ফাঁক।
২। ২য় ও ৩য় বিভাগে যথাক্রমে ২য় ও ৩য় তালি।	২। ২য় ও ৩য় বিভাগে যথাক্রমে ১ম ও ২য় তালি।
৩। সাধারণতঃ মধ্যলয় বাজে।	৩। তেওড়া অপেক্ষা গতি শ্লথ।
৪। প্রচলন বেশি।	৪। প্রচলন কম।
৫। ৩টি বিভাগে ৩টি তালি।	৫। ৩টি বিভাগে ২টি তালি এবং ১টি ফাঁক।

৯। ধামার - তেওড়া

ধামার	তেওড়া
১। ১৪ মাত্রার তাল।	১। ৭ মাত্রার তাল।
২। ৫। ২। ৩। ৪ করে ৪টি বিভাগ।	২। ৩। ২। ২ করে ৩টি বিভাগ।
৩। ৩টি তালি এবং ১টি ফাঁক।	৩। ৩টি তালি এবং ফাঁক নেই।
৪। ধামারের প্রকারভেদ আছে।	৪। তেওড়ার প্রকারভেদ আছে।
৫। মূলতঃ শাস্ত্রীয় হোলী সম্বন্ধীয় গানে প্রযোজ্য।	৫। সকল প্রকার গানেই প্রযোজ্য।
৬। ২য় এবং ৩য় তালি ৬ষ্ঠ ও ১১ম মাত্রায়।	৬। ২য় এবং ৩য় তালি ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায়।

১০। কাহারবা - রূপকড়া

কাহারবা	রূপকড়া
১। ৮ মাত্রার তাল।	১। ৮ মাত্রার তাল।
২। ২টি বিভাগ।	২। ৩টি বিভাগ।
৩। প্রতিটি বিভাগের ৪টি মাত্রা(৪+৪)।	৩। ১ম এবং ৩য় বিভাগে ৩টি, ২য় বিভাগে ২টি মাত্রা(৩+২+৩)।
৪। ১টি তালি এবং ১টি ফাঁক।	৪। ৩টি তালি এবং ফাঁক নেই।
৫। হিন্দুস্থানী তাল।	৫। কর্ণাটকী মতম্(তিস্রম)'এর অনুরূপ রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল।
৬। বিভিন্ন শ্রেণীর গানে বহুল প্রচলিত।	৬। একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রয়োগ হয়।

১১। নবপঞ্চ - নবতাল

নবপঞ্চ	নবতাল
১। রাবীন্দ্রিক তাল।	১। রাবীন্দ্রিক তাল।
২। মাত্রা সংখ্যা-১৮।	২। মাত্রা সংখ্যা-৯।
৩। বিভাগ ৫টি।	৩। বিভাগ ৪টি।
৪। ৫টি তালি, ফাঁক নেই।	৪। ৪টি তালি, ফাঁক নেই।
৬। কর্ণাটকী সিংহ্ তালের অনুরূপ।	৫। কর্ণাটকী ত্রিপুট(খন্ডম্) তালের অনুরূপ।
৭। ১ম বিভাগে ২টি এবং অন্যান্য বিভাগে ৪টি করে মাত্রা।	৬। ১ম বিভাগে ৩টি এবং অন্যান্য বিভাগে ২টি করে মাত্রা।
৮। প্রথম ৪টি তালি যথাক্রমে ১,৩,৭ ও ১১ মাত্রায়।	৭। প্রথম ৪টি তালি যথাক্রমে-১,৪,৬,ও ৮ মাত্রায়।

১২। ধামার -একাদশী

ধামার	একাদশী
১। ১৪ মাত্রার তাল।	১। ১১ মাত্রার তাল।
২। বিভাগ ৪টি-৫। ২। ৩। ৪।	২। বিভাগ ৪টি-৩। ২। ২। ৪।
৩। ৩টি তালি, ১টি ফাঁক।	৩। ৪টি তালি, ফাঁক নেই।
৪। ধামারের প্রকার ভেদ আছে।	৪। একাদশীর প্রকার ভেদ নেই।
৫। শাস্ত্রীয় হোলী সম্বন্ধীয় গানে প্রযোজ্য	৫। একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রযোজ্য।
৬। ২য় ও ৩য় তালি ৬ষ্ঠ ও ১১ মাত্রায়।	৬। ২য় ও ৩য় তালি ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায়।

১৩। অর্ধঝাঁপ - ঝাঁপতাল

অর্ধঝাঁপ	ঝাঁপতাল
১। ৫ মাত্রার তাল।	১। ১০ মাত্রার তাল।
২। ২। ৩ করে ২টি বিভাগ।	২। ২। ৩। ২। ৩ করে ৪টি বিভাগ।
৩। ২টি বিভাগে ২টি তালি।	৩। ৪টি বিভাগে ১ম ২য় ও ৪র্থ বিভাগে তালি।
৪। ফাঁক নেই।	৪। তৃতীয় বিভাগে ১টি ফাঁক।
৫। রাবীন্দ্রিক তাল।	৫। শাস্ত্রীয় তাল।
৬। একমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রযোজ্য।	৬। সকল প্রকার গানে প্রযোজ্য।

১৪। একতাল - খেমটা

একতাল	খেমটা
১। মাত্রা সংখ্যা-১২।	১। মাত্রা সংখ্যা-১২।
২। বিভাগ- ৬টি (২।২।২।২।২।২) বা বিভাগ- ৪টি(৩+৩+৩+৩)।	২। বিভাগ সংখ্যা-৪টি (৩।৩।৩।৩)
৩। বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে।	৩। বিভাগ নিয়ে মতান্তর নেই।
৪। মাত্রা সংখ্যা নিয়ে মতান্তর নেই।	৪। মাত্রা সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে।
৫। ৪টি তালি এবং ২টি ফাঁক।	৫। ৩টি তালি এবং ১টি ফাঁক।
৬। গম্ভীর প্রকৃতির তাল।	৬। চঞ্চল প্রকৃতির তাল।
৭। একতালের কোনও প্রকারভেদ নেই।	৭। খেমটার প্রকারভেদ আছে।

১৫। ঝাঁপতাল - একাদশী

ঝাঁপতাল	একাদশী
১। ১০ মাত্রার তাল।	১। ১১ মাত্রার তাল।
২। বিভাগ ৪টি-(২ ।৩ ।২ ।৩)।	২। বিভাগ ৪টি-(৩ ।২ ।২ ।৪)।
৩। ফাঁক আছে(৬ষ্ঠ মাত্রায়)।	৩। ফাঁক নেই।
৪। ২য় ও ৩য় তালি ৩য় ও ৮ম মাত্রায়।	৪। ২য় ও ৩য় তালি ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায়।
৫। শাস্ত্রীয় তাল।	৫। রাবীন্দ্রিক তাল।

১৬। দাদ্‌রা - ষষ্ঠী

দাদ্‌রা	ষষ্ঠী
১। ৬ মাত্রার তাল।	১। ৬ মাত্রার তাল।
২। ২টি বিভাগ।	২। ২টি বিভাগ।
৩। প্রতি বিভাগে ৩টি মাত্রা (৩। ৩)।	৩। ১ম বিভাগে ২টি এবং ২য় বিভাগে ৪টি মাত্রা (২। ৪)।
৪। ১টি তালি এবং ১টি ফাঁক।	৪। ২টি তালি, ফাঁক নেই।
৫। হিন্দুস্থানী তাল।	৫। কর্ণাটকী রূপকের অনুরূপ রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল।
৬। বিভিন্ন শ্রেণীর গানে বহুল প্রয়োগ হয়।	৬। একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতেই প্রয়োগ হয়।

১৭। ঝম্পক - অর্ধঝাঁপ

ঝম্পক	অর্ধঝাঁপ
১। ৫টি মাত্রার তাল।	১। ৫টি মাত্রার তাল।
২। ৩ ।২ করে ২টি বিভাগ।	২। ২টি বিভাগ (২ ।৩)।
৩। ৪ মাত্রায় ২য় তালি।	৩। ৩য় মাত্রায় ২য় তালি।
৪। রাবীন্দ্রিক তাল।	৪। রাবীন্দ্রিক তাল।
৫। ফাঁক নেই।	৫। ফাঁক নেই।

১৮। নবতাল - একাদশী

নবতাল	একাদশী
১। মাত্রা সংখ্যা-৯।	১। মাত্রা সংখ্যা-১১।
২। বিভাগ-৩।২।২।২।	২। বিভাগ-৩।২।২।৪।
৩। তালি ১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম মাত্রায়।	৩। তালি ১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম মাত্রায়।
৪। রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল।	৪। রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল।
৫। কর্ণাটকী ত্রিপুট খন্ডম্ তালের অনুরূপ।	৫। প্রাচীন মণিতালের অনুরূপ।

১৯। আড়াচৌতাল - ধামার

আড়াচৌতাল	ধামার
১। মাত্রা সংখ্যা-১৪, বিভাগ ৭টি এবং প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা।	১। মাত্রা সংখ্যা-১৪, বিভাগ ৪টি এবং প্রতি বিভাগে মাত্রা সংখ্যা-৫।২।৩।৪।
২। ৪টি তালি এবং ৩টি ফাঁক।	২। ৪টি তালি এবং ১টি ফাঁক।
৩। পৃথক কোন ছন্দ বিভাগ পাওয়া যায় না।	৩। রাবীন্দ্রিক ধামারের ছন্দ বিভাগ হচ্ছে- ৩।২।২।৩।৪।
৪। বিশেষ কোন গীতের তাল নয়।	৪। ধামার গান বা হোলী গানেই এই তাল ব্যবহৃত হয়।

২০। ধামার - সুরফাঁকতাল

ধামার	সুরফাঁকতাল
১। ১৪ মাত্রার তাল।	১। ১০ মাত্রার তাল।
২। তাল বিভাগ নিম্নোক্ত রুপঃ ৫+২+৩+৪	২। তাল বিভাগ নিম্নোক্ত রুপঃ ২+২+২+২+২
৩। ৩টি তালি ও ১টি ফাঁক।	৩। ৩টি তালি ও ২টি ফাঁক।
৪। তাল চিহ্ন নিম্নোক্ত রুপঃ + ২ ০ ৩।	৪। তাল চিহ্ন নিম্নোক্ত রুপঃ + ০ ২ ৩ ০।
৫। একটি মাত্র নামেই পরিচিত।	৫। সুলতান নামেও পরিচিত।

২১। দীপচন্দী - ধামার

দীপচন্দী	ধামার
১। এই তালের ১৪টি মাত্রা।	১। এই তালেরও ১৪টি মাত্রা।
২। ইহার ৪টি বিভাগ।	২। ইহারও ৪টি বিভাগ।
৩। ইহার ৪টি বিভাগে যথাক্রমে ৩।৪।৩।৪ মাত্রা আছে।	৩। ইহার ৪টি বিভাগে যথাক্রমে ৫।২।৩।৪ মাত্রা আছে।
৪। ইহার ৩টি তালি ও ১টি ফাঁক।	৪। ইহারও ৩টি তালি ও ১টি ফাঁক।
৫। ইহার ১ম, ৪র্থ, ১১শ মাত্রায় তালি ও ৮ম মাত্রায় ফাঁক।	৫। ইহার ১ম, ৬ষ্ঠ, ১১শ মাত্রায় তালি ও ৮ম মাত্রায় ফাঁক।
৬। ইহা বিষমপদী তাল।	৬। ইহাও বিষমপদী তাল।
৭। ইহা তবলার বাজ।	৭। ইহা পাখোয়াজের বাজ।
৮। সাধারণত ঠুমরী, হোলী প্রভৃতি গীতের সহিত বাজান হয়।	৮। এই তাল সাধারণত ধামার গীতের সহিত বাজান হয়।

নবম অধ্যায়

ঘরানা পরিচিতি

'ঘরানা' শব্দটি হিন্দী যার অর্থ পরিবার। সঙ্গীত জগতে কথাটা ব্যাপক অর্থে বহুল প্রচলিত। 'ঘরানা' শব্দের কয়েকটি সাংগীতিক বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন,

১। সঙ্গীতের ঘরানা কেবল আত্মীয়জনদের নিয়ে গঠিত হয় না। সঙ্গীত-গুরুর বংশের সঙ্গে শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারা মিলিত হয়ে একটা পরম্পরা সৃষ্টি হয়।

২। সঙ্গীত-গুরু কোন নির্দিষ্ট স্থানে যে ঐতিহ্যের ঘরানা-প্রবর্তক রূপে গণ্য হন।

৩। একেকটি ঘরানার বিশিষ্ট রীতি, চাল বা ঢঙ কিংবা বাদন-রীতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে।

৪। ঘরানা কথার মূলে ধারাবাহিকতার ভাবও যুক্ত রয়েছে। কেউ ইচ্ছে করে কোন ঘরানার সৃষ্টি করেননি।

৫। ঘরানায় আঞ্চলিকতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোন নির্দিষ্ট গুরুগৃহে ঘরানা প্রবর্তন হয়। তাই বেশীর ভাগ ঘরানা গুরুগৃহের স্থানের নামেই অভিহিত হয়ে থাকে।

৬। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঘরানার প্রবর্তকের নাম অনুসারেই ঘরানার নাম হয়ে থাকে।

৭। একেকটি ঘরানার বিশিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুসারে শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তাই ঘরানা অন্তর্গত শিল্পীসাধকদের সঙ্গীত জীবনের ভিত্তি সুবদ্ধ হয়।

৮। খানদানি ঘরানা কয়েক পুরুষের প্রতিষ্ঠার ফলেই হয়ে থাকে।

৯। ঘরানার সঙ্গীত-সাধকরা নিজের নিজের সাধনার দ্বারা ঘরানাকে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করে থাকেন। ফলে, ঘরানার সঙ্গীত-চর্চায় নতুন নতুন ঐশ্বর্য যুক্ত হয়। প্রতিভাবান সঙ্গীতবিদের সৃজনশীলতার পথ রাগসঙ্গীতে সব সময় মুক্ত থাকে।

রাগ সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা। আর গুরুমুখী বিদ্যার ক্ষেত্রে ঘরানার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঘরানার সুফল-কুফল দুই-ই রয়েছে। ঘরানাদাররা অনেক সময় মানসিক দিক দিয়ে সীমাবদ্ধতায় ভোগে। ফলে, অনেক বিদ্যা তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়ে যায়। আবার ঘরানা সঙ্গীত গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ায় তার মান খুব উঁচু হয়ে থাকে। সাধনার মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় বলে গুণগত দিক দিয়েও সেই শিক্ষা অনেক উন্নততর হয়ে থাকে। এই উপমহাদেশের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে অনেক ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগের সব বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞই কোন না কোন ঘরানার অন্তর্গত। ঘরানা দু'প্রকারের। গায়নশৈলীর ঘরানা ও বাদ্যাদির ঘরানা। গায়কীর বিশিষ্ট প্রয়োগশৈলী দ্বারা যে ঘরানার সৃষ্টি তা হলো গায়ন-শৈলীর ঘরানা। বাদন-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রয়োগশৈলী দ্বারা যে ঘরানার সৃষ্টি তা হলো বাদ্যাদির ঘরানা।

নিম্নে প্রচলিত কয়েকটি ঘরানা সংক্ষেপে দেওয়া হলোঃ

১। আমীর খসরু ঘরানাঃ আমীর খসরু ঘরানার প্রবর্তক। উপমহাদেশের সঙ্গীতে যুগ-প্রবর্তনকারী সঙ্গীত কলাকার আমীর খসরু। তিনি একাধারে কবি-দার্শনিক-সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিল্‌জীর দরবার সঙ্গীতজ্ঞ। আমীর খসরু ঘরানা সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ফিরোজ খাঁ ও তাঁর পুত্র মজিদ খাঁ এ ঘরানার সার্থক ও সফল উত্তরসাধক বলে গণ্য হয়ে থাকেন। মজিদ খাঁ রাগসঙ্গীতে যে বাজের প্রবর্তন করেন সেই বাজ 'মজিদ খানি' নামে পরিচিত।

২। আগ্রা ঘরানাঃ হাজী সুজান খাঁ আগ্রা ঘরানার প্রবর্তক। আগ্রার ঘরানার বলিষ্ঠ চালের খেয়াল প্রায় দেড়শ বছর যাবৎ প্রচলিত। এ ঘরানার সঙ্গীতে রাগের নিয়ম-নিষ্ঠ, বিশুদ্ধ রূপায়ণ ও গানের শুদ্ধ বাণী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাণীর শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বোলতানের প্রয়োগ হয়। রাগের বিস্তার বাণীকে অবলম্বন করে হয়ে থাকে। তান ক্রিয়া চলাকালে ধ্রুপদের বোল বাঁটই পরিমার্জিত হয়ে বন্দিশের 'লয়বোল' সৃষ্টি হয়। নানা ছন্দ-বদ্ধ বাণী নিয়েই রচিত হয়। বাণী বা স্বর অস্পষ্ট হবার আশংখায় তান অতি দ্রুত হয় না। ছন্দ, তান, লয় প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ এই ঘরানার গায়কী সামগ্রিকভাবে চিত্তাকর্ষক। আগ্রা ঘরানা সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে খোদাবক্স ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর জন্ম আগ্রাতে এবং খোদাবক্স জন্ম গোয়ালিয়রে। তাঁরা দু'জনে আগ্রায় বসবাস করতেন। তাই এ ঘরানা আগ্রা ঘরানা নামে পরিচিত। এ ঘরানার বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে বিলায়েৎ হুসেন খাঁ ও আলতাফ হুসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। আগ্রা ঘরানার বৈশিষ্ট্য হলোঃ ১) নোম্‌-তোম্‌ সম্বলিত আলাপ, (২) ধ্রুপদ অঙ্গের খেয়াল গায়ন, (৩) উচ্চাঙ্গের লয়কারীর কাজ, (৪) কাওয়ালীর ঢঙে বোল তৈরীর কৌশল এবং (৫) ধ্রুপদ ও ছোট খেয়ালে দক্ষতা।

৩। গোয়ালিয়র ঘরানাঃ সঙ্গীত কলাকার নথন পীরবক্স গোয়ালিয়র ঘরানার প্রবর্তক। তিনি গোয়ালিয়রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন বলে তাঁর প্রবর্তিত ঘরানার নাম গোয়ালিয়র ঘরানা। এ ঘরানা সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে হস্‌সু খাঁ ও হদ্দু খাঁ, মেহেদী হুসেন, বালকৃষ্ণ বুয়া, পন্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর, পন্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বিনায়ক রাও পট্টবর্ধনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়র ঘরানার বৈশিষ্ট্য হলোঃ (১) আ-কারান্ত আলাপ, (২) দরাজ কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ, (৪) লয়কারী সপাট তানে দক্ষতা, (৫)স্বরবিস্তারের নিপুনতা, (৫) বোলতানের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ।

৪। জয়পুর ঘরানাঃ মোহাম্মদ আলী ওরফে মনরঙ্গ জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক। সেতার যন্ত্রসঙ্গীতে জয়পুর ঘরানার নাম সুপ্রসিদ্ধ। জয়পুর ঘরানা একটি প্রাচীন সঙ্গীত ঘরানা। বংশপরম্পরায় অনুসৃত সেতার বাদ্যরীতি বা গুরু-শিষ্য পর্যায়ে গঠিত

সেতারী পরিবার জয়পুর ঘরানার আগে দেখা যায়নি। তবে জয়পুর ঘরানার উল্লেখযোগ্য শিল্পী বর্তমানে নেই। তাই এ ঘরানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে আশিক খাঁ ও গোরখী বাঈয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে অনেকের মতে পাতিয়ালা ও আল্লাদিয়া খাঁর ঘরানা জয়পুর ঘরানারই উত্তরবাহক।

৫। দিল্লী ঘরানাঃ তানরস খাঁ দিল্লী ঘরানার প্রবর্তক। আবার অনেকের মতে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ এই ঘরানার প্রবর্তক। এ ঘরানার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে তানরস খাঁর পুত্র ওমরাও খাঁ ও মোজাফফর খাঁ এবং তাঁর শিষ্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, চাঁদ খাঁ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। দিল্লী ঘরানার বৈশিষ্ট্য হলোঃ (১) তানকর্তব্যে অসামান্য নিপুনতা, (২) গমকের প্রাধান্য, (৩) চমকপ্রদ বন্দিশ, (৪) কঠিন লয়কারী, (৫) বোলতানের বৈচিত্র্য।

৬। পাতিয়ালা ঘরানাঃ আলী বক্স ও ফতেহ্ আলী এই দু'ভাইকে পাতিয়ালা ঘরানার উদ্ভাবক বলা হয়। অন্য মতে কালে খাঁ এই ঘরানার প্রবর্তক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘরানার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বড়ে মিঞা কালু খাঁ, আলী বক্স-এর পুত্র ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ এবং তাঁর পুত্র ওস্তাদ মুনাব্বার খাঁ। পাতিয়ালা ঘরানার বিশেষত্ব হলোঃ (১) খেয়ালের চলন লঘু প্রকৃতির, (২) তান প্রয়োগে অসাধারণ নিপুণতা, (৩) দ্রুতলয়ে সপাট তান, (৪) ঠুমরী গায়নে বিশেষ প্রবণতা ও দক্ষতা, (৫) অতি 'তার' সপ্তকে সহজে কণ্ঠচালনা।

৭। বিষ্ণুপুর ঘরানাঃ পশ্চিম বাংলার বিষ্ণুপুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিষ্ণুপুর ঘরানা। এ ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তানসেনের বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। তিনি নতুন গায়নশৈলী সৃষ্টি করে এ ঘরানার প্রবর্তন করেন। বিষ্ণুপুরের অধিপতি রঘুনাথ সিংহের সভাগায়ক ছিলেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। তাই তিনি যে ঘরানার প্রবর্তন করলেন তাঁর কর্মস্থলের নাম অনুসারে 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামেই আখ্যায়িত হয়েছিলো। এ ঘরানার ধ্রুপদ ছিল সরল, অলঙ্কার-বিরল, গমকাদির প্রাবাল্য-বিহীন ও বাঁটের আতিশায্য বর্জিত। রাগ রূপায়ণেও এ ঘরানার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন, এ ঘরানার বসন্ত রাগে শুদ্ধ ধৈবতের প্রয়োগ। ভৈরবের অবরোহণে কোমল নিষাদের ছোঁয়া। রামকেলীতে কড়ি মধ্যমের বর্জন। পূরবীতে শুদ্ধ ধৈবত এবং বিহাগে কোমল নিষাদের ব্যবহার। এ ঘরানার সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, গঙ্গাধর চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়, যদুভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাধিকামোহন গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুর ঘরানার বৈশিষ্ট্য হলোঃ (১) ধ্রুপদ গায়নে বিশেষ দক্ষতা, (২) ধ্রুপদাঙ্গ খেয়াল গানের প্রবণতা, (৩) তান ও বোলতানে পারদর্শিতা, (৪) কঠিন লয়কারীর প্রাধান্য, (৫) ছন্দ প্রকরণে নিপুণতা।

৮। **কিরাণা ঘরানাঃ** বীণাকার বন্দে খাঁ কিরাণা ঘরানার উদ্ভাবক। কিন্তু এ ঘরানাকে জনপ্রিয় করেন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ। তিনি তাঁর নিজস্ব গায়কী দিয়ে এই ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর অভিনব গীত-শৈলী দিয়ে এ ঘরানাকে গতিশীল করেন। তাঁর গায়কীতে তিনি স্বরকে প্রাধান্য দিয়ে ঐশ্বর্যময় করে তোলেন। তাঁর গায়কীতে লয়কারী বা ছন্দের কাজ ছিল গৌণ। স্বরের শুদ্ধতা, কোমলতা ও তার সব ছায়া ও অতি সূক্ষ কারুকার্যের উপর তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। সে সঙ্গে তিনি লয়ের জটিলতা এড়িয়ে চলতেন। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর শিক্ষায় ও আদর্শে কিরাণা ঘরানার সঙ্গীত তাঁর শিষ্যবোধ পর্যায়ে রক্ষিত ও বাহিত হয়ে এসেছে। এ ঘরানার উত্তরসাধকদের মধ্যে রজ্জব আলী খাঁ, শওয়াই গন্ধর্ব, বেহ্‌রে বুয়া, হীরা বাঈ বরোদেকার, গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, রওশনারা বেগম, সরস্বতী বাঈ রাণে, প্রভা আত্রে, শৈল আপটে, সুবর্ণদেও, লতা পোৎদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কিরাণা ঘরানার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলোঃ (১) লয়কারীর কাজ গৌণ, (২) লয়ের জটিলতা পরিহার, (৩) স্বরের শুদ্ধতা ও কোমলতা ও সূক্ষ কারুকার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ, (৪) রাগস্বরুপ বিস্তারে বিশেষ দক্ষতা এবং বৈশিষ্ট্যপুর্ণ ঠুমরী গায়ন, (৫) চিত্তরঞ্জক সারগাম-এর প্রয়োগ, (৬) রাগের প্রাণসঞ্চারে বিশেষ প্রবণতা, (৭) সুষম লয় ও পরিচ্ছন্ন বিস্তার, (৮) তিন সপ্তকে সহজ চলাচল।

৯। **আলাউদ্দিন খাঁ ঘরানাঃ** ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রাম। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা গুরু তানসেনের জামাতা বংশীয় মিশ্র সিং বা নৌরাৎ খাঁর শিষ্য রামপুর ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সেনী ঘরানা সঙ্গীতের ধারক ও বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর প্রতিভা বরে নতুন এক ঘরানা প্রবর্তন করেন। আর এই ঘরানার নাম আলাউদ্দিন খাঁর ঘরানা। পরবর্তীতে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ এ ঘরানা সঙ্গীতকে আরো সমৃদ্ধ করেন। এই ঘরানার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পন্ডিত রবি শঙ্কর, রওশন আরা বেগম (অন্নপূর্ণা), ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, ওস্তাদ আলী আহমেদ খাঁ, ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ, ওস্তাদ ফুলঝুরি খাঁ, ওস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁ, ওস্তাদ মীর কাশেম খাঁ, প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ঘরানার বৈশিষ্ট্য হলো, ১) সরোদ ও সেতারের কাজের সমন্বয়, ২) তারপরণের কাজ, ৩) ঝালার কাজে নতুনত্ব, ৪) মিশ্র রাগের সৃষ্টি ও চমকপ্রদ প্রয়োগ।

দশম অধ্যায়

বিভিন্ন রাগের পরিচয়

রাগ-আহীর ভৈরব

ঠাট-ভৈরব	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	সময়-প্রাতঃকাল
বাদীস্বর- মধ্যম (মা)	আঃ সা ঋা গা মা পা ধা ণা র্সা ;
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা ণা ধা পা মা গা ঋা সা ।
অঙ্গ-উভয় অঙ্গের রাগ	পকড়-[ম]গা মা [প]ঋা ণা সা, ধা ণা ঋা সা ।

রাগ-নট ভৈরব

ঠাট-ভৈরব	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	সময়-প্রাতঃকাল
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	আঃ সা রা গা মা পা দা না র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা না দা পা মা গা রা সা ।
অঙ্গ-উভয় অঙ্গের রাগ	পকড়-গা মা দা, না দা পা, মা পা গা মা রা সা ।

রাগ-বিলাসখানী টোড়ী

ঠাট-ভৈরবী	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-ঔড়ব-খাড়ব	সময়-দিবা প্রথম প্রহর
বাদীস্বর-ধৈবত (ধা)	আঃ সা ঋা জ্ঞা পা দা র্সা ।
সমবাদীস্বর-গান্ধার (গা)	অবঃ র্সা ণা দা পা দা মা জ্ঞা ঋা সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়- সা ঋা জ্ঞা পা দা মা জ্ঞা ঋা ণা সা ঋা জ্ঞা ঋা সা ।

রাগ-আভোগী কানাড়া

ঠাট-কাফি	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব	সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	আঃ সা রা জ্ঞা মা ধা র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা ধা মা জ্ঞা মা রা সা ।
অঙ্গ-উভয় অঙ্গের রাগ	পকড়-ধা সা রা জ্ঞা, মা রা সা ।

রাগ-সাহানা

ঠাট-কাফী	প্রকৃতি-শান্ত
জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-রাত্রি তৃতীয় প্রহর
বাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	আঃ ণ্সরমরসা, জ্ঞমপধণপা, র্সা।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা, ণর্সা, ধণপা, মপা, জ্ঞমরসা।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-রমরসা, ধণপা, জ্ঞমরসা।

রাগ-ললিতাগৌরী

ঠাট- ভৈরব (মিশ্র)	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি- সম্পূর্ণ (বক্র)	সময়-সায়ংকাল
বাদীস্বর- মধ্যম (মা)	আরোহী- সঋগমা, ঋমা, গমপদা, পদনর্সা।
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	অবরোহী- র্সনদপা, দমা, দঋমা, ঋগঋসা।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গ রাগ প্রধান	পকড়- দমা, দঋমগা, ঋঋসা।

রাগ-সোহানী

ঠাট-মারবা	প্রকৃতি-চঞ্চল
জাতি- খাড়ব-খাড়ব	সময়-রাত্রি শেষ প্রহর
বাদীস্বর-ধৈবত (ধা)	আঃ সা গা, হ্মা ধা না র্সা।
সমবাদীস্বর-গান্ধার (গা)	অবঃ র্সা র্ঋা র্সা, নধা, গা হ্মধা, হ্মগা, ঋা সা।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়- র্সা, নধা, নধা, গা হ্মা ধা, না র্সা।

রাগ-নট বিলাবল

ঠাট-বিলাবল	প্রকৃতি-শান্ত
জাতি-সম্পূর্ণ (বক্র)	সময়-দিবা দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	আঃ সা, গমা, পমা, গা, ˉরা, গমপা, ধনর্সা।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সনা, ধণা, ধপা, মগা, মরা সা।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-সা, গমরা, গমপা, মগা, মরসা।

রাগ-পিলু

ঠাট-কাফী	প্রকৃতি-ক্ষুদ্র
জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	সময়-দিবা তৃতীয় প্রহর
বাদীস্বর-গান্ধার (গা)	আঃ ন্া সা, জ্ঞা রা জ্ঞা, মা পা, ধা পা ণা ধা পা, র্সা।
সমবাদীস্বর-নিষাদ (না)	অবঃ র্সা, ণা ধা পা মা জ্ঞা, ন্া সা।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়- ন্া সা জ্ঞা ন্া সা, প্া দ্া ন্া সা।

রাগ-শুদ্ধি কানেড়া

ঠাট-আসাবরি	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-সম্পূর্ণ-খাড়ব	সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-গান্ধার (গা)	আঃ ণ্া সা রা গা, মা পা দা ণা র্সা ।
সমবাদীস্বর-নিষাদ (না)	অবঃ র্সা ণা পা মা পা, জ্ঞা মা রা সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গে রাগ	পকড়-ণ্া সা রা গা, মা পা মা, পা জ্ঞা, জ্ঞা মা রা সা ।

রাগ-রবিকোষ

ঠাট-খাম্বাজ	প্রকৃতি-শান্ত
জাতি-ঔড়ব-খাড়ব	সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	আঃ সা গা মা ধা ণা র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা ণা ধা মা গা রা জ্ঞা সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-সা গা মা, ণা ধা মা, গমা, রজ্ঞসা ।

রাগ-গারা

ঠাট-খাম্বাজ	প্রকৃতি-শান্ত
জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-গান্ধার (গা)	আঃ স্া গা মা পা ধা না র্সা ।
সমবাদীস্বর-নিষাদ (না)	অবঃ র্সণা ধপা মগা, রজ্ঞা রসা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-সগমগা, রজ্ঞরসা, ন্রসা, ণ্ধ্া, সা ।

রাগ-নায়েকী কানেড়া

ঠাট-কাফী	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-খাড়ব	সময়-মধ্যরাত্র
বাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	আঃ সা রা পা, জ্ঞমা, নপর্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা, ণপা, ণমপা, জ্ঞমরসা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়- রপা, ণপা, জ্ঞমা রসা ।

রাগ-নন্দ

ঠাট-কল্যাণ	প্রকৃতি- চঞ্চল
জাতি-সম্পূর্ণ (বক্র)	সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-ষড়জ (সা)	আঃ সা, গমা, পা, ধনপা, র্সা ।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	অবঃ র্সা, নধপা, ধক্মপা, গমধপা, রসা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-সা, গমধপা, গরা সা ।

রাগ-কলাবতী

ঠাট-খাম্বাজ	প্রকৃতি- করুণ
জাতি-ঔড়ব	সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	আঃ সগা, পা ণধা র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা ণা ধা, পা গা, সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-সগা, পধা, ণধপা, গপা, গসা ।

রাগ-শুদ্ধ সারং

ঠাট-কল্যাণ	প্রকৃতি- ক্ষুদ্র
জাতি-ঔড়ব-খাড়ব	সময়-মধ্যাহ্ন দ্বিপ্রহর
বাদীস্বর-রেখাব (রা)	আঃ ন্সা, রক্ষাপা, ধক্ষাপা, নর্সা ।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	অবঃ র্সনধপা, ক্ষাপা, মরা, রা, ন্সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-রক্ষাপা, মরা, ন্সা ।

রাগ-শ্যাম কল্যাণ

ঠাট-কল্যাণ	প্রকৃতি- গম্ভীর
জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-রাত্রি প্রথম প্রহর
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	আঃ সা রা ক্ষা পা না র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা না ধপা, ক্ষাপা, গমরা, ন্সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়-রক্ষাপা, গমরা, ন্সা ।

রাগ-বসন্ত

ঠাট-পূরবী	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-রাত্রি শেষ প্রহর
বাদীস্বর- ষড়জ (সা)	আঃ সা গা, ক্ষা দা ঋা র্সা ।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	অবঃ ঋা না দা পা,ক্ষা গা,ক্ষা গা,ক্ষা দা ক্ষা গা ঋা সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়- ক্ষা দা, ঋা র্সা, ঋা না দা পা, ক্ষা গা, ক্ষা গা ।

রাগ-গান্ধারী

ঠাট-আসাবরী	প্রকৃতি- গম্ভীর
জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-দিবা দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-ধৈবত (ধা)	আঃ সা রা মা পা দা ণা র্সা ।
সমবাদীস্বর-গান্ধার (গা)	অবঃ র্সা দা পা, ণা দা পা, দা মা পা, জ্ঞা ঋা সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়-রা মা পা, দপা, জ্ঞঋসা ।

রাগ-বঙ্গাল ভৈরব

ঠাট-ভৈরব	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-খাড়ব	সময়-প্রাতঃকাল
বাদীস্বর-ধৈবত (ধা)	আঃ সা ঋা গা মা পা দা র্সা ।
সমবাদীস্বর-রেখাব (রা)	অবঃ র্সা দা পা মা গা মা ঋা সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়-দ-পা, গমঋ-সা ।

রাগ-কোমল আসাবরী

ঠাট-ভৈরবী	প্রকৃতি-ক্ষুদ্র
জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-দিবা দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-ধৈবত (ধা)	আঃ সা ঋা মা পা দা র্সা ।
সমবাদীস্বর-গান্ধার (গা)	অবঃ র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়-সঋমপা, দপা, মজ্ঞঋসা ।

রাগ-ধানেশ্রী

ঠাট- কাফী	প্রকৃতি-ক্ষুদ্র
জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-দিবা তৃতীয় প্রহর
বাদীস্বর- পঞ্চম (পা)	আরোহী- ণ্া সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা ।
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	অবরোহী- র্সা ণা ধা পা ক্ষা গা রা সা ।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গ রাগ প্রধান	পকড়- ণ্সা, জ্ঞমগা, গরসা ।

রাগ-চন্দ্রকান্ত

ঠাট- কল্যাণ	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি-, খাড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-রাত্রি প্রথম প্রহর
বাদীস্বর- গান্ধার (গা)	আরোহী- সা রা গা পা ধা না র্সা ।
সমবাদীস্বর-নিষাদ (না)	অবরোহী- র্সা না ধা পা মা জ্ঞা রা সা ।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গ রাগ প্রধান	পকড়- সা, ন্া, রগা, রা গরা, ন্ধ্া, রসা ।

রাগ-যোগিয়া

ঠাট-ভৈরব	প্রকৃতি-করুণ
জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব	সময়-প্রাতঃকাল
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	আঃ সা ঋা মা পা দা র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সা না দা পা, দা মা ঋা সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়-ঋমগা, পপা, দমঋসা ।

রাগ-বারোয়া

ঠাট-কাফী	প্রকৃতি-ক্ষুদ্র
জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ	সময়-দিবা দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর-রেখাব (ঋা)	আঃসা ঋা, মা পা, ধা না র্সা ।
সমবাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	অবঃ র্সা ণা, ধা, পা, মা, গা জ্ঞা ঋা জ্ঞা সা ।
অঙ্গ-পূর্বাঙ্গের রাগ	পকড়- ঋজ্ঞঋসা, ণ্ধ্ম্প্া ন্ন্সা ।

রাগ-চম্পক

ঠাট- খাম্বাজ	প্রকৃতি-গম্ভীর
জাতি- সম্পূর্ণ (বক্র)	সময়- রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
বাদীস্বর- মধ্যম (মা)	আরোহী- সা রগা মা গমা পধা ধনা র্সা ।
সমবাদীস্বর- ষড়জ (সা)	অবরোহী- র্সা র্রা ধা পমা পগা রসা ।
অঙ্গ- পূর্বাঙ্গ রাগ প্রধান	পকড়- সা [ম]গমা, গমা পধা পগা রা সা ।

রাগ-ললিত

ঠাট-মারবা	প্রকৃতি-শান্ত
জাতি-খাড়ব-খাড়ব	সময়-রাত্রি শেষ প্রহর
বাদীস্বর-মধ্যম (মা)	আঃ ন্া ঋা গা মা, ক্ষা মা গা, ক্ষা ধা, র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃর্ঋা না ধা, ক্ষা ধা ক্ষা মা গা, ঋা সা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়-ন্া ঋা গা মা, ধা ক্ষা ধা ক্ষা মা গা ।

রাগ-রামকেলী

ঠাট-ভৈরব	প্রকৃতি-শান্ত ও গম্ভীর
জাতি- খাড়ব-সম্পূর্ণ ।	সময়-প্রাতঃকাল
বাদীস্বর-পঞ্চম (পা)	আঃ সা গা, মা পা, দা না র্সা ।
সমবাদীস্বর-ষড়জ (সা)	অবঃ র্সনদা, পা, ক্ষপা দণদা পগা, মঋসা ।
অঙ্গ-উত্তরাঙ্গের রাগ	পকড়-দা পা, ক্ষা পা, দা ণা দা পা গা, মা, ঋা সা ।

বিভিন্ন রাগের মধ্যে তুলনা

১। ভৈরবী-মালকোষ

সমতাঃ ১) উভয় রাগের ঠাট ভৈরবী; ২) উভয় রাগের বাদী-সমবাদী মধ্যম এবং ষড়জ; ৩) উভয় গান্ধার, ধৈবত এবং নিষাদ কোমল; ৪) উভয় গা মা ধা না স্বর চতুষ্টয় বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ; ৫) দুটি রাগই উত্তরাঙ্গবাদী।

বিভিন্নতা

ভৈরবী	মালকোষ
১। জাতি-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	১। জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব।
২। বিশেষ গাম্ভীর্যপূর্ণ নয়।	২। গম্ভীর প্রকৃতির রাগ।
৩। কুশলতার সঙ্গে ১২টি স্বরেরই প্রয়োগ হয়।	৩। নির্ধারিত স্বরের অতিরিক্ত কোন স্বরের প্রয়োগ হয় না।
৪। টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির আধিক্য আছে।	৪। টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি গাওয়া হয় না।
৫। সময় প্রাতঃকাল।	৫। সময়-রাত্রি ৩য় প্রহর।
৬। সর্বসময়ে গাওয়া চলে।	৬। সর্বসময়ে গাওয়া চলে না।
৭। প্রাচীন মতে ভৈরবের রাগিণী।	৭। প্রাচীন মতে মল্লারের রাগিণী।
৮। বাদী-সমবাদী নিয়ে মতভেদ আছে।	৮। বাদী-সমবাদী নিয়ে মতভেদ আছে।
৯। পকড়-মা জ্ঞা, সঋসা, দা মা, জ্ঞা সঋসা, দণসা।	৯। পকড়-মজ্ঞা, মদণদা, মজ্ঞা, সা।

২। কামোদ-বিহাগ

সমতাঃ ১। উভয় রাগেই দুই মধ্যমের প্রয়োগ হয়; ২। উভয় রাগই সব স্বর শুদ্ধ; ৩। উভয় রাগে পঞ্চম একটি বাদীস্বর; ৪। দুইটি রাগই রাত্রি গেয়।

বিভিন্নতা

কামোদ	বিহাগ
১। ঠাট কল্যাণ।	১। ঠাট বিলাবল।
২। জাতি- সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।	২। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
৩। সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।	৩। সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
৪। বাদী-সমবাদী পা এবং রে।	৪। বাদী-সমবাদী গা এবং নি।
৫। গান্ধার নিষাদ দুর্বল।	৫। গান্ধার নিষাদ দুর্বল নয়।
৬। তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ স্বাভাবিক।	৬। বিবাদীস্বর হিসাবে তীব্র মধ্যম প্রয়োগ হয়ে থাকে।
৭। অন্যতম ন্যাসস্বর সা এবং রে।	৭। অন্যতম ন্যাসস্বর গান্ধার।

৩ । কাফী-ভীমপলশ্রী

সমতাঃ ১ । উভয় রাগের ঠাট কাফী; ২ । উভয় রাগের অবরোহী সম্পূর্ণ; ৩ । উভয় রাগের গান্ধার ও নিষাদ কোমল; ৪ । উভয় রাগের সমবাদী স্বর ষড়জ; ৫ । উভয় রাগের তিনটি ন্যাসস্বর হচ্ছে গা, মা এবং পা ।

বিভিন্নতা

কাফী	ভীমপলশ্রী
১ । জাতি-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ ।	১ । জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ ।
২ । বাদীস্বর-পঞ্চম ।	২ । বাদীস্বর-মধ্যম ।
৩ । আরোহীতে সকল স্বরই ব্যবহৃত হয় ।	৩ । আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত ।
৪ । গায়ন সময় মধ্যরাত্রি ।	৪ । গায়ন সময় দিবা তৃতীয় প্রহর ।
৫ । নিষাদ আন্দোলিত হয় না ।	৫ । নিষাদ আন্দোলিত হয় ।
৬ । ধানেশ্রীর সঙ্গে মিল নেই ।	৬ । ধানেশ্রীর সঙ্গে মিল আছে ।
৭ । পকড়ের চলন সরল ।	৭ । পকড়ের চলন বক্র ।
৮ । ১০টি ঠাটের অন্যতম ।	৮ । ঠাট নয় ।

৪ । টোড়ী-মূলতানী

সমতাঃ ১ । উভয় রাগের ঠাট টোড়ী; ২ । উভয়ের অবরোহী সম্পূর্ণ; ৩ । উভয় রাগে রেখাব, গান্ধার ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র; ৪ । উভয় রাগের প্রকৃতি গম্ভীর; ৫ । উভয় রাগেই কোমল গান্ধার ও পঞ্চম অন্যতম দুইটি ন্যাস স্বর; ৬ । দুইটিই দিবাকালীন রাগ ।

বিভিন্নতা

টোড়ী	মূলতানী
১ । জাতি-সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ ।	১ । জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ ।
২ । বাদ-সমবাদী গান্ধার এবং ধৈবত ।	২ । বাদ-সমবাদী পঞ্চম এবং ষড়জ ।
৩ । সময়-দিবা ২য় প্রহর ।	৩ । সময়-দিবা ৪র্থ প্রহর ।
৪ । পরমেল প্রবেশক রাগ নয় ।	৪ । পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয় ।
৫ । আরোহীতে কোন স্বরই বর্জিত নয় ।	৫ । আরোহীতে ধৈবত বর্জিত ।
৬ । ন্যাসস্বর- রে, গা, মা, পা ও নি ।	৬ । ন্যাসস্বর-গা এবং পা ।
৭ । উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ ।	৭ । পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ ।
৮ । রেখাব এবং ধৈবত প্রবল ।	৮ । রেখাব এবং ধৈবত দুর্বল ।

৫। দেশ-খাম্বাজ

সমতাঃ ১। উভয় রাগের ঠাট খাম্বাজ; ২। উভয় রাগের অবরোহী সম্পূর্ণ; ৩। উভয় রাগের সময় রাত্রি ২য় প্রহর; ৪। উভয় রাগেরই দুইটি নিষাদ ব্যবহৃত হয়; ৫। উভয় রাগের অন্যতম ন্যাসস্বর পঞ্চম; ৬। উভয় রাগে নিষাদ ব্যতীত অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

বিভিন্নতা

দেশ	খাম্বাজ
১। জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ।	১। জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ।
২। বাদী-রেখাব, সমবাদী-পঞ্চম।	২। বাদী-গান্ধার, সমবাদী-নিষাদ।
৩।আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত।	৩। আরোহীতে রেখাব বর্জিত।
৪। ন্যাসস্বর রেখাব ও পঞ্চম।	৪। ন্যাসস্বর গান্ধার, পঞ্চম ও ধৈবত।
৫। ঠাট নয়।	৫। খাম্বাজ ১০টি ঠাটের অন্যতম।
৬। জাতি এবং বাদী-সমবাদী নিয়ে মতানৈক্য আছে।	৬। জাতি এবং বাদী-সমবাদী নিয়ে মতানৈক্য নেই।
৭। সোরটের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।	৭। সোরটের সঙ্গে কোনই সাদৃশ্য নেই।
৮। আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত	৮। আরোহীতে কেবলমাত্র রেখাব বর্জিত।

৬। আসাবরী-জৌনপুরী

সমতাঃ ১। দুটি রাগেরই ঠাট আসাবরী; ২। দুটি রাগেরই বাদী সমবাদী ধৈবত এবং গান্ধার; ৩। দুটি রাগই ২য় প্রহর গেয়; ৪। দুটি রাগই উত্তরাঙ্গ বাদী; ৫। দুটি রাগেই গা,ধা এবং নি কোমল; ৬। উভয় রাগেই অবরোহীতে সম্পূর্ণ; ৭। উভয় রাগের আরোহীতে গান্ধার বর্জিত; ৮। গান্ধার পঞ্চম এবং ধৈবতের উপর উভয় রাগের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নির্ভরশীল; ৯। গান্ধার রাগের সঙ্গে উভয়েরই সাদৃশ্য আছে।

বিভিন্নতা

আসাবরী	জৌনপুরী
১। জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ।	১। জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ।
২। আরোহীতে গান্ধার এবং ধৈবত বর্জিত।	২। আরোহীতে কেবল মাত্র ধৈবত বর্জিত।
৩। অনেকে এই রাগে কোমল রেখাব ব্যবহার করে কোমল আসাবরী আখ্যা দিয়ে থাকেন।	৩। কোমল রেখাবের ব্যবহার প্রচলন নেই।
৪। কেবল মাত্র কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়।	৪। দুই নিষাদের প্রয়োগ দেখা যায়।
৫। অতি কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয়।	৫। কোমল ধৈবতটি আসাবরীর ধৈবত থেকে উচুঁ।

৭। ছায়ানট-গৌড়সারং

সমতাঃ ১। উভয় রাগের ঠাট কল্যাণ; ২। উভয় রাগের জাতি সম্পূর্ণ; ৩। উভয় রাগেরই দুইটি মধ্যম ব্যবহৃত হয়; ৪। উভয় রাগেই দুই মধ্যম সহ অন্যান্য স্বর শুদ্ধ; ৫। উভয় রাগেই সীমিতভাবে কোমল নিষাদের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

বিভিন্নতা

ছায়ানট	গৌড়সারং
১। সময়-রাত্রি প্রথম প্রহর।	১। সময় দ্বিপ্রহর।
২। বাদী-পা এবং সমবাদী-রে।	২। বাদী-গা এবং সমবাদী-ধা।
৩। ন্যাসস্বর-রে, পা, ধা।	৩। ন্যাসস্বর-গা।
৪। তীব্র মধ্যম কেবলমাত্র অবরোহীতে ব্যবহৃত হয়।	৪। তীব্র মধ্যম কেবলমাত্র আরোহীতে ব্যবহৃত হয়।
৫। অবরোহীতে চলন চক্র।	৫। আরোহীতে এবং অবরোহীতে চলন বক্র।

৮। বাগেশ্রী-মালগুঞ্জী

সমতাঃ ১। দুটি রাগেরই ঠাট কাফী ২। দুটি রাগেরই বাদী সমবাদী মধ্যম ও ষড়জ ৩। দুটি রাগেরই আরোহীতে পঞ্চম বর্জিত ৪। দুটি রাগেরই সময় মধ্যরাত্রি ৫। উভয়েই পূর্বাঙ্গের রাগ ৬। মা এবং ধা উভয় রাগেরই অন্যতম দুটি ন্যাসস্বর ৭। উভয়েরই জাতি নিয়ে মতভেদ আছে।

বিভিন্নতা

বাগেশ্রী	মালগুঞ্জী
১। প্রকৃতি গম্ভীর।	১। প্রকৃতি শান্ত।
২। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।	২। জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ।
৩। ঠাট নিয়ে কোন মতভেদ নাই।	৩। ঠাট নিয়ে কোন মতভেদ আছে। অনেকের মতে মালগুঞ্জী খাম্বাজ ঠাটের রাগ।
৪। কেবলমাত্র কোমল গান্ধার ও নিষাদ ব্যবহৃত হয়।	৪। দুই গান্ধার ও নিষাদ ব্যবহৃত হয়।
৫। অবরোহীতে পঞ্চম স্বরটি বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয়।	৫। অবরোহীতে পঞ্চম স্বরটি বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয় না।
৬। ন্যাসস্বর গা, মা এবং ধা।	৬। ন্যাসস্বর সা, গা, মা এবং ধা।

৯। বাগেশ্রী-ভীমপলশ্রী

সমতাঃ ১। উভয় রাগের ঠাট কাফী; ২। উভয় রাগের জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ; ৩। উভয় রাগের বাদী-সমবাদী মধ্যম ও ষড়জ; ৪। দুটি রাগই পূর্বাঙ্গবাদী; ৫। উভয় রাগেই গা এবং নি কোমল; ৬। দুটি রাগেরই রেখাব দুর্বল।

বিভিন্নতা

বাগেশ্রী	ভীমপলশ্রী
১। জাতি নিয়ে মতভেদ আছে।	১। জাতি নিয়ে মতভেদ নেই।
২। পঞ্চম স্বরটি নিয়ে মতভেদ আছে।	২। পঞ্চম স্বরটি নিয়ে মতভেদ নেই।
৩। ধৈবত প্রবল।	৩। ধৈবত দূর্বল।
৪। বর্জিত স্বর আরোহীতে রে এবং পা।	৪। বর্জিত স্বর আরোহীতে রে এবং ধা।
৫। সময় মধ্যরাত্রি।	৫। সময় দিবা ৩য় প্রহর।

১০। ভৈরব-রুদ্র ভৈরব

সমতাঃ উভয় রাগের ঠাট ভৈরব ২। উভয় রাগই প্রাতঃকালে গেয় ৩। উভয় রাগের বাদী ধৈবত সমবাদী রেখাব ৪। রে এবং ধা উভয় রাগেই কোমল।

বিভিন্নতা

ভৈরব	রুদ্র ভৈরব
১। ভৈরব শাস্ত্রীয় রাগ।	১। রুদ্রভৈরব নজরুল-সৃষ্ট রাগ।
২। জাতি সম্পূর্ণ।	২। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব।
৩। শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহৃত হয়।	৩। কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়।
৪। এই রাগে ধ্রুপদ ধামার-খেয়াল ইত্যাদি সব রকম গানই আছে।	৪। এই রাগে একমাত্র নজরুলগীতি গাওয়া হয়।

১১। দেশকার-শঙ্করা

সমতাঃ ১। উভয় রাগের ঠাট বিলাবল; ২। উভয় রাগের জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব; ৩। উভয় রাগের সব স্বর শুদ্ধ; ৪। উভয় রাগের অন্যতম একটি ন্যাসস্বর পঞ্চম।

বিভিন্নতা

দেশকার	শঙ্করা
১। সময়-দিবা প্রথম প্রহর।	১। সময়-রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
২। বাদী-ধা, সমবাদী-গা।	২। বাদী-গা, সমবাদী-নি।
৩। ন্যাসস্বর-পা, ধা ও র্সা।	৩। ন্যাসস্বর-সা, গা পা, নি।
৪। বাদী,সমবাদী এবং সময় নিয়ে মতভেদ নেই।	৪। বাদী,সমবাদী এবং সময় নিয়ে মতভেদ আছে।
৫। ভূপালীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।	৫। বিহাগের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

১২। মালকোষ-জৌনপুরী

সমতাঃ ১। উভয় রাগের গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ কোমল; ২। উভয় রাগের অন্যতম তিনটি ন্যাসস্বর গা, মা এবং ধা; ৩। মতান্তরে মালকোষের ঠাট আসাবরী এবং জৌনপুরীর ঠাটও আসাবরী।

বিভিন্নতা

মালকোষ	জৌনপুরী
১। ঠাট ভৈরবী।	১। ঠাট-আসাবরী।
২। জাতি-ঔড়ব-ঔড়ব।	২। জাতি-খাড়ব-সম্পূর্ণ।
৩। বাদী সমবাদী মা এবং সা।	৩। বাদী সমবাদী ধা এবং গা।
৪। সময়-রাত্রি তৃতীয় প্রহর।	৪। সময়-দিবা দ্বিতীয় প্রহর।
৫। ঠাট নিয়ে মতান্তরে আছে।	৫। ঠাট নিয়ে মতান্তরে নেই।
৬। বর্জিত স্বর-রে ও পা।	৬। বর্জিত স্বর-আরোহীতে গান্ধার।

১৩। দেশকার-ভূপালী

সমতাঃ ১। উভয়ই শান্ত প্রকৃতির রাগ; ২। উভয় রাগেই সব শুদ্ধ ব্যবহার হয়; ৩। উভয় রাগেই মা, নি বর্জিত; ৪। উভয় রাগের জাতি ঔড়ব-ঔড়ব।

বিভিন্নতা

দেশকার	ভূপালী
১। বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত	১। কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত।
২। ধা বাদী ও গা সমবাদী।	২। গা বাদী ও ধা সমবাদী।
৩। গা, পা, ধা স্বরসমুদয় বৈচিত্র্যপূর্ণ।	৩। সা রা, গা স্বরসমুদয় বৈচিত্র্যপূর্ণ।
৪। গাইবার সময় দিবা প্রথম প্রহর।	৪। গাইবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।
৫। ইহা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।	৫। ইহা পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।
৬। ন্যাসস্বর- পা, ধা ও র্সা।	৬। ন্যাসস্বর- সা গা ও পা।
৭। পকড়- ধা পা, গা পা গা রা সা।	৭। গা রা সা ধ়া, সা রা গা, পা গা, ধা পা গা, রা সা।
৮। মধ্য ও তার সপ্তকে বিস্তার বেশী হয়।	৮। মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তকে বিস্তার বেশী হয়।

একাদশ অধ্যায়

গীতের প্রকার

১। **হোরী বা হোলী ঃ** হিন্দু সম্প্রদায়ের দোল লীলা সম্পর্কীয় কথা অবলম্বণে রচিত ধামার তালের গানকে হোরী বা হোলী বলে থাকে। ইহাকে ধামারও বলা হয়। ইহা সাধারণত হাল্কা প্রকৃতির। কাফী, সিন্ধুরা, খাম্বাজ, ভৈরবী প্রভৃতি রাগেই হোরী ধামার রচিত ও গাওয়া হয়।

২। **কাওয়ালীঃ** ফার্সী শব্দ 'কওল' থেকে কাওয়ালীর উৎপত্তি। হজরত আমীর খসরু তাঁর পীর হজরত নিজামুউদ্দীন আউলিয়া (রঃ) এর উদ্দেশ্যে কতগুলো ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। সেই কওলই পরবর্তীকালে কাওয়ালী নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে সামাত ও নিয়াজ নামক আমীর খসরুর দুই শিষ্য এর সংস্কারক ও প্রচারক। আধ্যাত্মিক প্রেম বা অলি আউলিয়াদের উদ্দেশ্যে রচিত ও কাওয়ালী প্রেম-প্রকাশক রাগাদিতে গাওয়া হয়। তবলা বা ঢোলক যন্ত্রে, দাদ্‌রা, রুপক, পশতু, কাওয়ালী তালযোগে এবং সমবেত হাতে তালি দিয়ে এ গান গাওয়া হয়। কাওয়ালী গায়কদেরকে কাওয়াল বলা হয়ে থাকে।

৩। **চৈতীঃ** চৈতী রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলার ভাবাবেগপূর্ণ এক প্রকার গান। হিন্দু সম্প্রদায়ের হোলী উৎসবের পরে চৈত্র মাসে গাওয়া হয় বলে এর নাম 'চৈতী' দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার অঞ্চলে চৈতী গান অধিক প্রচলিত। কাজরীর ন্যায় চৈতীও হাল্কা প্রকৃতির রাগে ও তালযোগে গাওয়া হয়ে থাকে। ইহাও লোকগীতির অন্যতম।

৪। **যুগল বন্ধঃ** দ্বৈত কণ্ঠে গীত সঙ্গীত বা দুটি যন্ত্র এক সঙ্গে বাজানোকে 'যুগল বন্ধ' বলে। এতে একজন কথা সুরে সুরে বলবে অন্যজন সরগম বলতে থাকবে।

৫। **জাত বা জাঠ্ঃ** যে গানের বিভিন্ন তুক বা কলি বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়ে বিভিন্ন রাগে গীত হয়। তাকে 'জাত বা জাঠ' বলে। আজকাল এর প্রচলন নেই বললেই চলে।

৬। **দেশাত্মবোধক গানঃ** যে গান জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তাকে দেশাত্মবোধক গান বলে।

৭। **গুলনক্সঃ** ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পারস্যের কবি আমীর খসরু দ্বারা রচিত গুল (ফুল) শব্দযুক্ত এক প্রকার গানকে "গুলনক্স"বলে।

৮। **রাগ প্রধান বাংলা গানঃ** বাংলা ভাষায় রচিত খেয়াল ও ঠুমরী রীতিতে গাওয়া এক প্রকার গানকে "রাগ প্রধান বাংলা গান" বলে। ১৯৩৫ সালে সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এ গানের প্রর্বতন করেন। বর্তমানে এ জাতীয় গানের বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৯। **হামদ্ঃ** আল্লাহ পাকের মহিমা ও গুণাবলীর বর্ণনায় রচিত গীত রীতিকে 'হামদ্' বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্নভাবে হামদ্ গাওয়া হয়।

১০। **নাতঃ** আল্লাহ্‌র প্রিয় পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর গুণাবলী ও তাঁর সাফায়ত প্রাপ্তির আশায় বর্ণিত গীত রীতিকে 'নাত বা নাতে রাসুল' বলা হয়ে থাকে।

১১। **মারফতিঃ** মারফতি অর্থ আল্লাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্বের পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, কীর্তি, মহিমা ইত্যাদির কথা স্মরণ করে ও মুগ্ধ চিত্ত হয়ে আল্লাহ্‌র পায়ে আপন সত্ত্বাকে সর্মপন করা এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, এ ধরণের বিষয় বস্তু নিয়ে রচিত ভক্তি ও করুণ রসের মাধ্যমে রচিত গানকে 'মারফতি' বলা হয়।

১২। **মুর্শিদীঃ** মুর্শিদ মানে পীর বা গুরু। মুর্শিদ, পীর বা গুরুকে উদ্দেশ্যে করে ও তাঁর সহ্‌বত লাভের আকাঙ্খায় যে ভক্তিমূলক গান রচিত হয় তাকেই 'মুর্শিদী' বলে।

১৩। **লোক সঙ্গীতঃ** গ্রাম্য জীবন, প্রকৃতি এবং সমর্পিত হৃদয়ের আনন্দ ও বেদনা নিয়ে যে সঙ্গীত রচিত তাকেই বলা হয় লোক সঙ্গীত। এই সঙ্গীত সৃষ্টির মূলে রয়েছে একটি বিশেষ অনুভূতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের এক অনাড়ম্বর পটভূমি। এর মধ্যে রয়েছে চাষী, তাঁতী, কুমোর, জেলে, মাঝি প্রভৃতি গ্রাম্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মনের কথা। তাই বিভিন্ন পূজা পার্বণ, আনন্দ উৎসব উপলক্ষে এই সঙ্গীত গীত হয়। এর কথা বা সুর পরিবর্তন করা অনুচিত ও নীতি বিরুদ্ধ। যার রচয়িতার নাম বা রচনাকাল আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু লোকের মুখে মুখে এ গানগুলো যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে।

১৪। **পল্লীগীতিঃ** কোন পল্লী অঞ্চলের ভাব ও ভাষায় রচিত গানকে পল্লীগীতি বলে। এর কথা ও সুর পরিবর্তন করা চলে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উৎস ও ভিত্তিই হলো পল্লীগীতি। আবহমানকাল হতে মানব মনের স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে বুঝাপরা চলছে, তারই ফলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন গীতিরীতির আবির্ভাব ঘটেছে এবং বর্তমান রুপ ধারণ করেছে। তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিবেশন পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ আলাদা গীত কৌশল ও সুর সংযোজনা এ পল্লীগীতিতে। বাংলাদেশে অনেক প্রকার পল্লীগীতি প্রচলন আছে। যেমন- ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, ঝুমুর, চট্‌কা, গম্ভীরা, দোহাগান, হাবুগান ইত্যাদি।

১৫। **ভাওয়াইয়াঃ** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নদীনালা কম বিধায় পূর্ব হতেই গরুর গাড়ীতে চলাচলের প্রথা প্রচলিত। সাধারণত গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান রাত্রে গাড়ীর চলাবস্থায় বিরহ ভাবাবেগে কাতর হয়ে আপন মনে গান ধরে। উচুঁনীচু রাস্তায় গাড়ীর চাকা পড়লে তার গানের সুরে একটা ভাঙ্গা বা ভাঁজ পড়ে। এরুপ সুরে ভাঙ্গা বা ভাঁজ পড়া গীত রীতিকেই 'ভাওয়াইয়া' বলে। সুরে ভাঁজ পড়া ভাওয়াইয়া গানের একটা বৈশিষ্ট্য।

১৬। **ভাটিয়ালীঃ** নদী মাতৃক এই বাংলাদেশ। ভাটিয়াল অঞ্চলে নদীর ভাটিতে দাঁড় বৈঠা ছেড়ে অথবা উজান টানে পাল তুলে নৌকার মাঝি-মাল্লারা বিরহে বা আনন্দ উদাত্ত কণ্ঠে যে এক শ্রেণীর গান গায়, তাকেই সাধারণত 'ভাটিয়ালী' গান বলে। এই গানের বিষয় বস্তু প্রধানতঃ আশা-নিরাশা, প্রেম নিবেদন, পাওয়া না পাওয়ার সুখ দুঃখের অনুভূতি ইত্যাদি সম্বলিত। ভাটিয়ালী গানের অন্তরা তার সপ্তকে উঠে একটি বিশিষ্ট টানা সুরে বিস্তার করা এ গানের একটি বৈশিষ্ট্য। দোতারা, একতারা, সারিন্দা, বাঁশী, খমক ইত্যাদি যন্ত্র

যোগে এ গান গাওয়া হয়। এই গানের মধ্যে পাওয়া যায় একটা উদাস হৃদয়ের অর্ন্তনিহিত বেদনার সুর। ভাটিয়ালী গানের বাণীতে আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য।

১৭। জারী গানঃ জারী কথার অর্থ শোক। ইহা ফার্সী শব্দ। কারবালার যুদ্ধে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)'এর প্রিয় পৌত্র ইমাম হোসেন (রঃ)'এর শহীদ হওয়ার কাহিনী অবলম্বনে রচিত গানকে 'জারী' বলে। আজকাল ইসলামের ধর্ম বিষয়ক কোন তথ্য বা যে কোন করুন কাহিনী নিয়েও জারী গান রচিত হয়ে থাকে।

১৮। সারী গানঃ নদী মাতৃক বাংলাদেশের মাঝি-মাল্লাদের বহু ঝড় তুফানের মধ্যে গাঙ-দরিয়া পাড়ি দিতে হয়। এই অবস্থায় মনে সাহস সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে গীত এক প্রকার বীর রসের গানকে 'সারী গান' বলে। আজকাল নৌকা বাইস প্রতিযোগিতায়ও সারী গান গাওয়া হয়। এতে ঢোলক বা কাঁসি হাতে একজন মাঝি নৌকার মাথায় দাঁড়ায় ও তালে তালে নেচে নেচে গান গায়। একটি অর্থহীন শব্দ হেইয়া-হাই, ধ্বনি যোগে অন্য সকলে দোহা ধরে এবং তালে তালে দাঁড় ফেলে।

১৯। চাষাড়ে গানঃ বাংলাদেশের চাষীগন কৃষি খামারে কাজ করার সময় ক্লান্তি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গীত এক প্রকার গানকে 'চাষাড়ে গান' বলে। কর্ম ব্যস্ততার মাঝে রস সৃষ্টির প্রায় সব কথার উপকরণ এর মধ্যে আছে। হঠাৎ গান বন্ধ করে আবার কাজে মনোনিবেশ করা এ গানের একটি বৈশিষ্ট্য।

২০। রাখালী গানঃ মাঠে বা পাহাড়ে গরু চড়ানোর উদ্দেশ্যে রাখাল গরু ছেড়ে দিয়ে কোন গাছের ছায়ায় বসে অবসর বিনোদনের জন্য বাঁশী বাজায় বা গান গায়। এটাই 'রাখালী গান'। এই গানের কথায় ও সুরে একটি স্বতন্ত্রতা রয়েছে।

২১। দোহা বা উভ-গীতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা জাতীর মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার গানকে 'দোহা বা উভ-গীত' বলে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেম নিবেদনই হলো এ গানের বিষয় বস্তু। প্রত্যেক কলির শেষে হি-হি-হি-হি শব্দ করে তারার র্সা হতে মুদারার সা'তে নেমে আসা এ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা হর্ষ প্রকাশক গান এবং চাক্‌মারা এ গানকে রেয়াংকারা বলে।

২২। জন্মকালীন গানঃ শিশুর জন্মকালে যে মেয়েলী গান গাওয়া হয়, তাকেই জন্মকালীন গান বলে। এই গানে সাধারণত মহাপুরুষদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়ে থাকে।

২৩। টুসুঃ মানভূম অঞ্চলের একটি বিশেষ পরবের নাম টুসু। টুসু পূজা উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয় তাকেই বলা হয় টুসু গান। মানভূম ছাড়াও পশ্চিম বাংলার বর্ধমান, বিহারের সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে টুসু গান প্রচলিত আছে।

২৪। ভাদুঃ বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হচ্ছে ভাদুগান। ভাদুপর্ব উপলক্ষে কুমারী কন্যাদের দ্বারা ভাদুগান গীত হয়। প্রধানতঃ পশ্চিম বাংলার বাকুঁড়া, বীরভূম ও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলেই ভাদুগান প্রচলিত।

২৫। বৃষ্টির গান বা নৈলা গানঃ "আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দেবো মেপে" এই কথাগুলোর মধ্যেই বৃষ্টির গান বা নৈলা গানের রূপ ফুটে উঠেছে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রচন্ড সূর্যের তাপে মাঠের পর মাঠ, ক্ষেতের পর ক্ষেত ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কাঠ ফাটা

রোদে মাঠের ফসল শুকিয়ে বিনষ্ট হয়। গ্রামে গ্রামে বৃষ্টির জন্য মাতম পড়ে যায়। চাষীরা আকাশের পানে চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানায়। আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য আবেদনের এ গানই বৃষ্টির গান বা নৈলা গান নামে পরিচিত।

২৬। বিয়ের গানঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নানা ধরণের সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে বিয়ের গান সবচেয়ে জনপ্রিয়। বিয়ের গান আসলে মেয়েলী গান। স্ত্রী আচারের মধ্য দিয়েই এ গানগুলো গীত হয়। বিয়ের গানকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন বর-কনে সাজানো, গায়ে হলুদ, পানি ভরা, গোসল, কনে-বিদায় ইত্যাদি। বিয়ের গান বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় গান।

২৭। গাজন গানঃ গাজন গান লোক সঙ্গীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সারা চৈত্রমাস ধরে অনুষ্ঠিত গাজন উৎসবে এই গান গীত হয়।

২৮। বেদের গানঃ বেদেরা সাপ ধরে এবং খেলা দেখায়। তারা নৌকার বহর নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে যায়। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সাপ-খেলানোর গান। বেদেদের সাপ খেলানোর গান এক ধরণের লোকগীতি। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী ও অন্যান্য সাপের মন্ত্র ও সাপে কাটার বিধানের কথা এ গানের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

২৯। প্রভাতী গানঃ প্রভাতী গান বাংলাদেশের অন্যতম লোকগীতি। নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে রাত্রি শেষে বৈষ্ণবদের কণ্ঠে এ গান প্রকৃতির বিশাল চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে। কীর্তন ভাঙা এক বিশেষ সুরে এ গান গীত হয়।

৩০। ধামাইল গানঃ ধামাইল সিলেটের প্রসিদ্ধ নৃত্যগীতি, যে কোন মাংগলিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিয়ের উৎসবে এ গানের প্রচলন সর্বাধিক। বিয়ের শুরুতেই স্ত্রী আচারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। বিয়ের পরও এ গান চলতে থাকে। যুবতীরা দু'হাতে তালি বাজিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে এ গান পরিবেশন করে।

৩১। পালাগান/গাঁথা গানঃ পালাগান/গাঁথা গান পৃথিবীর লোক সাহিত্যে আশ্চর্য সম্পদ বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশের মহুয়া, মলুয়া ইত্যাদি গীথাগুলো তেমনি অমূল্য সম্পদ। ভাটিয়ালীর বিকাশ হয়েছিলো বিশেষ করে এই পালা গানগুলোর জন্যই। অধিকাংশ ছুটা গানগুলো এই পালা গানের অংশ।

৩২। আলকাফঃ আলকাফ এক ধরণের নাট্যক্রিয়া। কোন সুদর্শন কিশোরকে মেয়ে সাজিয়ে এ গান গাওয়া হয়। গান আর ছড়া নিয়ে দুটি অংশে আলকাফ গীত হয়। প্রসঙ্গ রাধা-কৃষ্ণপ্রেম এবং সম সাময়িক ঘটনা ও সমস্যা।

৩৩। ভাসান গানঃ ভাসন গান মুলতঃ চাঁদ সওদাগর অর্থাৎ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী ও মনসা দেবীর মাহাত্ম্য নিয়েই রচিত। বাংলাদেশ সর্পবহুল দেশ। তাই সাপের দেবী মনসা পূজার ঘটাও এখানে একটু বেশী। মনসা মঙ্গলের পুঁথি পড়তে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে কেউ কেউ ঘটে বা পটে বা মূর্তিকে পূজা করে। এ ঘটকে বলা হয় মনসা ঘট। সাধারণ কোন লোক মনসার কাছে কিছু মানত করে সফল কাম হলে তার বাড়ীতে আয়োজন করে ভাসান গানের। কোন জায়গায় ৭/১৫ দিন পর্যন্ত এ গান চলে

৩৪। **শিবের গানঃ** শিব সম্পর্কিত নানা ধরণের লোকগীতিই শিবের গান নামে পরিচিত। গম্ভীরা, গাজন গান, নীলের গান, বোলান, চড়ক পূজার গান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার লোক গানকেই শিবের গান বলা হয়।

৩৫। **হিজড়ের গানঃ** নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে তার কল্যাণ কামনায় হিজড়েদের দিয়ে যে গান গাওয়াবার রীতি আছে সেই গানের নাম হিজড়ের গান।

৩৬। **হুদুমা গানঃ** উত্তরবঙ্গে প্রচলিত এক প্রকার মেয়েলী গান। বৃষ্টি লাভের কামনায় মেঘ দেবতার স্তবমূলক এই গান গাওয়া হয়। হুদুমা মেঘ দেবতার লৌকিক নাম।

৩৭। **শীতলা পূজার গানঃ** গুটি বসন্তের পরিত্রাণকর্ত্রী দেবী শীতলার মাহাত্ম্য বর্ণনা মূলক গানকে শীতলা পূজার গান বলা হয়। শীতলা পূজার সময় মেয়েরা আচার গীতি হিসেবে এই গান গেয়ে থাকে।

৩৮। **ছড়া গানঃ** সুরে ছড়া গীত হলে তাকে ছড়া গান বলা হয়।

৩৯। **স্বদেশী গানঃ** উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে রচিত এক প্রকার বাংলা গানের নাম। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে এই শ্রেণীর গানের মুখ্য বিষয় বস্তুরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলার ভাবাদর্শে স্বদেশী গানের উদ্ভব। পরবর্তীকালে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই শ্রেণীর গানের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ঘটে। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে প্রথম স্বদেশী গীত সংকলন প্রকাশ করেন।

৪০। **মাতুয়ার গানঃ** মতুয়া বলে পরিচিত ও ফরিদপুর অঞ্চলে উদ্ভূত এক ধর্ম সম্প্রদায়ের গাওয়া এক প্রকার ভক্তিগীতিকে মাতুয়ার গান বলা হয়।

৪১। **দধি মঙ্গলের গানঃ** ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত এক প্রকার আচারগীতি। হিন্দু বিবাহে দধিমঙ্গল একটি আচার। এতে বর কনে দধি আহার করে এবং দধি ভান্ডকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই সময়ে যে মেয়েলী গান গাওয়া হয় তাকে দধি মঙ্গলের গীত বলা হয়।

৪২। **খেয়ালঃ** খেয়াল কথার অর্থ ভাবনা। সে ভাবনা গীতি ধর্মী। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কল্পনা সাগরে বিচরণ করে যে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়, সে গানই খেয়াল গান নামে খ্যাত। খেয়াল দুই প্রকার যথা- বড় খেয়াল ও ছোট খেয়াল। আমীর খসরু ছোট খেয়াল ও জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী বড় খেয়াল উদ্ভাবন করেন। খেয়াল অর্থাৎ স্বাধীনতা। ইহা ফার্সী শব্দ। যে গানের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে রাগ বিশেষের নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন স্বর সমন্বয়ে সুললিত ছন্দে বদ্ধ করে খেয়ালমত গাওয়া হয় তাকে খেয়াল বলে।

ক) বড় খেয়ালঃ বিলম্বিত লয়ের খেয়ালকে বড় খেয়াল বলে। একতাল, ঝুমরা, তিলুয়াড়া ইত্যাদি তালে বিলম্বিতলয়ে এই খেয়াল গাওয়া হয়। এই গান আলাপ, মীড়, গমক, ঘটকা সহকারে বিলম্বিত লয়ে গাইতে পারা কৃতিত্বের পরিচয়। তান, বোলতান ইত্যাদি খেয়াল গানের একটি বিশেষ অঙ্গ। ইহাতে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি তুক্ থাকে।

খ) ছোট খেয়ালঃ মধ্য ও দ্রুত লয়ের খেয়ালকে ছোট খেয়াল বলে। ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, দ্রুত একতাল প্রভৃতি তালে ছোট খেয়াল গাওয়া হয়। ইহাতে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি তুক্ থাকে। ইহাতে দ্রুত লয়ে আলাপ, তান, বোল তান, সরগম্ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

ধ্রুপদের মতো অধিকাংশ খেয়াল গানের কথার মধ্যে রচিয়াতাদের ছদ্মনাম থাকে। যেমন- অচপল, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, হররঙ্গ, সবরঙ্গ, দরসপিয়া, আলম পিয়া প্রভৃতি।

৪৩। গজলঃ উর্দু এবং পার্সী ভাষায় রচিত প্রেম বিষয়ক গানকে গজল বলে। এই গীতি কবিতা প্রায় চার কলি পর্যন্ত থাকে। আরবী গেযাল(সুন্দর হরিণ) শব্দ থেকে গজল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত হাল্কা প্রকৃতির রাগে এ গান গাওয়া হয়। রুপক, পশতু, দাদ্রা, কাহারবা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালে ঢোলক যন্ত্রের সঙ্গতের সাথে গাওয়া হয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা ভাষায় অনেক গজল গান রচনা করেছেন।

গজলের রচণায় সাধারণত প্রেমিক প্রেমিকার ভালবাসার বর্ণনা থাকে। যাহাদের উচ্চারণ স্পষ্ট ও মার্জিত নয় এবং যাহাদের গলায় মীড়, কণ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়না তাদের পক্ষে গজল গাওয়া সম্ভব নয়।

৪৪। সামাঃ ইহা পীর ও অলি আউলিয়াদের খান্‌কায় গীত উর্দু এবং ফার্সী ভাষায় রচিত এক প্রকার গান। এর বিষয় বস্তু হলো আল্লার প্রশান্তি সূচক ও আধ্যাত্মিক প্রেম বিষয়ক গান। যা দফ্ (তাল বাদ্য যন্ত্র) সহযোগে গাওয়া হয়। দ্বাদশ হতে ত্রয়োদশ শতকে হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার খান্‌কায় সামা সঙ্গীতের অধিক প্রচলন ছিল।

৪৫। কাজরীঃ কাজরী ভারতের মির্জাপুর ও কাশি অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এবং বর্ষা ঋতুর প্রাকৃতিক বর্ণনা সম্বলিত এক প্রকার লোক সঙ্গীত। বর্ষা ঋতুতে গেয় এ কাজরী ক্ষুদ্র প্রকৃতির শৃঙ্গার-রস প্রধান এবং নায়ক-নায়িকার প্রেমাসক্ত সম্বলিত গান। ইহা হাল্কা প্রকৃতির রাগে ও তালে গীত হয়। বাংলা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলাম কিছু কাজ্‌রী রচনা করেছেন।

৪৬। কীর্তনঃ কীর্তন হিন্দু সম্প্রদায়ের এক নিজস্ব উচ্চ স্তরের ভজন সঙ্গীত। কবি জয়দেব কীর্তনের আদি প্রবর্তক। কথিত আছে, কবি জয়দেবকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে কবি বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাস যথাক্রমে মৈথিলি ও বাংলা ভাষায় সরল ও সুমধুর পদাবলী রচনা করেন। এদের পরে বিশেষ করে শ্রী চৈতন্যের নাম উল্লেখযোগ্য। যিনি এ পদাবলীকে সংস্কার ও কালপোযোগী করে আধ্যাত্মিক প্রেমধর্ম ও রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা রুপে প্রচার করেন। তাই প্রধান সাধন হলো 'কীর্তন'।

ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের মত বিশুদ্ধ রাগ ও তাল লয়ে কীর্তন গাওয়া হয়। হিন্দু দেব দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত এ কীর্তন ঝাঁঝ, করতাল, মৃদঙ্গ ইত্যাদি তাল যন্ত্রের সাহায্যে গাওয়া হয়। কীর্তনের প্রকার ভেদের মধ্যে ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন, গরাণহাটী, মনোহর

সাহী, রেনেটী, মন্দারিণী, লীলা কীর্তন, ঢপ-কীর্তন, সংকীর্তন, নগর কীর্তন, যুগ কীর্তন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে এর প্রচলন বেশী।

কথিত আছে বাঙলার রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে (১২শ শতাব্দী) কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামে সংস্কৃত ভাষায় যে কাব্য গীতি রচনা করেন, তাই কীর্তনের প্রথম স্তর। কীর্তন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিঘোষণ। সাধারণত শ্রী ভগবানের লীলা, নামগান ইত্যাদিকে কীর্তন বলা হয়। এই গানে একাধিক তাল ব্যবহার হয়। রস সৃষ্টির জন্য ব্যাখ্যা-মূলক পদ বা আঁখরের ব্যবহার হয়। সাধারণত কীর্তন গানে একজন থাকে মূল গায়ক এবং তার সঙ্গে থাকেন তার সাহায্যকারী বা দোহার। বৈষ্ণব পদাবলীই কীর্তন গানের উৎস। কীর্তন দুই প্রকার যথা- নাম কীর্তন ও লীলা কীর্তন। নাম কীর্তন করা হয় ভগবানের গুণগান এবং লীলা কীর্তনের প্রধান উপজীব্য রাধা কৃষ্ণলীলা বর্ণনা। কিন্তু পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ লীলাও এর অন্তভুর্ক্ত হয়। মহাপ্রভুর সময়কে কীর্তন গানের স্বর্ণযুগ বলা যায়।

৪৭। **কবি গানঃ** কবি গান মানে কবির লড়াই। অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্র যোগে দোহারদের সাহায্যে প্রথম কবি গানের মাধ্যমে অন্য কবিকে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করে। প্রতিদ্বন্দী কবি পরে আসরে হাজির হয়ে একই পদ্ধতিতে প্রশ্নের জবাব দেয় ও পরবর্তী প্রশ্ন রাখে। এইভাবে গানের সুরে সওয়াল জবাব চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয় কবি আসরে হাজির হয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যেমে বিতর্ক বিষয়ের মীমাংসায় উপনীত হয়। এইরুপ গীত-রীতির গানকে "কবিগান" বলে। ধর্মীয় কাহিনী এর বিষয় বস্তু হয়ে থাকে। এতে হারজিৎ আছে। কোন কোন সময় একাধারে ৩/৪ দিনও কবির লড়াই চলতে থাকে।

৪৮। **বাউলঃ** বাংলার বিশেষ এক ধর্মমতাবলম্বীদের বলা হয় 'বাউল'। বাউলকে বলা যায় বাংলার অন্যতম একটি লৌকিক ধর্ম। বাউল শব্দের কেহ কেহ এমন অর্থ করিয়া থাকেন যে, বায়ুর মত (ঈশ্বরের সঙ্গে) মিশিয়া থাকে, সেই বাউল। বায়ুর মত সুনিবিড়ভাবে যে কোন বস্তুর সঙ্গেই যে কোন বস্তু মিশিতে পারে, বাউল সাধক সেই ভাবেই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়া যায়। বাউল ধর্মাবলম্বীদের রচিত গানগুলোকেই বলা হয় বাউল গান। এদের রচিত গানের মধ্যে দিয়ে বাউল ধর্মের তত্ত্ব কথা প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকজন শ্রেষ্ট বাউল সাধকের নাম-দীন বাউল, সিরাজ সাঁই, লালন ফকির, ক্ষ্যাপাচাঁদ, পাণ্ডু শাহ প্রভৃতি। বাউল গানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য গানের সঙ্গে একতারা হাতে নৃত্য এবং গোপীযন্ত্র বাদ্য।

৪৯। **গম্ভীরাঃ** গাজন গানের মত গম্ভীরা গানকেও এক ধরণের শিবসঙ্গীত বলা চলে। এই গানের সময় হচ্ছে চৈত্র মাস। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলাতে এবং বাংলাদেশের রাজশাহীতে গম্ভীরা গানের প্রচলন বেশী। এই গান সাধারণত পোলিয়া রাজবংশী, নাগর, কোচ প্রভৃতি আদিবাসীদের কণ্ঠে শোনা যায়। সাধারণত বৎসরের শেষ তিনদিন কোন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই গানের আসর বসে। গম্ভীরা গানের মূল বিষয়বস্তু শিব। তবে সংসারের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাসমূহ সঙ্গীতাকারে পর্যালোচনা করাই গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য।

৫০। জাগ গানঃ উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত এক শ্রেণীর লোক সঙ্গীতের নাম জাগ গান। রাজশাহী এবং পাবনা অঞ্চলেও জাগ গান শুনতে পাওয়া যায়। রাত্রি জেগে এই গান গাইতে হয় বলে ইহার নাম জাগ গান। সঙ্গীতের মাধ্যেমে লৌকিক আখ্যায়িকা পরিবেশন করাই জাগ গানের উদ্দেশ্য। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত অধিকাংশই সেনাপীর নামে এক মুসলমান ফকিরের কীর্তন। শ্রীকৃষ্ণ এবং চৈতন্য বিষয়ক জাগ গানেরও প্রচলন আছে, উত্তর বঙ্গের কৃষক বালকগন দল বেঁধে পৌষ মাসের রাত্রি জেগে জাগ গান গেয়ে থাকে।

৫১। আচার সঙ্গীতঃ ধর্মীয় বা সামাজিক আচারানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে যে গান গাওয়া হয় তাকে আচার সঙ্গীত বলা হয়।

৫২। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতঃ যে গান কোন নির্দিষ্ট দিনে বা তিথিতে উদযাপিত ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গীত হয় তাকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলা হয়।

৫৩। গণসঙ্গীতঃ এক প্রকার উদ্দীপনামূলক গান। সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয় বাচক সঙ্গীত।

৫৪। ওলা বিবির গানঃ ওলাবিবি নামে ওলাওঠার এক লৌকিক দেবী পূজিত হতে দেখা যায়। এর মাথায় টুপি, পরণে পায়জামা, পায়ে নাগরা জুতা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এই দেবীর মাহাত্ম্যমূলক গানই ওলাবিবির গান নামে খ্যাত। ওলাবিবির আরো ছয় বোন রয়েছেন। এই সাত বোন নিয়তই এক সঙ্গে থাকেন। তাই সাত বোনের মাহাত্ম্যসূচক গানও একই সঙ্গে গাওয়া হয়ে থাকে। সাত ভগ্নির প্রশান্তি সূচক গানকে সাতবিবির গানও বলা হয়।

৫৫। কালী কীর্তনঃ কালী বা শাক্তদেবী বিষয়ক পালা জাতীয় গান। পদাবলী কীর্তনের অনুসরণে কালী কীর্তনের প্রবর্তন হয়। মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সহযোগে কীর্তনীয়া ও দোহার মিলে আসর করে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।

৫৬। গুনাই বিবির গানঃ বরিশালে প্রচলিত নায়িকা গুণাই ও নায়ক তোতার প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে প্রচলিত এক প্রকার পালাগানের নাম গুণাইবিবির গান বা গুণাই যাত্রা বা গুণাই বিবির পালা। গুণাই তোতার বিচ্ছেদই এই আখ্যান গীতির মুখ্য বিষয়।

৫৭। গুয়াপানের গানঃ উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত পান ও সুপারির গুণ বর্ণনামূলক এক প্রকার গানকে গুয়াপানের গান বলা হয়। সুপারির অপর নাম গুয়া।

৫৮। যাত্রামঙ্গল গানঃ হিন্দু বিবাহে গাওয়া এক প্রকার মেয়েলী গান। বিবাহের পর বধূসহ বরের নিজ গৃহে যাত্রাকালে এই মঙ্গল কামনাসূচক গান গাওয়া হয়।

৫৯। গুরুবাদী গানঃ লৌকিক আধ্যাত্মগীতির একটি শাখা। এই গানে গুরুর মাহাত্ম্য, গুরুবরণের আবশ্যিকতা এবং সৎ গুরুর সন্ধান প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করা হয়।

৬০। ছাদ পেটানো গানঃ ছাদ পেটানোর সময় যে গান গাওয়া হয় তা ছাদ পেটানোর গান। গান গেয়ে তালে তালে আঘাত করে ছাদ পেটানো হয়। একজন বয়াতী গান গায় আর শ্রমিকরা শুধু ধুয়া বা দিশা ধরে তালে তালে ছাদ পেটায়।

৬১। **ছেঁচর গানঃ** মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের এক প্রকার লোকগীতি। নাম করলে লঘু আমেজ থাকলেও ছেঁচর গান যথেষ্ট গুরু গম্ভীর প্রকৃতির। রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলাকে এই গানে ব্যবহার করা হয়। লৌকিক প্রেমের কথাও এই গানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ছেঁচর গানে মিলনের চেয়ে বিরহের কথাই বেশী।

৬২। **ধুয়া গানঃ** এক প্রকার লোক গীতি। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত। এই গান একক ও দলবদ্ধ উভয়ভাবেই গাওয়া হয়। কখনো দুইদলে পাল্লা দিয়েও ধুয়া গান গাইতে দেখা যায়। এই গানে অনেক সময় সামাজিক পারিবারিক অবস্থার দোষত্রুটি তুলে ধরা হয়।

৬৩। **নাম গানঃ** কৃষ্ণলীলামূলক এক প্রকার বাংলা গান। চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পূর্বে এই গান বিশেষ প্রসার লাভ করে। কৃষ্ণের দ্বারকার জীবন বৃত্তান্ত এই গানের বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু চৈতন্য যুগের প্রভাবে বৃন্দাবনলীলার ওপর বিশেষ ঝোঁক পড়ে। ফলে নাম গানের বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। নাম গানে কৃষ্ণের বাল্যলীলার মহিমা বিবৃত হয় এবং নাম গানের নাম হয় নাম কীর্তন।

৬৪। **নৌকা বাইচের গানঃ** নৌকা বাইচের সময় গাওয়া গানের নাম। ইহা এক প্রকার সারি গান।

৬৫। **লেটো গানঃ** উপস্থিত রচনার এ গান অনেকটা তর্জার মতো। দু'দলে ভাগ হয়ে তর্জার মতো গান করে। তাতে প্রশ্নোত্তর থাকে। থাকে রসিকতা। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেও আগে লেটো গান ব্যবহৃত হতো। গানের রূপ পরবর্তীকালে কিছুটা পাল্টে গেছে।

৬৬। **যাত্রা গানঃ** রামায়ণের যুগ থেকে যাত্রা গানের সূচনা। বর্তমানে সাধারণত ঐতিহাসিক ও ভক্তিমূলক বিষয় নিয়ে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এর গানগুলো সবই রাগাশ্রয়ী।

৬৭। **পাঁচালীঃ** রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক কথা নিয়ে এ গান রচিত। এক-উচ্চস্তরের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এই ধরণের গীতরীতি থেকে।

৬৮। **বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গানঃ** বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা সর্বত্র গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করে। তারা তাই সবখানেই পরিচিত। বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদের কথাই ধ্বনিত হয় এ গানে। একতারা বা দোতারা এ গানের সঙ্গত-যন্ত্র।

৬৯। **সাখী গানঃ** প্রশ্নত্তোরমূলক এক প্রকার লোকগীতি। সাপের ওঝাদের বার্ষিক সম্মিলনীতে প্রধানত সাখী গান অনুষ্ঠিত হতো। এই অনুষ্ঠানে ওঝা ও তাঁদের শিষ্যদের একটি দল যখন শোভা যাত্রা করে গ্রামের পথে অগ্রসর হতো তখন অন্যদল পথের পাশ থেকে গান গেয়ে নানা প্রশ্ন করতো। উত্তরও যথারীতি গানেই দেওয়া হতো। এভাবেই অনুষ্ঠিত হতো সাখী গান।

৭০। **সহেলা গানঃ** এক প্রকার লোকগীতি এবং মেয়েলী গীত। সই পাতানো উপলক্ষে এ শ্রেণীর গান রচিত ও গীত হয়। একে সহেলার গানও বলা হয়।

৭১। **লগ্নপত্রের গানঃ** ইহা এক প্রকার মেয়েলী গীত। হিন্দু বিবাহে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের দিনক্ষণ স্থির করাকে লগ্নস্থির করা বা লগ্নপত্র করা বলা হয়। এই উপলক্ষে প্রচলিত মেয়েলী গীতকে লগ্নপত্রের গান বা লগ্ন স্থিরের গান বলা হয়।

৭২। **রঙ্গগীতিঃ** ইহা এক প্রকার হাসির গান। ব্যঙ্গগীতির মত এই গানে সমালোচনা নেই বা কোন অর্ন্তনিহিত তীক্ষ্ম বক্তব্য নেই। লঘু ভাবের নির্মল হাসির গানকে রঙ্গ গীতি বলা হয়। ইহা নিছকই হাসির গান।

৭৩। **যোগের গানঃ** এক প্রকার দেহতত্ত্বমূলক লোকগীতি। এই গানে মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়া ও যোগ সাধনার বর্ণনা থাকে। একে যোগ শাস্ত্রের গানও বলা হয়ে থাকে।

৭৪। **মন শিক্ষার গানঃ** মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এক একার বৈরাগ্য মূলক লোকগীতির নাম।

৭৫। **ধ্রুপদঃ** ধ্রুব অর্থে সত্য ও পদ অর্থে শব্দ। ধ্রুপদ ভারতবর্ষের এক প্রাচীন গান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অবদান ধ্রুপদ। অনেকের মতে নায়ক গোপালের ছন্দ প্রবন্ধ গীতই বর্তমান কালের ধ্রুপদ গান। ধ্রুপদ গানকে এক প্রকারের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলা চলে। প্রবাদ আছে যে, ধ্রুপদ গানের আবিস্কার গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৬-১৫১৮ খৃস্টাব্দে) করেছেন। ধ্রুপদ ৪টি বাণীতে গাওয়ার রীতি ছিল। খান্ডার বাণী, ডাগর বাণী, নওহর বাণী ও গওহর বাণী। খন্ডার নিবাসী তানসেনের জামাতা সমোখন সিংহ, খান্ডার বাণী, ডাগর গ্রাম নিবাসী ব্রজ চন্দ্র ব্রাহ্মণ ডাগরবাণী, নোহার নিবাসী শ্রী চন্দ নওহরবাণী এবং গোয়ালিয়র নিবাসী তানসেনের প্রবর্তিত বাণী গওহরবাণী নামে পরিচিত।

প্রধানতঃ নোম্, তোম্, বা আ-কার সহযোগে আলাপ করেই ধ্রুপদ গানের সূচনা করা হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারটি বিভাগে মীড়, গমক ইত্যাদির সাহায্যে বিলম্বিত হতে ক্রমশঃ দ্রুততর লয়ে আলাপ পর্ব শেষ করে মূলগানে প্রবেশ করে দ্বিগুন, তিনগুন ইত্যাদি নানা প্রকার লয়কারীর কাজ করে ধ্রুপদ গান শেষ করা হয়। ধ্রুপদ গানগুলো প্রধানতঃ হিন্দী ভাষায় রচিত এবং এই গানে পাখোয়াজ সংগত করা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষাতেও ধ্রুপদ গানের অভাব নেই। ধ্রুপদ গম্ভীর প্রকৃতির গান। ধ্রুপদে তান ব্যবহারের রীতি নেই। চৌতাল, সুরফাঁক্তা, ব্রহ্ম, রুদ্র তালে প্রধানত বিলম্বিত লয়ে এই গান গাওয়া হয়। ধ্রুপদ গায়কদিগকে কলাবন্ত বলে সম্বোধন করা হয়। প্রাচীন ধ্রুপদের মোট ৪টি তুক যথাঃ অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ নামে পরিচিত।

৭৬। **সাদরাঃ** সাদরা এক প্রকারের ধ্রুপদ। শুধু পার্থক্য হলো, এ গান পরিবেশন করা হয়। যুদ্ধ বা প্রশংসা এ গানের বিষয়বস্তু। ধ্রুপদের লয়ের তুলনায় সাদরার লয় একটু জলদ বা দ্রুত।

৭৭। **ধামারঃ** ধ্রুপদের পরেই ধামারের সৃষ্টি। এটি ধামার তালে পরিবেশিত হয় বলে এই পদ্ধতির গান ধামার নামে পরিচিত। ধামার পদ্ধতি গানের বৈশিষ্ট্য হলো

নির্ধারিত লয়ে পরিবেশন। ধামার নিদির্ষ্ট তালে বিভিন্ন প্রকার লয় বা বাঁটের কাজ করা হয়। গানের কোন অংশকে দ্বিগুন, ত্রিগুন, চর্তুগুন ইত্যাদি লয়ে পরিবেশন করা হয়। ধামার গান সৃষ্টির কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন নেই। ধামার গানের সঙ্গীতজ্ঞগন প্রথমে ধ্রুপদ পরিবেশন করার পর ধামার পরিবেশন করতেন। ধামার তালের গান অধিকাংশই দু'কলি বিশিষ্ট। ধামার আসলে ১৪ মাত্রার একটি বিষমপদী তালের নাম। প্রচলিত হোরী নামক প্রবন্ধ গান ধামার তালে গাওয়া হলে তাকে ধামার বলা হয়। কলাবন্তেরা বসন্ত ঋতুতে বিশেষ করে হোলী উৎসবের সময় এই গান করতেন। ধ্রুপদের ন্যায় ধামারে তান ব্যবহার করা হয় না। ইহাতে মীড়, গমক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

৭৮। ঠুমরীঃ ঠুমরী ভাব প্রধান গান। সম্ভবত খেয়ালের বিস্তার কালে নানা প্রকার সুললিত স্বর সংযোগ এবং অলংকার ব্যবহার হতে ঠুমরী গানের উদ্ভব হয়। অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ্র পৃষ্টপোষকতায় ঠুমরীর সৃষ্টি ও প্রবর্তন। ঠুমরী হাল্কা রাগে রচিত এবং এর সুর এমন মধুর যে, অতি দ্রুত মানুষের মন জয় করতে পারে। খেয়ালের মতো ঠুমরীতে রাগের কোন কড়াকড়ি নেই বলেই তা সম্ভব। বিভিন্ন রাগের ছায়া ঠুমরীর অঙ্গ। কিন্তু সব রাগে ঠুমরী পরিবেশন করা যায় না। কিংবা করা হয় না। খাম্বাজ, দেশ, তিলক কামোদ, ঝিঁঝিট, কাফী, পিলু ও ভৈরবী প্রভৃতি রাগ ঠুমরীর জন্য উপযুক্ত। দীপচন্দী, সেতারখানি, যৎ, দাদ্‌রা প্রভৃতি তালে ঠুমরী পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

৭৯। টপ্পাঃ পাঞ্জাবে টপ্পার জন্ম। ইহা পাঞ্জাবের লোক সঙ্গীত। প্রাচীনকালে পাঞ্জাবের উট চালকেরা যে গান গাইতো সে গান পাঞ্জাবের লোকগীতি হিসেবে গণ্য হয়। টপ্পা একটি হিন্দী শব্দ। অবশ্য উট চালকেরা টপ্পা গানে সুরের তেমন মিষ্টতা ছিলো না। পরে টপ্পা গান উট চালকদের কণ্ঠ থেকে সঙ্গীত শিল্পীদের কণ্ঠে স্থান লাভ করেন। পরবর্তীকালে লক্ষ্মৌয়ের শোরী মিঞা এই গীতকে অলংকারে ভূষিত করে এ গানকে বিখ্যাত করেন। এই গানের রচনা পাঞ্জাবী শব্দ বহুল। শৃঙ্গার রসই ইহার প্রধান উপজীব্য। ইহাতে স্থায়ী ও অন্তরা দুই ভাগ বা তুক থাকে। কাফী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বারোয়াঁ প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির রাগ টপ্পার পক্ষে প্রশস্ত। টপ্পা ঠুমরীর সমকালীন।

৮০। তারানাঃ তারানা তেলেনা নামেও খ্যাত। অন্যান্য গানের চেয়ে তারানা একেবারে আলাদা ধরণের গান। এ গানের পরিবেশনও পুরোপুরি আলাদা। কতকগুলো অর্থহীন শব্দ দ্বারা এই গীত রচিত হয়। যেমন- তোম, তানা, না, তু, দিরদির, তদীয়ন, রেদানী, উদানী, তদানী ইত্যাদি। এই রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে তবলা ও পাখোয়াজের বোলও থাকে। তারানা গাইবার পদ্ধতি খেয়ালের মতই। ইহা সাধারণত ত্রিতাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। তারানাতে দ্রুত তান প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে দুইটি তুক থাকে। যথা- স্থায়ী ও অন্তরা। খেয়াল গায়কেরা ছোট খেয়াল গাইবার পর তারানা গেয়ে থাকেন। তারানার মুখ্য উদ্দেশ্যে হলো তৈয়ারী, লয়কারী ও উচ্চারণ অভ্যাস। হযরত আমীর খসরু তারানার সৃষ্টা ও প্রবর্তক।

৮১। ত্রিবটঃ তারানার মতো করেই ত্রিবট গাওয়া হয়ে থাকে। পাখোয়াজের পরণ সহযোগে এ গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় গানে তিনটি অঙ্গের তিনটি কলি আছে। প্রথম কলিতে গানের কথা, দ্বিতীয় কলিতে তারানা ও তৃতীয় কলিতে পাখোয়াজ বা তবলার বোল থাকে। খেয়াল অঙ্গের তালে ও রাগে এবং খেয়ালের রীতিতেই গাওয়া হয়। বর্তমানে এই গীতের বিশেষ প্রচলন নেই।

৮২। দাদ্‌রাঃ দাদ্‌রা তালে গীত এক প্রকার গান দাদ্‌রা নামে পরিচিত। দাদ্‌রা ঠুমরী অঙ্গের গান। তবে ঠুমরীর চেয়ে দ্রুত তালে এই গান পরিবেশিত হয়।

৮৩। চতুরঙ্গঃ চতুরঙ্গ গানের বিষয়বস্তুর কিছু অংশে অর্থপূর্ণ শব্দ এবং কিছু অংশে তারানার বোল থাকে। এর কিছু অংশে ত্রিবট, তারানা ও সরগম'এর বোলও থাকে। চতুরঙ্গ অর্থ হলো চার রঙ। পাখোয়াজের বোল নিয়েই এ গানের অবয়ব গঠিত। খেয়াল গানের ঢঙে চতুরঙ্গ গাওয়া হয়ে থাকে। এই প্রকার গানে চার অঙ্গের সমাবেশ থাকে, তাই চতুরঙ্গ বলা হয়। ইহার চারটি কলি। প্রথম কলিতে গানের কথা, দ্বিতীয় কলিতে তারানা, তৃতীয় কলিতে পাখাওয়াজ বা তবলার বোল এবং চতুর্থ কলিতে মুল রাগের সার্গাম।

৮৪। কউলঃ ফরাসীতে রচিত এক প্রকার ভক্তি সঙ্গীত 'কউল' গান নামে পরিচিত। এ গানের বিষয়বস্তু মুসলমান সুফী সাধকদের কাহিনী। কখনো কখনো তারানার বোলে কউল পরিবেশিত হয়। নানা প্রকারের কউল গান রয়েছে। কল্‌বানা, নক্‌শগুল ইত্যাদি তাদের অন্যতম। আমীর খসরু এ গান আবিস্কার করেন। কউল সব সময় কাওয়ালী নামক একটি বিশেষ তালে গাওয়া হয়।

৮৫। ভজনঃ এই গানে ঈশ্বরের ভজনা করা হয়। নানক, কবীর, মীরা, সুরদাস, তুলসীদাসের নাম ভজন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮৬। ঝুমুরঃ ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনার আদিবাসীগনের মধ্যে প্রচলিত একশ্রেণীর লোকসঙ্গীত ঝুমুর নামে পরিচিত। এ দেশের সাঁওতালগনের মধ্যেই ঝুমুর গান সর্বাধিক জনপ্রিয়। ঝুমুর গানে সুরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মাদলের বোল এবং বাঁশীর সুরের সহিত ঝুমুর গাওয়া হয়। লৌকিক যে কোন বিষয় অবলম্বনেই ঝুমুর রচিত হতে পারে, তবে প্রেম বিষয়ক পদই বিশেষ প্রাধন্য লাভ করে।

৮৭। বিচ্ছেদী গানঃ বিচ্ছেদী গানে বিচ্ছেদের সুর ঝংকৃত হয়। রাধা কৃষ্ণ বা চৈতন্য বিষয়ক গানগুলো সাধারণত বিচ্ছেদী গান রুপে পরিচিত। এ গান অন্যতম লোকগীতি হিসেবে চিহ্নিত। সাধারণত বৈষ্ণবদের কণ্ঠে এ গান গীত হয়।

৮৮। চট্‌কা গানঃ চটুল শব্দ থেকে 'চটকা' শব্দটির উদ্ভব। দ্রুত তালে ও হাল্কা ছন্দে এ গান গীত হয় বলে 'চটকা গান' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলাতে চট্‌কা গানের প্রচলন রয়েছে। চট্‌কা গানে হাল্কা চটুল রসের অভিব্যক্তি বেশী। তবে এ গানের বাণী ও বিষয়বস্তুতে গভীরতা নেই। তবে চটকা গানের রচনা উপহাস ও বক্রোক্তি পূর্ণ। ভাওয়াইয়া গানের মতোই এ গানের গায়কী ও ঢং। দাদ্‌রা তালে সাধারণত চট্‌কা গান গীত হয়।

৮৯। মাইজ ভান্ডারী গানঃ চট্টগ্রামের মাইজভান্ডার অঞ্চলের গান। এ গানের মাধ্যমে আধ্যাত্ম সাধনা চলে। মাইজ ভান্ডারের পীরের দরগা-শরীফকে কেন্দ্র করেই এ গানের উৎপত্তি।

৯০। পুঁথিপাঠঃ গ্রামের কুপিজ্বলা সন্ধ্যেবেলা পুঁথিপাঠের আসর বসে। পুঁথিতে বর্ণিত থাকে নানা উপাখ্যান। সুর করে পড়া হয় সেগুলো। পুঁথির ভাষার সব চাইতে বড় গুণ হলো তা সহজ ও সরল। অধিকতর মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে যে সাহিত্য আনন্দ দেয়, সে সাহিত্যই সেরা সাহিত্য। এই গুণ পুঁথি সাহিত্যের দীনতার পরিচয় বহন করে না, তার ঐশ্বর্যের কথাই বলে। তাই যুগে যুগে এবং ঘরে ঘরে পুঁথির কদর। পুঁথিপাঠ বাংলাদেশের খুব জনপ্রিয় গীত।

৯১। হাবু গানঃ ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে হাবু গান নামে এক প্রকার গান প্রচলিত আছে। হাবু প্রধানত ছড়া গান। এ গানে উপদেশ ও কৌতুক থাকে।

৯২। হালদা ফাটার গানঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত এক প্রকার লোকগীতি। সাধারণত সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে এই গান গাওয়া হয়।

৯৩। মলয়া সঙ্গীতঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলে এ ধরণের গান প্রচলিত। এ গানের রচয়িতা মহর্ষি মনোমোহন দত্ত। গানগুলোর সুরকার হলেন ফকির (তাপস) আফতাব উদ্দিন খাঁ। এ গানের মূল ভাব সার্বজনীনতা। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই এ সত্যই এ গানে বিধৃত হয়েছে।

৯৪। সাম্পান মাঝির গানঃ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান। সাম্পান এক প্রকার নৌকা। মাঝিরা নদীর বুকে সাম্পান চালাতে চালাতে এ গান গেয়ে থাকে বলে তাকে সাম্পান মাঝির গান বলে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ গান বেশ জনপ্রিয়।

৯৫। ধান কাটার গানঃ কর্মসঙ্গীতের গান। এ গান সমবেতভাবে সারি গানের মত গাওয়া হয়। বাংলাদেশের চাষীদের মধ্যে এ গান প্রচলিত।

৯৬। ধান ভানার গানঃ নবান্ন উৎসবে ধান ঘরে তোলা হয়। তখন ধান ভানতে ভানতে গান গাওয়া হয়। আর সে গান ধান ভানার গান। পল্লী অঞ্চলে এ গান বিশেষ প্রচলিত ও জনপ্রিয়।

৯৭। চিঁড়ে কোটার গানঃ ধান সিদ্ধ করে চিঁড়ে কোটা হয়। আর ধান থেকে চিঁড়ে কোটার সময় যে গান গ্রামদেশের মেয়েদের কণ্ঠে সুর তুলে তাই হলো চিঁড়ে কোটার গান।

৯৮। ঝাপান গানঃ ভাসান গানের মত এ গানও মনসামঙ্গলের গান। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এ গান গীত হয়।

৯৯। বারোমাসী গানঃ অপেক্ষাকৃত লঘুছন্দে মাস-ঋতু বর্ণনার গান। এ গান প্রেম সঙ্গীত। ছন্দোবদ্ধ বিচ্ছেদী ভাব বর্তমান।

১০০। পুতুল নাচের গানঃ পুতুল নাচের সময় নেপথ্য থেকে নাচের বিষয় বিবৃত করে যে গান গাওয়া হয়, তাকে পুতুল নাচের গান বলা হয়।

১০১। পুরাণের গানঃ ইহা এক প্রকার লোকগীতি। পুরাণের কাহিনী বা ঘটনা অবলম্বণে রচিত আখ্যান বা খন্ড গীতি পুরাণের গান নামে পরিচিত।

১০২। ফকিরী গানঃ ইহা এক প্রকার ভক্তিমূলক লোকগীতি। ফকিরের রচিত গান বা সাধারণত ফকিররা গায় এমন গান এই অর্থে ফকিরী গান কথাটি প্রচলিত হয়েছে। এসব গানে সংসার বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রকাশ পায়।

১০৩। বচন গানঃ খনার বচন বা ডাকের বচন জাতীয় ছড়া সমূহ সুর সহযোগে গাওয়া হলে বচন গান নামে খ্যাত হয়।

১০৪। মনসার গানঃ মনসা মঙ্গলের কাহিনী ভেঙ্গে মনসার মাহাত্ম্যমূলক যে লোকগীতি রচিত তার নাম মনসার গান।

১০৫। রয়ানী গানঃ বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনীমূলক গানকে কোন কোন অঞ্চলে রয়ানী গান বলে। তবে বেদেরা রয়ানী গানের গায়ক নয়। গ্রামের গায়েনরাই দোহারদের সঙ্গে এই গান গেয়ে থাকে। রয়ানী পালা গান। সারা শ্রাবণ মাস ধরে এ গান চলে। এ গানের সঙ্গে অভিনয় যোগ করে যাত্রা গান করা হয়।

১০৬। দেহতত্ত্ব গানঃ অনিত্য দেহ ও পরমাত্মার রূপক নিয়ে গান। এ গান কোথাও লৌকিক সুরের, কোথাও বাউলের অনুকরণ এবং কোথাও কীর্তন প্রভাবিত। ধর্মতত্ত্ব নিয়েই এ গানের উৎপত্তি। বাউলতত্ত্বের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে অন্যদিকে সহজিয়া ও তান্ত্রিক ভাবধারার একটা সংমিশ্রণ হয়েছে। সারা দেশেই এ গান প্রচলিত।

১০৭। ব্রহ্মসঙ্গীতঃ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্ম মন্দিরে যে উপাসনা সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন তাই ব্রহ্মসঙ্গীত নামে খ্যাত হয়। রামমোহন রায়ই ব্রহ্ম সঙ্গীতের আদি রচিয়তা। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা বর্ষেই রামমোহনের গীত সংগ্রহ গ্রন্থ 'ব্রহ্মসঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত চল্লিশটির মত ব্রহ্মসঙ্গীত পাওয়া যায়। ব্রহ্ম সঙ্গীত রাগভিত্তিক, ধ্রুপদ ও টপ্পা শৈলীর প্রভাবে রচিত ও গীত।

১০৮। বৈঠকী গানঃ বৈঠকী গান বলতে কোন বিশেষ গান নেই। আসরে বসে তাল সহযোগে গায়ক যে গান করেন তাই বৈঠকী গান। বৈঠক বলতে বোঝায় আসর। বৈঠক বলতে লঘু রাগ সঙ্গীত বা রাগ সঙ্গীতের খুব কাছাকাছি কোন গীতি পরিবেশনের আয়োজনকে বোঝায়।

১০৯। ঘরানাঃ সামগ্রিকভাবে গায়ন শৈলী বৈশিষ্ট্যকে তথা গায়কীর বিশিষ্ট প্রয়োগ কলাকেই 'ঘরানা' এবং সাধারণভাবে যে স্থানে বা যে স্থানের শিল্পী দ্বারা একটি বিশেষ শৈলীর সৃষ্টির হয় সেই স্থান বা শিল্পীর নাম অনুসারে ঘরাণার নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন, সেনী ঘরানা, আলাউদ্দিনের ঘরানা, আল্লাদিয়া খাঁ ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, জয়পুর ঘরানা, কিরান ঘরানা, পাতিয়ালা ঘরানা, দিল্লী ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা ইত্যাদি।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

সঙ্গীতের সংজ্ঞা তিন ভাগে বিভক্ত। বাদ্য, গীত ও নৃত্য। আঘাতের দ্বারা সৃষ্টি শব্দই হলো বাদ্য। কাজেই যে বস্তুকে আঘাত করলে সুর সহযোগে শব্দ বের হয় সঙ্গীতে তাকে বলে বাদ্য। আর যে বস্তু থেকে সুর বের হলো তাকে বলা হয় বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যযন্ত্র ৪(চার) প্রকারঃ তত বা তার যন্ত্র, শুষির বা ফুৎকার যন্ত্র, ঘনযন্ত্র ও অনবদ্ধ যন্ত্র।

১। তত বা তার যন্ত্রঃ যে সকল যন্ত্র বাজাতে তারের প্রয়োজন হয়, তাদেরকেই তত বা তার যন্ত্র বলা হয়। যেমন- সেতার, সরোদ, এসরাজ, সুরবাহার, সারেঙ্গী, বেহালা, তানপুরা, দিলরুবা ইত্যাদি।

২। শুষির বা ফুৎকার যন্ত্রঃ ফু'এর সাহায্যে যে সব যন্ত্র বাজানো হয়ে থাকে তাদের বলা হয় শুষির বা ফুৎকার যন্ত্র। যেমন-বাঁশী, ক্ল্যারিওনেট, সানাই ইত্যাদি।

৩। ঘন যন্ত্রঃ ধাতু বা কাঠের দ্বারা আঘাত করে যে যন্ত্রে স্বর উৎপন্ন করা হয় তাকে বলা হয় ঘনবাদ্য। যেমন-খঞ্জনী, মন্দিরা, করতাল, জলতরঙ্গ ইত্যাদি।

৪। অনবদ্ধ যন্ত্রঃ চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে যে সমস্ত যন্ত্র তৈরী হয় সেগুলোকে বলা হয় অনবদ্ধ যন্ত্র। যেমন- তবলা-বাঁয়া, ঢোল, খোল, মাদল, ভেরী, ডমরু, পাখোওয়াজ ইত্যাদি।

যন্ত্র বাজাতে গেলে তাল অপরিহার্য। সুতরাং তাল যন্ত্র বা গান গাওয়ার সঙ্গে অনবদ্ধ যন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সবগুলো যন্ত্রকেই আবার একত্রে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্রঃ যে যন্ত্র গান বা আর কোন যন্ত্রের অনুগত না হয়ে বাজানো হয়ে থাকে তাকে বলা হয় স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্র। যেমন-সেতার, সারেঙ্গী, বেহালা, গীটার, সরোদ ইত্যাদি।

২। অনুগতসিদ্ধ যন্ত্রঃ যে যন্ত্রের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই, বাদক বা গায়ককে সাহায্যে করাই তার ধর্ম, তাকে বলা হয় অনুগতসিদ্ধ যন্ত্র। যেমন- তানপুরা, মৃদঙ্গ, কাঁসা, তবলা-বাঁয়া ইত্যাদি।

তার বা তত যন্ত্র আবার ২(দুই) প্রকার যথাঃ

১। অংগুলিত্র তত যন্ত্রঃ যে সকল যন্ত্র মিজরাব বা জওয়া দিয়ে বাজানো হয় সেগুলোকে বলে অংগুলিত্র তত যন্ত্র। যেমন- সরোদ, বীণা, দোতারা, সেতার ইত্যাদি।

২। ধনুস্তত বা ধনুযন্ত্রঃ যে সকল যন্ত্র ছড়ের সাহায্যে বাজানো হয় সে গুলোকে বলে ধনুস্তত বা ধনুযন্ত্র। যেমন- বেহালা, সারিন্দা, এসরাজ ইত্যাদি।

ঘন বাদ্য আবার ২(দুই) প্রকার যথাঃ

১। **অনুরক্ত যন্ত্রঃ** যে সকল যন্ত্র গান বা বাজনার সঙ্গে বাজানো হয় সেগুলোকে অনুরক্ত যন্ত্র বলে। যেমন- করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি।

২। **বিরক্ত যন্ত্রঃ** যে সকল যন্ত্র সাধারণত উপাসনালয়ে বাজানো হয় সেগুলোকে বিরক্ত যন্ত্র বলে। যেমন-ঘন্টা, কাঁসর ইত্যাদি।

১। **হারমোনিয়মঃ** আজ অধিকাংশ সঙ্গীত বেত্তাই স্বীকার করেন যে, সঙ্গীত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে হারমোনিয়ম অপরিহার্য। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে প্যারি নগরে আলেকজান্ডার দে'ব হারমোনিয়মের প্রথম নির্মাণকর্তা। তবে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। এই যন্ত্রটি দুইটি প্রকার যথা- টেবিল ও বক্স। প্রথম প্রকারটির বর্তমানে প্রচলন নেই। আমাদের আলোচ্য বক্স হারমোনিয়ম নিয়ে।

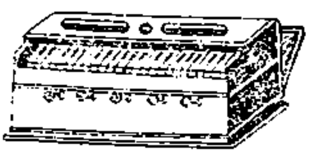

বক্স হারমোনিয়মের মধ্যে আবার প্রকার ভেদ আছে। ছোট হারমোনিয়মে থাকে তিন অক্টেভ সাদা-কালো মিশিয়ে (৩৭ পর্দা, সাদা-২২ এবং কালো-১৫) এবং বড় গুলোতে থাকে সাড়ে তিন অক্টেভ (৪২ পর্দা, সাদা-২৫ এবং কালো-১৭)। তাছাড়া বক্স হারমোনিয়মের বেলো (Belo অর্থাৎ পেছনের যে অংশ দিয়ে বাতাস টানা হয়) এক পার্ট অথবা সাত পার্টের হতে পারে। এ ছাড়া হারমোনিয়মের সম্মুখভাগে থাকে চাবি বা স্টপার (Stopper) যেগুলোর সাহায্যে সুরের হেরফের ঘটান যায়। এই স্টপারের সঙ্গে কোন কোন যন্ত্রে ৪/৫টি ছোট ছোট চাবি থাকে যেগুলোর সাহায্যে কোন বিশেষ সুরকে ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখা যায়। এক বা একাধিক স্টপার খুলে বাঁ হাতে বেলো করে ডান হাতের অঙ্গুলীগুলোর সাহায্যে পর্দাগুলো টিপে এই যন্ত্রটি বাজাতে হয়।

হারমোনিয়মের ভেতর যে জিনিষগুলো থাকে তার মধ্যে রীড (Reed), রীড বোর্ড (Reed Board) ও উইন্ডচেস্ট (Wind Chest) প্রধান। ভাল রীডের উপরই নির্ভর করে হারমোনিয়ামের সুরমাধুর্য। বাঁ হাতে বেলো টানলে বাতাস উইন্ড চেস্টে প্রবেশ করে রীডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুরগুলো প্রকাশ করে। আর এক প্রকার বক্স হারমোনিয়ম আছে, যাকে বলা হয় স্কেল চেঞ্জিং (Scale Changing) হারমোনিয়ম। স্কেল চেঞ্জিং হারমোনিয়মের আদি নির্মাতা হচ্ছেন ওস্তাদ বসির খাঁর শিষ্য কোলকাতার কানাইদাস। স্কেল চেঞ্জিং হারমোনিয়মের পোর্টেবল মডেলেরও (Protable Model) প্রচলন হয়েছে। স্কেল চেঞ্জিং হারমোনিয়মের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর কোন একটি স্কেলকে (Scale) প্রয়োজন মত যে কোন স্কেলে রুপান্তরিত করা যায়। এর জন্য এই হারমোনিয়মের সামনের স্টপার বা চাবিগুলোর ঠিক উপরে ৫/৭ টি খোঁজ থাকে। একটি চাবি এই খোঁজের ডান বা বাঁ

দিকে সরিয়ে স্কেলগুলোর রূপান্তরণ করা হয়। হারমোনিয়ামে সরু সুরকে বলা হয় জুড়ি এবং মোটা সুরকে বলা হয় ব্যাস (Bas)। জুড়ি হারমোনিয়ম হলে তার মধ্যস্থ দুই প্রস্থ রীড হতে সুরু আওয়াজ পাওয়া যাবে এবং ব্যাস জুড়ি হারমোনিয়াম হলে রীডের এক প্রস্থ দিয়ে সরু এবং আর এক প্রস্থ দিয়ে মোটা সুর বের হবে। ব্যাস-জুড়ি সুর সমন্বিত হারমোনিয়মেরই প্রচলন বেশী।

২। **তবলাঃ** একজোড়া অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। তাল ও মাত্রা নির্দেশক বাদ্যযন্ত্র। পাখোয়াজ থেকে তবলা ও বাঁয়া যন্ত্রের উৎপত্তি। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু পাখোয়াজকে দু'ভাগে ভাগ করে তবলা ও বাঁয়ার সৃষ্টি করেন। তবলা ডান হাতে ও বাঁয়া বাঁ হাতে বাজাতে হয়। তবলা-বাঁয়া যুগ্মভাবে বাজানো হয়। তবলা কাঠের তৈরী। খোলের গোড়ার দিকটা মোটা। মুখের দিক ক্রমে সুরু। সরু মুখে চামড়ার

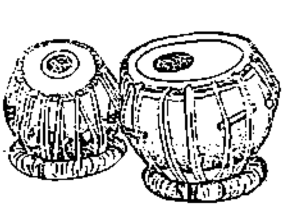

ছাউনি থাকে। মাঝখানে খিরণ লাগানো হয়। মুখ ঘিরে বৃত্তাকারে চামড়ার পাকানো বিনুনী থাকে। বিনুনী দোয়ালী দিয়ে বাঁধা থাকে। দোয়ালীর সঙ্গে আটটি কাঠের গুলি আটকানো থাকে। বাঁয়া দু'প্রকারের-মাটির ও ধাতুর। মাটির তৈরী বাঁয়াতে ছাউনি চামড়ার রজ্জু দিয়ে টান করা থাকে। আর ধাতুর তৈরী বাঁয়াতে সূতোর রজ্জু ব্যবহার করা হয়। সূতো টান করার জন্য ধাতুর আংটা আবদ্ধ থাকে। ছাউনির উপরিভাগে খিরণ দেয়া থাকে।

৩। **তানপুরাঃ** তানপুরা তত জাতীয় বাদ্য। তানপুরার আদি নাম তাম্বুরা। ইহা একটি অতি প্রাচীন যন্ত্র। তানপুরা কণ্ঠ সঙ্গীতের পক্ষে একটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র। তবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গেও তানপুরা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তানপুরা যন্ত্রটির গঠন প্রকৃতি

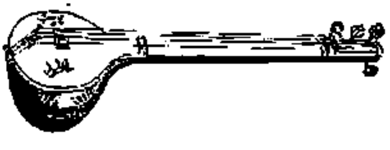

সহজ ও সাধারণ। একটি গোলাকার শুকনো লাউয়ের সঙ্গে খোদাই করা একটি কাঠের খন্ড জোড়া লাগানো হয়। এই লম্বা কাষ্ঠ খন্ডকে বলা হয় দন্ড। দন্ডের আকৃতি অর্ধ গোলাকার। এই দন্ডের উপর আরেকটি অর্ধ গোলাকার কাষ্ঠ খন্ড যুক্ত করা হয়। পরের অর্ধ-গোলাকৃতি কাষ্ঠ খন্ডটিকে বলা হয় পটরী। লাউয়ের উপর একটি কাঠের তবলীয় আচ্ছাদন লাগানো হয়। তবলীয় আকৃতিও ঈষৎ গোলাকার। লাউয়ের নিম্নাংশের একটি হাড়ের লেংগুট লাগানো হয়। তবলীয় উপর একটি কাঠের তৈরী সোয়ারী স্থাপন করা হয়। তানপুরার মাথার দিকে দু'টো তারগহণ পটরীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। দন্ডের দু'পাশে দু'টো এবং পটরীর মাথার দিকে দু'টো কাঠের গোল বয়লা লাগানো হয়। বয়লাতে তার আবদ্ধ থাকে। তানপুরাতে চারটি তার ব্যবহৃত হয়। সুর মেলানোর জন্য প্রতিটি তারে মানকা সংযোজন করা হয়।

তানপুরার সুর মিলান পদ্ধতিঃ তানপুরায় মাত্র ৪টি তার থাকে। তার ৪টির মধ্যে ১ম তারটি বলা হয় 'পঞ্চম' তার। এই তারটি মুদারা সপ্তকে রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম বা শুদ্ধ নিষাদে মিলাতে হবে। এই তারটি পুরুষ গায়কের জন্য সাধারণত পিতলের ও স্ত্রী গায়িকার উচ্চ আওয়াজ হেতু স্টিলের ব্যবহার করা হয়। মধ্যকার তার দুটি স্টিলের হয় এবং তার দুটিকে বলা হয় 'জুরী' তার। এই তার দুটি গায়ক-গায়িকার নির্ধারিত মধ্য সপ্তকের 'ষড়জে' বাঁধতে হয়। ৪র্থ তারটিকে বলা হয় 'ষড়জ' এর তার। এটি উদারা সপ্তকের 'ষড়জে' বাঁধতে হয়। অর্থাৎ পা সা সা সা রূপে সাজ করা হয়। তবে যে রাগে 'পা' বর্জিত, সেক্ষেত্রে 'মা' স্বরে মিলানো হয়। 'ক্মা' স্বর কখনও বাঁধা হয় না। এই খরজের তারটি সাধারণত মোটা পিতলের তার ব্যবহার করা হয়। এবার ব্রীজের উপরের সুতার টুকরাগুলো প্রয়োজন মত সরাইয়া জোয়ারী ঠিক করতে হয়। তানপুরার সুর মিলাতে বিশেষ সুরবোধ থাকা প্রয়োজন।

৪। দোতরাঃ ইহা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। দোতরা কাঠের তৈরী। প্রায় আড়াই ফুট লম্বা ও আধা ফুট চওড়া এক খন্ড কাঠ খুদে দোতারা তৈরী করা হয়। কাঠের খোদানো বুকে একটি ইস্পাতের

পটরী আবদ্ধ থাকে। কাঠ খন্ডের বুকের নীচের গোলাকার অংশকে খোল বলে। খোলের উপর একটি চামড়ার ছাউনি লাগানো হয়। খোলের শেষ প্রান্তে একটা লেংগুট আটকানো হয়। ছাউনির উপরে সোয়ারী থাকে। পটরীর উপরের প্রান্তে তারগহন থাকে। তারগহনের উপরের দিকে ৪টি কাঠের বয়লা লাগানো হয়। এই ৪টি বয়লা থেকে ৪টি তার তারগহনের উপর দিয়ে সোয়ারী হয়ে লেংগুটে আটকানো। বর্তমানে একটি পঞ্চম তারও দোতারায় ব্যবহৃত হয়। এই পঞ্চম তারটিকে চিকারীর তার বলা হয়। দোতারার এক পাশে একটি বয়লাতে এই তারটি সংযুক্ত থাকে। দোতারা জওয়া দিয়ে বাজানো হয়। ডান হাতে পটরীর উপর তার চেপে জওয়া দিয়ে আঘাত করে দোতারা যন্ত্র বাজানোর নিয়ম। দোতারা একটি পল্লীবাদ্যযন্ত্র।

৫। তাউসঃ ময়ূরাকৃতি এস্রাজ। এসরাজের কাঠের অবয়বটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয় দেখতে ঠিক ময়ুরের মত দেখায়। ময়ুরের পা দুটি নীচের দিকে এমনি থাকে যে, ঠিক তাদের ওপর ভর করে যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এবং সেভাবেই এটিকে বাজানো হয়।

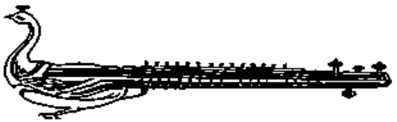

তাউসকে মায়ুরী বীণও বলা হয়।

৬। ডুগডুগিঃ এক প্রকার অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র এবং লোক বাদ্য। এক খন্ড কাঠের মধ্যভাগ চাপা ও দুই প্রান্ত একটু স্ফীত হয় ও ফাঁপা থাকে। দুটি ছোট আকারের বাটির পৃষ্ঠদেশ একত্র করলে যেমন দেখায় কাঠের টুকরার অবয়ব হবে অনেকটা তেমনি। দুই প্রান্ত চামড়ায় ছাওয়া হয় এবং খোলের মাঝখানে এক খন্ড সুতো বেঁধে তাতে এক টুকরো সীসা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এক হাতে খোলের মাঝখানে ধরে নাড়া দিলেই সুতোয় ঝুলানো সীসাগুলো চর্মাচ্ছাদিত অংশে আঘাত করে ও তার ফলে এক প্রকার ধ্বনি উত্থিত হয়। সাপুড়িয়া ও নানা প্রকার তুকতাক ব্যবসয়ীরা এই ডুগডুগি বাজায়। বানর নাচ বা ভালুক নাচের খেলা দেখাবার সময়ও ডুগডুগি বাজানো হয়। এরই প্রাচীন নাম ডমরু।

৭। বিউগলঃ বংশী জাতীয় পাশ্চত্যে যন্ত্র। পিতল বা তামায় তৈরী হয়। বিউগল দেখতে ট্রাম্পেট-এর চেয়ে ছোট ও মোটা। বিউগলে স্বরনিয়ামক কোন ভালভ নেই। এর ধ্বনি অত্যন্ত তীক্ষ্ম। বিউগল প্রধানত সমরবাদ্য।

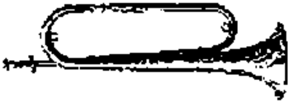

৮। স্বরমন্ডলঃ ইহা এক প্রকার তত যন্ত্র। ভারতবর্ষে প্রচলিত পাশ্চত্যে হার্প সদৃশ এ প্রকার তত বাদ্য। আরবীয় সূত্র থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত যন্ত্র বলেও অনুমান করা হয়। প্রাচীন শততন্ত্রী বীণা বা কাত্যায়নী বীণার রুপভেদ রুপেও কথিত হয়ে থাকে। স্বরমন্ডলের অবয়ব কাঠের বাক্সের মতো। এর দুই প্রান্তে লোহার ছোট ছোট খুঁটির সঙ্গে তার আটকিয়ে স্বরমন্ডল তৈরী করা হয়। সপ্তক ও স্বরক্রমে তারসমূহ গ্রথিত হয়। তারগুলো স্বরস্থান অনুযায়ী স্থুল ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। আঙ্গুলে টেনে তারসমূহ ধ্বনিত করা হয়। সুরমঞ্জরী, সুরমন্ডল, ক্যানন প্রভৃতি নামেও খ্যাত।

৯। ম্যান্ডোলিনঃ পাশ্চত্যে তত যন্ত্র বা তার যন্ত্র। গীটার জাতীয় যন্ত্র। এতে চার বা পাঁচ জোড়া তার থাকে। প্রতি জোড়া তার এক স্বরে বাঁধা হয়। জওয়া দ্বারা আঘাত করে ম্যান্ডোলিন বাজানো হয়। এই যন্ত্র সারিকা যুক্ত থাকে। ম্যান্ডোলিনের খোলটি ডিম্বাকৃতি। লিউট থেকে ম্যান্ডোলিনের উদ্ভব ঘটেছে।

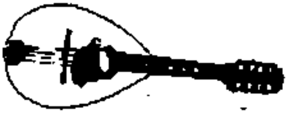

১০। সুর শৃঙ্গারঃ ইহা তত যন্ত্র। তানসেন বংশীয় জাফর খাঁ রবাব ও সরোদের মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার সঙ্গে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করে এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। রবাবের ধ্বনিকে আরো গুরু গম্ভীর ও আলাপোপযোগী করার উদ্দেশ্যে সুরশৃঙ্গার উদ্ভাবন করা হয়।

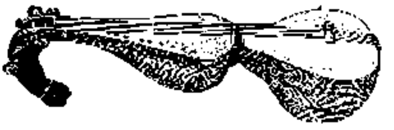

১১। ঢাকঃ ঢাক অতি প্রাচীন একটা বড় অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ঢাক ঢোল অপেক্ষা বড়। কাঠের খোলের তৈরী। দু'দিকে দু'টো মুখ থাকে। বাঁ মুখটি পুরু চামড়া ও ডান দিকের মুখটি পাতলা চামড়া দিয়ে ছাওয়া থাকে। পুরু চামড়ায় ছাওয়া মুখে হাল্কা বাঁশের দু'টো চটি বা কাঠ দিয়ে দু'হাতে বাজাতে হয়। পুরাকালে এই যন্ত্রটিকে ডঙ্কা বলা হতো।

১২। নাকারিঃ শুষির যন্ত্র। ফুৎকার বাদ্য। বংশী শ্রেণীর যন্ত্র। একটি সোজা চিকন নাতিদীর্ঘ পিতলের নলের নীচের দিকটা ধুতরা ফুলের মত একটু স্ফীত হলে যেমনি হয় নাকারি দেখতে ঠিক তেমনি। ওপরের প্রান্তে ঠোঁট রেখে ফুঁ দেয়ার জন্য একটু কাঁধ তোলা থাকে।

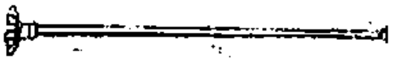

১৩। চিমটাঃ উত্তর ভারতে এবং বাংলাদেশে কোথাও কোথাও ঝুমঝুমি জাতীয় এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র দেখা যায় যাকে বলে 'চিমটা'। এক মিটার দীর্ঘ একটি লোহার কাঁটা- যার দাড়া দুটোয় ছোট ছোট পিতলের চাকতি লাগানো। ভজন, লোকসঙ্গীতের বা নাচের সঙ্গে এটি নাড়িয়ে বা হাতের তালুতে তালের সঙ্গে আঘাত করে বাজানো হয়।

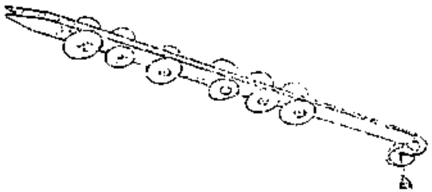

১৪। **আনন্দলহরী ঃ** ইহা একপ্রকার ততযন্ত্র এবং অতি পুরাতন লোক বাদ্য। ক্ষুদ্রকার

ঢোলের একপার্শ্বে চর্মাচ্ছাদিত থাকে, আরেক পাশ থাকে খোলা। আচ্ছাদিত দিকের মধ্যভাগে ছিদ্র করে ছোট কাঠের টুকরার সঙ্গে খানিক তাঁত বা পশুর অন্ত্রে নির্মিত এক গাছি সূত্র বিশেষের একপ্রান্ত যুক্ত করা হয়। অপর প্রান্তটি অনাচ্ছাদিত প্রান্ত হয়ে বেরিয়ে থাকে। লকড়ি বা কাঠের খোল অংশটি বাম কক্ষে চেপে ধরে খোলা মুখ দিয়ে বের হয়ে আসা তাঁতটি বাম হাতে টেনে ধরা হয় এবং ডান হাতে জবার মত কাঠের বা নারকেলের মালার টুকরা দ্বারা তাতে আঘাত করে শব্দ বের করা হয়। বাম হাতে তাঁতের টান শক্ত বা ঢিলে করলে শব্দের তীক্ষ্মতার তারতম্য হয়। বাউল গানে আনন্দ লহরীর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। একে গুবগুবি বা খমক নামেও অভিহিত করা হয়।

১৫। **একতারাঃ** ইহা এক প্রকার ততযন্ত্র এবং লোকবাদ্য। একটি লাউ'এর খোলের

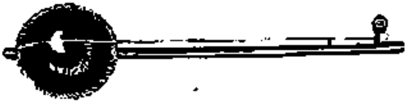

মুখের দিকটা কেটে তা চর্মাচ্ছিত করা হয়। সেই লাউ'এর সঙ্গে চিকণ একটুকরা বাঁশ যুক্ত করা হয়। বাঁশের ওপরের দিকে লাগানো হয় একটি কান। লাউ'এর চর্মাচ্ছাদনের ওপর একটি সওয়ারী বসিয়ে তার ওপর দিয়ে একটি তার স্থাপন করে কানের সঙ্গে পেঁচিয়ে দেওয়া হয়। ডান হাতে বাঁশের দন্ডটি ধরে উক্ত হাতেরই তর্জনী দিয়ে মেজবার সহযোগে বা খালি আঙ্গুলে তারে আঘাত করে একতারা বাজানো হয়। একটি তারে নির্মিত যন্ত্র এই অর্থে এর নাম একতারা হয়েছে। একতারায় একটি মাত্রস্বর ধ্বনিত হয়। বাউল সহ বিভিন্ন প্রকার লোকগানে - একতারা বাজানো হয়। সম্ভবত এই যন্ত্রের প্রাচীন নামই একতন্ত্রী বীণা।

১৬। **এসরাজঃ** ইহা একপ্রকার ততযন্ত্র। এটি সেতার ও সারেঙ্গীর মিশ্রণে উদ্ভূত বলে

অনুমান করা হয়। সেতারের দন্ড ও সারেঙ্গীর খোলের সমবায়ে এটি প্রস্তুত হয়ে থাকে। তবে এসরাজের দন্ড সেতারের দন্ডের চেয়ে ছোট ও এর খোল সারেঙ্গীর খোলের চেয়ে কিছুটা ছোট ও প্রায় গোলকার। খোলের মুখ চামড়ায় ছাওয়া থাকে এবং চর্মাচ্ছাদিত খোলের মাঝামাঝি জায়গায় সওয়ারী বসানো থাকে। সওয়ারীতে দুই বা এক সারিতে ছিদ্র থাকে। সওয়ারীর নীচে খোলের প্রান্তে থাকে পঙ্খী বা লেংগুট। পটরীর ওপরে দুই পাশে থাকে প্রধান চারটি তার ধারণের জন্য দুই দুই করে চারটি কান। এই তার চারটি পটরী হয়ে সওয়ারীর ছিদ্রের ভেতর দিয়ে লেংগুট বা পঙ্খীর

সঙ্গে বাঁধা হয়। পটরীর বুকে ধাতু নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার সারিকা বা পর্দাসমূহ সূতো দিয়ে বাঁধা থাকে। এসরাজের দন্ডের বাম পাশ দিয়ে পৃথক একটি কাঠের টুকরোয় পনের বা তার চেয়ে বেশী তরফের তারের জন্য ছোট ছোট কান বসান থাকে। এই তারগুলো সওয়ারীর দ্বিতীয় সারির ছিদ্র সমূহ হয়ে পত্রীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। অনুরণন ছাড়া এদের তেমন কোন কাজ নেই। এসরাজ ছড় বাজিত যন্ত্র। বাঁ হাতে সারিকায় টিপে ডান হাতে ছড় চালিয়ে এটি বাজানো হয়। এসরাজ এককভাবেও বাজানো হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে এসরাজ বাদন প্রায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসরাজ বাদন ধারায় যে কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘরানার বিকাশ ঘটেছে তার মধ্যে বিষ্ণুপুর ঘরানা, গয়া ঘরানা, লখনৌ ঘরানা ও এটাওয়া ঘরানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭। **খঞ্জরীঃ** ইহা অনবদ্ধ যন্ত্র এবং লোকবাদ্য। কাঠের একটি ক্ষুদ্রকার গোল বেড়ের একদিক চামড়ায় ছেয়ে খঞ্জরী তৈরী করা হয়। বাঁ হাতে ওপরে তুলে ধরে ডান হাতে এটিকে বাজানো হয়। বাজাবার সময় বাঁ হাতের আঙ্গুলে এর কানিতে সময় সময় চাপ দেয়া হয়। এর ফলে ধ্বনির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। নানা প্রকার লোক গানে খঞ্জরীর ব্যবহার দেখা যায়।

১৮। **খোল বা মৃদঙ্গঃ** ইহা অনবদ্ধ যন্ত্র এবং অতিপ্রাচীন যন্ত্ররূপে গণ্য। এর আকার অনেকটা ঢোলের ন্যায়। তবে মধ্যভাগ স্ফীত এবং দুই পাশ ঢালু। খোলের অবয়ব মৃত্তিকায় নির্মিত এর বাম দিকের মুখ অপেক্ষা ডান দিকের মুখ ছোট। বাম দিকের আওয়াজ বাঁয়ার মত এবং ডান দিকের আওয়াজ অনেকটা ডাইনা বা তবলার মত। খোলের দুই পাশের ছাউনি খরলিযুক্ত। দুই পাশের ছাউনির চাক দোয়ালি বা ছুটের সাহায্যে আটকানো ও টান টান করা থাকে না। তবলার মত এতে কোনগুলি থাকে না। ফিতার সাহায্যে গলায় ঝুলিয়ে খোল বাজানো হয়ে থাকে। বসে বাজালে আসন করে বসে খোলটি কোলে নিয়ে বাজাতে হয়। কীর্তনের আবশ্যিক অনবদ্ধ বাদ্য হচ্ছে খোল। রবীন্দ্র সঙ্গীতেও খোলের ব্যাপক ব্যবহার হয়। মণিপুরের গীত-নৃত্যে খোলের ব্যাপক ব্যবহার হয়। খোলকে মৃদঙ্গও বলা হয়। একে শ্রীখোল বলতেও শোনা যায়। ঝা, খি, ঝিন্, দিগি, দাঘি, নেতা, খেটা, গুরু গুরু, কুরু কুরু, ঘি, গে, দা, জা, তাৎ প্রভৃতি বর্ণ সহযোগে খোল বাজানো হয়ে থাকে।

১৯। গীটারঃ ইহা পাশ্চত্য ততযন্ত্র। লিউট শ্রেণীর যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত হয়। এর সমতল পৃষ্টদেশ কিঞ্চিৎ গোল হয়ে আসে। দু'পাশের গড়ন বেহালা সদৃশ্য। সাধারণ গীটার ছয়তন্ত্রীযুক্ত হয়। পটরীর ওপর দিয়ে তারগুলো ওপরের প্রান্ত থেকে নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বি টানা থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে দুই প্রকার গীটার প্রচলিত আছে। এগুলো হচ্ছে স্প্যানিশ গীটার ও হাওয়াইয়ান গীটার। স্প্যানিশ গীটার বাম হাতে পর্দাটিপে ও ডান হাতে তারে আর্কষণ করে ধ্বনিত করা হয়। হাওয়াইয়ান গীটার ডান হাতে তারে আর্কষণ করে বাম হাতে একটি ক্ষুদ্র ধাতব দন্ড চালনা করে বাজানো হয়। গীটার বাজাবার সময় ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমায় মেজরাব জাতীয় একটি বস্তুপরিধান করা হয়ে থাকে।

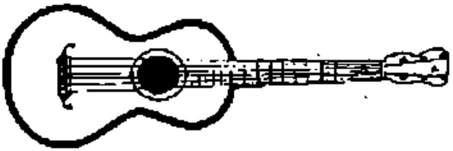

২০। সারিন্দাঃ ইহা তত যন্ত্র। সারিন্দা কাঠের তৈরী। সারিন্দার উপরের সরু অংশকে পটরী ও নীচের অংশকে খোল বলে। দেড় ফুট লম্বা একটি কাষ্ঠ খন্ডকে খুদে ফাঁপা খোল তৈরী করা হয়। দেখতে অনেকটা ময়ূরের মত। খোলের অর্ধেক অংশ চামড়ার ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদিত। ছাউনির উপর থাকে সোয়ারী। সারিন্দার মাথাটি বেশ কারুকার্য খচিত। জীবজন্তু বা পাখির আকৃতি খোদাই করা। এই যন্ত্রে সাধারণত তিনটি তার ব্যবহৃত হয়। তারগুলো চামড়ার তৈরী। মাথায় তিনটি বয়লা সংযুক্ত থাকে। খোলের শেষ প্রান্তে থাকে লেংগুট। সারিন্দা ছড় দিয়ে বাজাতে হয়। ছড়টি দেখতে অনেকটা ধনুকের মত। সারিন্দা একটি পল্লীযন্ত্র।

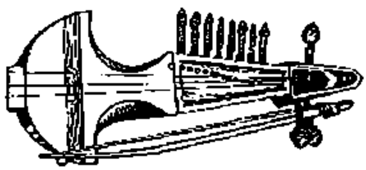

২১। পাখোয়াজঃ একটি অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন মৃদংগ থেকেই পাখোয়াজের সৃষ্টি। পাখোয়াজ পার্শী শব্দ। পাখ (পবিত্র) ও আওয়াজ (ধ্বনি) শব্দ থেকে পাখোয়াজ নাম করণ করা হয়েছে। পাখোয়াজ কাঠের তৈরী। গঠন প্রণালী মৃদংগের মত। তবে মৃদংগের সঙ্গে কিছুটা আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

২২। **মাদলঃ** ইহা একটি অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। মৃদংগের মত এই যন্ত্রের খোল চামড়া দিয়ে বেষ্টিত থাকে। মাদলের দু'প্রান্তেই সমান ও চামড়ার ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদিত। ছাউনি দু'টো চামড়ার রজ্জু দিয়ে টানা দেয়া থাকে। সাঁওতালরা বিশেষ করে মাদল যন্ত্রের বেশী ব্যবহার করে থাকে।

২৩। **তুরীঃ** ইহা এক প্রকার শুষির বাদ্যযন্ত্র। বংশী শ্রেণীর যন্ত্র। নীচের দিকে ক্রমশ মোটা একটি পিতলের নলকে মাঝখানে একটি আয়তাকার প্যাঁচে দিয়ে এই যন্ত্র তৈরী করা হয়। বাদন পদ্ধতি শঙ্খের মত 'ফু' দিয়ে। এতে কেবলমাত্র একটি স্বরই ধ্বনিত হয়। ইহা প্রাচীন রণবাদ্য।

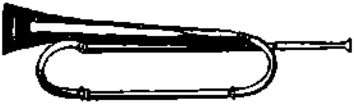

২৪। **জলতরঙ্গঃ** ইহা এক প্রকার ঘনবাদ্য যন্ত্র। জলপূর্ণ চীনে মাটির বাটির কানায় আঘাত করে ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করে বাজানো হয় বলে এর নাম হয়েছে জলতরঙ্গ। কাঠের তক্তার ওপর ১৮টি বাটি অর্ধাচক্রাকারে বসিয়ে বাঁশের কাঠির সাহায্যে আঘাত করে বাজানো হয়। জলপূর্ণ করার তারতম্য অনুযায়ী স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা প্রকাশ পায়। তারতম্য অনুযায়ী বাটিগুলোকে বাম থেকে ডানদিকে সাজানো হয়। এর ধ্বনি অত্যন্ত মিষ্ট। ঐক্যতানে ও এককভাবেও জলতরঙ্গ বাজানো হয়। এর প্রাচীন নাম উদকবাদ্য।

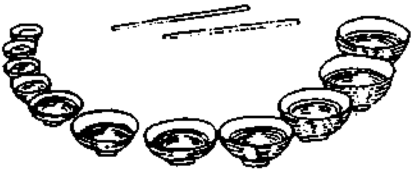

২৫। **গোপীযন্ত্রঃ** ইহা এক প্রকার তত যন্ত্র ও লোকবাদ্য। ওপরের দিকে একটি বংশদন্ডকে খানিক না ফেঁড়ে ঠিক তারপর থেকেই সেটাকে দুই ভাগ ফাঁড়া হয়। ফাঁড়া অংশ একটু সামান্য চেঁছে মোলায়েম করে নেওয়া যেতে পারে। আনন্দলহরীর খোলের মত করে একটি লম্বাটে লাউ'এর খোল কাটা

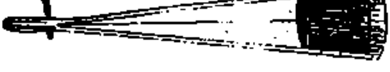

হয়। খোলের নিম্নভাগ স্বাভাবিক অক্ষতই থাকে। ওপরের দিকটা পালিশ করে কেটে ফেলা হয়। এই খোলের ওপরের দুই-দিক দিয়ে বাঁশের দুই অংশকে সংযুক্ত করা হয়। তার খোলের নিম্নভাগ থেকে ভেতর দিয়ে একটি লোহার বা পিতলের তার বংশদন্ডের ওপরের প্রান্তে বসনো কানের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়। কান মুচড়ে তারটিকে চড়ানো বা নামানো সম্ভব হয়। বংশদন্ডের দুটি ভাগের যে কোন একটি ডান হাতে ধরে ডান হাতেরই তর্জনী দ্বারা তারে আঘাত করা হয়। তাতেই এক প্রকার ধ্বনি পাওয়া যায়। এর দ্বারা শুধু একটি মাত্র স্বরই উত্থিত হয়। বাঁশের ফালি দুটি চেপে বা অঙ্গুরী বেশী করে প্রসারিত করে আঘাত করলে তারের আওয়াজ কিছুটা চড়ে। বাউলেরা গোপীযন্ত্রের ব্যবহার করেন। ভিখিরীদেরও গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইতে দেখা যায়। এই যন্ত্র একতারা নামেও খ্যাত।

২৬। কাড়াঃ ইহা একটি অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। মাটি অথবা কাঠ দিয়ে এই যন্ত্র তৈরী করা হয়। কাড়ার আকৃতি বাটির মতো। খোলা মুখটি চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। চামড়ার আচ্ছাদনটি দড়ি বা চামড়ার রজ্জু দিয়ে টানা দেয়া থাকে। গলায় ঝুলিয়ে কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজাতে হয়।

২৭। জাইলোফোনঃ এক প্রকার পাশ্চাত্য ঘনবাদ্য যন্ত্র। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন মাপের কাঠের টুকরোকে ফ্রেমের ওপর বিন্যস্ত করে জাইলোফোন তৈরী করা হয়। কাষ্ঠ খন্ডগুলো অবশ্যই অনুনাদী ধরণের হয়। দুই হাতে দুটি হাতুরী নিয়ে কাঠের টুকরোয় আঘাত করে এক প্রকার ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। আঘাত ভেদে কাঠের টুকরো থেকে সৃষ্ট ধ্বনির তারতম্য হয়ে থাকে। বর্তমান কালে কাষ্ঠ খন্ড ছাড়া কতিপয় ধাতব অনুনাদী দ্রব্য দ্বারাও জাইলোফোন তৈরী করা হয়। মারিম্বা, মারিম্বাগ, প্রভৃতি জাইলোফোনের প্রকারভেদ। একে আমাদের সাঙ্গীতিক পরিভাষায় কাষ্ঠ তরঙ্গ বলা হয়।

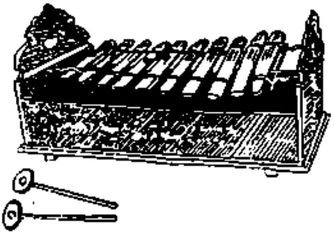

২৮। বীণাঃ ইহা তত বাদ্যযন্ত্র। তত যন্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে বীণা অতি প্রাচীন। বীণা যন্ত্রটি প্রস্তুত করতে কয়েক খন্ড কাঠ, দু'টি লাউ, কিছু তার, সেলুলয়েড, সুতো আর হাড়ের প্রয়োজন। পূর্বে কাঠের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহৃত হতো। দুই বা আড়াই ইঞ্চি চওড়া কাঠ বা বাঁশের দন্ডের সঙ্গে দু'টি লাউ সংযুক্ত করা হয়। লাউ দু'টো গোল। বীণাতে খোল থেকে বাইশটি সারিকা পটরীর বুকে মুগা সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে। এই যন্ত্রে সাতটি তার ব্যবহৃত হয়। সারিকার উপরভাগে হাড়ের তৈরী তারগহনের উপর বাজাবার প্রধান চারটি তার সংযোজিত হয়। বাকী তিনটি তার চিকারীর। বীণার নীচের অংশে কাঠের দন্ডে এই তারগুলো লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়। সাতটি কাঠের তৈরী বয়লাতে এই তারগুলো লাগানো থাকে। সাতটি বয়লার মধ্যে পাঁচটি বীণার উপরের দিকে কাঠের দন্ডের দু'পাশে আটকানো হয় এবং বাকী দু'টো বয়লা লাউয়ের মধ্যখানে একটা সমান দূরত্ব রেখে আটকানো হয়। বাজাবার সময় বীণার একটি লাউ বা কাঁধের উপর এবং আরেকটি লাউ উরুতে রাখতে হয়। বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার চেপে ডান হাতের আঙ্গুলে মিজরাব লাগিয়ে তারে আঘাত করে বীণা বাজাবার নিয়ম। বীণা আলাপযোগ্য বাদ্যযন্ত্র।

২৯। সেতারঃ ইহা একটি তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তিন তার লাগিয়ে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন এবং নাম রাখেন সেতার। তবে বর্তমানে তিনের অধিক তার ব্যবহৃত হয় সেগুন বা তুণ কাঠ দিয়ে সেতার তৈরী করা হয়। সেতারের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত। দন্ড বা খোল ও লাউ । দন্ডটি কাঠের তৈরী কিন্তু ফাঁপা। প্রায় চার ফুট লম্বা ও আড়াই থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া একটি কাঠের টুকরোকে খুদে সেতারের দন্ড তৈরী করা হয়। দন্ডের বুকে একটা পাতলা কাঠ লাগানো হয়। তার নাম পটরী। দন্ড ও পটরীর সঙ্গে একটি শুকনো লাউ সংযোজন করা হয়। এই লাউটিকে পটরীর বরাবর লম্বালম্বিভাবে কেটে তাতে একটি কাঠের আচ্ছাদন লাগানো হয়। কাঠের এই আচ্ছাদন নাম তবলী। তাছাড়া, সেতারে তার, সোয়ারী, বয়লা, তারগহন ও লেংগুট থাকে। সেতার দুই প্রকারের সাধারণ ও তরফদার। সাধারণ সেতারে সাতটি তার থাকে। তরফদার সেতারে থাকে আঠারোটি তার। সেতারে উনিশটি সারিকা থাকে। সারিকা দন্ডের সঙ্গে মুগা সুতো দিয়ে আবদ্ধ থাকে। সেতারে সাতটি প্রধান ও এগারটি তরফের তার থাকে। প্রথম তারটিকে

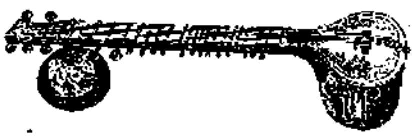

নায়কী তার বলে। সুর মিলাবার জন্য নায়কী তারে মান্‌কা ব্যবহার করা হয়। সেতারের তবলীর উপর একটি চ্যাপ্টা সোয়ারী থাকে। প্রধান সাতটি তার এই সোয়ারীর উপর দিয়ে নীচের দিকে লেংগুট সংযোজিত থাকে। আর উপরের দিকে পটরীতে আটকানো দু'টো তারগহনের মধ্য দিয়ে বয়লাতে সংযোজিত হয়। তরফদার সেতারে একটি অতিরিক্ত ছোট সোয়ারী থাকে। এই বড় সোয়ারীর কাছাকাছি প্রধান তারগুলোর নীচে স্থাপন করা হয়। ছোট সোয়ারীর উপর থাকে তরফের তারগুলো। পটরীর বুকে তেরোটি কীলক বসানো হয়। এই কীলকের ভিতর দিয়ে ছোট বয়লা থেকে লেংগুটে পর্যন্ত তরফের তারগুলো বিস্তৃত। পটরীর উপরের দিকে মাথার নীচে একটি তুম্বা লাগানো থাকে। সারিকার উপর বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে তার চেপে এবং ডান হাতের তর্জনীতে মিজরাব লাগিয়ে আঘাত করে সেতার বাজাবার নিয়ম।

৩০। **সুরবাহারঃ** বীণা গোষ্ঠীর একটি তত যন্ত্র। সুরবাহার সেতারের বড় সংস্করণ।

সুরবাহার গোলাকার ও বিরাট আকারের। এই খোলটি লাউয়ের। খোলের উপর কাঠের তবলী সংযোজন করা হয়। তবলী ও খোলের শেষ প্রান্তে একটি লেংগুট লাগানো থাকে। তবলীর বুকে একটি বড় ও একটি ছোট সোয়ারী থাকে। বড় সোয়ারীতে প্রধান ও ছোট সোয়ারীতে তরফের তার থাকে। তারগুলো লেংগুটের সঙ্গে সংযোজিত। তবলী থেকে একটি ফাঁপা খোল উপরের দিকে বিস্তৃত। এই ফাঁপা খোলটিকে দন্ড বলে। দন্ডের উপর থাকে পটরী। দন্ডটি লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট ও চওড়ায় প্রায় ছয় ইঞ্চি। পটরীর উপরিভাগে দু'টো তারগহন থাকে। সাতটি প্রধান ও তেরোটি তরফের তার কাঠের বয়লাতে আবদ্ধ থাকে। প্রধান বা নায়কী তারে সুর মিলাবার মান্‌কা ব্যবহার করা হয়। পটরীর বুকে স্থাপিত কীলকের ভিতর দিয়ে তরফের তারগুলো ছোট সোয়ারীর উপর দিয়ে লেংগুট পর্যন্ত বিস্তৃত। পটরীর বুকে মোট উনিশটি সারিকা মুগা সূতো দিয়ে বাঁধা থাকে। পটরীর উপরের দিকে মাথার নীচে একটি তুম্বা লাগানো থাকে। সারিকার উপর তার চেপে মিজরাবের আঘাত দিয়ে সুরবাহার বাজাবার নিয়ম। সুরবাহার আলাপযোগ্য যন্ত্র। অনুমান দেড়শ বছর আগে লক্ষ্ণৌ নিবাসী প্রসিদ্ধ ওস্তাদ গোলাম মোহাম্মদ খান সুরবাহার যন্ত্রটি আবিস্কার করেন। 'মেঘনাদ' ও 'সুরচৈন' সেতার গোত্রের দু'টো বাদ্যযন্ত্র।

৩১। **সরোদঃ** সরোদ তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। দোতারা আর রবাব নামক দু'টো বাদ্যযন্ত্র

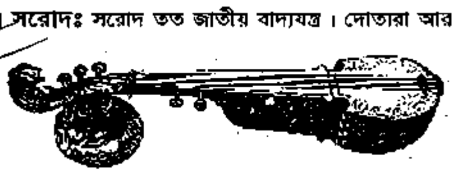

থেকে সরোদ যন্ত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছে। 'সেহ্‌রুদ' শব্দ থেকে সরোদের নামকরণ করা হয়েছে।

সরোদ কাঠের তৈরী। প্রায় সোয়া চারফুট লম্বা ও একফুট চওড়া একখানা কাঠের টুকরা খুদে সরোদ তৈরী করা হয়। সরোদের উপরের অংশ দন্ড। দন্ডের বুকে একটা ইস্পাতের পাত আটকানো হয়। এটাকে পটরী বলে। পটরীর নীচের অংশকে খোল বলে। খোলটি গোলাকৃতি এবং চামড়ার ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদিত। খোলের শেষ প্রান্তে একটি লেংগুট লাগানো থাকে। ছাউনির উপর থাকে সোয়ারী। পটরীর বুকে ছিদ্র করে পিতলের কীলক লাগানো হয়। এই কীলকের ভিতর দিয়ে তরফের তারগুলো সংযোজিত হয়। সরোদের মাথার দিকে থাকে তারগহন ও আটটি বয়লা। বয়লা থেকে সোয়ারী ও তারগহনের উপর দিয়ে প্রধান প্রধান তারগুলো লেংগুটের সঙ্গে আটকানো। তরফের এগারোটি তারের জন্য সরোদের গায়ে আরো এগারোটি ছোট চ্যাপ্টা বয়লা লাগানো হয়। তার পাশে দু'টি চিকারী তারের জন্য দু'টি বরলা থাকে। সরোদে মোট একুশটি তার থাকে। তার মধ্যে আটটি প্রধান। দু'টি চিকারী ও এগারটি তরফের তার। সরোদের উপরের দিকে মাথার নীচে একটি তুম্বা লাগানো থাকে। ডান হাতে জওয়া ধরে বাঁ হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে পটরীর বুকে তার চেপে সরোদ বাজাবার নিয়ম। বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পরামর্শে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সরোদের বর্তমান আধুনিক রূপ দেন।

৩২। **বেহালাঃ** ইহা একটি তত বাদ্য যন্ত্র। এই উপমহাদেশে বেহালা বাহুলীন নামে পরিচিত ছিল। ইউরোপীয়রা বেহালাকে ভায়োলিন এবং ইতালীয়রা বেহালাকে ভিয়ালো বলে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে এই উপমহাদেশের লোকেরা পূর্বে

বেহালাকে সারেংগী বলে ব্যবহার করতো। বেহালার আবিষ্কার সম্পর্কে অনেক মতবাদ আছে। বেহালা পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত ও জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। বেহালা কাঠের তৈরী। এতে পটরী, সোয়ারী, লেংগুট ও বয়লা রয়েছে। এই যন্ত্রে চারটি তার ব্যবহৃত হয়।

৩৩। **সানাইঃ** একটি শুষির বাদ্যযন্ত্র। কারো মতে সানাই শব্দটি 'শাহ + নাই' থেকে এসেছে। আসলে এই যন্ত্রটি নাম ছিল 'নাই'। 'শাহের নাই' অর্থাৎ শাহের যন্ত্র থেকে সানাই নামের সৃষ্টি। সানাই বাঁশী জাতীয় যন্ত্র। আকার অনেকটা ধুতরা ফুলের মতো। যন্ত্রটি দৈর্ঘ্য এক হাত। কাঠের তৈরী। বাইরের মুখটি বেশ চওড়া ও পিতলের। বাজাবার ছিদ্র মুখ উপরের দিকে। ছিদ্র মুখে দু'টি শর বা নলের পাত থাকে। অর্থাৎ যুগ্ম-নীত বা পাত ব্যবহারে সানাই বাজাতে হয়। সানাই প্রাচীনকালে সুনাদি নামেও পরিচিত ছিল।

৩৪। বাঁশীঃ ইহা শুষির বাদ্যযন্ত্র। বাঁশ থেকে তৈরী বলেই এই যন্ত্রের নাম বাঁশী। বর্তমানে বাঁশ ছাড়া পিতল, কাঠ বা মাটি দিয়েও বাঁশী তৈরী হয়ে থাকে। বাঁশীর অনেক প্রকার ভেদ আছে যেমন- সরল বাঁশী, আঁড় বাঁশী বা মুরলী বাঁশী, টিপ্‌রা বাঁশী, বেণু ও লয়া বাঁশী।

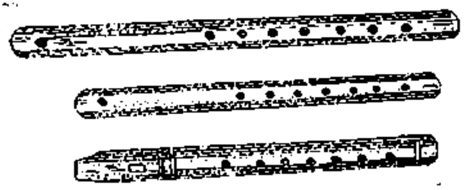

৩৫। মন্দিরাঃ ইহা একটি ঘন বাদ্যযন্ত্র। কাঁসার তৈরী। আকৃতি ছোট বাটির মতো। দু'টি ছোট ছোট কাঁসার তৈরী বাটিই মন্দিরা নামে পরিচিত। দু'টি বাটি পরস্পরের সঙ্গে আঘাত করে বাজাতে হয়।

৩৬। ঢোলঃ একটি অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ঢোল ঢাক থেকে ছোট আকারের কিন্তু ঢোলক অপেক্ষা আকারে বড়। খোলাটি কাঠের তৈরী। ভিতরটা ফাঁপা। দু'টো মুখ থাকে। বাঁ মুখের চামড়ার ছাউনি পুরু ও কড়া এবং ডান মুখের চামড়ার ছাউনি হাল্‌কা ও নরম। বাঁ হাতের চামড়াতে গাব বা খরলি লাগানো থাকে। বাম দিকে বাঁ হাতের করতল দিয়ে আর ডান দিকে ডান হাতে সাপের ফণার মতো ছোট ও মোটা একটি কাঠি দিয়ে ঢোল বাজাতে হয়।

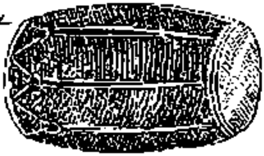

৩৭। ঢোলকঃ একটি অনবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ঢোলক ঢোল অপেক্ষা আকারে ছোট, আকৃতিতে একটা পিপার মতো। খোলটি কাঠের তৈরী। দু'দিক ক্রমশঃ মাঝখান অপেক্ষা সরু। মুখ দু'টো পাতলা চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত। খোলের দুই মুখের চাক দড়িতে টানা দেয়া থাকে। টানা দেয়া দড়িতে পিতলের কড়া সংযুক্ত থাকে। বাঁ দিকে ছাউনিতে খরলি দেয়া থাকে।

৩৮। **সারেংগীঃ** ইহা তত যন্ত্র। সারেংগী দেখতে একটা নীরেট কাষ্ঠ খন্ডের মত। একটি নীরেট কাষ্ঠ খন্ড খোদাই করে সারেংগী তৈরী করা হয়। উপরের ফাঁপা অংশ দন্ড এবং নীচের অংশ খোল খোলের শেষ প্রান্তে লেংওট লাগানো থাকে। খোলটি চামড়ার ছাউনি দিয়ে ঢাকা। চামড়ার ছাউনির উপর সোয়ারী বসানো। সারেংগী প্রায় সাতাশ ইঞ্চি লম্বা এতে চারটি প্রধান তার ব্যবহার করা হয়। এই তারগুলো তাতের। চারটি কাঠের বয়লাতে এই তারগুলো লাগানো থাকে। বয়লা চারটি দন্ডের মাথার দিকে দু'পাশে আটকানো। দন্ডের মাথার দিকে তারগহন থাকে। সারেংগীতে পঁয়ত্রিশটি তরফের তার আছে। তরফের তারগুলো পটরীর বুকে সংযুক্ত কীলকের ভিতর দিয়ে লেংওট পর্যন্ত বিস্তৃত। ডান হাতে ছড় টেনে সারেংগী বাজাবার নিয়ম। ছড়টি দেখতে অনেকটা অর্ধ-চন্দ্রের মত। গজল, কাওয়ালী, টপ্পা, ঠুংরী, খেয়াল ইত্যাদি গানের সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

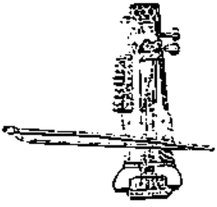

৩৯। **কোলু বা ডান্ডাঃ** ইহা সর্বাপেক্ষা সহজতম বাদ্যযন্ত্র। ডান্ডা ও কোলু প্রায় সব জায়গায় দেখা যায়। তাল রাখার ছড়ির সব থেকে বেশী প্রচলন গুজরাত ও দক্ষিণ ভারতে। এগুলো বিচিত্র বা সাধারণ ঝুমঝুমি লাগানো অথবা বিনা ঝুমঝুমির হতে পারে। গুজরাতে একে বলে 'দন্ডীয়'। প্রায় তিরিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের দুটো জুড়ি লাক্ষার পালিশ লাগানো দু'হাতে থাকে। নাচের ছন্দে দুটো ছড়ি ঠোকাঠুকি করে বাজানো হয়। একে বলে 'দন্ডীয় রাস'। অনুরুপ যৌথ নৃত্য অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরলা ও তামিলানাড়ুতে প্রচলিত। সেখানে বাদ্যযন্ত্রের নাম 'কোলু' ও নাচের নাম 'কোলট্টম'। প্রত্যেক নাচিয়ে এক হাতে কোলু বা দন্ডীয় ধরে আর অন্য হাতে থাকে একটা ছড়ি বা লম্বা ফিতে। নাচের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কোরিওগ্রাফি এমনভাবে করা হয় যে, ফিতে দিয়ে সুন্দর সুন্দর নকশার বিনুনি তৈরী হয় আবার নাচের বিপরীত ভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে বিনুনি খুলে যায়।

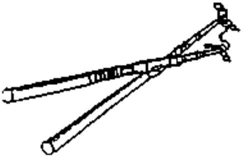

৪০। **শঙ্খঃ** বৈদিক 'বকুর' যার অর্থ শঙ্খ। ইহা ফুৎকার বাদ্য যন্ত্রের প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে। সূত্র সাহিত্যে 'গোমুখের' উল্লেখ আছে। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় এবং গুজরাত থেকে মেঘালয় পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশে শঙ্খ বাদ্য যন্ত্র রুপে পরিচিত। শঙ্খ মূলত বাইরের কাজের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। যুদ্ধ ঘোষনায়, বিজয় ঘোষণা ও কোন উৎসবানুষ্ঠান পালনে শঙ্খ বাজান হতো-কারণ এটিকে মাঙ্গলিক মনে করা হতো। ইহা ফু দিয়ে বাজান হয়। বর্তমানে পূজা, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য ব্যবহৃত হয়।

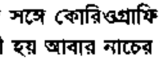

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা

স্বরঃ পাশ্চাত্য ধারণা

Note: Western Concept

উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের মতো পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও ৭টি শুদ্ধ স্বর আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরকে নোট (Note) বলে। এই সাতটি স্বরের নাম হলো- Do (ডো), Re (রে), Mi (মি), Fa (ফা), Sol (সোল), La (লা), Si (সি)। এইস্বরগুলোকে সংক্ষেপে যথাক্রমে C, D, E, F, G, A, B বলা হয়। এদেরকে আবার নেচারাল নোট (Natural Note) ও বলা হয়। ক্রম অনুপাতে স্বরগুলোকে First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth এবং Seventh Note ও বলা হয়: এই ৭টি স্বরকে একত্রে বলা হয় - Tonic Solfa (টৌনিক সোলফা)। পাশ্চাত্য টৌনিক সোলফার নোটগুলোর প্রতিটির হারমোনিক নাম রয়েছে।

উপমহাদেশীয় স্বরের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরগুলোর তুলনা এবং টৌনিক সোলফার নোটগুলোর হারমোনিক নাম নিম্নরূপ-

স্বরসপ্তক		ইংরেজী নাম	ইটালিয়ান নাম	হারমোনিক নাম
সা	First Note	C	Do (ডো)	Tonic (টৌনিক)
রে	Second Note	D	Re (রে)	Supertonic (সুপার টৌনিক)
গা	Third Note	E	Mi (মি)	Mediant (মিডিয়ান্ট)
মা	Fourth Note	F	Fa (ফা)	Subdominant (সাবডোমিনান্ট)
পা	Fifth Note	G	Sol (সোল)	Dominant (ডোমিনান্ট)
ধা	Sixth Note	A	La (লা)	Submidiant (সাব মিডিয়ান্ট) or Superdominant (সুপারডোমিনান্ট)
নি	Seventh Note	B	Si (সি)	Subtonic
র্সা		C	Do (ডো)	Tonic (টৌনিক)

উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের মতই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে দুই প্রকার বিকৃত স্বর আছে। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে যাকে তীব্র স্বর বা কড়ি মধ্যম বলা হয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাকে Sharp (শার্প) বলে এবং কোমল স্বরের অনুরূপ স্বরকে Flat (ফ্ল্যাট) বলে। সোজা কথায় Sharp = $\frac{1}{2}$ Note Higher এবং Flat = $\frac{1}{2}$ Note Lower উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্বরই কোমল বা তীব্র হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সব কয়টি স্বরের প্রত্যেকটি Sharp (শার্প) কিম্বা Flat (ফ্ল্যাট) হতে পারে। ইংরাজীতে শুদ্ধ স্বরকে বলা হয় Natural (ন্যাচারাল), যার অর্থ স্বাভাবিক। সাধারণত শুদ্ধ স্বরের জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। Double sharp যার মানে হলো যে, Natural স্বরকে ধরে $\frac{1}{2}$ note higher করে Sharp করা হলো তাকে আরও $\frac{1}{2}$ note higher করলে Double Sharp (ডবল শার্প) করা হয়। নিম্নে চার রকম চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ঃ

শুদ্ধ বা Natural	♮	কোমল বা Flat	♭	তীব্র বা Sharp	#	Double Sharp	×

এখানে সব কটি চিহ্ন ব্যবহার করে Keyboard এর একটি তালিকা দেওয়া হলোঃ

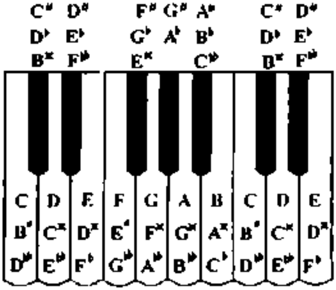

অক্টেভ (Octave)ঃ

অক্টেভ একটি পাশ্চাত্য সাঙ্গিতীক পরিভাষা। গ্রীক শব্দ 'অক্টো' (Octo) থেকে অক্টেভ কথাটি এসেছে। 'অক্টো' শব্দের অর্থ আট। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে 'সা' থেকে 'নি' পর্যন্ত ৭টি স্বর নিয়ে একটি সপ্তক কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে Do (ডো) থেকে Do (ডো) পর্যন্ত ৮টি স্বর নিয়ে অক্টেভ গঠিত হয়। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে সপ্তক তিনটি যেমন- উদারা, মুদারা ও তারা। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যেও প্রধান তিনটি অক্টেভ (Octave) হচ্ছে ঃ

ক্রমিক নং	পাশ্চাত্য সঙ্গীত	উপমহাদেশীয় সঙ্গীত
১।	লোয়ার অক্টেভ (Lower Octave)	উদারা (মন্দ্র সপ্তক)
২।	মিড্‌ল অক্টেভ (Middle Octave)	মুদারা (মধ্য সপ্তক)
৩।	আপার অক্টেভ (Upper Octave)	তারা (তার সপ্তক)

তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ৭টি অক্টেভ রয়েছে। লোয়ার অক্টেভের আগে দুটি এবং আপার অক্টেভের পরে দুটি করে অক্টেভ রয়েছে। তবে পিয়ানোতে ৭টি অক্টেভ এবং আরো ৪টি স্বর রয়েছে। গীটারে ৪টি অক্টেভ রয়েছে। হারমোনিয়ামে সাধারণতঃ তিন থেকে সাড়ে তিন অক্টেভ (Octave) থাকে।

কর্ড (CHORD):

ন্যূনতম তিনটি নির্দিষ্ট Note বা স্বর নিয়ে Chord গঠিত হয় এবং এই Simple three notes chord কে Triads বলে। First note টি কে Principal note বা Root note বলা হয়। Second note কে Harmony বলা হয়, অন্যটি Root note এর Relation note বলে। প্রতিটি Chord এক একটি Formula এর অর্ন্তভুক্ত। Harmonic থেকেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অমূল্য অবদান Chord (কর্ড) এর উৎপত্তি। পাশ্চাত্য সঙ্গীত ক্ষেত্রে Chord অপরিহার্য এবং অনবদ্য। অতি সহজ-সরল সুরকে Chord এর প্রয়োগে কতটা হৃদয়-গ্রাহী করে তোলা যায় তার উদাহরণ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সর্বত্র।

স্কেল (Scale)ঃ

স্কেল শব্দটি ইতালীয় শব্দ স্কালা (Scala) হতে এসেছে। "স্কালা" (Scala) শব্দের অর্থ সোপান বা সিঁড়ি বা ধাপ। পাশ্চাত্যের স্বরগুলোর যে কোন একটি স্বরকে Tonic টোনিক (সা) ধরে স্কেল গঠন করা হয়। যেমন- A স্বরটিকে টোনিক (সা) ধরে স্কেল গঠন করা হলে স্কেলটির নাম হবে A স্কেল, আবার B স্বরটিকে টোনিক ধরে স্কেল গঠন করা হলে স্কেলটির নাম হবে B স্কেল।

স্কেলের প্রকারভেদ (Classification of Scale):

স্কেল প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ

১। ক্রোম্যাটিক স্কেল (Chromatic Scale)

২। ডায়াটোনিক স্কেল (Diatonic Scale)

১। ক্রোম্যাটিক স্কেল (Chromatic Scale) বা ইকোয়ালী টেম্পার্ড (Equally Tempered)ঃ

"ক্রোম্যাটিক" কথাটি গ্রীক শব্দ "ক্রোমা (Chronia) থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে বর্ণিল। যে স্কেল পাশ্চাত্য স্বরগুলোর যে কোন একটি স্বরকে টোনিক (সা) ধরে শুধুমাত্র সেমিটোনের সমন্বয়ে গঠিত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ ও বিকৃত সবগুলো স্বরকেই কেবল মাত্র সেমিটোনের ব্যবধানে স্থাপন করা হয় বলে তাকে ক্রোম্যাটিক স্কেল বলে। এক অক্টেভে শুদ্ধ ও বিকৃতস্বর মিলিয়ে মোট ১৩টি স্বর থাকে। পিয়ানো, হারমোনিয়ম এবং অরগ্যান, এই ইকোয়ালী টেম্পার্ড (Equally Tempered) স্কেলের ভিত্তিতে নির্মিত হয়। ক্রোম্যাটিক স্কেল সাধারণতঃ বাজানো বা গাওয়া হয় না। এই স্কেল ব্যাকরণের হিসেব সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২। ডায়াটোনিক স্কেল (Diatonic Scale):

'ডায়া' শব্দের অর্থ দুই। যে স্কেল সেমিটোন এবং টোন এই দুই ধরণের স্বর সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে ডায়াটোনিক স্কেল (Diatonic Scale) বলে। পাশ্চাত্যের ১২টি স্বর-কম্পনগুলোর যে কোন একটিকে টোনিক ধরে টোন-সেমিটোন বিন্যাস করে ডায়াটোনিক স্কেল গঠিত হয়। একটি ডায়াটোনিক স্কেল সর্বোচ্চ ১০টি এবং সর্বনিম্ন ৪টি স্বর নিয়ে গঠিত হতে পারে। তবে সাধারণতঃ ৭টি থেকে ৫টি স্বর নিয়ে গঠিত স্কেলের ব্যবহারই বেশী হয়।

ডায়াটোনিক স্কেলের প্রকারভেদ (Classification of Diatonic Scale):

ডায়াটোনিক স্কেল দুই প্রকারঃ

১) মেজর ডায়াটোনিক স্কেল (Major Scale)
২) মাইনর ডায়াটোনিক স্কেল (Minor Scale)

ক) মেজর স্কেল (Major Scale) :

মেজর শব্দটির অর্থ প্রধান। আর তাই এই স্কেল যে স্বর সমন্বয় ঘটে এবং তাতে সুরের যে বিস্তার ঘটে তাতে বলিষ্ঠতা থাকে। মেজর স্কেলের টোন বিন্যাস হচ্ছে T - T - S - T - T - T - S। অর্থাৎ একটা সপ্তক-এর মধ্যে Notes বা স্বরের শুদ্ধ বা Major Scale -হলো- $1 : 1 : \frac{1}{2} : 1 : 1 : 1 : \frac{1}{2}$ এই অনুপাতে হয়। এটাকে মেজর মোড (Major Mode) ও বলা হয়। এখানে উল্লেখ যে, 'C' একমাত্র Note যেটা থেকে পর পর ৭টি স্বরের নাম বলে গেলে একটা Major Scale বার হয় আর সেই কারণে একে Mother Scale ও বলা হয়।

খ) মাইনর স্কেল (Minor Scale)ঃ

মাইনর শব্দটির অর্থ ক্ষুদ্র বা ছোট। মাইনর স্কেলে টোনিক (সা) নোটটি থেকে ধা ও না বিশেষ করে মেডিয়েন্ট (গা) নোটের দূরত্ব মেজর স্কেলের তুলনায় কম বলে এই স্কেলকে মাইনর স্কেল বলে। মাইনর স্কেলের প্রকৃতি মেজর স্কেলের তুলনায় কোমল। মাইনর স্কেলের টোন-বিন্যাস বা মোড হলোঃ T - S - T - T - S - T - T।

ইন্টারভ্যাল (Interval) ঃ

যে কোন একটি নোট থেকে অন্য একটি নোটের পার্থক্যকে বিশেষ করে একটি স্কেলের টোনিক (সা) নোট থেকে অন্য নোটগুলোর মধ্যবর্তী পিচ্ (Pitch) পার্থক্যকে ন্টারভ্যাল (Interval) বলা হয়। পিচ্ পার্থক্য কথাটি স্কেলের একটি নোট থেকে অন্য নাটের উচ্চতার অথবা নিম্নতার পার্থক্য বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইন্টারভ্যালের ভিন্নতার জন্যই মেজর স্কেল থেকে মাইনর স্কেল আলাদা মেজাজের। টোনিক নোট থেকে য পিচ্ বা নোট ব্যবহার করে একটি মেজর স্কেল বাজে, একই টোনিক নোট থেকে একটি মাইনর স্কেলে হুবহু সেই পিচ্ বা নোট ব্যবহৃত হয় না। একটি মেজর স্কেলের নোটগুলোর ইন্টারভ্যালের সঙ্গে তুলনা করেই অন্যান্য স্কেলের নোটগুলোর ইন্টারভ্যাল বিচার করা হয়। একটি মেজর স্কেল গঠনের পরে একটি নোট থেকে আরেকটি নোটের মধ্যে যে ইন্টারভ্যাল রচিত হয় তাদের প্রত্যেকটিকে ১ ডিগ্রী (Degree) ধরা হয়।

মাইনর স্কেলের প্রকারভেদঃ

মাইনর স্কেল তিন প্রকারঃ

ক) প্রিমিটিভ মাইনর স্কেল (Primitive Minor Scale)ঃ

- প্রিমিটিভ মাইনর স্কেলই মূল মাইনর স্কেল (Pure Minor Scale)।

মাইনর স্কেলের স্বরঃ	A	B	C	D	E	F	G	A
উপমহাদেশীয় স্বরঃ	সা	রা	জ্ঞা	মা	পা	দা	ণা	র্সা

খ) হারমোনিক মাইনর স্কেল (Harmoni Minor Scale) ঃ

মাইনর স্কেলের স্বরঃ	A	B	C	D	E	F	G#	A
উপমহাদেশীয় স্বরঃ	সা	রা	জ্ঞা	মা	পা	দা	না	র্সা

গ) মেলোডিক মাইনর স্কেল (Melodic Minor Scale) ঃ

মেলোডিক মাইনর স্কেলঃ	A	B	C	D	E	F#	G#	A
উপমহাদেশীয় স্বরঃ	সা	রা	জ্ঞা	মা	পা	ধা	না	র্সা

তাল এবং টাইম (Rhythm & Time) :

সময়ের একক হিসেবে যেমন সেকেন্ডকে ধরা হয় তেমনি সঙ্গীতের সময়ের একক হচ্ছে মাত্রা। যা দিয়ে মাপা হয় তাই মাত্রা। তাই, সঙ্গীতের সময় পরিমাপক সূক্ষ্ম এককেকে মাত্রা বলে। বাজনায়, গানে, কিংবা নাচে বিভিন্ন স্থানে ঝোঁক পড়ে। কয়েকটি মাত্রা মিলে ঝোঁক এবং কয়েকটি ঝোঁক মিলে একটি ছন্দ তৈরী হয়। আর তাই ছন্দের সমষ্টিই তাল। সঙ্গীতের গতিকে লয় বলা হয়। আর লয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মাত্রা। তাই, দুই বা তার বেশী মাত্রায় আবদ্ধ লয়ের স্থিতি নির্দেশক ছন্দকে তাল বলা হয়। মাত্রাকে বিভিন্ন অংশে, অঙ্গে বা ছকে সাজিয়েই বিভিন্ন তাল গঠিত হয়। তালের প্রতিটি মাত্রায় ঝোঁক পড়ে না। যে মাত্রায় ঝোঁক পড়ে তাকে বলা হয় তালি আর যে মাত্রায় ঝোঁক পড়ে না তাকে বলা হয় খালি বা ফাঁক। তালের প্রথম তালি বা প্রধান ঝোঁককে সম্ বলা হয়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাল (Rhythm in Western Music)ঃ

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালকে টাইম (Time) বলা হয়। মাত্রাকে বলা হয় বীট (Beat)। কয়েকটি বীট বা মাত্রাকে একত্রে সাজিয়ে বা বিন্যাসিত করেই টাইম বা তাল গঠন করা হয়। কতগুলো খাড়া দন্ডের সাহায্যে বীট বা মাত্রার বিভাগ দেখানো হয় এদেরকে বার (Bar) বলে আর মাত্রা বিন্যস্ত বারের নাম মেজার (Measure) বা পরিমাপ। নিম্নে এক ছকের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

উপমহাদেশীয় সঙ্গীত	তাল	মাত্রা	বিভাগ	লয়
পাশ্চাত্য সঙ্গীত	Time (টাইম)	Beat (বীট)	Bar (বার)	Tempo (টেম্পো)

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাল প্রধানঃ দুই প্রকারঃ

উপমহাদেশীয় সঙ্গীত	১) সমপদী তাল	২) বিষমপদী তাল
পাশ্চাত্য সঙ্গীত	১) Simple Time (সিম্পল টাইম) বা সরল তাল	২) Compound Time (কম্পাউন্ড টাইম) বা মিশ্র তাল

উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে কোন কোন তালের প্রত্যেকটি বিভাগ সমান মাত্রা বিশি হয় না। যেমন ঝাঁপতালের এক বিভাগ ২ মাত্রা আবার অপর বিভাগে ৩ মাত্রা।

১) Simple Time (সিম্পল টাইম)ঃ ইহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত।

১। ডুপল টাইম (Douple Time)
২। ট্রিপল টাইম (Triple Time)
৩। কোয়াড্রুপল টাইম (Quadrouple Time)

ডুপল টাইম হচ্ছে ২ মাত্রায় গঠিত তাল। অর্থাৎ, এর প্রতিটি বার বা মেজারে ২টি মাত্রা থাকে। এর প্রথম মাত্রাটিকে ঝোঁক থাকে পরেরটিতে ঝোঁক থাকে না। ট্রিপল টাইম তিন মাত্রায় গঠিত তাল। এর প্রথম মাত্রায় ঝোঁক থাকে। কোয়াড্রুপল টাইম ৪ মাত্রায় বিন্যাসিত তাল। এর ১ম মাত্রায় ঝোঁক থাকে। ডুপল, ট্রিপল ও কোয়াড্রুপল টাইমকে যথাক্রমে, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$ এভাবে লেখা হয়।

২) **Compound Time (কম্পাউন্ড টাইম)ঃ** সিম্পল টাইম থেকেই কম্পাইন্ড টাইম এর সৃষ্টি। কম্পাউন্ড টাইমের বীট বা মাত্রা সংখ্যা সিম্পল টাইমের মাত্রা সংখ্যা তিনগুন হয় এবং স্বরের মানের ক্ষেত্রে হয় দ্বিগুন। অর্থাৎ উপরের সংখ্যার ৩ গুন এবং নীচের সংখ্যা ২ গুন। যেমন, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$ তালের মিশ্র রুপগুলো হবে যথাক্রমে $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{8}$, $\frac{12}{8}$ ।

Compound Time (কম্পাউন্ড টাইম)ঃ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত।

১। ডুপল টাইম (Douple Time)
২। ট্রিপল টাইম (Triple Time)
৩। কোয়াড্রুপল টাইম (Quadrouple Time)

টাইম সিগনেচার (Time Signature)ঃ

টাইম সিগনেচার স্টাফে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বিশেষ একটি চিহ্ন। এটা স্টাফের শুরুতে কিন্তু ক্লেফের পরে বসে সঙ্গীতটি কোন তালে বাজবে তা নির্দেশ করে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত ডুপল, ট্রিপল ও কোয়াড্রুপল প্রভৃতি টাইম বা তালে ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। স্টাফে লিখিত সঙ্গীতটি কোন টাইমে বা কোন তালে বাজবে টাইম সিগনেচার তা নির্দেশ করে। টাইম সিগনেচার ভগ্নাংশ আকারে থাকে। এর ওপরের সংখ্যাটি স্টাফের একটি বার (Bar) কয়টি মাত্রা থাকবে তা নির্দেশ করে এবং নীচের সংখ্যাটি এক মাত্রায় মান কত বা এক মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা নির্দেশ করে। টাইম সিগনেচার সঙ্গীতের গতিকে প্রকাশ করার একটি চমৎকার মাধ্যম।

বার এর মাত্রা নির্দেশক সংখ্যা
টাইম সিগনেচার =-----------------------------------
১ মাত্রার গতি বা স্থায়ীত্ব নির্দেশক সংখ্যা

নিম্নে বিভিন্ন টাইম সিগনেচারের চিত্র দেওয়া হলোঃ

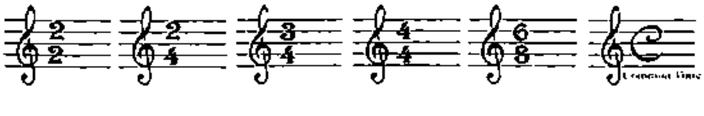

বার (Bar) :

সঙ্গীতে মাত্রা যেমন একটা বিশেষ জরুরী বিষয়, তেমনি এই মাত্রার সন্নিবেশে যে ছন্দ তৈরী হয় তার গুরুত্ব কম নয়। স্টাফে লিখিত লম্বা দন্ডের মতো চিহ্নগুলোকে বার বলে। এটা মাত্রা বিভাজক (Divider) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর মাত্রা বিন্যস্ত বারের নাম মেজার (Measure)। এর কাজ হলো একটা সুরের মধ্যে যে ছন্দের গতি বা তার মান ধরে রাখা হয়, তাকে ফুটিয়ে তোলা বা ভাগ করে দেখান।

লয় (Tempo) :

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে লয়কে টেম্পো (Tempo) বলা হয়। এই সঙ্গীতে তিনটি লয়ের সূক্ষ্ম বিভাজন দেখা যায়। সূক্ষ্ম বিভাজনগুলো লয় পরিমাপক যন্ত্র মেট্রোনোমের (Metronome) সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। মেট্রোনোম টিক্ টিক্ শব্দের মাধ্যেমে টেম্পো নির্দেশ করে। একটি টিক্ একটি বীট (মাত্রা) নির্দেশ করে। মিনিটে কতগুলো টিক্ টিক্ বা বীট হলো তার ওপরই টেম্পো কতটা ধীর অথবা দ্রুত সেটা নির্ভর করে। স্টাফের ওপরের দিকে শুরুতেই সঙ্গীতটি কি লয়ে বাজবে সেই নির্দেশনা দেয়া থাকে। এদেরকে টেম্পো মার্কিং (Tempo Marking) বলা হয়। নীচের ছকে বিভিন্ন টেম্পো মার্কিং এর ব্যাখ্যাসহ মেট্রোনোমের বীট সংখ্যা উল্লেখ করে দেয়া হলোঃ

গতি (Tempo)	ব্যাখ্যা (Definition)	মেট্রোনোম অনুযায়ী প্রতি মিনিটে মাত্রা সংখ্যা (Metronome beats per minute)
Grave (গ্রেভে)	খুব ধীরে- যতটা সম্ভব ধীরে	৩০ - ৪০
Largo (লার্গো)	ধীরে কিন্তু গ্রেভে এর মত নয়	৪০ - ৫০
Lento (লেন্টো)	ধীরে	৫০ - ৬৬
Adagio (অ্যাডাজিও)	ধীর ও আয়েশী ভঙ্গীতে (Walking Speed)	৬৬ - ৭৬
Andante (আন্দান্তে)	ধীরে কিন্তু একটু চঞ্চল	৭৬ - ৯৮
Andantino(আন্দান্তিনো)	আন্দান্তে চেয়ে একটু চঞ্চল	৯৮ - ১০৮
Moderato (মোডেরাটো)	মধ্যম গতি	১০৮ - ১২০
Allegretto (অ্যালেগ্রেট্টো)	মোডেরাটোর চেয়ে একটু চঞ্চল	১২০ - ১৩০
Allegro (অ্যালেগ্রো)	দ্রুত	১৩০ - ১৬৮
Vivace (ভাইভেস)	দ্রুত ও প্রাণবন্তভাবে (Lively)	১৬৮ - ১৯২
Presto (প্রেস্টো)	খুব দ্রুত	২০০ - ২০৮
Prestissimo (প্রেস্টিসসিমো)	যতটা সম্ভব দ্রুত	২০৮ এর ওপরে

স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন (Standard Notation)ঃ

সঙ্গীতের স্বরলিপি লিখে রাখার পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন (Standard Notation) বলা হয়। একে স্টাফ এন্ড নোটস (Staff and Notes) ও বলা হয়। এই স্বরলিপি পদ্ধতিতে পাঁচটি লাইন এবং চারটি গ্যাপ নিয়ে গঠিত একটি ছকের মধ্যে বিভিন্ন স্বর নির্দেশক চিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্নের সাহায্যে সঙ্গীতকে প্রকাশ করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন (Standard Notation) বোঝা একটু শ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও এতে কোন গানে বা মিউজিকে ব্যবহৃত প্রতিটি স্বরের স্থানীত্ব এবং এর তাল, লয় ও অভিব্যক্তি (Expression) সর্ম্পকে নিখুঁত নির্দেশনা দেয়া থাকে। ফলে, শোনা না থাকলেও স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনে লেখা যে কোন গান বা মিউজিক শত বছরের পুরনো হলেও তা দেখে হুবহু তোলা সম্ভব। সঙ্গীতের স্বরলিপি নিখুঁতভাবে লেখার জন্য স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন (Standard Notation) পদ্ধতি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

স্টাফ বা স্টেভ (Staff or Stave) ঃ

স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন পদ্ধতিতে সঙ্গীতের স্বরগুলোকে লিখে রাখার জন্য সমদূরবর্তী পাঁচটি সমান্তরাল রাখা বা লাইন এবং তাদের মধ্যবর্তী চারটি স্পেসের সমন্বয়ে গঠিত যে বিশেষ ছক ব্যবহৃত হয় তাকে স্টাফ বা স্টেভ (Staff or Stave) বলা হয়। এই পাঁচটি লাইন এবং চারটি গ্যাপ বা স্পেসের মধ্যে ডিমের মতো গোল গোল চিহ্ন বসিয়ে স্বরকে প্রকাশ করা হয়। এদেরকে নোট (Note) বলা হয়। স্টাফকে বা এতে লেখা নোটগুলোকে বাম দিকে থেকে ডান দিকে পড়তে হয়।

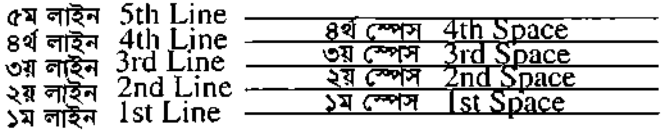

লাইন ও স্পেস

এই পাঁচটি লাইন এবং চারটি স্পেস কোন গুরুত্বই বহন করে না যতক্ষণ না এই ছকটির মধ্যে ক্লেফ নামের চিহ্নটি বসানো হয়।

ক্লেফ (Clef)ঃ

ক্লেফ (Clef) স্টাফ এন্ড নোটস পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একটি চিহ্ন, যা স্টাফের শুরুতে বসে স্টাফের কোন লাইনকে ধ্রুব বা আর্দশ ধরা হবে এবং লিখিত স্বরলিপিটি কোন যন্ত্রে বাজবে তা নির্দেশ করে। যে কোন ধরণের সঙ্গীতই স্টাফে লিখে প্রকাশ করা যায়। বাদন পদ্ধতির দিক থেকে এক একটি যন্ত্র যেমন আলাদা, তেমনি অক্টেভ বিচারে ধ্বনি ও স্বর ধারণ ক্ষমতার দিক থেকেও এরা আলাদা। কোন কোন যন্ত্র উঁচু অক্টেভে স্বর প্রকাশ করে আবার কোন কোন যন্ত্র নীচু অক্টেভে স্বর প্রকাশ করে, তাই একই সঙ্গীতে একই স্বর বাজালেও এদের মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য থাকে। যেমন, অ্যাকোয়েস্টিক গীটার থেকে বেইজ গীটারের শব্দ অনেক গম্ভীর, মোটা ও ভারী। বেহালার (Violin) শব্দ ভায়োলিন চেলোর (Violin Cello) চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ, কারণ, বেহালার শব্দের প্রকৃতি, উঁচু অক্টেভের হয়। যন্ত্র সমূহের এই অক্টেভগত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন যন্ত্রের স্বরলিপি প্রকাশে বিভিন্ন ক্লেফ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন তাল যন্ত্র যেমন তবলা, ড্রামস এবং পারকাশনস্ এর স্বরলিপি প্রকাশের ক্ষেত্রেও ক্লেফ ব্যবহৃত হয়। ক্লেফ প্রধানত পাঁচ প্রকারঃ

১। ট্রেবল ক্লেফ (Treble Clef)
২। বেইজ ক্লেফ (Bass Clef)
৩। সি-অলটো ক্লেফ (C-Alto Clef)
৪। সি-টেনর ক্লেফ (C-Tenor Clef)
৫। সি-সোপ্রানো ক্লেফ (C-Soprano Clef)

উল্লেখিত ৫টি ক্লেভ ছাড়াও স্টাফে মর্ডাণ ব্যারিটোন ক্লেভ, অট্টাভা বেইজ ক্লেফ, পারকাশনস্ ক্লেফ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তবে ট্রেবল ক্লেফ ও বেইজ ক্লেফ এ'দুটি প্রয়োজনীয় ক্লেফই বেশী ব্যবহৃত হয়।

১। ট্রেবল ক্লেফ (Treble Clef) ঃ
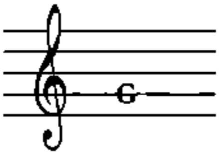
যে ক্লেফ স্টাফের শুরুতে বসে স্টাফের ২য় লাইনটিকে G নির্দেশ করে তাকে ট্রেবল ক্লেফ (Treble Clef) বলে। এই ক্লেফ পিয়ানোর ডান হাতের, স্প্যানীশ গীটার, হাওয়াইয়ানগীটার ও ভায়োলিনের স্বরলিপি লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রেবল ক্লেফ অনুযায়ী স্টাফের ২য় লাইনকে G ধরে নিয়ে অন্যান্য স্বরগুলো বিন্যাসিত হয়। এজন্য একে G ক্লেফও বলা হয়। ট্রেবল ক্লেফ ব্যবহার করে লেখা স্টাফকে ট্রেবল স্টাফ বলা হয়।

২। বেইজ ক্লেফ (Bass Clef)ঃ

যে ক্লেফটি স্টাফের শুরুতে বসে স্টাফের ৪র্থ লাইন টিকে F নির্দেশ করে তাকে বেইজ ক্লেফ (Bass Clef) বলে। এই ক্লেফ পিয়ানোর বাম হাতের, বেইজ গীটার ও চেলোর স্বরলিপি লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ক্লেফের ক্ষেত্রে স্টাফের ৪র্থ লাইনকে F ধরে নিয়ে অন্যান্য স্বরগুলো বিন্যাসিত হয়। এজন্য একে F ক্লেফও বলা হয়। বেইজ ক্লেফ ব্যবহার করে লেখা স্টাফ বেইজ স্টাফ বলা হয়।

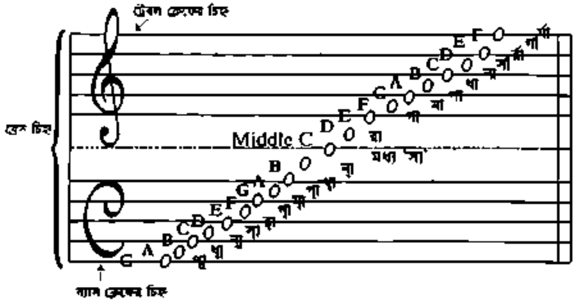

ট্রেবল ক্লেফ ও ব্যাস ক্লেফ এক সাথে দেখানো হলো।

ক্লেফ সিগনেচার (Clef Signature)ঃ

স্টাফ প্রধানত দুই প্রকার হয়- ট্রেবল (Trebel) এবং ব্যাস (Bass)। এই দুই প্রকার স্টাফেই ৫টি লাইন এবং ৪টি করে স্পেস থাকে। ট্রেবল স্টাফে মধ্য ও তার সপ্তকের স্বরগুলোকে লেখা হয় এবং ব্যাস স্টাফে মন্দ্র ও অতিমন্দ্র সপ্তকের স্বরগুলোকে লেখা হয়। এই চিহ্নগুলোকে বলা হয় ক্লেফ সিগনেচার (Clef Signature) বা সংক্ষেপে ক্লেফ। পিয়ানো বাজাবার সময় বাম হাতে ব্যাস এবং ডান হাতে ট্রেবল স্বরগুলো বাজাতে হয়। ট্রেবল এবং ব্যাস এই দুটি স্টাফকে একত্রিত করে এগারোটি লাইন এবং দশটি স্পেস নয়ে গ্রেট স্টাফ লিখতে হয়। দুটি স্টাফকে যুক্ত করবার চিহ্নকে বলা হয় ব্রেস (Brace)।

ট্রেবল ক্লেফ অনুযায়ী স্টাফে স্বরবিন্যাস এবং স্টাফের প্রকৃতিঃ

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, স্টাফের ২য় লাইনের G থেকে স্বরের উর্ধক্রমে (Ascending) ২য় স্পেসে A (২য় ও ৩য় লাইনের মাঝে), ৩য় লাইনে B, ৩য় স্পেসে C (৩য় ও ৪র্থ লাইনের মাঝে) ৪র্থ লাইনে D, ৪র্থ লাইনে , ৪র্থ ও ৫ম লাইনের মাঝে) E এবং ৫ম লাইনে F নোটের অবস্থান এবং স্বরের নিম্নক্রমে (Descending) ১ম স্পেসে (১ম ও ২য় লাইনের মাঝে) F এবং ১ম লাইনে E নোটের অবস্থান। এই সব লাইন এবং স্পেসে নোটগুলোর যে অবস্থান তা কিন্তু নির্দিষ্ট (Fixed)।

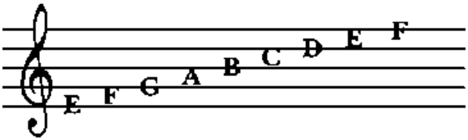

নীচের চিত্রে লাইনের স্বর এবং স্পেসের স্বরগুলোর অবস্থান ভালভাবে বোঝার জন্য আলাদা করে দেখানো হলো। লাইনের নোটগুলোকে মনে রাখার জন্য **Every Good Boy Does Fine** এই ইংরেজী বাক্যটি মনে রাখা সুবিধাজনক। স্পেসের স্বরগুলোকে মনে রাখার সুবিধার জন্য **FACE (ফেস)** এই শব্দটি মনে রাখতে হবে।
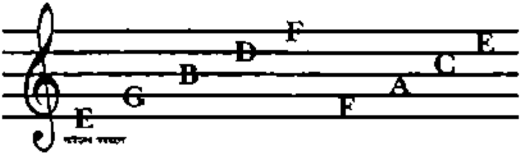
ট্রেবল স্টাফের G লাইনটি অর্থাৎ ২য় লাইনটিই হচ্ছে কেন্দ্র বিন্দু। G স্বর থেকেই স্টাফের অন্যান্য স্বরগুলোর অবস্থান নির্ণয় হয়েছে। G থেকে দূরত্ব অনুযায়ী অন্যান্য স্বরগুলো একটি নির্দিষ্ট (লাইনে কিংবা স্পেসে) অবস্থান নিয়েছে। স্টাফের যে কোন লাইন বা স্পেস থেকে যত ওপরের দিকে যাওয়া যাবে তত চড়া স্বর পাওয়া যাবে, আবার যে কোন লাইন বা স্পেস থেকে যত নীচে নামা যাবে তত নীচু স্বর পাওয়া যাবে। স্টাফের প্রতিটি লাইনে ও স্পেসে শুধুমাত্র নেচারাল স্বরই বসে না, শার্প অথবা ফ্ল্যাট স্বরগুলোও বসে। শার্প অথবা ফ্ল্যাট স্বরগুলোকে নেচারাল স্বরগুলোর স্থানেই লিখে প্রকাশ করতে হয়।

লেজার লাইন (Leger Line)ঃ

স্টাফের পাঁচটি লাইন ও চারটি গ্যাপ সঙ্গীতের সব স্বরগুলোকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য স্টাফের ওপরে (৫ম লাইনের পরে) এবং নীচে (১ম লাইনের আগে) কিছু লাইন কল্পনা করা হয়। এদেরকে লেজার লাইন (Leger Line) বলে।

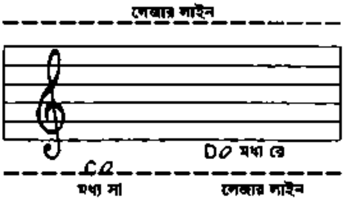

Stem প্রয়োগ করার নিয়মঃ

মূল Note বা স্বর থেকে যে Line টা যুক্ত হচ্ছে তাকে আমরা Stem বলছি। এই Stem উপরের দিকেও উঠতে পারে আবার নীচের দিকেও নামতে পারে। কিন্তু এটা কি 'যখন যা খুশি' এই ভাবে ব্যবহার করতে পারি? না, তা ঠিক নয়। Staff এর মধ্যে যে ৫টি লাইন তার মাঝের যে লাইন সেটা থেকে নীচে স্বর স্থাপন হলে তখন আমাদের উচিত হবে উপরের দিকে Stem টিকে তোলা এবং যখন মাঝের লাইনের উপরে কোন স্বর থাকবে তখন Stem টিকে নীচের দিকে টান্‌তে হবে। কিন্তু যখন মাঝের লাইনের স্বর থাকবে যেমন Treble এর ক্ষেত্রে মাঝের লাইনের স্বর হলো 'B' সে ক্ষেত্রে Stem উপরের দিকেও যেতে পারে আবার নীচের দিকেও আসতে পারে। 'বাস্‌' এর ক্ষেত্রে মাঝের লাইনে হবে 'D' সে ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম অর্থাৎ Stem টি উপরে যেতে পারে-নীচেও নামতে পারে। এখানে আমি Treble এর ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিচ্ছি-
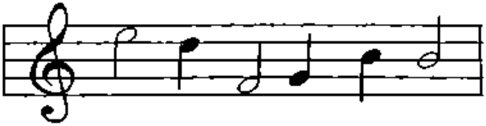
াল নিরূপক চিহ্নঃ

পাশ্চাত্য স্বরলিপি পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, স্বর এবং মাত্রা একই হয়। মাত্রা বুঝাবার জন্য নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়।

	= Breve (ব্রিভ) = ৮ মাত্রা।
	= Semibreve (সেমিব্রিভ)= ৪ মাত্রা।
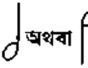 অথবা লেখা হয়।	= Minim (মিনিম) = ২ মাত্রা।
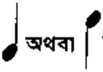 অথবা লেখা হয়।	Crotchet (ক্রচেট) = ১ মাত্রা অর্থাৎ ১/৪ ভাগ
অথবা লেখা হয়।	Quaver (কোয়েভার) = ১/২ মাত্রা অর্থাৎ ১/৮ ভাগ।
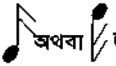 অথবা লেখা হয়।	Semi Quaver (সেমিকোয়েভার) = ১/৪ মাত্রা অর্থাৎ ১/১৬ ভাগ।
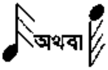 অথবা লেখা হয়।	Demisemi Quaver (ডেমিসেমি কোয়েভার) = ১/৮ মাত্রা অর্থাৎ ১/৩২ ভাগ।
অথবা লেখা হয়।	Hemidimesemi Quaver (হেমিডেমিসেমি কোয়েভার)= ১/১৬ মাত্রা অর্থাৎ ১/৬৪ ভাগ।

স্বরলিপিতে লাইনের উপর অথবা স্পেসের মধ্যে স্বরের অবস্থান বুঝাইতে যে গোল অথবা ডিম্বাকৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তারই সাথে অধর্বমুখী অথবা নিম্নমুখী দন্ত যুক্ত করে মিনিম, ক্রচেট, কোয়েভার ইত্যাদি মাত্রার চিহ্ন প্রস্তুত করা হয়। স্বরের অবস্থান স্টাফের মধ্যবর্তী লাইনের নীচের দিকে হলে অধর্বমুখী দন্তযুক্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, আর স্বরের অবস্থান মধ্যবর্তী লাইনের উপর দিকে হলে নিম্নমুখী দন্তযুক্ত চিহ্ন ব্যবহার হয়।

যখন এক মাত্রাতে দুই বা ততোধিক স্বর লিখতে হয়, তখন এইরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন মাত্রার স্বরকে সমষ্টিগতভাবে বুঝাইতে হলে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহার হয়।

দুই কোয়েভার

দুই সেমিকোয়েভার

চার ডেমিসেমিকোয়েভার

স্লার (Slur)ঃ

স্লার গীটার বাজানোর সময় ব্যবহৃত এক ধরণের কৌশল। একটি স্বরে টোকা দিয়ে তা চেয়ে উঁচু অথবা নীচু স্বরে লাফিয়ে যাবার পদ্ধতিতে স্লার (Slur) বলে। এক্ষেত্রে, একটি ফ্রেটে টোকা দিয়ে নির্দিষ্ট ফ্রেটটিতে যাওয়ার সময় লাফিয়ে লাফিয়ে স্পর্শ করলেও

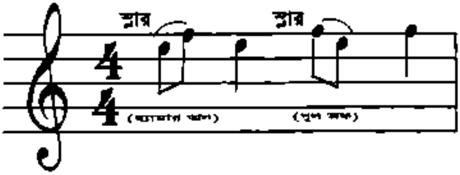

পরবর্তী বা পূর্ববর্তী ৩ বা ৪ স্বর প্রথম টোকায় সৃষ্ট কম্পনের সাহায্যেই বাজানো সম্ভব। স্লার দুই প্রকারঃ ক) অ্যাসেন্ডিং স্লার (Ascending Slur) খ) ডিসেন্ডিং স্লার (Descending Slur)

স্লাইড (Slide)ঃ একটি ফ্রেটে টোকা দিয়ে সেই ফ্রেট থেকে গড়িয়ে বা ঘষে অন্য ফ্রেটে চলে যাওয়াকে স্লাইড (Slide) বলে। একটি ফ্রেটে টোকা দিয়ে নির্দিষ্ট ফ্রেটটিতে যাওয়ার পুরো সময়টিই তারটিকে ফ্রেটবোর্ডের সঙ্গে চেপে ধরে ঘষে বা
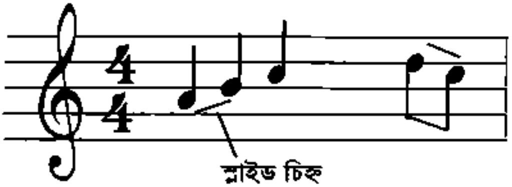
গড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। যে নোট থেকে স্লাইড শুরু হচ্ছে সেই নোটে টোকা দেয়ার পর নির্দিষ্ট ফ্রেটে পৌছানো পর্যন্ত টোকায় সৃষ্ট শব্দটি বন্ধ হবে না। অ্যাকোয়েস্টিক গীটারে একটি টোকায় ৪টি নোট নিয়েও স্লাইড করা সম্ভব। উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে স্লাইডকে মীড় বলা হয়। স্টাফে স্লাইডকে একটি (/) ড্যাসের মত চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

টাই (Tie) :

সরু চাঁদের মত বাঁকানো চিহ্ন। টাই চিহ্ন দিয়ে একই পীচের দুটি নোটকে যুক্ত করা হয়। এদের প্রথমটিতে টোকা দিয়ে দ্বিতীয় নোটটিকেও অবিচ্ছিন্নভাবে বাজাতে হয়
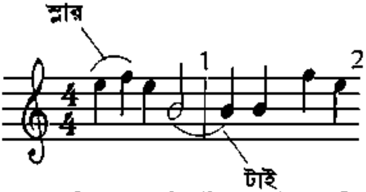
যেন এরা একটিই নোট। টাইম সিগনেচার নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী বারের মাত্রা সংখ্যা ঠিক রাখতে টাই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

কী সিগনেচার (Key Signature) :

কী সিগনেচার স্টাফে ক্লেফের পরে ও টাইম সিগনেচারের আগে বসে মিউজিকটি কোন্ স্কেলে বাজবে তা নির্দেশ করে। কী সিগনেচারের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, সেটি কোন্ স্কেল। কোন মেজর স্কেলের শার্প অথবা ফ্ল্যাটযুক্ত নোটের সংখ্যা সমান নয়।

অ্যাকসিডেন্টালস (Accidentals)ঃ

শার্প, ফ্ল্যাট ও নেচারাল এই তিনটি চিহ্নকে অ্যাকসিডেন্টালস্ (Accidentals) বলে। পাশ্চাত্য স্বরগুলোর A, B, C, D, E, F এবং G স্বরের স্বাভাবিক অবস্থানকে নেচারাল নোট বলা হয়।

পুনরাবৃত্তি চিহ্ন (Repeat Sign)ঃ

ডটেড ডাবল বার (Dotted Double Bar)ঃ দুটি দন্ড যুক্ত দুই ফোঁটা বিশিষ্ট চিহ্ন। এই চিহ্নটি কোন নোটেশনের

অথবা নোটেশনের কোন অংশের পুনরাবৃত্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। চিহ্নটি সাধারণতঃ কোন মেজারের শেষে ব্যবহৃত হয়। তবে নোটেশনের বিশেষ কোন অংশের পুনরাবৃত্তি বোঝাতে সেই অংশের শুরুতে এবং শেষে চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। শুরুর চিহ্নটিকে |: রীপিট ওপেন (Repeat Open) এবং শেষের চিহ্নটিকে :|| রীপিট ক্লোজ (Repeat Close) বলা হয়।

Rest বা বিরাম ঃ

বিরাম-বিশ্রান্তি Rest, এই ব্যাপারটা সঙ্গীতের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পাশ্চাত্য স্বরলিপি পদ্ধতিতে এই বিরাম বা Rest এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং তা খুব যুক্তিপূর্ণভাবে। Note বা স্বরের স্থিতিকাল যেমন সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয় 'ক্রচেট', মিনিম, কোয়েভার ইত্যাদি প্রয়োগ করে- তেমনি পাশ্চাত্য Staff Notation এর মধ্যে 'বিরাম' এর কাল বা সময় নির্দেশ করে একই ভাবে।

Rest বা বিরাম চিহ্নসমূহঃ

Name	Note	Rest
Breve (ব্রিভ) = ৮ মাত্রা ।	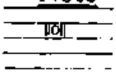	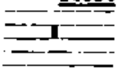
Semibreve (সেমিব্রিভ)= ৪ মাত্রা ।	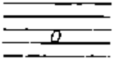	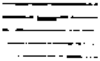
Minim (মিনিম) = ২ মাত্রা ।	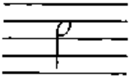	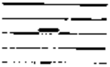
Crotchet (ক্রচেট) = ১ মাত্রা অর্থাৎ ১/৪ ভাগ ।		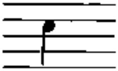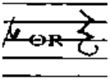
Quaver (কোয়েভার) = ১/২ মাত্রা অর্থাৎ ১/৮ ভাগ ।	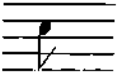	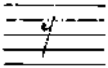
Semi Quaver (সেমিকোয়েভার) = ১/৪ মাত্রা অর্থাৎ ১/১৬ ভাগ ।	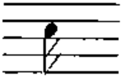	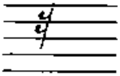
Demisemi Quaver (ডেমিসেমি কোয়েভার) = ১/৮ মাত্রা অর্থাৎ ১/৩২ ভাগ ।		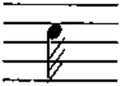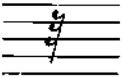
Hemidimesemi Quaver (হেমিডেমিসেমি কোয়েভার) = ১/১৬ মাত্রা অর্থাৎ ১/৬৪ ভাগ ।	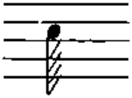	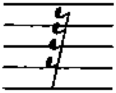

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ব্রীভ যদি ৮ মাত্রা হয় তবে ব্রীভ চিহ্নের Rest বা বিরামও ৮ মাত্রা মানের হবে। একই ভাবে তখন সেমিব্রীভ ৪ মাত্রা হলে তবে বিরাম চিহ্ন দ্বারা ৪ মাত্রা বিরাম বোঝাবে-ইত্যাদি।

মাত্রা (Beat)ঃ
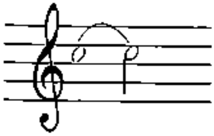
কোন স্বরের স্থিতিকাল বাড়াতে হলেই তার মাত্রা সংখ্যা বাড়াতে হবে। মাত্রা মান বিশেষভাবে বাড়াবার প্রধানতঃ দুটি প্রক্রিয়া আছে। প্রথমটি হলো স্বরের সঙ্গে Tie (টাই) যোগ করা অর্থাৎ মাত্রা বাড়াবার একটি ইঙ্গিত দেওয়া। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, Treble Clef এর `C' একটি Note আছে। প্রথমটি Semibreve অর্থাৎ ৪ মাত্রা, তারপর আর একটি 'C' Note = Minim অর্থাৎ ২ মাত্রা। এদের মাথায় একটি টাই চিহ্ন দিয়ে যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে দু'বার বা দু'টি 'C' বাজবে না, বাজবে একটা 'C' Note এবং তার মাত্রা মান হবে ৪ মাত্রা + ২ মাত্রা অর্থাৎ 'C' নোটটি বাজবে ৬ মাত্রা। Tie যে কেবল মাত্র দুটি হিসাবকে যুক্ত করছে তা নয়-যতগুলোই প্রয়োজন হোক না কেন তা ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন-
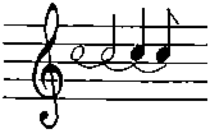
এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে 'A' Note টি বারবার এইভাবে আছে –Semibreve, Minim, Crotchet এবং Quaver সুতরাং সবকয়টি যোগ করলে দাঁড়াবে-

'A' $= 4 + 2 + 1 + \frac{1}{2}$ মাত্রা $= 7\frac{1}{2}$ মাত্রা।

ডটেড নোট (Dotted Note)ঃ

বিন্দু যোগ করে আর এক প্রক্রিয়ায় স্বরের মাত্রা মান বাড়ানো যায়। একটি Dot যে স্বরের সময় মূল্যেও পাশে বসবে সেই মান এবং আরও তার $\frac{1}{2}$ মান যুক্ত হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে Semibreve এর পর Dot রয়েছে- আমরা জানি Semibreve ৪ মাত্রা বোঝায়, তার অর্ধেক ২ মাত্রা। সুতরাং এখানে Dot মানে ২ মাত্রা হলো। অর্থাৎ পুরো স্বরটা ৪ + ২ = ৬ মাত্রা বোঝাবে। এটাকে ইচ্ছা করলে Semibreve এর পাশে একটা Minim দিয়ে tie চিহ্ন যোগ করে দিলেও একই হতো অর্থাৎ ৬ মাত্রা বোঝাতো এই ভাবে-

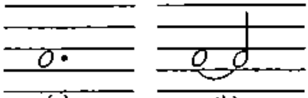

(a) (b)

যেভাবে স্বরের ক্ষেত্রে Tie কিংবা Dot প্রয়োগ করে স্বরের মাত্রা মান বাড়ান হলো ঠিক সেভাবেই Rest চিহ্নের পরে Dot দিয়ে একই অর্থে বিরামের (Rest এর) সময় বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে Rest এর বেলায় কেবল মাত্রা Dot দিয়েই সময় বাড়ানো যায়- চিহ্ন দিয়ে নয়।

Pause:

Pause যার অর্থ হলো গায়ক বা বাদকের ইচ্ছামত কোন একটি Note কে বেশী সময় দেবার অধিকার থাকবে। Staff Notation এর যে কোন Note বা এর Pause উপর চিহ্ন থাকতে পারে। এর চিহ্ন এই প্রকার-
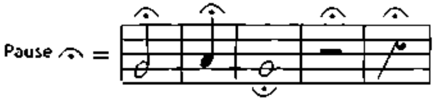
কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ভাবে বেশী সময়ে Pause দরকার হলে একটি ইটালিয়ান শব্দ ব্যবহার করা হয়-

LUNGA PAUSA = Long pause

এখানে ইটালিয়ান আর একটি শব্দের কথা উল্লেখ করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। শব্দটি হলো-LEGATO -'লিগাটো'। লিগটোকে Slur = স্লার ও লেখা বা বলা হয়। কতকগুলো স্বরের উপর বা নীচে দিয়ে একটি বক্ররেখা- Curved line দিয়ে বোঝান হয় Slur, যার অর্থ হলো to be played smothly অর্থাৎ বিনা 'ছেদ' দিয়ে বাজাতে হবে যাকে বলা যায় একটানা অর্থাৎ একটা স্বর থেকে অন্য স্বরের আওয়াজের মধ্যে কোন ছেদ্ পড়বে না।

STACCATO:

Staccato অনেকটা pause এর মত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সচরাচর pause চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না-একে বলা হয় STACCATO বা (স্ট্যাকাটো) কাটা কাটা ধ্বনি। আমাদের উপমহাদেশীয় স্বরলিপির মধ্যে এত খুঁটিয়ে বিচার করে স্বরলিপি করার কোন রেওয়াজ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে- Staff Notation এ এর প্রচলন খুব বেশী এবং তা যতটা পারা যায় নিখুঁতভাবে করা হয়। Staccato কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

(a) Mezzo Staccato- মেজো স্ট্যাকাটো
(b) Staccato- স্ট্যাকাটো
(c) Staccatissimo- স্ট্যাকাটিসিমো

Bis : সব সময় যে সুরের একটা বড় অংশকেই শুধু দু'বার বাজাতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোন কোন সময় সুরের একটা ছোট অংশকে দু'বার বাজাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন ঐ টুকুর জন্য আর আগের পদ্ধতিতে না লিখে তখন লেখা বা বোঝানো হয় এই ভাবে-
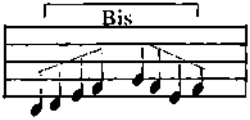
উপরের চিত্রে বোঝাই যাচ্ছে যে একটা ছোট অংশকে দু'বার বাজাবার জন্য ঐ অংশটার মাথায় শোয়ানো তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করে তার মধ্যে- Bis কথাটা লেখা থাকবে।

Fine : সুরটাকে শেষ করার ইঙ্গিত হিসাবে কথাটা ব্যবহৃত হয়। এরপর যদি D E থাকে তবে অবশ্য আবার গোড়ায় চলে যেতে হবে। যদি গোড়া থেকে বাজিয়ে আসার

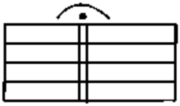

মধ্যে Double Bar এর মাথায় উল্টো চাঁদ ও মধ্যে বিন্দু থাকে তাহলে ঐ চিহ্ন পর্যন্ত বাজিয়ে শেষ করতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে আবার শেষ পর্যন্ত বাজিয়ে আসার আর প্রয়োজন হবে না।

Volta : সুরের মধ্যে যখন কোন অংশ দু'বার বাজাবার নির্দেশ থাকে তখন অনেক সময় দেখা যায় যে তার একটা ছোট্ট অংশ দ্বিতীয়বারে সামান্য রদবদল করা হয়েছে-বিশেষ করে শেষ Bar এর ক্ষেত্রে এটা বেশী দেখা যায়। স্বরলিপির উপরে 1 ma volta (1st time) এবং 2 da volta (2nd time) কিংবা শুধু 1 এবং 2 লেখা থাকে। সে ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে 1 অংশটি বাদ যাবে এবং তার পরির্বতে 2 লেখা অংশটি বাজবে।
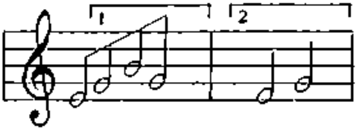
চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সঙ্গীত বিষয়ক নিবন্ধ

রাগে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ

রাগে অব্যবহৃত স্বরগুলোকেই বলা হয় বিবাদী বা বর্জিত স্বর এবং এই স্বরগুলোকে সযতনে পরিহার করা হয় নইলে রাগভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, তাই অনেক গ্রন্থকার বিবাদী স্বরকে বলেছেন "শত্রু তুল্য বিবাদিনঃ" । কিন্তু এই শত্রুকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে রাগের হানি ঘটে না বরং রঞ্জকতা বাড়ে । দক্ষ শিল্পী তাই রাগ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য সর্তকতার সঙ্গে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করে থাকেন । তবে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে কিংবা একটু অসর্তক হলেই পদস্থলন ঘটতে পারে । তাই বিবাদী স্বরের প্রয়োগ কখনো মাত্রাধিক্য ভাবে ঘটে না এর ব্যবহার হয়ে থাকে নিতান্ত সীমিতভাবে ।

বিবাদী স্বর ব্যবহারের নিয়ম আছে । সাধারণতঃ দ্রুতলয়ে গীত বা বাদ্যে বিবাদী স্বরের চকিত প্রয়োগ করা হয় । বর্জিত স্বর দ্রুত গীতে সৌন্দর্যহানির হয় না । তাছাড়া কণ্‌স্বর হিসাবেও বিবাদী স্বরের ব্যবহার আজকাল বেশ প্রচলিত, যেমন ভৈরবীতে ১২টি স্বরেরই ব্যবহার, দেশরাগে কোমল গান্ধার, কাফী, ভীমপলশ্রী ও বাগেশ্রীতে শুদ্ধ নিষাদ, হাম্বীর, কামোদ প্রভৃতি রাগে কোমল নিষাদের ব্যবহার রাগগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে ।

সুরই সঙ্গীতের প্রাণ

সঙ্গীত মেলডি বা সুরের জগৎ । সুরই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুখ্য, কথার এখানে প্রাধান্য থাকা উচিত নয় । অন্তত, কবিতায় কথা বাণীর যে প্রাধান্য, সেই প্রাধান্য গানের কথা অংশের অবশ্যই প্রাপ্য নয় । কেন না কথা অনেক সময় সুরের বাধক হয়ে দাঁড়ায় । প্রথমতঃ কথার পরিমান বাহুল্যের কারণে, দ্বিতীয়তঃ কথার কাব্য সৌন্দয়ের আর্কষণের ফলে গানে কথার পরিমাণ বেশী হলে সুরকে লীলায়িত করার অবকাশ কমে যায় । আর কথার কাব্য-সমৃদ্ধিতে সুরের প্রতি মনোযোগ ব্যাহত হয়-যে মনোযোগ সুরের প্রতি আরোপিত হওয়া উচিত তা বাণী অংশের সৌন্দর্য অন্যায্যভাবে আপনার দিকে টেনে নেয় । তাতে কবিতার উপভোগ হয়ত হয় কিন্তু সুরের উপভোগ হয় না । এ কথা আমাদের সর্বদাই খেয়াল রাখা দরকার যে, গানটা মুখ্যত সুরের উপভোগের জন্য কবিতার উপভোগের জন্য নয় ।

এই জন্যই দেখা যায় হিন্দুস্থানী খেয়াল গানে কথার ভাগ খুব কম। অস্থায়ী অন্তরায় মিলে উর্দ্ধপক্ষে ৪/৫ লাইনের বেশী প্রায় গানেই থাকে না। কোন কোন গানে কেবল মাত্র আস্থায়ীতেই গানের কথা শেষ। পন্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গাওয়া কর্ণাটী রাগিনীর গান 'নীলাম্বরী' গ্রামোফোন রেকর্ডে 'মিতাওয়া মিতাওয়া' এই দুটি শব্দের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। শ্রীমতী কেশরবাঈ কারকারের 'সুখকর আযি' কাফি রাগের গানটিতেও কথার ভাগ অত্যন্ত কম। এরুপ একাধিক প্রসিদ্ধ খেয়াল ও টপ্পা গায়কের নাম করা যায় যাঁদের গানে কথা নিছকই একটা সুরের কাজ চালানো অবলম্বণ মাত্র- তার বেশি কিছু নয়। পুষ্পলতার লতিয়ে ওঠার পক্ষে বেড়ার যে ভূমিকা উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী গানে কথারও ঠিক একই ভূমিকা। কথা সেখানে গৌন, সুরই মুখ্য।

তারমানে খেয়াল গানের রচিয়তারা কাব্যের গুরুত্ব বুঝতেন না, সেটা ঠিক নয়। তাঁরা কাব্যের গুরুত্ব ঠিকই উপলব্ধি এবং মর্যাদা দিতেন। শুধু গানের বেলায় কাব্যের আধিপত্য স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না। সুরকে খেলাবার জন্য কথার একটা অবলম্বণ দরকার। সেই প্রয়োজনটাই তাঁরা কথাকে দিয়ে সাধন করিয়ে নিতেন তার বেশি নয়। এই কথা সকলে স্বীকার করবেন যে, পৃথিবীতে যত শিল্পকলা প্রচলিত আছে যেমন- সাহিত্যে, কাব্য, নাটক, চিত্রকলা, নৃত্যশিল্প, অভিনয়, সঙ্গীত ইত্যাদি তার মধ্যে সঙ্গীতই সবচেয়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা বিমূর্ত শিল্পরুপে কথিত হয়। কথাটার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। সঙ্গীতে উপকরণ সবচাইতে কম লাগে। স্বরই তার একমাত্র উপকরণ।

রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত

সঙ্গীতে সুরের যে আবেদন তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না কিন্তু সে সঙ্গে এ কথাও মানতে হয় যে, ওই সুর এক-একজন শ্রোতার মনে এক প্রকার ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। শ্রোতা হিসেবে আমার সব চাইতে ভাল লাগে রাগ সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত। অর্থাৎ সঙ্গীতের দুই বিপরীত প্রান্তীয় স্তরে আমার পক্ষপাত সংলগ্ন। কীর্তন অবশ্য আমার খুব প্রিয় কিন্তু সেই কীর্তন, যার মধ্যে রাগ-রাগিনীর সুস্পষ্ট আমেজ আছে আর যার দুরুহ অনুশীলন সাপেক্ষ তাল লয় মান স্বতই রাগ সঙ্গীতের সংস্কার স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ এক কথায় পদাবলী কীর্তন। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, পদাবলী কীর্তন যে ভাল লাগে তার মূলে আছে তার রাগঘেঁষা মিশ্র সুরের আবেদন। রাগ সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের মধ্যে মিল সামান্যই বরং অমিল ষোল আনার উপর সতের আনা। কি তাত্ত্বিক বিচারে, কি প্রকরণকলায়, কি রসের আবেদন, তাদের ভিতর প্রায় অসেতুসম্ভব ব্যবধান। রাগসঙ্গীতের রয়েছে দরবারী আমেজ, জটিলতা, কঠিন অনুশীলনের সংস্কার, আর লোক সঙ্গীত হলো একান্তভাবেই অশিক্ষিত পটুত্ব নির্ভর, স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ। একটির রুপ অতিমার্জিত, অন্যটির অমার্জিত। একটি নাগরিক, অন্যটি গ্রাম্য।

আমরা যাকে রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত বলছি সনাতন ভারতীয় সঙ্গীতের পৃষ্টপটে তাই মার্গ সঙ্গীত আর দেশী সঙ্গীত নামে অভিহিত। বৈদিক যুগে মার্গ সঙ্গীত আর দেশী সঙ্গীতের পার্থক্য ছিল না, কালের অগ্রগতির সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের বিবর্তন হতে থাকে এবং ওই বিবর্তনের পথে এমন একটা সময় আসে যখন মার্গ সঙ্গীত থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে দেশী সঙ্গীত নামে একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। এই বির্বতন সাধিত হতে শত শত বৎসর লেগেছে। মার্গ সঙ্গীত প্রথমে ছিল। প্রবন্ধ জাতীয় সঙ্গীত, তার থেকে ধ্রুপদের সূচনা হয়। দীর্ঘকাল একটানা ধ্রুপদ সঙ্গীতের আধিপত্যের পর খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকালে খেয়ালের উৎপত্তি হয়। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির সভা গায়ক আমীর খসরু খেয়াল গানের জন্মদাতা। সে সময়ে খেয়াল গানের বেশী মর্যাদা ছিল না। খেয়াল বলতে গেলে তখন বর্তমানের লোক সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত ছিল।

সঙ্গীতসহ যে কোন শিল্পকলার বিবর্তনের ইতিহাসের তত্ত্বই এইরূপ। ধ্রুপদ ভেঙে খেয়াল হয়েছে, খেয়াল ভেঙে টপ্পা ও ঠুংরী। এইভাবে মার্গ সঙ্গীতের বিবর্তন সাধিত হয়েছে। ক্রমাগত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতেই মার্গ সঙ্গীতের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে, তা দেশী সঙ্গীতে রুপান্তরিত হয়ে গেছে। রাগ সঙ্গীতের নানা ভাঙচুরের অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমানের লোক সঙ্গীতের চেহারা প্রাপ্ত হয়েছে। লোক সঙ্গীতকে মার্জিত করে পরবর্তীকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেক রাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার প্রাচীন রাগ সঙ্গীতের প্রভাবও কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের উপর পড়িয়েছে। এই কারণেই খুব সম্ভব রাগ সঙ্গীত আর লোক সঙ্গীতের মধ্যে দৃশ্যতঃ দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তাদের একটিকে অপরটির থেকে একেবারে গোত্রসম্পর্ক বর্জিত বলে মনে হয় না- কোথায় যেন তাদের মধ্যে একটা অলক্ষিত যোগসূত্রের আঁচ মেলে। লোক সঙ্গীতের অনেকগুলো স্বীকৃত রুপ আছে। যেমন ভাটিয়ালী, বাউল, জারি সারি, ভাওয়াইয়া, চটকা, করম, টুসু, ঝুমুর, গম্ভীরা ইত্যাদি। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এদেরই রকমফের হলো- নাত, কাওয়ালি, গীত, পদ, গজল, লাউনি, বিহারী, পাঞ্জাবীধুন, গরবা, মাঢ় ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক প্রকার লঘু চালের হিন্দী, উর্দু, মারাঠি, গুজরাটী, রাজস্থানী দেহাতী সঙ্গীতের মধ্যে লোকসঙ্গীতের সুরের আমেজ পাওয়া যায়।

লোক সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে রাগ সঙ্গীতের সুরভঙ্গির যে মিল আছে তা ভাটিয়ালী দিয়েই বুঝা যেতে পারে। ভাটিয়ালী সুরে যে সকল সুরের প্রয়োগ হয় তা রাগ সঙ্গীতের খাম্বাজ ও পিলু সুরের স্বগোত্রীয়। কখনও কখনও ভীমপলশ্রী, পটদীপ, রাগিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাটিয়ালী সুরে যে কান্নার ভাবটি আছে তা স্পষ্টতই ভীমপলশ্রীর সুরে মাখামাখি। ঝুমুরের সুরভঙ্গির মধ্যে আছে বিহাগ, খাম্বাজ, ভৈরবী, বিলাবল প্রভৃতি রাগ-রাগিনীর প্রভাব। গুজরাটে 'মাঁঢ়' বলে লোকসঙ্গীতের একটি শ্রেণী আছে। 'মাঁঢ়' নামে একটি রাগও আছে। 'পাহাড়ী' বলে একটি খেয়াল-ঠুংরীতে লোকসঙ্গীতের সুরভঙ্গির অদ্ভুত আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চলে 'বিহারী' নামে এক ধরণের লোকগীতির সুর প্রচলিত আছে। তা স্পষ্টই তিলক-কামোদ, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগিনীর

সংস্কার স্মরণ করে দেয়। লোক সঙ্গীতে সাধারণত ৪/৫ বা ৬ স্বর প্রয়োগ হয় আর তাও শুদ্ধ স্বর। কোমল স্বরের প্রয়োগ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ব্যতিক্রম কেবল কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের প্রয়োগের বেলায়। লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল বিশেষভাবেই জটিলতামুক্ত সরল প্রকৃতির। সঙ্গীত মূলত মেল্যডি নির্ভর। অর্থাৎ সুরেই তার প্রাণ। আর এই সুর সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় রাগ সঙ্গীতে ও লোক সঙ্গীতে।

সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতের রস

সঙ্গীতের স্বরবিন্যাস দ্বারা রাগরূপ সৃষ্টি হয়। রাগরাগিনী মানেই স্বরবিন্যাস দ্বারা গঠিত মনের বিশেষ একটি 'ভাবনা'কে সঙ্গীত ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করা। মানব-মনের ভাবনা যখন সঙ্গীতের মাধ্যমে বিকশিত হয় তখন তাকে সঙ্গীত বা গানের রস বলে। সঙ্গীত শিল্পীর অন্তঃকরণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময় বিভিন্ন রস উৎপন্ন হয়ে কল্পনারূপে রাগরাগিণী ও গানের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে সঙ্গীত রসোৎপাদন করে এবং শ্রোতারা শ্রবণশক্তি ও অনুভূতি-শক্তি দ্বারা হৃদয়ে উপলব্ধি করে সঙ্গীতের সেই রস। সঙ্গীত রসে শিল্পী ও শ্রোতার মনের অবস্থা যখন এক হয় তখন সার্থক সঙ্গীত সৃষ্টি হয়। সঙ্গীতের রসই হচ্ছে গানের প্রাণ। মানব মনের অবস্থা-(১) বিস্ময়, (২) আশা, ভালবাসা, অনুরাগ, (৩) উৎসাহ, (৪) শোক, (৫) ক্রোধ, হিংসা ও ঈর্ষা, (৬) আসক্তি ও লোভ, (৭) হাস্য ও উল্লাস, (৮) কুৎসা, (৯) শম। (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) ইন্দ্রিয় শক্তি মানে- যে শক্তি দ্বারা কোন পদার্থে জ্ঞান লাভ হয় এবং অনুভব করা যায়। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার-জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়। গান গাইতে গেলে এবং শুনতে গেলে এই ইন্দ্রিয়শক্তির সচেতন অবস্থা প্রয়োজন।

সঙ্গীতের রস নয় প্রকার

১। শৃঙ্গার বা প্রেম রস। নারী ও পুরুষের প্রেমভাবকে শৃঙ্গার রস বলে। নায়ক-নায়িকার প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ, মিলন, শৃঙ্গার রসের 'স্থায়ী ভাব'। রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাবকে প্রেমের অন্তিম ভাব বলা হয়। গানের এই রস সবচেয়ে বেশী আকর্ষনীয়।

২। বীর রস- দেশভক্তি, যুদ্ধ এবং উৎসাহ। দেশাত্মবোধক গানে এই রস ব্যবহৃত হয়।

৩। করুণ রস-প্রিয়জনের বিরহে এবং অভাবে শোক, দুঃখ, বেদনা থেকে মনে করুণ রসের সৃষ্টি হয়।

৪। অদ্ভুত রস- অদ্ভুত কথা শ্রবণে ও দৃশ্য দর্শনে মনের মধ্যে এক আশ্চর্য ভাবের উদ্রেক হয়- তখন আমরা তাকে বিস্ময় রস বা অদ্ভুত রস বলি। গানে এই রস ব্যবহার হয় না।

৫। রৌদ্র রস-ক্রোধ ও উত্তেজনা থেকে এই রসের উদ্রেক হয়। গানে এই রস ব্যবহার হয় না।

৬। হাস্য রস- হাসির কথা বা দৃশ্য থেকে মনে যে পুলকের উদ্রেক হয় তা থেকে হাস্য রস সৃষ্টি হয়। কৌতুক-গীতির এই রস ব্যবহার হয়।

৭। ভয়ানক রস-যে কথা শুনে বা যে দৃশ্য দেখে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় তাকে ভয়ানক রস বলে। গানে এই রস ব্যবহার হয় না।

৮। বীভৎস রস- যা থেকে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় তাকে বীভৎস রস বলে। গানে এই রস ব্যবহার হয় না।

৯। শান্ত রস- মনে ভক্তিভাব ও বৈরাগ্যভাব থেকে শান্ত রসের উৎপত্তি হয়। মনের অচঞ্চল অবস্থা থেকে যে রসের উদ্রেক হয় তাকে শান্ত রস বলে।

বিঃ দ্রঃ সঙ্গীতের নিম্নলিখিত রসভাবের বেশী ব্যবহার হয় যেমন- (১) শৃঙ্গার ও প্রেম রস, (২) বিরহ ও করুণ রস, (৩) বীর রস, (৪) শান্ত ও ভক্তি রস।

শিল্পে সব সময় মনের রুচি সম্পন্ন কল্পনা ভাব প্রকাশিত করা হয়। প্রতিটি মানুষের মনে উগ্র ভাব আছে, এই উগ্র বা অশুভ মনোভাবকে দূর করার জন্যই গানের সূক্ষ্ম রসভাবের সৃষ্টি। সঙ্গীতে 'সুর' 'অসুর' এই দুইটি প্রধান কথা আছেঃ সুর- মানে দেবতা, অসুর- মানে দানব। এই জন্যই 'সুর' হচ্ছে সর্বজনপ্রিয় এবং সকল মানুষের কাম্য- আর 'অসুর' হচ্ছে মনের পশুভাব, - যা কোন মানুষেই চায় না। অসুরকে পরাজিত করার জন্যই সুরের সৃষ্টি। সুর হচ্ছে শু[illegible], সুন্দর ও শিব। আর অসুর হচ্ছে কুৎসিত, অশুভ ও দানব। সুর হচ্ছে স্বর্গ ও অমৃত। অসুর হচ্ছে নরক ও বিষ।

সঙ্গীত ও ললিতকলা

হৃদয়বীণা তন্দ্র হতে উদ্ভূত সূক্ষ্ম অনুভূতি বিভিন্ন কলার মধ্য দিয়ে এক অপার্থিব জগতের সন্ধান দেয়, তাকে বলা হয় ললিতকলা। আমরা ললিতকলা বলতে সাধারণত সাহিত্য, অংকন, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত প্রভৃতিকে বুঝে থাকি। উপরোক্ত সমস্ত কলাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সঙ্গীত তার মধ্য শ্রেষ্ট আসনটি সংগ্রহ করে নয়েছে। কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেছেন, "বাক্য যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই গানের আরম্ভ"। সঙ্গীতের সাথে মানুষেরা একটা চিরজন্মের আত্মিক সম্বন্ধ বর্তমান। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে মানবজীবনের সঙ্গীতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে সঙ্গীত পরিব্যাপ্ত, শোকে, দুঃখে, আনন্দে, বিরহে এই সঙ্গীতের প্রভাব আমাদের জীবনে লক্ষনীয়। সঙ্গীতের মূল উৎস হলো নাদ। সঙ্গীতের মহৎ গুন হলো, নিঃসঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত মনের গ্লানি তথা নিরাশা দূর করে মনকে সংযত করে তোলা এবং মনে ভক্তি, আশা ও উদ্দীপনা জোগায়। সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা নিজেরাও আনন্দ পাই এবং অপরকেও আনন্দ দিতে পারি। সঙ্গীতের মত নিস্পাপ সাথী ও বন্ধু বিরল। তাই প্রাচীন গুণীগণ সমস্ত ললিতকলা মধ্যে সঙ্গীতেই শ্রেষ্ট আসন দান করেছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সঙ্গীত সাধকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে-১৮৬১) কোলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ১৪টি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অষ্টম (পুত্রদের মধ্যে)। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, স্বদেশবৎসল, সমালোচনা, চিত্রশিল্পী, গায়ক, সুরকার, অভিনেতা, নাট্যকার ইত্যাদি সকল বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সারা বিশ্বের বরেণ্যে মনীষী। বাঁধা-ধরা বিদ্যালয়ী শিক্ষা সইতে না পেরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। অধিকাংশ শিক্ষাই তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৭ বছর বয়সে প্রথম বিলেতে যান এবং সেখানকার স্কুলে কিছুকাল লেখা পড়া করেছিলেন। দ্বিতীয়বার তাঁকে বিলেত পাঠান হয়েছিল ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য কিন্তু হলো না। অল্প কিছুদিন পরেই তিনি সে পাঠে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন।

১৯০১ খৃস্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনে এক আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিদ্যালয়ই আজকের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' বইটির জন্য তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পান। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টর উপাধি প্রদান করেন। বৃটিশ সম্রাট তাঁকে বিশেষ সম্মানসূচক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক জালিয়ান ওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহের পর জমিদারী দেখাশোনার জন্য তিনি শিলাইদহে যান। তারপর বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে। সেখানে যে দুটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেন, তার একটি হলো ব্রহ্মচর্যাশ্রম (অধুনা বিশ্বভারতী), অপরটি শ্রীনিকেতন (কৃষি ও শিল্প শিক্ষার কেন্দ্র)। ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে যুগে তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট, রাধিকা গোস্বামীর সংস্পর্শে আসেন। সেই পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে তিনি শৈশবকাল থেকেই সঙ্গীতের চর্চার ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। সেই সঙ্গে চলতে থাকে তার সঙ্গীত রচনা। রবীন্দ্রনাথ ১৩/১৪ বৎসর বয়সে গান রচনা করতে আরম্ভ করেন । তবে ২০ বৎসর বয়স থেকেই তার সত্যিকারের সঙ্গীত রচনা শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথ একবার একটি গান রচনা করে পিতার কাছ থেকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার সৃষ্টিকাল মোটামুটি ৬০ বৎসর। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় ২৩০০। এই বিরাট গীতিভান্ডার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির মধ্যে ১৭টি ধারা বর্তমান। আঙ্গিক ও বিষয় বস্তুগত বিচারে সেগুলো পদাবলী, ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, রাগাশ্রয়ী-সঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, আনুষ্ঠানিক, নাট্যগীতি, হিন্দীভাঙ্গা ও গৎভাঙ্গা গান, নতুন তালের গান, বিদেশী(পাশ্চাত্য) সুরের গান, উদ্দীপনার গান, শিশু সঙ্গীত, হাস্যরসাত্মক গান। এক কথায় ধ্রুপদ থেকে শুরু করে লোক সঙ্গীত, সব শাখা মিশেছে রবীন্দ্র সঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি নতুন তাল সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন, ঝম্পক, ষষ্ঠী, রুপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চমী, অর্ধঝাঁপ। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি নতুন তালে রচিত অধিকাংশ গানই ব্রহ্মসঙ্গীত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি বড় অবদান চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা, শ্যামা, ভানুসিংহের পদাবলী প্রভৃতি গীতি নৃত্য নাট্যের মাধ্যমে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয় সাধন করেছেন। প্রায় ৬৮ বছর একটানা সাহিত্য চর্চা করে ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ (১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট) তিনি পরলোক গমন করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ২৫শে মে (১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী ফকির আহমেদ সমাজে বিশেষ সম্মান ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। ফকীর আহ্মদের দুই বিবাহ। দুঃপক্ষ মিলিয়ে মোট সাত ছেলে ও দুই মেয়ে। নজরুলের মা জাহেদা খাতুন ফকীর সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষ। এই পক্ষের তিন পুত্র-কাজী সাহেবজান, কাজী নজরুল ও কাজী আলী হোসেন এবং কন্যা উম্মেকুলসুম। আগের ভাইদের (উভয় পক্ষের) অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম। তাই তাঁকে ডাকা হতো দুখু মিঞা বলে। ৯ বছর বয়সে (১৯০৮) পিতৃহীন হওয়ায় সংসারের হাল খারাপ হলো। পরের বছর নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেই গ্রামের মক্তবেই (পাঠশালা) শিক্ষক নিযুক্ত হন। শিক্ষকতার অবসরে মাজার শরীফের খাদিম (সেবাইত) এবং মোল্লাগিরি আরম্ভ করলেন।

ছোটবেলা থেকেই নজরুলের স্বভাবটা ছিল বেপরোয়া। কিন্তু যেটা করতেন, মন দিয়েই করতেন। তখন থেকেই জাত-পাতের ধার ধারতেন না। তাই যেমন সুফীদের সঙ্গে, তেমনি হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও অবাধে মেলামেশা করতেন। গান ভালবাসতেন বলে লেটোগান, কীর্তন ও যাত্রা গানের আসরেও উপস্থিত থাকতেন। ১২ বছর বয়সে কবি অর্থ রোজগারের জন্য লেটোর দলে প্রবেশ করেন। সংসারের অভাবের জন্য নজরুল গ্রাম থেকে আসানসোলে এসে একটি রুটির দোকানে চাকরি নেন। এই রুটির দোকান নজরুলের দোতারা বাজনায় মুখর হয়ে উঠত। আসানসোল থানার দারোগা রফিউদ্দিন সাহেবের সাথে নজরুলের পরিচয় হয়, দারো...া সাহেব নজরুলের গুণে আকৃষ্ট হয়ে নজরুলকে ময়মনসিংহে নিয়ে যান এবং তাঁর গ্রাম দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখানে এক বছর থাকার পর নজরুল আবার দেশে ফিরে আসেন এবং রাণীগঞ্জের স্কুলে ভর্তি হন। নজরুল যখন উচু শ্রেণীর ছাত্র তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে নজরুল সৈনিক হয়ে যোগ দেন। ১৯১৬-১৯১৯ এই তিন বছর সৈন্যদলে থাকার পর ফিরে আসেন।

এরপর নজরুলের কাব্য এবং সঙ্গীত রচনার জীবন শুরু হয়। এই সময়ে তিনি 'ধুমকেতু' নামে এক জ্বালাময়ী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আগুন ছড়াতে থাকে। ফলে নজরুলকে গ্রেফতার করে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সঙ্গীতের দিকে বেশী ঝুকে পড়েন এবং সঙ্গীতকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। এই সময়ে কবি গ্রামফোন কোম্পানীর সংস্পর্শে এসে দু'জন বিখ্যাত ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁন এবং মঞ্জু সাহেবের সান্নিধ্য লাভ করেন।

কাজী নজরুলের ছিল বহুমুখী প্রতিভা। কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি মিলে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী। নজরুলের সঙ্গীত জীবন মোটে ২০ বছর। নজরুল রচিত গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ভাব ও সুরের দিক থেকে নজরুল ইসলামের সমগ্র সঙ্গীত রচনাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) গজল (২) উদ্দীপনা মূলক গান (৩) রাগ সঙ্গীত (৪) কাব্য সঙ্গীত (৫) ইসলামী গান (৬) সুরের পরীক্ষা; বিদেশী সুরের মিশ্রণ (৭) কীর্তন, বাউল (৮) শ্যামা সঙ্গীত (৯) পল্লী ও ঝুমুর গান।

১৯২৮ খৃস্টাব্দে নাগাদ বিভিন্ন শিল্পীদের মুখে মুখে নজরুল সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী কবিতা লিখে দেশ বিদেশে 'বিদ্রোহী কবি' রূপে তিনি খ্যাতির শীর্ষে স্থান পেয়েছেন। এই বছরে তাঁর রচিত গান রেকর্ড করার অনুমোদন গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে পেলো। কাজী নজরুল ইসলাম ৬টি নতুন তাল সৃষ্ট করেনঃ (১) প্রিয়াছন্দ, (২) স্বাগতা (৩) মন্দাকিনী (৪) মঞ্জুভাষিণী (৫) মণিমালা (৬) নবনন্দন। তবে নজরুল সঙ্গীত শিল্পীরাও বোধ হয় ক্বচিৎ নজরুল সৃষ্ট রাগ তালে গান পরিবেশন করেন।

১৯৩১ খৃস্টাব্দে তার 'আলেয়া' গীতিনাট্য নিয়ে নজরুল মঞ্চে আবির্ভূত হন। প্রথম প্রদর্শনীতে নির্দিষ্ট শিল্পী অসুস্থ থাকায়, নিজেই কবি চরিত্রে মঞ্চাবতরণ করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সিনেমায় কাজ করেছেন। তাঁর সিনেমার কাজের তালিকা নিম্নরূপঃ

	ছায়াছবির নাম	মুক্তির তারিখ
১।	'ধ্রুব' চিত্রে সঙ্গীত পরিচালক ও নারদের ভূমিকা	-০১-০১-১৯৩৪
২।	'পাতালপুরী' - গীতিকার	-২৩-০৩-১৯৩৫
৩।	'গ্রহের ফের' - সঙ্গীত পরিচালক	-০৪-১২-১৯৩৭
৪।	'বিদ্যাপতি'- কাহিনীকার	-০২-০৪-১৯৩৮
৫।	'গোরা' - সঙ্গীত পরিচালক	-৩০-০৭-১৯৩৮
৬।	'সাপুড়ে' - কাহিনী ও আংশিক গীতিকার	-২৭-০৫-১৯৩৯
৭।	'নন্দিনী' - গীতিকার	-০৮-১১-১৯৪১
৮।	'চৌরঙ্গী' - সুরকার	-১২-০৯-১৯৪২

বেশ কিছু মঞ্চ নাটকেও তার গান আছে।

প্রমীলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল ২৪ এপ্রিল, ১৯২৪। প্রমীলার পিতা বসন্ত কুমার সেনগুপ্ত ছিলেন ত্রিপুরা স্টেটের নায়েব। মা গিরিবালা দেবী। প্রমীলা তাদের একমাত্র সন্তান। বিবাহের সময় পিতৃহীন প্রমীলার বয়স ছিল ১৬ বছর। তাদের ৪টি ছেলে- কাজী কৃষ্ণ মহম্মদ (১৯২৩-২৪), অরিন্দম খালেদ ওরফে বুলবুল (১৯২৬-৩০), সব্যসাচী ওরফে সানইয়াৎ সেন- সংক্ষেপে সানি (১৯২৯-৭৯) ও অনিরুদ্ধ ওরফে লেলিন- সংক্ষেপে নিনি (১৯৩১-৭৪)।

২৪ মে, ১৯৭২, বাংলাদেশ সরকার অসুস্থ নজরুলকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং নাগরিকত্ব প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩-এ দিল সাম্মানিক উপাধি ডি, লিট্, ১৯৭৫-এ কবি পেলেন সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার- ভাষা আন্দোলনের স্মারক 'একুশে পদক'। অবশ্য তার আগেও ১৯৪৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছিল 'জগত্তারিণী পদক'। ভারত সরকার ১৯৬০-এ অলংকৃত করেছিল 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৬৯-এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি, লিট্ দিয়েছে।

১৯৪২ সনে কবি দুরারোগ্য মস্তিকের পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাক-শক্তি হারিয়ে ফেলেন, এই অবস্থায় দীর্ঘ ৩৫ বছর বেঁচে থাকার পর ১৯৭৬ সনের ২৯ শে আগস্ট, ১২ই ভাদ্র তারিখে তিনি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি, নাট্যকার, গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যিনি ডি, এল, রায় নামে পরিচিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৯ শে জুলাই (১২৭০, ৪ঠা শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ দেওয়ান কার্তিক চন্দ্র রায়ের কনিষ্ট পুত্র। সেকালে কৃষ্ণনগর ছিল বাংলার বিশিষ্ট এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কার্তিক চন্দ্রের বাস ভবনটি কবি, সাহিত্যিক, চিন্তানায়ক, গায়ক প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণীদের সমাবেশে সরগরম থাকত। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু, মধুসূদন প্রমুখ চিন্তা নায়কদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। ১২ বছর বয়স থেকে তাঁর কবিতা ও গান রচনা শুরু হয়। রবীন্দ্র জীবনের প্রথমর্ধে রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের মধ্যে যিনি কাব্য প্রত্যয় ও কাব্যরীতির অতিনবত্বে বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চিহ্ন রেখেছেন তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ টাকায় বৃত্তি লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন। তাই বি,এ, পরীক্ষা পর্যন্ত তিনি আশানুরুপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ-এ-ও, হুগলী কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে এম, এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। এম, এ, পাশ করার পর ১৮৮৪ সালে স্টেট স্কলারশীপ পেয়ে তিনি বিলেত যান কৃষি বিদ্যা শিক্ষার জন্য। সেখানে তিনি কৃষি বিদ্যা অধ্যয়নের সাথে সাথে ইংরেজী গানও শেখেন এবং ইংরাজীতে 'দি লিরিক্স অব ইন্ডিয়া' নামে একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।

তিন বছর বিলাতে থাকার পর তিনি দেশে ফিরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন, কিন্তু শিল্পীমনা ব্যক্তির পক্ষে এই চাকুরী খুব সুখকর ছিল না। স্বদেশী গান, হাসির গান এবং নাটকগুলো তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি যে বইগুলো লিখেছেন সেগুলো হচ্ছে- হাসির গান, আষাঢ়ে, এ্যহস্পর্শ, মেবার পতন, শাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, পূর্ণজন্ম, পরপারে, দূর্গাদাস, নূরজাহান, বিরহ, পাষাণী, তারাবাঈ, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর রচিত স্বদেশী গান বাংলার অমূল্য সম্পদ। টপ খেয়াল ও খেয়াল অঙ্গের গান, হাসির গান, ভক্তিমূলক, নাট্য সঙ্গীত, স্বদেশ প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ও প্রকারের গান রচনা করলেও কোরাস বা সমবেত কন্ঠের বাংলা গানের আধুনিক রীতির প্রথম প্রবর্তক।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকাল- আর্যগাথা ১ম ও ২য় ভাগ (প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮২ ও ১৮৯৪ খৃস্টাব্দ), দ্য লিরিক্স অব ইন্ডিয়া (১৮৮৬), আষাঢ়ে (১৮৯৯), হাসির গান (১৯০০), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২) এবং বহু নাটক। ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখেই কেটেছিল। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী দিলীপ কুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন কন্যা মায়াদেবী। পরবর্তীতে একটি মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করে সুরবালা দেবীর মৃত্যু হলো (২৯, নভেম্বর, ১৯০৩)। তাঁর একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার রায়ও সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা', 'আজি এসেছি এসেছি', 'বঙ্গ আমার জননী আমার' ইত্যাদি গানগুলো বাংলার বুকে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। ১৭ ই মে ১৯১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু বরণ করেন।

অতুল প্রসাদ সেন

১৮৭১ সালের ২৬শে অক্টোবর অতুল প্রসাদ সেন ঢাকায় জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতা রাম প্রসাদ সেন ছিলেন ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত ডাক্তার। ১৩ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়। অতুল প্রসাদ ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কোলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কলেজের শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৮৯০ সালে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলেত যান। বিলেত থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। অতুল প্রসাদের কর্ম জীবন শুরু হয় লাক্ষ্মৌ শহরে। তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং জনকল্যাণের কাজে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ছিলেন।

অতুল প্রসাদ যে গানগুলো রচনা করেন সেগুলো 'কাকলী' 'কয়েকটি গান' এবং 'গীতগুঞ্জ' এই তিনটি বইতে সঙ্কলিত হয়েছে। অতুল প্রসাদ'এর গানের সংখ্যা ২০৪টি। অতুল প্রসাদের সার্থক সৃষ্টি কীর্তন এবং বাউল ঢঙের গানগুলো। তিনি জীবনে বহু আঘাত পেয়েছেন কারণ পারিবারিক জীবন তাঁর বিশেষ সুখের ছিল না। তাই তাঁর জীবনের দুঃখ সঙ্গীতে ফুটে উঠেছে। বিলেত থাকাকালীন অতুল প্রসাদ তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম প্যাটের কন্ঠে Home, Sweet Home গানটি শুনে পরবর্তী সময়ে প্রবাসী চলরে

শে চল' ঐ সুরে গানটি রচনা করেন। অতুল প্রসাদের মামাতো বোন হেমকুসুমকে বিয়ে রেন। হেমকুসুম ছিল খুব জেদী। হিন্দু আইনে, বৃটিশ আইনে, ভাই-বোনে বিবাহ সিদ্ধ য়। অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে অতুল প্রসাদ রাজী নন। কিন্তু অতুল প্রসাদ হেমকুসুমকে বাহ করতে স্থির সংকল্প। অবশেষে সত্যেন্দ্র নাথ সিংহের পরামর্শক্রমে অতুল প্রসাদ নরায় বিলেতে গিয়ে স্কটল্যান্ডে গ্রেট্‌নাগ্রীণ গ্রামের রীতি অনুসারে ১৯০০ সালে মেকুসুমকে নিঃশব্দে বিবাহ করেন।

অতুল প্রসাদ এক জোড়া সন্তানের পিতা হলেন নাম রাখলেন দিলীপ কুমার ও লীপ কুমার। এরই মধ্যে পুত্র নিলীপ কুমার (সাত মাস বয়স) কয়েকদিনের জ্বরে প্রায় না চিকিৎসায় মারা গেলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গান-'মোদের গরব মোদের শা', 'কে আবার বাজায় বাঁশী' ইত্যাদি। অবশেষে ১৯৩৪ সালের ২৬শে আগস্ট গভীর ত্রিতে লক্ষ্ণৌ শহরে অতুল প্রসাদ সেন পরলোক গমন করেন।

রজনীকান্ত সেন

১৮৬৪ খৃস্টব্দে ২৬ শে জুলাই রজনীকান্ত সেন পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ ছিলেন সাব-জজ। আদালতের কাজ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্গীত চর্চাও করতেন। গুরুপ্রসাদ সেন ও মনোমহিণী দেবীর তৃতীয় সন্তান রজনীকান্ত সেন। শৈশবে রজনীকান্ত তার পিতার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে এফ, এ, পাশ করার পর কোলকাতায় আসেন এবং কোলকাতায় বি,এল,পাশ করে রাজশাহীতে ফিরে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতিতে তাঁর প্রসার তেমন জমেনি। তবে ওকালতি করবার সময় তিনি দ্যমে কাব্য ও সঙ্গীতের সাধনা শুরু করেন। ১৯০২ সালে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ নী' প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ বেরুলে কবির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বই দুটিতে ভক্তগীতি, প্রীতি গীতি, দেশাত্মবোধক, হাস্যরসাত্মক গীতে পূর্ণ। ১৯০৫ ল বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের পর রজনীকান্তের দেশাত্মবোধক গান লোকের মুখে মুখে রছে। বিশেষ করে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' এই গানটি র অন্তর জয় করেছিল।

রজনীকান্তের গান ছিল করুণ রসে ভরা সিগ্ধ, সহজ, সরল যা শ্রোতাদের সহজেই মুগ্ধ করত। কবির শেষ জীবন বড় দুঃখময়। ১৯০৯ সালে তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে থেকে তিনি অমৃত, আনন্দময়ী ও অভয়া তিনটি কাব্য রচনা করেন। বাংলা গানের ধারাকে যারা এগিয়ে নিয়ে গেছেন রজনীকান্ত তাদের মধ্যে একজন। হাসপাতালে তিনি দেড় বছর কাটালেন। দেশের আপামর জনসাধারণ কবির এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য অবসিত।

হাসপাতালে দুঃখময় দিনগুলোতে কবি গান রচনা করেছেন 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব' বা তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুঃখ'। রজনীকান্ত সেন একই সঙ্গে ৪/৫ ঘন্টা ক্রমাগত গান গেয়ে গেয়ে শ্রোতাদের ক্লান্ত করতেন কিন্তু নিজে ক্লান্তি বোধ করতেন না। অনেকে বলেন, বিরামহীন গানের জন্য কণ্ঠ প্রয়োগে তাঁর গলক্ষত হয়। রজনীকান্তের গানে ভক্তি, স্বদেশ এবং হাসির এই তিনটি ধারা সাধারণত দেখা যায়। রজনীকান্ত ৪১ বৎসর বয়সে প্রথম মূত্র কৃচ্ছ রোগে আক্রান্ত হন- সে সময় তাঁর ম্যালেরিয়া হয়। কিন্তু পুরোপুরি তিনি আরোগ্য হননি। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত রজনীকান্তকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। কবির জীবিত অবস্থায় মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'বাণী' (১৯০২). 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০) কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ 'আনন্দময়ী', 'বিশ্রাম', 'অভয়া' (১৯১০) সালে প্রকাশিত হয়। 'সদ্ভাবকুসুম' (১৯১৩) 'শেষদান' (১৯২৭) সালে প্রকাশিত হয়। কবির জীবিতকালে কবির বিশিষ্ট বন্ধুরা, কবি ও গুণীজন কবিকে মহাসমাদরে 'কান্ত কবি' এই সম্বোধনে আপ্যায়িত করতেন। কবির গান কান্তকবির গান বলেও প্রচারিত হতো সে কারণে। রজনী কান্তের গানের সংখ্যা প্রায় ২৯১টি। ১৯১০ খৃস্টাব্দে রাজশাহীতে কান্ত কবির মৃত্যু হয়।

অদারঙ্গ

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে অদারঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। অদারঙ্গের আসল নাম ফিরোজ খাঁ। তিনি একাধারে গায়ক ও বীণাকার ছিলেন। অদারঙ্গের কিছু খেয়াল ও ধামার প্রমান করে যে তিনি খেয়াল চর্চার উপর বিশেষ জোর দিয়ে ছিলেন। অদারঙ্গ মুহম্মদ শাহ্র সভার গায়ক ছিলেন। তাই তার রচিত গানে মুহম্মদ শাহ্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অদারঙ্গ একজন গীতিকার ছিলেন। তাঁর গানে সদারঙ্গের মতো নায়িকাভেদ, ঋতু বর্ণনা ইত্যাদি পাওয়া যায়। ব্রজভাষা ও পাঞ্জাবী ভাষাও তিনি খেয়াল গানে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। তিনি একাধিক রাগ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচিত "ফিরোজখানি" টোড়ী রাগটি বহুল প্রচলিত ছিল।

অদারঙ্গের অপর কীর্তি হলো বীণাবাদ্যের উন্নতি এবং স্বতন্ত্রভাবে কণ্ঠ সঙ্গীতের অনুসরণে আলাপচারীর প্রচলন। অদারঙ্গের মৃত্যুকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।

পল্লী কবি জসিম উদ্দিন

১৯০২ সালে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে কবি জসিম উদ্দিনের জন্ম। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম, এ, পাশ করে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহর কাজে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে কয়েক বৎসর অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারের প্রচার বিভাগে ও পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের সঙ্গীত প্রচার সংগঠকরূপে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্য কবি জসিমউদ্দিনের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। গ্রামীণ জীবন নিয়ে কোন কবি এর আগে এত লেখা লিখেছেন বলে মনে হয় না। লেখাপড়া করতে তাকে শহরেই থাকতে হয়েছে কিন্তু গ্রামের প্রতি রয়েছে তাঁর গভীর আর্কষণ। তাঁর সারা মন ছেয়ে আছে পল্লী চিত্রে।

পল্লী জীবনে সুখ দুঃখ হাসি কান্না, বেদনা, অশ্রু বিবাহ, মৃত্যু, তিনি তাঁর কাব্যে, গানে, গল্পে, নাটকে অপূর্ব রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি জসিমউদ্দিন বিভিন্ন ধরণের পল্লীর গান লিখেছেন তার লেখা ভাটিয়ালী, সারী, মুর্শিদী, মেয়েলি গান, বিয়ের গান, বেদের গান তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর লেখা বহু জনপ্রিয় গানের কয়েকটি লাইন দেয়া হলোঃ আমার হাড়কালা করলিরে, নদীর কূল নাই, কিনার নাই, উজান গাঙ্গের নাইয়া, বাবু সেলাম বারে বার ইত্যাদি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'রাখালী', 'ধানক্ষেত', 'রূপবতী', 'রঙিলা নায়ের মাঝি' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। নকশী কাঁথার মাঠ বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে "The filed of the embroidered quilt" নামে। বেদের মেয়ে নাটকটি একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কবি জসিমউদ্দিন ১৯৭৬ সালের ১৪ ই মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

শার্ঙ্গদেব

সঙ্গীতের এক নতুন যুগের সূচনা হলো শার্ঙ্গদেবের আবির্ভাবে। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতের এক নতুন ধারার পথ দেখালেন। গান্ধর্ব ও প্রাচীন ধারার সঙ্গীতকে ব্যাখ্যা করে নতুন ধারার সঙ্গীত পদ্ধতিতে পূর্ণ তাত্ত্বিক রূপদান করছেন তিনি। তাই তিনি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ট সঙ্গীত শাস্ত্রকার। শার্ঙ্গদেবের জন্ম তারিখ নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, তিনি যাদব বংশীয় সিংহন রাজার রাজত্বকালে অর্থাৎ ১২০৮

থেকে ১৩৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শোঢল। আদি নিবাস কাশ্মীর। পিতামহ ছিলেন একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ভাস্কর। ভাস্কর কাশ্মীর ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে চলে আসেন এবং দেবগিরিতে বসবাস শুরু করেন। শোঢল প্রথমে যাদব বংশীয় রাজা ভিল্লমের (১১৮৫-১১৯৫ খৃস্টাব্দে) ও পরে তাঁর পুত্র সিংহনের (১২০৫-১২৪৭ খৃস্টাব্দে) রাজকর্মচারী ছিলেন।

কাশ্মীর এককালে সঙ্গীতের পাদপীঠ ছিল। আর কাশ্মীরেই ছিল শার্ঙ্গদেবের আদি নিবাস। ফলে তাঁর পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গীত চর্চা ছিল। পরবর্তীকালে শার্ঙ্গদেব তার সার্থক উত্তরাধিকার হয়েছিলেন। শার্ঙ্গদেব অন্য বহুবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যাতেও তিনি বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তার উপনাম ছিল "নিঃশঙ্ক"। তিনি এক প্রকার বীণা যন্ত্র তৈরী করে তার নাম রাখেন "নিঃশঙ্ক বীণা"। শার্ঙ্গদেব ছিলেন প্রাচীন আর নবীনের সেতুবন্ধ। সঙ্গীতের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে তিনি একক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। শার্ঙ্গদেব রাজা সিংহনের পৃষ্টপোষকতায় উত্তর ত্রয়োদশ শতকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করে গ্রন্থের নাম রাখেন "সঙ্গীত রত্নাকর"। তিনি একজন সঙ্গীত স্রষ্টা হিসেবেও বিবেচিত।

"সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায় সম্পূর্ণ। যেমন স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রকীর্ণাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, তালাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায় ও নিত্যাধ্যায়। রত্নাকর বর্ণিত অনেক রাগের নামে মালব, গৌড়, কর্ণাট, বঙ্গাল, দ্রাবিড়, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ গুর্জর প্রভৃতি দেশের নাম যুক্ত করা হয়েছে। সঙ্গীত রত্নাকর, গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শার্ঙ্গদেবের জন্ম তারিখের মত মৃত্যুর সময়ও সঠিকভাবে জানা যায় না।

মহারঙ্গ

মহারঙ্গের প্রকৃত নাম ভূপৎ খাঁ। তিনি সদারঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বড় ভাই অদারঙ্গের মতোই একজন প্রসিদ্ধ বীণা বাদক ছিলেন। অবশ্য তিনি অদারঙ্গের ভ্রাতা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র এ নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি পিতার মতোই একজন সঙ্গীত কলাকার ছিলেন। মহারঙ্গ যেমন কুশলী বীণা বাদক ছিলেন তেমনি শিষ্য তৈরীতে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি জীবন খাঁ ও প্যার খাঁ নামে দু'জন সুদক্ষ বীণা বাদক শিষ্য তৈরী করেছিলেন। প্যার খাঁ ও জীবন খাঁ দু'জনেই সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌র দরবারের বীণা বাদক ছিলেন। মহারঙ্গের মৃত্যুকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বাউল সম্রাট লালন শাহ্

বাউল গান বাংলার লোক সঙ্গীতের অন্তর্ভূক্ত হলেও এ ধারার গান বৈশিষ্টে, বৈচিত্রে, দর্শনে সম্পূর্ণ আলাদা। এরা সবাই সাধক এবং সংস্কারমুক্ত। ভাব এবং প্রেম মিলে ভক্তি সাধনাই হচ্ছে এদের জীবন বাণী। বৌদ্ধ সিদ্ধাগনের উত্তর পুরুষ হচ্ছেন বাংলার বাউল সম্প্রদায়। এদের ধর্ম একটি সমন্বয় মূলক ধর্ম। যে সব বাউল কবিদের নাম স্মরণীয় তারা হলেন- লালন শাহ্, ঈলল শা, ভোলা শাহ্, শেখ মদন, তিনু ফকির, পাগলা কানাই, সীতলাং শাহ্, হাসন রাজা। এদের মধ্যে লালন শাহ্ই সর্বশ্রেষ্ট। মরমী কবি লালন শাহ্ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর (১১৭৯ বংগাব্দের ১লা কার্তিক) ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলাধীন হরিশপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম দরিবুল্লাহ দেওয়ান, মাতার নাম আমিনা খাতুন। তারা ছিলেন তিন ভাই-আলম, কলম ও লালন। আবার কেউ বলেন লালন হিন্দু সন্তান, পরে মুসলমান হন। এ ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। শৈশবেই লালন পিতৃহারা হন এবং বড় ভাই আলম জীবিকার তাগিদে আগেই অন্যত্র চলে যাওয়াতে মেঝ ভাই কলমের তত্ত্বধানে থাকেন। লালন তাঁর দীক্ষা সিরাজ শাহের কাছে নিয়েছিলেন। বেহারা (পাল্কীবাহক) হলেও সিরাজ মরমী সাধক ছিলেন। পালিত পুত্র লালনকে তিনি সুফীতত্ত্বে দীক্ষা দেন এবং মরমী সাধনায় বিষয় তাকে অবহিত করেন। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে সিরাজ শাহের পরলোক গমনের পর লালন হরিশপুর ছেড়ে সংসার ত্যাগ করে দেশের বহু তীর্থস্থান ভ্রমনের এক পর্যায়ে তিনি বৈষ্ণব তীর্থ নবদ্বীপে পদ্মাবতী নামে এক হিন্দু বিধবা রমনীকে "ধর্ম মাতা" বলে সম্ভোধন করেন এবং তাঁর আশ্রমে থাকেন।

পদ্মাবতীর আশ্রম ত্যাগ করে তিনি রাজশাহীর খেতুরীর মেলায় যোগ দিয়ে ফেরার পথে নৌকায় গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন এবং কালীগঙ্গা নদীতীরে মাঝিরা লালনকে মৃত মনে করে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে পার্শ্ববর্তী ছেউড়িয়া গ্রামের মলম কারিগর (তন্তুবায়) অসুস্থ লালনকে নিজের বাড়ি নিয়ে মাসাধিককাল আন্তরিক সেবাযত্নে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু তাঁর একটি চোখ চিরতরে খারাপ হয়ে যায়। লালন যে একজন দরবেশ এবং তত্ত্বজ্ঞ সাধক, মলম তা জানতে পেরে লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজের বসতবাড়ি, ষোল বিঘা সম্পত্তি লালনের নামে উইল করে দেন। উক্ত জমিতে লালনের আখড়া গড়ে ওঠে। লালন শাহের শিষ্যদের মধ্যে ভোলাই শাহ্, শীতল শাহ্, মনিরুদ্দিন শাহ্, মানিক শাহ্, দদ্দু শাহ্ ও খোদাবক্স শাহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লালন শাহ্ ১১৮ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খৃস্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর (১২৯৭ বঙ্গাব্দে ১লা কার্তিক) শুক্রবার দেহত্যাগ করেন।

হাসন রাজা

১২৬১ বাংলা সালের সুনামগঞ্জে লক্ষণশ্রী গ্রামে ৭ই পৌষের এক শুভ লগ্নে হাসন রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দেওয়ান আলী রেজা চৌধুরী ও মা হুরমত জাহানের কোল আলো করে এলো তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র সন্তান দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী। পিতা দেওয়ান আলী রেজা চৌধুরী ছিলেন জমিদার। তাঁদের পূর্ব পুরুষদের পদবী ছিল চৌধুরী। দেওয়ান তাঁদের উপাধি ছিল। আলী রেজার আমল থেকেই ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে "দেওয়ান" উপাধি লিখতে শুরু করেন। পিতা আলী রেজা নবজাত পুত্রের নাম অহিদুর রেজা রাখাতে মা হুরমত জাহানের পছন্দ হলো না। তাই তিনি পুত্রের নাম রাখলেন হাসন রেজা। হাসন রাজার পূর্ব পুরুষরা ক্ষত্রিয় ছিল। তাঁদের আদিবাস ছিল অযোধ্যায়।

একদিন তারা ভাগ্যের অন্বেষণে বের হয়ে এলাহাবাদে এলেন। সেখান থেকে বর্ধমান। এ বংশের এক দুঃসাহসী যুবক রাজা বিজয় সিংহ দেব যশোরে এলেন। তার সঙ্গে ছিল তার আদরের সহোদর ভাই রাজা দুর্জয় সিংহ দেব। হাবেলী পরগনায় রাজ্য পাতলেন বিজয় সিংহ দেব। রাজধানী নাম কাগদী। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দুই ভায়ের মধ্যে কলহ বাঁধলো। কলহ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হলো। বিজয় সিংহ দেব পরাজিত হলেন। নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করার জন্য তিনি যশোর ছেড়ে সিলেটের কুলাউড়া জায়গায় তিনি পত্তন করলেন তাঁর নতুন রাজ্য। কয়েক মাসের মধ্যেই ছোট খাট জমিদার ও রাজাদের পরাজিত করে ছোট রাজ্য একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হলো। এমনি করেই তাঁর বংশধরেরা বিশ্বনাথ থানার রামপাশা মৌজা পত্তন করেন। রাজা বিজয় সিংহ দেবের এক বংশধরের নাম বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ দেব। তিনি ছিলেন সাহসী পুরুষ। বাংলা, ইংরেজী, নাগরী এবং আরবী ফরাসী ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি নানা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। এভাবে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তার নতুন নাম হলো বাবু খাঁ। বাবু খাঁ'র আনোয়ার খাঁ ও কিশোর খাঁ নামে দুই পুত্র-সন্তান ছিল। আবার আনোয়ার খাঁ'র ছিল দুই পুত্র সন্তান। তাঁরা হলেন আলম রেজা ও আলী রেজা। আলী রেজার দুই পুত্র ওবায়েদুর রেজা ও হাসন রেজা। হাসন রাজা ছোটবেলা থেকেই খুব দুরন্ত ছিল। পড়াশোনা মোটেই করতেন না। একদিন তাঁর বড় ভাই দেওয়ান ওবায়েদুর রেজা মারা গেলেন। বড় ভাইয়ের মৃত্যুর শোক সামলাতে না সামলাতেই তাঁর পিতা মারা যান। তখন তাঁর কাঁধে জমিদারীর সকল দায়িত্ব এসে পড়লো। তিন লাখ বিঘা জমি। জমিদারীর মধ্যে ডুবে গেলেন হাসন রাজা। হাসন রাজা পাখি ভালোবাসতেন। 'কুঁড়া' ছিল তাঁর প্রিয়

পাখি। তাঁর হাতী, ঘোড়া ছিল। তিনি নৌকা ভ্রমণ ভালোবাসতেন। মোটকথা বিলাস প্রিয় হয়ে উঠলেন। অত্যাচারী আর নিষ্ঠুর রাজা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে উঠলেন।

সুনামগঞ্জের মুকুটহীন রাজা ছিলেন দেওয়ান হাসন রাজা। তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তাঁর চার হাত উঁচুদেহ, দীর্ঘ বাহু, ধারাল নাক, তীক্ষ্ম পিঙ্গল চোখ আর বাবরি চুল দেখলে আদিম আর্যদের চেহারা সামনে ভেসে উঠতো। তিনি জমকালো পোশাক পরতেন। তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছিল না। তিনি ছিলেন পরোপকারী। এক রাতে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। তাঁর প্রিয় 'কুড়া' পাখিটি সব সময় খাঁচায় বন্দী থাকতো। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, আল্লাহ্ স্বয়ং কুড়া পাখির ছলে খাঁচার বসে রয়েছেন। এ স্বপ্ন হাসন রাজাকে ভীষণ ব্যাকুল করে তুললো। এক বাউলের কথায় হাসন রাজা পথের নির্দেশ পেলেন। হাসন রাজা বিলাসপ্রিয় জীবন ছেড়ে দিলেন। তার মনে এলো এক ধরণের বৈরাগ্য। তিনি আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হলেন। তাঁর সকল ধ্যান-ধারণা গান হয়ে প্রকাশ পেতে লাগলো। সেই গানে তিনি সুরারোপ করতেন। হাসন রাজা বেশীদুর পড়াশুনা করেনি। তাঁর মনে একটা দুঃখ ছিল। তাই তিনি সুযোগ পেলেই শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করতেন। হাসন রাজা সন্তানদের ভালোবাসতেন প্রাণের চেয়ে বেশী। সংসারের কর্তব্যগুলো তিনি আগে সেরে তারপর আধ্যাত্মিকতায় ডুবে যেতেন। তিনি ছিলেন গানের স্রষ্টা, সুরের স্রষ্টা, মরমী কবি। হাসন রাজা ভালো বাংলা লিখতে পারতেন না। তাই মুখে মুখে গান রচনা করতেন। তিনি গান বলে যেতেন আর তাঁর নায়েব সেগুলো লিখে ফেলতো। তিনি সেই গানের সুর দিতেন। তারপর গায়ককে দিয়ে গানগুলো গাওয়াতেন। তাঁর গানে সিলেটী কথ্য শব্দের ব্যবহার প্রচুর করেছিলেন। কোন কোন সময় আরবী ও ফারসী আর উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রায় সবগুলো গানই ছিল বিরহধর্মী। তবে তাতে জিজ্ঞাস্য ছিল প্রচুর। গান রচনার সময় হাসন রাজা দীন দুনিয়া ভুলে যেতেন। যতক্ষন পর্যন্ত না মনের মতন নতুন গান রচিত হয়েছে ততক্ষণ কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। গান রচিত হলো। এবার সুরের পালা। মনের মতো সুর না হলে বাতিল করে দিতেন। আবার নতুন করে সুর দিতে শুরু করতেন। আর এভাবে কোন গানের সুর দিতে দিনের পর দিন চলে যেতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ বিদেশে হাসন রাজার নাম উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলতেন "পুর্ববঙ্গে একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরুপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রই বিশ্ব-সত্য"। হাসন রাজার জীবিত কালে ১৯১৪ সালে একটি গানের বই প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'হাসান উদাস"। তাছাড়া 'শৌখীন বাহার' নামেও তিনি একটি বই লিখেছিলেন। হাসান রাজার, গানের সংখ্যা ২১০টির মতো। দেওয়ান সমসের রাজার সম্পাদনায় "হাসান রাজার, তিন পুরুষ" গানের বই প্রকাশিত হয় ১৫ই বৈশাখ, ১৩৮৫ (২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৮)। হাসন রাজার স্ত্রীর নাম ছিল অজিফাবানু। তাঁর পুত্রের নাম একলিমুর রাজা। ১৯২২ সাল। নভেম্বর মাস। বাংলা তারিখ ২১শে অগ্রহায়াণ। বঙ্গাব্দ ১৩২৯। হাসন রাজা এ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন।

মুকুন্দ দাস

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে কীর্তিনাশা নদীর ঠিক পাড়ে বানাড়ি গ্রাম। সেই গ্রামে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) এক পুণ্য তিথিতে জন্ম নিয়েছিল বাংলা মায়ের এক দামাল ছেলে মুকুন্দ দাস। মুকুন্দ দাস নামটি অনেক পরে পেয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্র গুরু রামদাস স্বামীই মুকুন্দ দাস নামটি রেখেছিলেন। তাঁর পিতামহ নাম রেখেছিলেন যজ্ঞেশ্বর। সবাই ডাকতো 'যজ্ঞা'। যজ্ঞেশ্বরের মায়ের নাম ছিল শ্যামা সুন্দরী। মুকুন্দ দাসের পিতামহ মাঝির কাজ করে সংসার চালাতেন। মুকুন্দ দাসের পিতা গুরু দয়ালও মাঝির কাজ করতেন। কীর্তিনাশা নদীর ভাসনে বানাড়ি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে গুরুদয়ালের পিতা সপরিবারে বরিশালে চলে এলেন। বরিশাল ছিল মাঝিদের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রস্থল। যজ্ঞেশ্বরের পিতামহের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। কিন্তু গুরুদয়াল ছিলেন শান্তি প্রিয়, সহজ-সরল মানুষ। তিনি মাঝির কাজ ছেড়ে দিয়ে বরিশাল শহরে ডেপুটির অফিসে আর্দালীর চাকরি নিলেন। গুরুদয়াল বরিশালেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। ফলে যজ্ঞেশ্বর বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হলেন। পড়াশুনায় মোটেই মন নেই। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে লোকের বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন। পিতা অগত্যা স্কুল বদলিয়ে যজ্ঞাকে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। অশ্বিনী কুমার দত্ত স্কুলের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অশ্বিনী কুমারের বিদ্যালয় থেকেই যজ্ঞার নতুন জীবন শুরু হলো এবং তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে লাগলো।

১৮৯৫ সালে স্কুলের শারদোৎসবে যজ্ঞেশ্বর প্রথম গান পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করলেন। যজ্ঞেশ্বরের পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। কিন্তু তাঁর আশা পুরণ হলো না। তাই গুরুদয়াল সংসারের সচ্ছলতার জন্য যজ্ঞেশ্বরকে একটি মুদি দোকান করে দিলেন। সারাদিন দোকানের কাজ কর্ম সেরে রাতের বেলা গানের চর্চা করতেন। বরিশাল অঞ্চলে তখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত ছিল না। বীরেশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম বরিশালের মানুষদের প্রথম বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যজ্ঞেশ্বর বীরেশ্বর গুপ্ত'র সুললিত কণ্ঠের গান ও বিচিত্র বাচন ভঙ্গী দেখে আকৃষ্ট হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই যজ্ঞেশ্বর কীর্তনীয়া গুপ্তে'র কীর্তনের দলে যোগ দিলেন। তখন তাঁর বয়স ২০/২১ হবে। যজ্ঞেশ্বর সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। চওড়া বুক আর হাসিমাখা মুখ। মায়া-কাজল মাখানো বড় বড় টানা চোখ। কপালে তাঁর তিলক মাটির চিহ্ন। মাথায় এক রাশ মিশকালো ঝাঁকড়া চুল। বৈষ্ণব বেশে যজ্ঞেশ্বরকে অদ্ভুত দেখাতো। যজ্ঞেশ্বর গানের ভিতর দিয়ে দেশের পরাধীন অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষকে পথ দেখতে চাইলেন। অত্যাচারী ইংরেজ বেনিয়াদের দেশের মাটি থেকে তাড়াবার বাসনা তাঁর মনে দানা বাঁধতে

লাগলো। যজ্ঞেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই একটি কীর্তনের দল গড়ে তুললেন। তাঁরা "নিমাই সন্ন্যাসী" ও "রাই উন্মাদিনী" নামে দুটো কীর্তনের পালা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন।

অবধূত রামানন্দ গোঁসাইজী নামে এক দিব্য কান্তি সাধক পুরুষ একদিন তাঁর দোকানে দর্শন দিলেন। তিনি যজ্ঞেশ্বর ও তাঁর এক বন্ধুকে দীক্ষা দিলেন। এই গোঁসাইজী যজ্ঞেশ্বরের নতুন নাম দিলেন মুকুন্দ দাস। চারণ কবি মুকুন্দ দাস। যজ্ঞেশ্বরের এক বন্ধুর বাড়িতে মহোৎসবে যজ্ঞেশ্বর গান গাইবে। জীবনের প্রথম রচিত গানের মধ্য দিয়েই যজ্ঞেশ্বর মুকুন্দ দাস নামে পরিচিত হলেন। মুকুন্দ দাস গান গাইবার সময় মাঝে মধ্যে থেমে যেয়ে সমাজের দুর্নীতি ও অপসংস্কারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতেন। ফলে এই নতুন ধরণের গান পরিবেশন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। মুকুন্দ দাস সরোজিনী দেবী নামে এক সাধিকার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের "বঙ্গ ভঙ্গ" চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশের জনগন ফেটে পড়লেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার তখন বরিশালের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি মুকুন্দদাসকে আহ্বান জানালেন, দেশের এই দুর্দিনে মায়ের চোখের জল মোছাতে এগিয়ে যেতে হবে তোকে, নিতে হবে চারণ কবির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। শিক্ষা গুরুর নির্দেশে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা ও নাটক লেখার কাজে উঠে পড়ে লাগলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম নিষ্ঠার সঙ্গে লিখলেন স্বদেশী যাত্রার পালা 'মাতৃপূজা'। তিনিই প্রথম শুরু করলেন স্বদেশী যাত্রা। মুকুন্দ দাস এই স্বদেশী যাত্রার আবিষ্কারক, প্রবর্তক, প্রচারক, অভিনেতা ও প্রবক্তা। মুকুন্দ দাস ছিলেন নব জাগরণের চারণ কবি। তাঁর রচিত নাটকগুলো হলো পল্লীসেবা, কর্মক্ষেত্র, স্বদেশের সঙ্গীত, পথ, পল্লী সমাজ, সাথী, সমাজ ও ব্রহ্মচারিণী। ৩০ বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি গ্রামে গ্রামে অভিনয় করেছেন। তাঁর রচিত গানের বইগুলোর মধ্যে "সঙ্গীত সাধনা" উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দ দাস ইংরেজ সরকারের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালেন। ফলে তাকে ৩ বছর সশ্রম কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯১১ সালে তিনি কারামুক্ত হন। তিনি ছিলেন নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত। তাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাকে "বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ সম্রাট মুকুন্দ" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁকে "সন্তান" আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। মুকুন্দ দাসের স্ত্রীর নাম সুভাষিনী দেবী। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম কালীপদ দাস। ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। মুকুন্দ দাস কোলকাতায় এলেন। হাওড়ায় এক যাত্রা গানের আসরে গান গাইবেন। কিন্তু মুকুন্দ দাস সেদিন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। মুকুন্দ দাস দরজা বন্ধ করে দিলেন। জপের মালা হাতে নিয়ে ধ্যানে মগ্ন হলেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলে সবাই দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলেন। দরজা খুলে দেখলেন মুকুন্দ দাস মায়ের ছবির সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে সব দুশ্চিন্তা ও দু-ভাবনা কাটিয়ে বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ কবি মুকুন্দ দাস পরলোক গমন করেছেন। মুকুন্দ দাস সর্বকালের সর্বযুগের "চারণ সম্রাট"।

আব্বাস উদ্দিন

২৫শে অক্টোবর ১৯০১ সালে কুচবিহারের বলরামপুর গ্রামে আব্বাস উদ্দিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী জাফর আলী আহমদ এবং মাতার নাম হীরামন নেসা। পিতা জাফর আলী একজন নামকরা উকিল ছিলেন। তাঁর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। পিতার এই সচ্ছল অবস্থার মধ্যে আব্বাস উদ্দিনের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছিলো। শৈশবকাল থেকেই আব্বাস উদ্দিন গানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। গ্রাম্য গান, যাত্রা আর কলের গান তাঁকে উদ্দীপিত করতো। গ্রামের পাগারু নামক এক বুড়ো দোতারা বাদক ও গায়কের বাজনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। পিতার ইচ্ছা আব্বাস উদ্দিনকে ব্যারিস্টার করবেন। তাই পুত্রের সঙ্গীতে চর্চায় তিনি বেশী খুশী হননি। পিতার বাধা নিষেধ সত্ত্বেও আব্বাস উদ্দিন সঙ্গীত চর্চা করেছেন এবং মফস্বল শহরে একজন খ্যাতনাম কন্ঠ শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বলরামপুরের স্কুলে আব্বাস উদ্দিনের লেখাপড়া শুরু হয়। তারপর তিনি মহকুমা শহর তুফানগঞ্জে স্কুলে ভর্তি হন। তিনি কুচবিহার কলেজে বি, এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনেই আব্বাস উদ্দিন কবি নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসেন এবং সঙ্গীত জগতে প্রবেশ লাভ করেন। আব্বাস উদ্দিন বাংলার পল্লী গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কুচবিহার ও রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক গান ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল, চটকা আর পালাগানকে অভিজাত সঙ্গীতের দরবারে নিয়ে এসেছিলেন। সে সময়টা ছিল বাংলার মুসলমান সমাজের এক জাগরণের সময়। তাকে রেনেসাঁ বলা হয়ে থাকে। নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনা দিয়ে মুসলিম চেতনাকে জাগিয়ে তুলছিলেন। আব্বাস উদ্দিন তাঁর গান দিয়ে এই চেতনা বোধকে আরো জাগ্রত করে তুলেছিলেন। আব্বাস উদ্দিন এক জাগরণের শিল্পী। ১৯৪১ সাল থেকে তিনি কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। প্রায় ২০ বছর তিনি বিদ্রোহী কবির সাহচার্যে ছিলেন।

আব্বাস উদ্দিনের পূর্বে ইসলামী গানের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর তাগিদে কবি নজরুল ইসলাম প্রথম ইসলামী গান লিখলেন। কাজী নজরুল ইসলামের বেশীর ভাগ ইসলামিক গানই আব্বাস উদ্দিন গেয়েছেন। বাঙালী মুসলমান জীবনে এই দুই প্রতিভার অবদান অপরিসীম। তাছাড়া কবি গোলাম মোস্তফার বেশ কিছু ইসলামী গান আব্বাস উদ্দিন গেয়েছেন। ১৯৩১ সালে কোলকাতায় এক গানের জলসায় পল্লীকবি জসীম উদ্দিনের সাথে আব্বাস উদ্দিনের পরিচয় হয়। তারপর আব্বাস উদ্দিন ও জসিম উদ্দিন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলার লোকসঙ্গীতকে শুধু বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে নয়, বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে তোলার জন্য দু'জনই বিরামহীন সাধনা করে গেছেন।

আব্বাস উদ্দিন পল্লী সঙ্গীতে একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। গ্রামের গানকে তিনিই প্রথম সমাজের সকল স্তরের মানুষের দুয়ারে এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তার কণ্ঠে ভাটিয়ালী, জারী, সারি, মুর্শিদী, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী, মারফতী, বাউল গান, পল্লী বাংলার মাঠ ঘাটে ছড়িয়ে পড়েছিল। আব্বাস উদ্দিন আধুনিক গান দিয়েই রের্কড জীবনের শুরু। ১৯৩০ সালে প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড করেন। তারপর থেকে তিনি অসংখ্য বিভিন্ন বিষয়ের গান রেকর্ড করেছেন। আব্বাস উদ্দিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন এবং অনুশীলন করতেন। তিনি পল্লীগানের সংগ্রাহক ছিলেন। গ্রাম্য গীতওয়ালীদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে গান সংগ্রহ করতেন। আব্বাস উদ্দিন অত্যন্ত সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি জীবন ও শিল্পী জীবনে কোন গরমিল ছিল না। দেশ বিভাগের পর আব্বাস উদ্দিন সপরিবারে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। সরকারের প্রচার বিভাগে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাঁর পূর্বে তিনি ডি,পি,আই ও কৃষি বিভাগে কিছুদিন চাকুরীরত ছিলেন।

১৯৫৫ সালে আব্বাস উদ্দিন দক্ষিণ পূর্ব এশীয় লোকসঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালে জার্মানীতে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত কাউন্সিলের অধিবেশনে এবং ১৯৫৭ সালে রেঙ্গুনে প্রবাসী সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ মরণোত্তর "প্রাইড অব পার ফরমেন্স" সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। আব্বাস উদ্দিন "আমার কথা" শিরোনামে একটি অমর আত্মজীবনী লিখে গেছেন। ১৯৫৯ সালে ৩০শে ডিসেম্বর তিনি দীর্ঘদিন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী থেকে পরলোক গমন করেন। পল্লীসঙ্গীতের একচ্ছত্র সম্রাট আব্বাস উদ্দিন আহমদ আজ কিংবদন্তী। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সুরদাস

তিনি বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীতকার এবং সম্রাট আকবরের সভাগায়ক ছিলেন। তাঁর পিতা রামদাসও বিখ্যাত সঙ্গীতকার ছিলেন। সুরদাস সুরদাসী মল্লার, সুরদাসী সারং ও সুরদাসী পটমঞ্জুরী নামে কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেন। তখনকার সময়ে রাম দাসের পুত্র সুরদাস ছাড়াও একাধিক সুরদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ভক্ত কবি সুরদাসই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। আনুমানিক ১৫৯১ খৃস্টাব্দে সুরদাসের জন্ম। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। শৈশবেই তিনি সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন ও ভক্তিগীতির চর্চা করতে থাকেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি মথুরার কাছে গোধাই গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি ভক্তিগীতি রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিছুদিন পর গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে তাঁর সাথে নানা তীর্থ ভ্রমণ করে শেষে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। 'সুর সাগর' গ্রন্থে সুরদাসের সহস্রাধিক ভজন গান সঙ্কলিত হয়। ১৬৯৬ খৃস্টাব্দে সুরদাসের মৃত্যু হয়।

স্বামী হরিদাস

স্বামী হরিদাস'এর জন্ম সময় ও স্থান নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান। সে সময় একাধিক হরিদাস থাকায়, একজনার পিতার নাম, জন্মস্থান ইত্যাদি আরেক হরিদাসের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। যাই হোক আপাততঃ আমরা এইটুকুই জেনে নিই যে, তাঁর পিতার নাম ছিল গঙ্গাধর, মাতা চিত্রা। ১৪৮০ খৃস্টাব্দে মথুরার রাজপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। এঁরা সনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। ২৫ বছর বয়সে হরিদাস বৃন্দাবনে গিয়ে আশুধীরের কাছে দীক্ষা নেন। তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং সখীভাবে কৃষ্ণ ভজনা করতেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের একটি অন্যতম সম্প্রদায়। বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারীর মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ব্রজভাষায় ধ্রুপদাঙ্গের পদ রচনা করেন ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরূপ ও তালকে যথাযথ প্রয়োগ করে সঙ্গীতের মাধ্যমেই কৃষ্ণ ভজনা করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দিল্লীর বৈজু, গোপাল লাল, মদন রায়, রামদাস, দিবাকর পন্ডিত, পাঞ্জাবের রাজা সৌরসেন ও সোমনাথ, রেওয়ার তানসেন উল্লেখযোগ্য।

বৃন্দাবনে নৃত্য সহযোগে রাসের পদগান, হোলিগান ও বহু ধ্রুবপদ প্রবন্ধ গানকে অবলম্বন করে তিনি কৃষ্ণ বিষয়ক গান, ধ্রুপদ, ধামার, চতুরঙ্গ, রাগমালা, ত্রিবট, তরুণা এবং নতুন নতুন রাগ রচনা করে সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে আছেন। স্বামী হরিদাসের নামে কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে "হরিদাসজী কো গ্রন্থ", "স্বামী হরিদাসজী কো পদ" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী গীত, বাদ্য এবং নৃত্য তিন বিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন। আজকাল বৃন্দাবনে যে রাসলীলা প্রচলিত আছে উহা স্বামী হরিদাসেরই অবদান। আনুমানিক ১৫৭৫ বা ১৬০৮ খৃস্টাব্দে স্বামী হরিদাস দেহ ত্যাগ করেন।

ফৈয়াজ খাঁ

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ'র ঘরানা আদিতে হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। তাঁর পূর্ব পুরুষ হাজী সুজান সাহেবের বিবাহ সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের কন্যার সাথে হয়। তানসেনের কন্যা সঙ্গীতকলা নিপুণা ছিলেন এবং তিনি তাঁর স্বামীকে সঙ্গীতে শিক্ষাদান করেন। দীর্ঘায়ু হাজী সুজান সাহেব ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুজান সাহেবের পিতার নাম ছিল অলখদাস এবং খুল্লতাতের নাম ছিল মলুক দাস। কোন বিশেষ কারণে ইহারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে আগ্রার নিকটবর্তী সিকন্দরাতে মাতুল গৃহে ফৈয়াজ খাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের ৩/৪ মাস পূর্বে তাঁর পিতা সফদর হুসেন খাঁ'র মৃত্যু হয় এবং ফৈয়াজ খাঁ তখন তাঁর মাতামহ গুলাম আব্বাস খাঁ'র আশ্রয়ে লালিত পালিত হন। ৫ বছর থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত ফৈয়াজ খাঁ তার মাতামহের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গুলাম আব্বাস আগ্রায় থাকতেন সেহেতু ফৈয়াজ খাঁ সেখানে নথন খাঁর (ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ'র পিতা) সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর খুল্লতাত ফিদা হুসেন কোটাওয়াল্যার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ফৈয়াজ খাঁ'র মাতা পিতার বংশে ধ্রুপদের চর্চা থাকায় সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর সহজাত সংস্কার জন্মিয়েছিল। ফৈয়াজ খাঁ মুলতঃ আগ্রা নিবাসী ছিলেন। মহরমের দিন তিনি অবশ্যই আগ্রায় থাকতেন। এই জন্য তাদের গায়নরীতি আগ্রা ঘরানা নামে পরিচিত।

বরোদা রাজ্যে চাকুরী গ্রহণের পূর্বে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ কিছুকাল মহীশুরে বাস করেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে রাজ দরবার হতে তিনি একটি পদক লাভ করেন এবং ১৯১১ খৃস্টাব্দে "আফ্তাবে মৌসীকী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ বছর মহারাজা সয়াজীরাও বার্ধক্যের কারণে অবসর গ্রহণ করলে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ বরোদায় চলে আসেন। বরোদার রাজা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে সভা গায়ক নিযুক্ত এবং "জ্ঞানরত্ন" উপাধি দেন। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে অখিলবঙ্গ সঙ্গীত পরিষদ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ফৈয়াজ খাঁকে প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। অতঃপর রাজ দরবার হতে অনুমতি নিয়ে ফৈয়াজ খাঁ বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, লখনউ এবং লাহোর রেডিও স্টেশন হতে সঙ্গীত প্রচার করতে লাগলেন। গান গাইবার সময় আলাপে সহায়তা করবার জন্য শিষ্যকে সঙ্গে লয়ে বসতেন। ধ্রুপদ এবং খেয়াল গানে ফৈয়াজ খাঁ'র পূর্ণ অধিকার ছিল।

ফৈয়াজ খাঁ'র ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদা গম্ভীর ছিল। তাঁর দৈনিক উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ছিল। বড় বড় জমকালো গোঁফযুক্ত বলিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট শরীর, সাদা পাগড়ী এবং শেরওয়ানী

পড়তেন। আতর তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তার সাথে সব সময় এক শিশি আতর থাকতো এবং পরিচিত কারো সাথে দেখা হলে তাকে আতর দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। টোড়ী, জয়জয়ন্তী, পুরিয়া, খট, সিন্ধুড়া, ললিত দরবারী, পরজ ইত্যাদি তাঁর প্রিয় রাগ। তাঁর কণ্ঠস্বর সুন্দর, সতেজ, ভরাট এবং সুরেলা ছিল। হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানী ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের বহু গানের রেকর্ড করেছেন। তিনি প্রায় দু আড়াইশ গান রচনা করেছেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ'র শিষ্য সংখ্যা প্রভূত। যথা- দিলীপ চন্দ্র বেদী, ওস্তাদ নিসার হুসেন, বোম্বাই'এর অজমৎ হোসেন, অধ্যক্ষ রতন ঝঙ্কার, বশীর খাঁ, আগ্রার বিখ্যাত বাঈ মলিকা জান ইত্যাদি। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে ৫ই নভেম্বর বরোদায় ফৈয়াজ খাঁ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৪-৬৫ বছর হয়েছিল।

যদুভট্ট

১৮৪৩ খৃস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা অর্ন্তগত বিষ্ণুপুরের ভট্ট পল্লীতে যদুভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্যও সঙ্গীত চর্চা করতেন এবং সংস্কৃত বিশারদ ছিলেন। তাই যদুভট্টের রক্তে মিশেছিল সঙ্গীত। প্রায় ৮/৯ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্থানীয় সঙ্গীতচার্য রামশংকর ভট্টাচার্য ও তাঁর শিষ্য অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়ের কাছে গানের পাঠ নেন। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় আসেন। নূররঙ্গের ছাত্র বিখ্যাত ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ১০ বছর তালিম নেন। তার পরেও গোয়ালিয়র, দিল্লী ও জয়পুরের গুণীদের শিক্ষায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। পঞ্চকোট, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ সভার সভা গায়ক ছিলেন। 'রঙ্গনাথ', 'তানরাজ' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। 'রঙ্গনাথ' নামে তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি যদুভট্টর শিষ্য। যদুভট্ট ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সঙ্গীতগুরু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে তিনি আজ অমরত্ব অর্জন করেছেন। রবীন্দ্র নাথের মতে "বাংলাদেশে (অখন্ড) এ রকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি Originality ছিল যাকে আমি বলি স্বকীয়তা"।

শোনা যায়, বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপাল সিংহ যদুভট্টের সম্মানার্থে যে বিরাট সঙ্গীত সভার আয়োজন করেছিলেন সেখানে যদুভট্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে ২৪ ঘন্টা গান করে সভার প্রতিটি শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছিলেন। যদুভট্টের খ্যাতি শুনে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য তাঁকে তার নিজের সভাগায়কের পদে নিয়োগ করেন। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে বিষ্ণুপুরেই তিনি প্রয়াত হন।

তারাপদ চক্রবর্তী

১৯০৯ সালে তারাপদ চক্রবর্তী ফরিদপুর জেলার কোটালপাড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পন্ডিতের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল পন্ডিত কুলচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনিও একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে সাতকড়ি মালাকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর অদৃষ্টদোষে তিনি খুব অভাব, দুঃখকষ্ট ও অভিভাবকহীন অবস্থায় কয়েক বছর কাটিয়ে ছিলেন। তিনি তবলীয় হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন বলে বেতারে তবলাবাদকের কাজ পেয়েছিলেন এবং আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করতে সুযোগ পেয়েছেন। ফলে তাঁর প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত হয়।

এই সেই তারাপদ চক্রবর্তী বাঙালী জাতির শ্রদ্ধার, গৌরবের শিল্পী জীবনে কোন সম্মানের বা অর্থের কাঙাল হয়ে যিনি সঙ্গীত সাধনা করেননি। জাতিও ক্যোনদিন সম্মানের মূল্যে বরণ করেনি, সরকারও দিল না কোন স্বীকৃতি। জীবনের শেষ প্রান্তে যখন তাকে, 'পদ্মভূষণ" উপাধি দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি দুঃখের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রথম জীবনে তবলা শিল্পী রুপে তার পরিচয় হয়েছিল। তবলা তিনি ভালো বাজাতে পারতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কন্ঠ সঙ্গীত সাধনা করেন। তার রাগ প্রধান গান, বাংলা গানের অপূর্ব সম্পদ। বাংলা আজও গর্বিত এই গুণী শিল্পীকে পেয়ে।

১৯৭৫ সালে ১লা সেপ্টেম্বর জীবনের সব সঙ্গীত স্তব্ধ করে দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তার সুযোগ্য পুত্র শ্রী মানস চক্রবর্তী একজন প্রতিভাধর শিল্পী রুপে সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত। তিনি খেয়াল ও ঠুংরী গানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন এবং নূতন নূতন রাগ সৃষ্টি করেন। তিনি বিশ্বভারতী নির্বাচন বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মীরাবাঈ

১৫৬০ খৃস্টাব্দে রাজপুতনার মেড়তা তালুকের কুড়কী গ্রামে মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সাল ও তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি রাঠোর দাদাজীর পুত্র রতনসিংহের কন্যা। রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র কুমার ভোজের সঙ্গে মীরার বিয়ে হয়। কিন্তু কর্ণেল টডের মতে তিনি রাণা কুম্ভের মহিষী। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মীরা কুমার ভোজের স্ত্রী বলেই মত পোষণ করেন। মীরার বিয়ের ১০ বছর পেরুতে না পেরুতেই তাঁর স্বামী মারা গেলেন। তারপর তাঁর উপর স্বামীর পরিবারের নির্যাতন শুরু হলো। অত্যাচার সইতে না পেরে শেষকালে তিনি গৃহত্যাগ করে বৃন্দবনে চলে এলেন। সেখানে তিনি রুইদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর অনেক তীর্থ ভ্রমণ করে দ্বারকায় চলে যান।

সুমধুর ভজন গানের জন্য মীরা অমর হয়ে আছেন। তাঁর গানগুলো জনগনের কাছে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর গানের ভাষা রাজস্থানী হিন্দী। মীরার ভজন তাঁর "গিরিধারী"র জন্য সকরুণ আকুতির প্রাণস্পর্শী প্রকাশ যা মনকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে তোলে। মীরা ১৬৩০ খৃস্টাব্দে দ্বারকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সদারঙ্গ

১৮ শতাব্দীতে নিয়ামৎ খাঁ (সদারঙ্গ) নামে এক প্রসিদ্ধ বীণাকার ছিলেন। নিয়ামৎ খাঁ নিজের নাম রেখেছিলেন "সদারঙ্গীলে" এবং ঐ নামের সহিত তিনি বাদশাহ মুহম্মদ শাহের নাম জুড়ে দিয়ে তাঁর রচিত পদসমূহের ভণিতায় সদারঙ্গীলে মুহম্মদ শা লিখতেন। মুহম্মদ শাহ ১৭১৯ খৃস্টাব্দে হতে ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করেন। মারাঠা আক্রমনের ফলে তাঁর রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজ্যশাসনে পটু না হলেও মুহম্মদ শাহের রাজত্বকাল সঙ্গীতকলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর দরবারের বীণাকার নিয়ামৎ খাঁ সঙ্গীত জগতে মুহম্মদ শাহের নাম অমর করে রেখেছিলেন। নিয়ামৎ খাঁ তানসেনের কন্যার তরফে অধস্তন দশম পুরুষ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম লাল খাঁ সানী এবং পিতামহের নাম খুশহাল খাঁ। একবার মুহম্মদ শাহ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, বীণার সাথে সারেঙ্গীর সঙ্গত হবে। বাদশাহের উজীর নিয়ামৎকে বাদশাহের এই ইচ্ছার কথা জানালে নিয়ামৎ খাঁ অসম্মত হলেন। কারণ ইঁহাতে বীণাকারের সম্মান ক্ষুন্ন হবে। বাদশার ক্রুদ্ধ হয়ে নিয়ামৎ খাঁকে দরবার থেকে বহিস্কার করলেন এবং নিয়ামৎ খাঁ কিছুকাল আত্মা গোপন করে থাকতে বাধ্য হন।

আমীর খসরু খেয়াল রচনা রীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর পর সুলতান হুসেন শর্কী, রাজবাহাদুর চঞ্চল সেন, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ প্রভৃতি কলাবিদদের খেয়াল রচনার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন না। নিয়ামৎ খাঁ ইহার কারণ অনুসন্ধান করে বুঝলেন যে, বাদশাহের নাম খেয়ালে পদে যুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়াল জনতার সমর্থন লাভ করবে না। পূর্ববর্তী কবিরা তাঁদের গীতে নিজেদের উপনাম যুক্ত করতেন, ফলে বাদশাহ উহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে না। প্রচারও হতো না। নিয়ামৎ খাঁ, এটা বুঝতে পেরে যখন তাঁর স্বরচিত খেয়াল গানে "সদারঙ্গীলে মুহম্মদশা" নাম যুক্ত করলেন বাদশাহের আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং খেয়াল গানের প্রচার সহজ ও সম্ভব হলো। নিয়ামৎ খাঁ তাঁর শিষ্যবর্গকে খেয়াল গানে তালিম দিয়ে সুপটু করে তুললেন। পরে তাদের নিয়ে দিল্লী আসিলেন। একদিন সুযোগমতো বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহকে গান শুনাইলেন। গানের মধ্যে নিজের নাম শুনে তার আগ্রহ বর্ধিত হলো। তিনি জানতে চাইলেন এই গানের রচয়িতাকে। যখন জানতে পারলেন এই গানের রচয়িতা নিয়ামৎ খাঁ তখন তাকে দরবারে ডেকে এনে পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং দরবারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

সদারঙ্গের খেয়াল বিশেষভাবে শৃঙ্গার রস প্রধান এবং বাদশাহের প্রশাস্তি মূলক। ধ্রুপদী গায়েকেরা এই নূতন খেয়ালকে স্ত্রীলোকের গীত বলে উপহাস করতে লাগলেন। দরবারে গায়িকারা বাদশাহের নিকট নূতন গানের তালিম লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাদশাহ সম্মতি দিলেন। নিয়ামৎ খাঁ পুনরায় বাদশাহের ক্রোধভাজন হতে সাহসী না হয়ে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তাঁর এক শিষ্য হসনঘাটির উপর দরবারী গায়িকাদের শিক্ষার ভার দিলেন। শোনা যায় যে, সদারঙ্গ নিজেও কোন জলসায় এই স্বরচিত খেয়াল গাইতেন না। ক্রমে খেয়াল গানের প্রতি লোকের বিরুপ মনোভাব কেটে গেল এবং খেয়াল জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তখন অনেকেই খেয়াল গান রচনা করে তাতে সদারঙ্গের নাম জুড়ে দিতে লাগলো। সদারঙ্গের সাথে তাঁর পুত্র ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ)'র নাম বর্তমানে একত্রে উচ্চারিত হয়। পিতার সাথে পুত্রের নামও সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে থাকবে। সদারঙ্গ খুব প্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি খোদা ভক্ত ও দরিদ্রকাতর ছিলেন। বাদশাহের দরবারে তিনি নিত্য যে বখশিস পেতেন তা মুক্ত হস্তে গরীবদের বিলিয়ে দিতেন।

সদারঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র ফিরোজ খাঁ এবং ভুপৎ খাঁও বাদশাহ মুহম্মদ শাহের দরবার অলংকৃত করে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। নিয়ামৎ খাঁ'র মতো পুত্রদ্বয়ও বাদশাহ কর্তৃক উপাধি প্রাপ্ত হন। তাদের কলা-নৈপুন্য সন্তুষ্ট হয়ে ফিরোজ খাঁকে "অদারঙ্গ" এবং ভুপৎ খাঁকে "মহারঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত করেন। আনুমানিক মুহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বকালেই সদারঙ্গ মৃত্যুবরণ করেন।

মনরঙ্গ

মনরঙ্গের পরিচয় জানা যায় না। তবে এর ঘরানা যে ধ্রুপদের ঘরানা ছিল এটা বোঝা যায়। মনরঙ্গ ১৮শ শতকের দিকে জন্মেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি সদারঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদ ও খেয়াল গান রচনা করেছেন এবং সাদ্‌রার নবীন রূপের প্রচার করেছেন, যাতে ধ্রুপদের ভাব ও খেয়ালের গতিবৈশিষ্ট্য একসাথে মিশে আছে। প্রকৃতপক্ষে, সাদ্‌রার চলন দেখলে কওয়াল গুণীরাই যে এর সৃষ্টি করেছেন তা বোঝা যায়। মনরঙ্গের সময়ে এর পরিস্কৃত রূপটি পাওয়া যায়। মনরঙ্গ ধ্রুপদ ঘরানার সন্তান বলে তাঁর খেয়াল গানের ভাষায় ও ভাবে ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মনরঙ্গ জয়পুরী খেয়াল ঘরানার প্রবর্তক। মনরঙ্গের মৃত্যুকাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

তুলসী দাস

তিনি স্বনাম ধন্য সন্ত ও সঙ্গীতকার ছিলেন। "রামচরিত মানস" মহাকাব্যের রচিয়তা। আনুমানিক ১৫৩২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম দুবে ও মাতা হুলসী। তুলসী দাস বারাণসীতে দীর্ঘ দিন গুরুর কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন ও পরে অযোধ্যায় বসবাস করতে থাকেন। "রামচরিত মানস" ছাড়াও তুলসী দাস 'বিনয় পত্রিকা' 'দোঁহাবলী' 'কবিতাবলী' ও 'গীতাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তুলসী দাসের গান রাগভিত্তিক। তাঁর রচনায় কাব্য ও সঙ্গীতের এক আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায়। তাছাড়া তুলসী দাস বহু ভজন ও দোঁহা রচনা করেন। এই সব ভক্তিগীতি আজও জনপ্রিয়। ১৬২৩ খৃস্টাব্দে বারাণসীতে তুলসী দাস প্রয়াত হন।

ব্যঙ্কটমখী

ব্যঙ্কটমখীর পুরো নাম ব্যঙ্কটেশ্বর দীক্ষিত। তিনি ষোড়শ শতকের শেষার্ধে দাক্ষিণাত্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গোবিন্দ দীক্ষিত ও মাতার নাম নাগমাম্বিকা। গোবিন্দ দীক্ষিত বিজয় নগরের রাজা রঘুনাথ নায়কের মন্ত্রী ছিলেন। ব্যঙ্কটমখী শৈশবকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তানপ্পাচার্য নামে এক প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের নিকট দীর্ঘ দিন সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। তানপ্পাচার্য "সঙ্গীত রত্নাকর" প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের শীষ্যবংশীর ছিলেন। দীর্ঘদিন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যঙ্কটমখী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা ও সুনাম অর্জন করেন। নায়ক বংশের সঙ্গীত-প্রেমী বিজয়রাঘব সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা দেখে তাঁকে সভাগায়ক পদে নিযুক্ত করেন। ব্যঙ্কটমখী

ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের একটি প্রামান্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। চতুর্দণ্ডী বলতে আগে স্থায়ী, আরোহণ, অবরোহণ ও সঞ্চারী এই চারটি বর্ণ বোঝাতো। কিন্তু পরবর্তীকালে গীত, আলাপ, স্থায় ও প্রবন্ধের মিলিত অবস্থাকে চতুর্দণ্ডী বলা হতো। ব্যঙ্কটমখী "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" গ্রন্থে গাণিতিক নিয়মে সপ্তকের ১২টি স্বর ও ৭২টি মেল বা ঠাটের উৎপত্তি দেখিয়েছেন। তবে তিনি সঙ্গীতের উপযোগী ১৯টি মেল নির্দেশ করে গেছেন। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, একেকটি ঠাট থেকে ৪৮৪টি রাগ উৎপন্ন হতে পারে।

ব্যঙ্কটমখী "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" গ্রন্থে শ্রুতি, স্বর, রাগ, মেল, তাল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন- বীণা প্রকরণম্, শ্রুতি প্রকরণম্, স্বরপ্রকরণম্, মেল প্রকরণম্, রাগ প্রকরণম্, আলাপ প্রকরণম্, ঠাট প্রকরণম্, গীত প্রকরণম্ ও প্রবন্ধ প্রকরণম্ । কর্ণাটকী সঙ্গীতে এক নবযুগ প্রবর্তক ব্যঙ্কটমখীকে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের জনকরূপে আখ্যায়িত করা হয়। তাঞ্জোরে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ব্যঙ্কটমখীর মৃত্যু হয়।

আমীর খসরু

সঙ্গীত জগতে সঙ্গীতকে আধুনিক রূপদানের জন্য আমীর খসরুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমীর খসরু জন্ম ১২৫৩ খৃস্টাব্দে বর্তমান উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলার অর্ন্তগত পটিয়ালী নামক স্থানে হয়েছিল। তাঁর পিতা আমীর সৈফুদ্দীন পারস্য দেশের খোরাসান প্রদেশের লোক ছিলেন এবং খসরুর মাতা ছিলেন ভারতীয় রমণী। খসরু বাল্যকাল হতে বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন। আমীর খসরু পিতার মৃত্যুের পর তৎকালীন দিল্লীর দাস বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। সেখানে সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। পরে তিনি, আলাউদ্দীন খিলজীর সভাসদ হন। আলাউদ্দীন খিলজী নিজে একজন মহান সঙ্গীত প্রেমী ছিলেন। তিনি আমীর খসরুকে রাজগায়ক পদে নিযুক্ত করেন। খসরু প্রতিদিন আলাউদ্দীন খিলজীকে নূতন নূতন গান শোনাতেন। আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে আরো সঙ্গীতজ্ঞ থাকিলেও আমীর খসরু স্থান সর্বোচ্চ ছিল।

আমীর খসরু একাধারে রাজনীতিবিদ্, দার্শনিক, কবি ও গায়ক ছিলেন। কথিত আছে যখন আলাউদ্দিন খিলজী দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি রাজ্য আক্রমন করে বিজয়ী হন তখন আমীর খসরুও সঙ্গে গিয়েছিলেন। তখন দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র যাদবের দরবারে

গোপাল নায়ক নামে তৎকালীন এক সর্বশ্রেষ্ট গায়ক ছিলেন। একবার গোপাল নায়ক ও খসরুর মধ্যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়। ঐ প্রতিযোগিতায় ছল পূর্বক খসরু গোপাল নায়ককে হারাইয়া দেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেও গোপাল নায়কের সঙ্গীত প্রতিভায় খসরু মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমীর খসরু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ফারসী সাহিত্যে অনেক উচ্চ স্থান দিয়েছিল। তিনি ভারতীয় রাগের সহিত পারস্য দেশীয় রাগের সংমিশ্রণে ইমন ও হিন্দোল এই দুইটি বিখ্যাত রাগ সৃষ্টি করেন। আমীর খসরু তখনকার জনরুচি অনুধাবন করে তাদের অনুকূলে অনেক নূতন বাদ্য যন্ত্র ও গান আবিষ্কার করেন। লোক প্রিয় ছোট খেয়াল তিনিই সর্ব প্রথম রচনা করেন। যার জন্য তাকে খেয়াল গানের জনক বলা হয়। তিনি কাওয়ালী নামে এক নূতন ধারায় সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। ইহা পারসিয়ান এবং ভারতীয় শৈলীর মিশ্রিত এক গায়ন পদ্ধতি। তিনি ফার্সী ভাষায় 'শের' যুক্ত এক প্রকার তারানার সৃষ্টি করেন, যাহা একতালে গাওয়া হতো। শোনা যায় তিনি নাকি ৯৯ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিভিন্ন রাগ, তাল, বাদ্যযন্ত্র ও গীতিরীতির প্রবর্তন করেন। যেমনঃ

১। তাল - যৎ, আড়া চৌতাল, ঝুমরা, সওয়ারী, পস্তো, কওয়ালী, সুরফাক্তা, ত্রিতাল ইত্যাদি।

২। বাদ্যযন্ত্র- সেতার, তবলা, ঢোল ইত্যাদি।

৩। রাগ-পূরবী, ইমন, পুরিয়া, সাহানা, সাজগিরি, জীলক সরপরদা ইত্যাদি।

৪। গীতিরীতি - খেয়াল, তারানা, গজল, কাওয়ালী, চতুরঙ্গ, ত্রিবট ইত্যাদি।

শোনা যায় দক্ষিণী বীণায় তিনি চারিটি তারের অতিরিক্ত তিনটি তার লাগিয়ে তাকে সেহতার নাম দিয়েছিলেন। ফার্সী ভাষায় "সেহ" অর্থে তিন। এই সেহতার কালক্রমে সেতার নামে পরিচিত হয়েছিল।

১৩২৪ খৃস্টাব্দে ওস্তাদ নিজাম ঔলিয়ায় মৃত্যু হওয়ায় তিনি বড় দুঃখ পান। অতঃপর ১৩২৫ খৃস্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ দিল্লীতে নিজামমুদ্দীন ঔলিয়ার সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। আমীর খসরুর আসল নাম আবুল হাসান ইয়ামুদ্দীন খসরু। পরবর্তী কালে সংক্ষেপে আমীর খসরু নামেই তিনি পরিচিত হন।

সঙ্গীত সম্রাট তানসেন

সঙ্গীত জগতে যে কয়টি নাম অমরত্ব অর্জন করেছে তাঁদের মধ্যে সঙ্গীত সম্রাট তানসেন অন্যতম। গোয়ালিয়র হতে সাত মাইল দূরে বেহট নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৫০৬ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মকাল নিয়ে মতভেদ আছে। তাঁর পিতার নাম ছিল মকরন্দ পান্ডে। বহুদিন ধরে মকরন্দ পান্ডে নিঃসন্তান ছিলেন। মহম্মদ গৌস নামক এক সিদ্ধ ফকিরের আর্শীবাদে মকরন্দ পান্ডের এক পুত্র সন্তান হয় এবং তাঁর নাম রাখা হয় রামতনু। ইনিই সঙ্গীত সম্রাট তানসেন নামে খ্যাত হয়। বাল্যকালে রামতনু অপরের নকল করবার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। তিনি পশুপক্ষী ও জানোয়ারের বিভিন্ন ধ্বনি হুবহু নকল করতে পারতেন। একবার সঙ্গীত সাধক স্বামী হরিদাস শিষ্যমন্ডলী লয়ে বারাণসী তীর্থ ভ্রমনে এসেছিলেন। তারা বারাণসী শহর সীমান্তে উপস্থিত হলে এক বৃক্ষের আড়াল হতে রামতনু কৌতুকচ্ছলে বাঘের মত আওয়াজ করতে থাকেন। এতে শিষ্যগণ অত্যন্ত ভয় পান। স্বামীজী আওয়াজ কোথা হতে আসছে শিষ্যগনকে তাঁর অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেন। শিষ্যগন অল্প সময়ের মধ্যে বৃক্ষের আড়াল হতে বালকটিকে আবিষ্কার করে স্বামীজীর সামনে হাজির করলেন। স্বামীজী ঐ বালকের রুপলাবণ্য ও অনুকরণ করবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হন। অতঃপর রামতনুকে লয়ে তাঁর পিতার কাছে আসেন এবং সঙ্গীত শিক্ষাদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পিতা রামতনুকে স্বামীজীর হাতে সমর্পন করেন। স্বামীজী রামতনুকে নিয়ে বৃন্দাবনে আসেন এবং একাধারে ১২ বছর তাকে সঙ্গীত শিক্ষা দান করেন। এই স্বামী হরিদাসই মিঞা তানসেনের সঙ্গীত গুরু।

ইহার পর পিতার অসুস্থতার কথা শুনে তিনি মাতৃভুমি গোয়ালিয়রে চলে আসেন। কিছুকাল পরেই পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পূর্বে রামতনুকে বলেছিলেন মহম্মদ গৌসের আশীবাদে তোমার জন্ম হয়েছিল। অতএব তুমি কখনও তাঁর আদেশ অবহেলা করবে না। এই কথা রামতনু হরিদাস স্বামীকে গিয়ে বলেন। হরিদাস স্বামী তাকে মহম্মদ গৌসের নিকট গিয়ে থাকতে অনুমতি দেন। অতঃপর রামতনু গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের বিধবা পত্নী মৃগনয়ণীর গান শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং প্রতিনিয়ত মৃগনয়ণীর গান শুনবার জন্য তাঁর সঙ্গীত মন্দিরে যেতেন। রাণী মৃগনয়ণীর হুসেনী ব্রাহ্মণী নামে এক রুপবতী দাসী ছিল। তাঁর আসল নাম প্রেমকুমারী। তাঁর পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর কন্যা প্রেমকুমারী ওরফে হুসেনী ব্রাহ্মাণী বলে পরিচিত হন। রামতনু হুসেনীর প্রতি আকৃষ্ট হন। রাণী মৃগনয়ণী

মহম্মদ গৌসের সহিত পরামর্শ করে হুসেনীর সাথে রামতনুর বিবাহ দেন। বিবাহের পূর্বে স্বভাবতই রামতনুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়েছিল। তখন তাঁর নাম হয় আতা আলি খাঁ। আতা আলির ৪টি পুত্র ও ১টি কন্যা জন্মে। ৪টি পুত্রের নাম- সুরতসেন, শরৎসেন, তরঙ্গ সেন, বিলাস খাঁ এবং কন্যার নাম ছিল সরস্বতী। আতা আলি সুগায়ক হয়ে উঠলে রেওয়ারের রাজা রামচন্দ্র (রাজারাম) তাকে রাজগায়ক পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজ রামচন্দ্র ও বাদশাহ আকবরের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। একবার বাদশাহ্ আকবর রেওয়ারে যান এবং আতা আলির গান শুনে মুগ্ধ হন। রাজা রামচন্দ্র আকবরকে খুশী করবার জন্য আতা আলিকে উপহার স্বরুপ দিয়ে দেন। বাদশাহ আকবরও একজন মহান সঙ্গীত প্রেমিক ছিলেন। তিনি আতা আলিকে পেয়ে খুব খুশী হন এবং দিল্লীতে এনে তাঁর নবরত্নের এক রত্ন বলে ঘোষণা দেন। একবার আতা আলির গান শুনে বাদশাহ্ আকবর এতই আত্মহারা হয়ে পড়েন যে, পারিতোষিক হিসেবে নিজের কণ্ঠের মহামূল্য মনিহার আতা আলির কণ্ঠে পরাইয়া দেন এবং তাঁকে "মিয়া তানসেন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তানসেনকে বেশী ভালোবাসেন দেখে অন্যান্য রাজ গায়কেরা তানসেনকে হেয় প্রতিপন্ন করাবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। একবার তাহারা আকবরকে বলেন আপনি যদি তানসেনকে দীপক রাগ গাইতে বলেন তাহা হলে আমরাও শুনতে পাই। তাদের প্ররোচনায় আকবর তানসেনকে দীপক রাগ গাইতে আদেশ করেন। তানসেন আকবরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, দীপক রাগ গাইবার পরিনাম খুবই খারাপ হবে। কিন্তু আকবর তাহা মানলেন না। ফলস্বরুপ তানসেনকে দীপক রাগ গাইতে হয়। দীপক রাগ গাইবার সময় ক্রমশঃ তাপ বাড়িতে থাকে। তানসেনের শরীর প্রচন্ড তাপে জ্বলতে লাগলো। এই তাপ মেঘ রাগে নিবারণ হওয়া সম্ভব। তানসেনের কন্যা সরস্বতী মেঘ রাগ গেয়ে পিতার জীবন রক্ষা করেন। তানসেন অনেকগুলো রাগ রচনা করেন। যেমনঃ দরবারী কানাড়া, মিয়া কী সারং, মিঁয়া কী মল্লার, মিঁয়া কী তোড়ী ইত্যাদি। ফকির গুলাম স্মৃতির জন্য তাঁর রচিত নূতন রাগের নামের আগে মিঁয়া শব্দ জুড়ে দিতেন। যেমন- মিঁয়া কী সারং, মিঁয়া মল্লার ইত্যাদি।

তানসেন ছিলেন ধ্রুপদ গায়ক। তিনি বহু ধ্রুপদ গান রচনা করেন। ধ্রুপদের চারটি রীতি ও বাণীর কথা বলা হয়। যথাঃ গওহারী বাণী, খান্ডার বাণী, ডাগরবাণী ও নওহারবাণী। এর মধ্যে কথিত আছে, গওহারবাণী তানসেনের সৃষ্টি। এর গতি ধীর ও শান্ত রস। তিনি রুদ্রবীণা নামে একটি বাদ্যযন্ত্র আবিস্কার করেন। তিনি "সঙ্গীত সার" ও "রাগমালা" নামে দুটি গ্রন্থও রচনা করেন। আকবরের দরবারে মোট ৩৬ জন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে তানসেনের স্থান ছিল সবার উপরে।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীতে তানসেন দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর পূর্ব ইচ্ছানুসারে গোয়ালিয়রে গুলাম গৌসের সমাধির পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়।

পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে

পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডের জন্ম ১৮৬০ খৃস্টাব্দের ১০ই আগস্ট তারিখে বোম্বাইয়ের নিকট বালকেশ্বর নামক স্থানে এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়েছিল। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে ভাতখন্ডে ছিলেন দ্বিতীয়। তার ডাকা নাম গজানন। তাঁর মাতা পিতা সঙ্গীত প্রেমিক ছিলেন। ভাতখন্ডেজী পিতার নিকটেই সঙ্গীত শিক্ষার প্রেরণা পান। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি সেতার, গান ও বাঁশীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শেঠ বল্লভদাসের নিকট সেতার, গুরুরাবজী বুয়া, জয়পুরের মুহম্মদ আলী খাঁ, গোয়ালিয়রের পন্ডিত একনাথ, রামপুরের কল্বে আলী খাঁ প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে বি, এ এবং ১৮৯০ খৃস্টাব্দে এল, এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কিছুদিন ওকালতি করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁর মন বসল না। তিনি সঙ্গীতকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ অনুসন্ধান করতে থাকেন। যেখানে তৎকালীন কোন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পেয়েছেন তাঁর সাথে মিশে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিঃসংকোচে সঙ্গীত শিক্ষালাভের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞের নিকট হতে শিক্ষা করা ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও লক্ষণগীত প্রভৃতি একত্রে করে উহাদের স্বরলিপি করে "ক্রমিক পুস্তক মালিকা" নামে ছয়ভাগে রচনা করে গেছেন। ভাতখন্ডেজী ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতকে শাস্ত্ররূপ প্রদান করবার উদ্দেশ্যে এক নবীন স্বরলিপি পদ্ধতি রচনা করেন। কর্ণাটকী সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় তিনি পন্ডিত ব্যঙ্কটমখীর ৭২টি ঠাট সম্বন্ধে অবগত হয়ে এক নতুন আলোর সন্ধান পান। ফলে তৎকালে প্রচলিত রাগ-রাগিণী পদ্ধতি পরিহার করে ঠাট পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি ব্যঙ্কটমখীর ৭২টি ঠাট হতে ১০টি গ্রহণ করে বিজ্ঞান সম্মতভাবে ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত সমস্ত রাগকে ১০টি ঠাটে বিভাজন করেছেন। তিনি মনে করেন সকল রাগ রাগিণীকে ১০টি ঠাটের অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক। তিনি তাঁর সংগৃহীত গান ও তথ্যাদিকে আশ্রয় করে সঙ্গীত গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি লক্ষ্য সঙ্গীত ও অভিনব রাগমঞ্জরী নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পর তিনি "চতুর পন্ডিত" ছদ্মনামে হিন্দী ভাষায় লক্ষণগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন।

যখন ভারতবর্ষে রেডিও প্রচলন হয় নাই, সে সময়ে সঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত সম্মেলনের কল্পনা তিনিই প্রথম করেন। তিনি ১৯১৬ খৃস্টাব্দে বরোদার রাজা নরেশের সহায়তায় তিনি প্রথম সঙ্গীত সম্মেলনের আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের অখিল ভারতীয় সঙ্গীত একাডেমী স্থাপন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে ভাতখন্ডেজী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিষয়ে এক পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণ ইংরেজীতে "A short historical survey of the music of upper India" নামে প্রকাশিত হয়।

১৯১৮ খৃস্টাব্দে রামপুরের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে দিল্লীতে দ্বিতীয় বার সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত আরো ৫টি বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন তিনি করেন। তিনি শেষ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন লক্ষ্মৌতে। ইহার উদ্দেশ্যে ছিল যে, তিনি এখানে একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করবেন। তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হয় এবং 'লক্ষ্মৌ মরিস মিউজিক কলেজ' স্থাপিত হয়। এই কলেজ বর্তমানে 'ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপাঠ' নামে তাঁরই পুণ্য স্মৃতি বহন করছে। ইহা ছাড়া গোয়ালিয়রে গান্ধর্ব সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় নামে আর একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বহু সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি, ক্রমিক পুস্তক মালিকা, ভাতখন্ডে সঙ্গীত শাস্ত্র, অভিনব রাগমঞ্জরী, লক্ষ্য সঙ্গীত, স্বরমালিকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাতখন্ডেজী জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের সেবা করে ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে গণেশ চতুর্থী তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পদ্মশ্রী কৃষ্ণনারায়ণ, রতন ঝঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

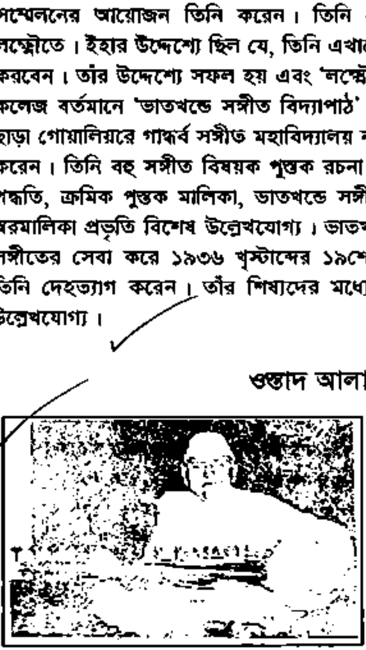

সঙ্গীত জগতের এক অমর সাধক আলাউদ্দিন খাঁ। আল্লালের ঘরের দুলাল ছিলেন না তিনি, এক দরিদ্র ঘরেই তার জন্ম। তবে সঙ্গীতের পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরার এক নাগরুচি সম্প্রদায়ের ঘরে। গ্রামের নাম শিবপুর। তাঁর পিতার নাম সবদর হোসেন খাঁ ওরফে সদু খাঁ। সদু খাঁর ৫ পুত্র ছমির উদ্দিন খাঁ, আফতাব উদ্দিন খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, নায়েব আলী খাঁ ও আয়েত আলী খাঁ। বাল্যকালে তার ডাক নাম ছিল আলম। তাঁর অন্তরে ছিল গভীর সঙ্গীত অনুরাগ। সুরের নেশায় পাগল হয়ে ঘর ছাড়লেন আলাউদ্দিন সুদূর ত্রিপুরা হতে এলেন কলকাতায়। কলকাতা হলো সঙ্গীতের লীলাক্ষেত্র। ওস্তাদ আলাউদ্দিন সঙ্গীত সাধক নুলো গোপালের

চরণে আশ্রয় নিলেন। দীর্ঘ ১২ বছর অবিরাম সঙ্গীত সাধনা চলল গুরুর কাছে। আলাউদ্দিনকে পুত্রের ন্যায় তিনি উজাড় করে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ধন্য হলেন নুলো গোপাল এমন এক শিষ্য পেয়ে। ঘরছাড়া সুর পাগল এই দামাল ছেলেকে অনেক কষ্ট করে সন্ধান পেলেন পিতা মাতা। কোলকাতায় হতে নিয়ে এলেন ঘরে। ছেলেকে সংসারী করার বাসনায় বিয়ে দিলেন মন্ত্ররী নামে এক কন্যার সঙ্গে। কিন্তু সুর পাগল বৈরাগী মন ঘরে বেঁধে রাখতে পারলো না প্রিয়ার বাঁধনে। সাধক আলাউদ্দিন তাই পিতা মাতা সবকিছু পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন গুরুর সন্ধানে সঙ্গে নিয়ে সদ্য বিবাহিত সহধর্মিণীর দেওয়া সাধের অলংকারগুলো গোপনে সম্বল করে। আলাউদ্দিন শুধু কণ্ঠ সঙ্গীত নয়, এবারে চলল যন্ত্র সঙ্গীতের সাধনা। শিখলেন বেহালা, ক্লারিওনেট, সানাই। আলাউদ্দিন খাঁর যে কোন গান শুনে স্বরলিপি তৈরী করতে তাঁর জুড়ি ছিল না এবং তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিন চাকুরী করেছিলেন।

তৎকালীন ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী উজির খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য আলাউদ্দিন কঠোর সংকল্প গ্রহণ করলেন। উজির খাঁর তখন রামপুর নবাবের সভাবাদক। কিন্তু তার সাথে দেখা করতে হলে নবাবের অনুমতি লাগবে। তাই একদিন জানতে পারলেন নবাব থিয়েটার দেখতে যাবেন। তখন তিনি মনে মনে ঠিক করলেন নবাবের গাড়ীর সামনে আত্মবিসর্জন দেবেন এবং করলেনও তাই। নবাব আলাউদ্দিনকে তাঁর আত্মবির্জন দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আলাউদ্দিন নবাবকে সব খোলে বললেন। এতে নবাব খুশী হয়ে তাঁর রাজ দরবারে সম্মানিত শিল্পী উজির খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন (কিন্তু ওস্তাদ শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন কেবলমাত্র তাকে দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নিতেন। এমন সময় খবর এলো বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়। তাকে বাড়ী আসবার জন্য পিতা মাতা সকাতরে অনুরোধ করেছেন। এই খবর ওস্তাদ উজীর খাঁর কানে পৌছাল, তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন যে, সংসার, স্ত্রী, পিতা মাতা, পরিত্যাগ করে ঘর ছাড়া হয়েছে তাকে যদি সঙ্গীত শিক্ষা না দিই আমি যে মহা পাপী হয়ে যাব। তখন তিনি সস্নেহে ডেকে তার পিতার মাতার নিকট যেতে বললেন এবং ফিরে এলে তোমাকে উজাড় করে সঙ্গীত শিক্ষা দেব। আলাউদ্দিন দেশে এলেন এবং প্রিয়তমা পত্নীকে হারিয়ে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে আবার রামপুরে ওস্তাদের কাছে ফিরে এলেন।) ওস্তাদ তখন পুত্রের ন্যায় আলাউদ্দিনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগলেন। এরপর আলাউদ্দিন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত শুনিয়ে গেছেন তাঁর বাজনা। তিনি মাইহার রাজপ্রাসাদের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তিনি বিশ্ববরেণ্য নৃত্য শিল্পী উদয় শঙ্করের দলের সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সঙ্গীত পরিবেশন করে যশোপার্জন করেছেন। তার প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে রবিশঙ্কর, আলি আকবর, নিখিল ব্যানার্জী, বাহাদুর খাঁ ও তিমির বরণের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মাইহার রাজ্যে তাঁর নিজস্ব বাসভবন 'মদিনা ভবন' এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ

১৯০৩ খৃস্টাব্দে লাহোরে বড়ে গোলাম আলি খাঁ'র জন্ম হয়। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল পাঞ্জাবের কসুর নামক গ্রামে। তাঁর পিতা বিখ্যাত গায়ক আলি বখ্‌শ। গোলাম আলি খাঁর তিন ভাই বরকত আলি খাঁ, মুবারক আলি খাঁ এবং অমান আলি খাঁ নিপুন শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত। গোলাম আলি খাঁ ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তিনি বাল্যকাল হতে খুল্লতাত কালে খাঁ'র নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতে থাকেন। গোলাম আলির বয়স যখন ২০ বৎসর তখন তাঁর পিতা আলি বখ্‌শ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। সৎমায়ের ব্যবহার ভাল না হওয়ায় গোলাম আলির মাতা সারেঙ্গী বাজনা শিখে অর্থোপাজর্নের আদেশ দেন, যাতে গোলাম আলি তাঁর নিজের মাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ভরণ পোষণে সামর্থ হন। মায়ের কথামত গোলাম আলি সারেঙ্গী বাদন শিখলেন এবং সারেঙ্গী বাদক হিসাবে গোলাম আলির কাজ জুটতে লাগল এবং মাতা ও ভ্রাতাদের ভরণ পোষণে সমর্থ হলেন এবং সাথে সাথে গানের চর্চাও চলতে লাগলো।

কিছুদিন পরে গোলাম আলি বোম্বাই যান এবং সেখানে সিন্ধী খাঁ'র নিকট সঙ্গীতে তালিম নেন। তারপর সেখান থেকে পুনরায় আলি বখ্‌শ সাহেবের সাথে লাহোরে ফিরে যান। পাঞ্জাবে কিছুকাল সঙ্গীত পরিবেশনের পর গোলাম আলি খাঁ ১৯৪০ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় এক সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর দেশের নানা স্থান থেকে সঙ্গীত পরিবেশনের নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে নভেম্বর মাসে গয়া শহরে এবং ঐ বছরই কলিকাতায় সঙ্গীত সম্মেলনে, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বোম্বাই নগরে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে বাংলা ও বিহারে সঙ্গীত সম্মেলনে বড়ে গোলাম আলি অংশ গ্রহণ করেন। কোন কোন স্থানে তিনি প্রথম পুরস্কারও লাভ করেন। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাই নগরে মহাত্মা গান্ধী দুইবার বড়ে গোলাম আলি খাঁ'র গান শোনেন এবং প্রভূত প্রশংসা করেন। গোলাম আলি খাঁ ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ পর্যন্ত বোম্বাইতে থাকেন এবং এই সময়ে বোম্বাই রেডিও স্টেশন হতে সঙ্গীত প্রচার করেন।

বড়ে গোলাম আলি অতি উদার এবং সরল স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাস্তায় কোন ভিক্ষুক দেখলে নিজের কাছে যা টাকা পয়সা থাকতো তাহা দান করে দিতেন। তিনি তার দেহ অনুযায়ী প্রচুর খেতে পারতেন। খাঁ সাহেব গানের রেয়াজের উপর গুরুত্ব

দিতেন। ("বাদ্য কানুন" নামে একটি বাদ্যযন্ত্র তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।) স্বরমন্ডলের উপর তাঁর বিশেষ আয়ত্ব ছিল। বড়ে গোলাম আলি খাঁর দুই পুত্র। দেশ ভাগের পর তিনি পাকিস্তানে বাস করেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে ভারতে আসতেন। (১৯৬৮ খৃস্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল পাকিস্তানের হায়দারাবাদে বড়ে গোলাম আলি দেহাবসান হয়।)

পন্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর

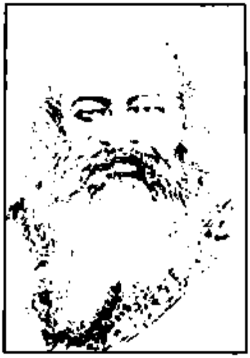

মহারাষ্ট্রে কুরুন্দভ রাজ্যের বেলগাঁও গ্রামে ১৮ই আগস্ট ১৮৭২ খৃস্টাব্দে পন্ডিত পলুস্করের জন্ম। পারিবারিক সূত্রে তিনি সাত্ত্বিক ও সঙ্গীত ভাবাপন্ন ছিলেন। পিতা পন্ডিত দিগম্বর গোপাল ধার্মিক ও সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। শৈশবেই বাজী পোড়াতে গিয়ে দৃষ্টি শক্তির হানি হওয়ায় লেখাপড়া হলো না, তাই তাকে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য মীরাজে পন্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়ার কাছে পাঠান হয়। সেখানে তিনি ২৪ বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। সে সময়ে সঙ্গীতজীবিদের প্রতি সভ্য সমাজের অমর্যাদা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং সঙ্গীত তথা সঙ্গীতজ্ঞদের স্বমর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ভারতীয় সঙ্গীতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে সকল সুখ পরিত্যাগ করে সঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমনে বাহির হন এবং বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। ১৯০১ খৃস্টাব্দের ৫ই মে তারিখে লাহোরে তিনি 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' স্থাপন করেন এবং ১৯০৮ খৃস্টাব্দে বোম্বাইতে উক্ত 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' এর একটি শাখা স্থাপন করেন। তিনি 'প্রবাহ' নামে একটি সঙ্গীত পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতের ৭০ খানা গ্রন্থ মুদ্রিত আছে। তার মধ্যে 'সঙ্গীত বালবোধ', 'সঙ্গীত শিক্ষক', 'রাগপ্রবেশ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আরেকটি অবদান দন্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি রচনা। তাঁর পুত্র প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী দত্তাত্রেয় পালুস্কর এবং কয়েকজন কৃতী শিষ্যেদের মধ্যে ওঁকারনাথ ঠাকুর, বিনায়ক পটবর্ধন, নারায়ণরায় ব্যাস, প্রভৃতি।

পন্ডিতজী শেষ জীবনে রাম নামে আকৃষ্ট হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাসিক স্থানে "রামনাম অন্ধের আশ্রয়" প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সেখানে থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত সাধন ভজন করতেন। ১২টি সন্তানের পিতা পালুস্কর ১১টি সন্তানকে হারিয়ে দেহের স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি হারিয়ে ভজন কীর্তনে ঈশ্বর সাধনে শেষ জীবন কাটিয়েছেন। ২১শে আগস্ট ১৯৩১ খৃস্টাব্দে তিনি মীরাজে পন্ডিতজী দেহরক্ষা করেন।

কমল দাশগুপ্ত

১৯১২ সালে কলকাতার ভবাণীপুর অঞ্চলের এক শিল্পী পরিবারে কমলদাশগুপ্তের জন্ম হয়। শৈশবকাল হতেই তার সঙ্গীত শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। কমল দাশগুপ্তর পিতামহের আমল থেকেই তাদের বাড়ীতে গান বাজনা লেগেই থাকতো। এই কারণে কমলের অন্যান্য ভাইবোনেরা অচিরেই সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করে এবং গ্রামফোন কোম্পানীতে গান রেকর্ড করেন। এদের মধ্যে বিমল দাশগুপ্ত, সুধীরা সেনগুপ্তা, ইন্দিরা দাশগুপ্তর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমলও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি বড় ভাই বিমল দাশগুপ্তের কাছে খেয়াল, দিলীপ কুমার রায়ের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুল প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান এবং বাবার কাছে প্রভাতী গান শিক্ষা করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল তারা প্রসন্ন দাশগুপ্ত। কমলদাশগুপ্তের পুরো নাম ছিল কমল প্রসন্ন দাশগুপ্ত। এই দাশগুপ্ত পরিবারের মধ্যে কমলের তিন ভাই ছিলেন সুখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক। বড় ভাই প্রফেসর বিমল দাস গুপ্ত গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনার ছিলেন। সে কারণে কলকাতার অনেক নামকরা শিল্পীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তাঁর মাধ্যমেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে কমল দাশগুপ্তের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তিনি সুরকার ও গায়করূপে কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। এই পরিবেশে মাত্র ১১/১২ বছর বয়সেই সুকণ্ঠ কমল পরিচিত হলেন মাষ্টার কমল নামে।

১৯৩২ সালে কমল দাশগুপ্তের সুর করা গানের প্রথম রেকর্ড বের হয়। এই বছরই তাঁর স্বকণ্ঠে প্রথম রেকর্ড প্রকাশ লাভ করে। কমল দাশগুপ্তের প্রথম রেকর্ডকৃত গান দু'টি হলো 'কোন স্বপন লেগেছে আমার' ও 'কতকাল আছি চেয়ে'। ১৯৩৪ সালে টুইন ও হিজ মাস্টার্স ভয়েস এক ব্যবস্থাপনায় আসলে কমল দাশগুপ্ত এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময় তার বয়স মাত্র ১৯ বছর। এতকম বয়সে তার পূর্বে আর কেউই এইচ, এম, ভির মিউজিক ডিরেক্টর হতে পারেননি। তার সুরকরা গানের সংখ্যা প্রায় চার হাজারের উপর। বাংলা ও হিন্দী গানের সকল শাখাতে এবং আধুনিক থেকে ভজন পর্যন্ত সকল গীত শাখাতে তিনি সুর সৃষ্টি করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম স্বয়ং কমল দাশগুপ্তের অন্যতম গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কলম বাবুর স্বীকৃতি "সকলে যখন আমার বিরুদ্ধে তখন কাজীদাই আমার একমাত্র সহায়। প্রকৃত গুণের প্রশংসা করতে বা নতুনকে উৎসাহ দিতে তিনি কখনো কুণ্ঠা করতেন না"। কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত নজরুল গীতির সংখ্যা প্রায় চারশত এবং এর মধ্যে অধিকাংশ গানই অসামান্যভাবে জননন্দিত। তাছাড়া কমল দাশগুপ্ত বাংলা, হিন্দী, তামিল ও

কয়েকটি ইংরেজী প্রামান্য চিত্র মিলিয়ে ৪০টির বেশী চলচ্চিত্রে তিনি সুরারোপ করেছেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রথম সুরারোপিত ছবি 'পন্ডিত মশাই' 'শেষ ছবি', ১৯৬৭ সালে 'বধুবরণ'। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং নজরুল গীতির প্রখ্যাত গায়িকা ফিরোজা বেগমের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সঙ্গীত জগতের প্রতিশ্রুতিবান শিল্পী ও সুরকার কমল দাশগুপ্ত ২০ জুলাই, ১৯৭৪ সালে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

আবদুল করিম খাঁ

সঙ্গীত সাধক আবদুল করিম খাঁ দিল্লীর সাহারানপুর জেলায় কিরানা নামক গ্রামে এক সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কারে খাঁ সাহেব ও খুল্লতাত আবদুল্লা খাঁ সাহেবের নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। খাঁ সাহেব ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা লয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই মাত্র ৬ বছর বয়সেই আসরে গান গেয়ে শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করেন এবং ১৫ বছর বয়সে বরোদায় রাজসভাগায়ক রূপে নিযুক্ত হন। বরোদায় কিছুকাল থাকবার পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় চলে যান এবং ১৯১৬ স্যালে "আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যালয়" নামক একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। খাঁ সাহেব প্রবর্ত্তিত ঘরাণার নাম কিরানা ঘরাণা। খাঁ সাহেব অত্যন্ত সুরেলা কন্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট আলাপ পদ্ধতি (বঢ়ৎ) এবং স্বরবিন্যাস ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গায়কীর গুণে ও সুরসৃষ্টির মাধুর্য্যে সব রাগই তাঁর কন্ঠে মূর্ত্ত হয়ে উঠতো। মীড় ও কণ্ প্রয়োগে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি খেয়াল ও ঠুংরী গানের প্রচার ও প্রসারের জন্যে আজীবন নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর সাফল্যের ফলশ্রুতি স্বরুপ আমরা পাই হীরাবাঈ বরদেকার, সওয়াই গন্ধর্ব্ব, সুরেশবাবু মানে, রোশেনারা বেগম ইত্যাদি সঙ্গীত শিল্পীদের। তিনি কোন দিনই স্বাস্থ্যবান ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মন ছিল উদার ও মধুর। তাই তিনি অনুরোধ এড়াইতে না পেরে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাজ ও মিরাজে গানের অনুষ্ঠানে শেষ করে পন্ডিচেরীর এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য যাত্রা করেন। পথে হঠাৎ শরীর অসুস্থ হওয়াতে সিঙ্গপোয়ম কোলম স্টেশনে নেমে পড়েন। সাধক করিম খাঁ সাহেব তাঁর জীবনের শেষ দিন সমাগত বুঝতে পেরে শিষ্যদের তানপুরায় সুর বাঁধতে বললেন এবং সেই তানপুরাটি হাতে লয়ে খোদার উদ্দেশ্যে দরবারী কানাড়ায় আলাপ করতে করতে ১৯৩৭ সালের ২৭শে অক্টোবর চিরদিনের মত নীরব হয়ে যান। পরে শিষ্যবৃন্দ শোকাকুল চিত্তে মিরাজে খাজাভিরা স্যাহেবের দরগায় তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করেন।

সহায়ক পঞ্জিকা

১। ছোটদের সারেগামা - ওস্তাদ মুন্‌শী রইসউদ্দীন
২। প্রবেশিকা সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতি - ওস্তাদ মুন্‌শী রইসউদ্দীন
৩। সঙ্গীত শাস্ত্র (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড)-শ্রীইন্দুভূষণ রায়
৪। দরবারী সঙ্গীত - শচীন্দ্রনাথ মন্ডল
৫। সঙ্গীত দর্শন- ড. বাসন্তী চৌধুরী
৬। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত - শম্ভুনাথ ঘোষ
৭। রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রশ্নোত্তরে - শম্ভুনাথ ঘোষ
৮। নজরুল প্রভাকর - শ্রীনীলরতন বন্দোপাধ্যায়
৯। রাগ সঙ্গীত - মোবারক হোসেন খান
১০। সংগীত মালিকা - মোবারক হোসেন খান
১১। কণ্ঠ সঙ্গীত (১ম ও ২য় খন্ড) - তাপস আদিত্য
১২। প্রাথমিক রাগমালা - শঙ্কর রায়
১৩। রাগ বীক্ষণ - গোলাম মোস্তফা
১৪। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিক্রমা -করুণাময় গোস্বামী
১৫। উচ্চাঙ্গ ক্রিয়াত্মক সঙ্গীত -শক্তিপদ ভট্টাচার্য
১৬। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশ - ওস্তাদ সাইমুদ আলী খাঁন
১৭। গীত লহরী - ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা
১৮। সঙ্গীত প্রবেশ - ওমর ফারুক
১৯। রাগাঙ্কুর (১ম ও ২য় খন্ড) - শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস
২০। সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান - নীলারতন বন্দোপাধ্যায়
২১। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিচয় (প্রথম পর্ব) - প্রদীপ কুমার ঘোষ
২২। প্রশ্নোত্তরে নজরুলগীতি - শম্ভুনাথ ঘোষ
২৩। সুরের বাউল - মোবারক হোসেন খান
২৪। লোক সঙ্গীত জিজ্ঞাসা - সুকুমার রায়
২৫। সঙ্গীত কোষ - করুণাময় গোস্বামী
২৬। রাগ সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত - নারায়ণ চৌধুরী
২৭। মগনগীত ও তান মঞ্জরী (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড) - চিন্ময় লাহিড়ী
২৮। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র - বি, চৈতন্য দেব
২৯। জনকরাগ সমগ্র - মঙ্গলচন্দ্র মন্ডল
৩০। সঙ্গীত সহায়িকা (দ্বিতীয় খন্ড) - দেবব্রত দত্ত
৩১। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি - পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ন ভাতখন্ডে
৩২। রাগ সঙ্গীত - ওমর ফারুক
৩৩। সুরশ্রী - রীতা বসু
৩৪। স্বরাঙ্কন সংহতি - অধ্যাপক রবিন ঘোষ
৩৫। কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী - কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৩৬। সঙ্গীত জিজ্ঞাসা - রামপ্রসাদ রায়

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

পংকজ কান্তি সরকার ১৯৫৬ সালের ১৭ জুলাই মামার বাড়ি বর্তমানে গাজীপুর জেলার কালাকৈর (ডাকঘর-কাশিমপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজ গ্রাম-কাশিমনগর, ডাকঘর ও থানা-সিংগাইর, জেলা-মানিকগঞ্জ। তিনি ১৯৭৩ সালে এস এস সি, ১৯৭৫ সালে এইচ এস সি পাশ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ঢাকায় চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করা অবস্থায় ১৯৮১ সালে তিনি বি এস সি পাশ করেন।

তিনি ছোট বেলা থেকেই বিভিন্ন শিশু সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে স্কুলে পড়া অবস্থায় "মুকুল ফৌজ" এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খেলাঘর করতেন। তিনি বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, তেজগাঁও শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি আলতাফ মাহমুদ সঙ্গীত বিদ্যানিকেতন থেকে গান শিখেছেন। বাংলাদেশ টেলিভেশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ছাড়াও গীতি নক্শা, বিভিন্ন ধরণের গান, নাটিকা, মঞ্চ নাটক তিনি লিখেছেন। তাছাড়াও, তিনি সুরবাণী ললিতকলা একাডেমী, মহাখালী, ঢাকা এবং যাত্রিক ললিতকলা একাডেমী, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা'এর উপাধ্যক্ষ। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন অন্তর্ভুক্ত গীতিকার।